চট্টগ্রামের ইতিহাস

চৌধূরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি
প্রণীত।

মান্না পাবলিকেশন
৩০/১ বি, কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ লেখক
প্রচ্ছদ ঃ সন্দীপ রায় চৌধুরী ও জয়দীপ রায় চৌধুরী

প্রকাশক ঃ অশোক মান্না
মান্না পাবলিকেশন, ৩০/১বি, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ৯৪৩৩১৮৬০৬৪

টাইপসেটিং ঃ স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ
১৯/১, নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ ঃ নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখার প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না।[1] কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী ও ত্রিপুরার রাজমালায় কেবল তত্তদ্বংশের গৌরব-কাহিনী লিপিবদ্ধ; কিন্তু ঐসকল কাহিনীও স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রথা আরম্ভ হয়। পরন্তু, এই সকল ইতিহাসেও হিন্দুরাজত্বের বিষয় কিছু উল্লিখিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপন আপন ভাষায় যে সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক উপকরণ নিহিত আছে। উহা ইউরোপীয় মনীষিগণের চেষ্টায় বহু পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[2] টড্ প্রভৃতি মহাত্মাগণই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তদবধি এদেশবাসী অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কাব্য, নাটক, শিলালিপি, তাম্রশাসন, জনশ্রুতি ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতির সাহায্যে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ সঙ্কলন কার্য্য যে কিরূপ দুরূহ উহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের উপলব্ধি করা অসম্ভব। প্রত্যেক জিলার এক একটী পৃথক্ পৃথক্ ইতিহাস লিখিত হইলে সময়ে সমগ্রভারতের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রাম ভারতের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত, এবং আরাকান ও ত্রিপুরা এই দুই পরাক্রান্ত রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান; সুতরাং ইহার ইতিহাস অতিমাত্রায় জটিল। ত্রিপুরা ও আরাকানের ইতিহাস ইহার অস্থি-মজ্জায় জড়িত। অতি পুরাকালে এই দেশে যে হিন্দুরাজত্ব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুমান হয়, বৌদ্ধযুগে ঐ সকল হিন্দুগণ নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছিল। এ দেশের বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমানগণ প্রায়ই আধুনিক। ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যুদ্ধ বিপ্লবাদি

১. হিন্দুদিগের অনেক ইতিহাস ধর্ম্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মা ও আরাকানবাসিগণের মধ্যে মুসলমানগণের বহুপূর্ব্ব হইতে ইতিহাস লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজোয়াং, মহারাজোয়াং ইত্যাদি আরাকান ও ব্রহ্মার ইতিহাসে খৃঃ পূঃ ২৬৬৬ বৎসরের পূর্ব্ব বিবরণও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

২. অনেক পাশ্চাত্য ইতিহাস-লেখক নানারূপ কাল্পনিক ও অনেক অসত্য বিষয় তাঁহাদের গ্রন্থে মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করিয়া ভারতে প্রাচীন গৌরবের হানি করিয়াছেন।

নানা কারণে রাঢ়, গৌড় ও কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, আবহমান কাল হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লব এইদেশে যেন লাগিয়া রহিয়াছিল। মহাযুদ্ধে, খণ্ডযুদ্ধে এই দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কতবার যে নরশোণিতে ধরা প্লাবিত ও সমুদ্রবক্ষ রঞ্জিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এইরূপ যুদ্ধ ভারতবর্ষে রাজপুতনা ভিন্ন আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। রাজস্থানে কেবল স্থল-যুদ্ধের বিবরণ অবগত হওয়া যায়; কিন্তু এই চট্টগ্রাম স্থল ও জল যুদ্ধের লীলাক্ষেত্র ছিল। নৌ-যুদ্ধের আদি বিবরণী অনুসন্ধান করিলে ইহা সহজে প্রতীয়মান হইবে যে বঙ্গদেশে, শুধু বঙ্গদেশে কেন? সমগ্র ভারতবর্ষে চট্টগ্রামই নৌ-যুদ্ধের আদি কেন্দ্রস্থল। হিন্দু, ত্রিপুরা, আরাকানী, ব্রহ্মা, মুসলমান, পর্ত্তুগীজ, স্পেনীস্, ফরাসী ও ওলন্দাজগণের সংঘর্ষে এদেশ উৎসন্ন হইয়াছিল। তাহার উপর সীতাকুণ্ডের বাড়ব-প্রসাদে ভূমিকম্প অগ্নি-উদগীরণ ও বঙ্গোপসাগরের জল প্লাবন (গর্কি), ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত (Cyclone) এবং হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তু ও ততোধিক হিংস্র পার্ব্বত্য জাতির উৎপীড়ন এইদেশে কম ছিল না।

মুসলমান রাজত্বের সময়েও খণ্ডযুদ্ধের অবসান হয় নাই। বর্ত্তমানে ইংরেজ রাজত্বের সময়ে আমরা শান্তিসুখ উপভোগ করিলেও প্রাকৃতিক বিপ্লবের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারি নাই। ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন (গর্কি) ও ঝটিকাবর্ত্তের (Cyclone) বার্ষিক অধিবেশনের[১] ভয়ে দেশবাসী সকলেই সশঙ্কিত। সেই জন্য দেশের লোক অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা এই জিলার সৌন্দর্যবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তথাপি ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এত রমণীয় যে তত্তুলনীয় ভারতের অতি অল্প দেশই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। ইহা হিন্দু মুসলমান [২] বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র। এইরূপ সর্ব্ব ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্যে এই দেশ কম উন্নত নহে, কেবল রাজধানী বা রাজ-প্রতিনিধি প্রভৃতি প্রধান রাজ-পুরুষগণের বসবাস না থাকায়, এদেশ অন্যান্য কয়েক দেশের তুলনায় হীন হইয়া রহিয়াছে। সদাশয় ইংরেজ গবর্নমেন্ট এই দেশকে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রধান নগর করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনকার দিনের ধুরন্ধর নেতৃবর্গ ইহার প্রতিবাদ করিয়া হাতের কুঠার পায়ে মারিয়াছেন!![২] চট্টগ্রাম আসামের রাজধানী হইলে আজ বোম্বাই, কলিকাতা, রেঙ্গুনের তুলনায় ইহা কোন অংশে ন্যুন হইত না।

যাহা হউক বর্ত্তমানে ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, এমন কি নোয়াখালী ও বিক্রমপুরের ইতিহাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতেছে, আর ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির লীলাক্ষেত্র এই

---

১ প্রত্যেক বৎসর আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে (Cyclone) আশঙ্কা হইয়া থাকে।

২. "On this border land of Hindustan, Buddhism and Islam &c. &c. "Chittagong Proverbs." —(J. D. Anderson.)

৩. ইহাতে কোন কোন অদূরদর্শী তরলমস্তিষ্ক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু তাহারা জানেন না যে চট্টগ্রাম চিরদিনই ভারতে এক প্রাচীন স্বতন্ত্র রাজ্য। ইহা বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে মাত্র ২০০ কি ২৫০ বৎসর।

চট্টগ্রামের কোন ইতিহাস এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

প্রায় ৬০ বৎসর পার্শিপণ্ডিত জমিদার হামিদুল্লা খাঁ সাহেব বাহাদুর পার্শি ভাষায় "আহাদিছুল খাওয়ানিন্" (তারিখে হামিদি) নামক কেতাবে তদীয় বংশাবলী (কুলজী) ও তৎসম্পর্কিত কতিপয় মুসলমান বংশের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এদেশের কোন লোক উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন কি না জানি না। রাজোয়াং ও মহারাজোয়াং নামে আরাকান ও ব্রহ্মার দুইটি অতি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্ট হয়। এই দুই গ্রন্থে চট্টগ্রামেরও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লিখিত আছে। উভয় গ্রন্থই ব্রহ্মভাষায় লিখিত। কিন্তু চট্টগ্রামবাসী অনেকেই ঐ সমুদয় গ্রন্থের নাম শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বঙ্গভাষায় চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পুস্তক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া খেয়াল। ঐ সব ইতিহাস-পদবাচ্য নহে, খিচুড়ী মাত্র। মহাত্মা মিঃ কটন, মিঃ হান্টার, মিঃ এলেন্, শুধু রেভেনিউ ও জরীপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহারাও কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেন নাই।

আমি ইতিপূর্ব্বে 'কায়স্থ-তত্ত্ব-তরঙ্গিণী,' 'গুপ্তসংহিতা' 'পূর্ণপ্রভা' 'মন্দিরা' ও 'এপারে-ওপারে' এই পাঁচটী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি; এবং অনেক বৎসর যাবৎ আসাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশেব ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; মধ্যযোপে এই জিলার মিউনিসিপাল কমিশনারি কবিতে যাওয়ায় ও অন্যান্য নানাবিষয়ে লিপ্ত থাকায় এই দিকে মনোযোগ দিতে পারি নাই।

চট্টগ্রামে সাহিত্যিকের অভাব নাই এবং অনেক সাহিত্য-মহারথীও এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। এবং ভবিষ্যতেও যে কেহ এই গুরুতর বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, আশা করি না। সুতরাং এইক্ষণ, জীবন-সন্ধ্যায় এই দুরূহ কার্য্য সম্পূর্ণ না করিলে চট্টগ্রামের একটী গুরুতর অভাব চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে মনে করিয়া, পুনঃ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলাম। এই দিকে ইউরোপীয় মহাসমরের পরিণামে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও কাগজের দুর্ম্মূল্যতা; ভাল কাগজ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলে। সাধারণ কাগজের মূল্যও দিন দিন যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তজ্জন্য এইক্ষণ পুস্তকাদি প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া এইরূপ নানারকমের কাগজে, স্থানীয় বিভিন্ন প্রেসে এই ইতিহাসের ১ম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। ২য় ও ৩য় খণ্ড ক্রমশঃ প্রকাশের বাসনা রহিল।

আমার এই ইতিহাস প্রকাশে, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক জগতে এক বিষম যুগান্তর উপস্থিত হইবে। কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের ইতিহাসে চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের ঐতিহাসিক তথ্য আদৌ সমাবেশ করেন নাই; যিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও অতি সামান্য মাত্র। মাঝে মাঝে ভিত্তিহীন গল্প ও কল্পনামূলক বিষয় জড়িত করিয়া এমনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এবং ঐ সমুদয় ইতিহাস পাঠে কুসংস্কারের গণ্ডির মধ্যে পড়িয়া পূর্ব্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকের অন্তরে

কতগুলি অলীক ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহা সহজে যাইবার নহে। বলিতে কি, প্রকৃত ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞ সাহিত্যিক ভিন্ন আমার অর্থ-ব্যয় ও ইতিহাস লেখার পরিশ্রমের মূল্য অন্যে উপলব্ধি করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। এবং ইহাতে সাহিত্য ও ঐতিহাসিক জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেকের চক্ষুস্থির হইবে এবং অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন নূতন বিষয়ে বিবরণ শুনিয়া অনেকের কানে তালি লাগিবে; অনেকে নানারূপ কল্পনা জল্পনা করিয়া মুখভঙ্গি ও ভ্রূকুটী করিতেও ত্রুটী করিবেন না।

যাহা হউক, তাঁহারা জানিবেন, সেইরূপ অদূরদর্শী লোকের জন্য এই ইতিহাস লিখিত হয় নাই। যাঁহাদের বুঝিবার শক্তি আছে. তাঁহারা বুঝিবেন যে এই ইতিহাস, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস। পৃথিবীতে সত্য গোপন থাকিতে পারে না। এমন দিন আসিবে আমরা যেমন আজ ৬০ বৎসর পর হামিদুল্লা খাঁ সাহেবের "তারিখে হামিদি" গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছি সেইরূপ আরও ৬০ কি ১০০ বৎসর পরে আমার এই ইতিহাসও কেহ না কেহ অনুসন্ধান করিবেই করিবে।

এই ইতিহাসে যে সকল ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও পুস্তক পত্রিকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অলমতি বিস্তরেণ।

পটিয়া, চক্রশালা, পাড়িগ্রাম
ও
পাথরঘাটা, চৌধুরী-হাউস, চট্টগ্রাম
৪ঠা আষাঢ় ১২৮২ মগী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা।

সাঙ্কেতিক শব্দ

B. H. Page B. History B. His. P.	Burma History, Printed at the University Press, Glasgow. P = Page.
B. H. Page C. H. Page C. H. P.	Cotton s History.

Bengal—Printed by the Gilbert & R. E. V. E. Ravington Ltd. London.

Phyre History—Sir Aurthor Phyre's History.

HISTORY OF CHITTAGONG

Vol. I

PART I

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

প্রথম ভাগ

শ্রী পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্র সূচী

চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

নামের পরিচয় ও ভৌগলিক বিবরণ

প্রকৃতির লীলাভূমি "শৈলকিরীটিনী" "সাগরকুন্তলা" চট্টলভূমি ভারতের সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এমন মনোহারী যে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভ্রমণকারী ও ভাবগ্রাহীরা ইহাকে আপনাদের মনঃপুত কত কত বিভিন্ন নামে অভিহিত করিযাছেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

(১) আদর্শদেশ, (২) সুহ্মদেশ, (৩) ক্লীং বা কালেন, (৪) রম্যভূমি, (৫) চিঁতাগাঁও, চিৎগাঁও* (৬) চট্টল, (৭) চৈত্যগ্রাম, (৮) সপ্তগ্রাম (৯) চট্টলা, (১০) চট্টগ্রাম, (১১) চক্রশালা, (১২) চন্দ্রনাথ, (১৩) চরতল, (১৪) চিতাগঞ্জ, (১৫) চাটীগাঁ, (১৬) শ্রীচট্টল (১৭) সাতগাঁও, (১৮) সীতাগঙ্গা, (সীতাগাঙ্গ) (১৯) সতের কাউন, (২০) পুষ্পপুর, (২১) রামেশ, (২২) কর্ণবুল, (২৩) সহরেসবুজ, (২৪) পার্ব্বতী, (২৫) খোর্দ্দ-আবাদ, (২৬) Porto grando (বৃহৎ বন্দর) (২৭) ফতেয়াবাদ, (২৮) আনক, (২৯) রোশাং, (৩০) ইস্‌লামাবাদ, (৩১) মগরাজ্য, (৩২) Chittagong.

পাতঞ্জল-সূত্রে চট্টগ্রাম আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমায় আদর্শদেশ * নামেই অভিহিত, ইহা পৌরাণিক সুহ্ম দেশের অন্তর্গত; পালিগ্রন্থে ইহার নাম রম্যভূমি (রম্ভূ)[১] তন্ত্রে ও পুরাণে ইহাকে চট্টল বলে।

মহাকবি নবীনচন্দ্র ইহার "চট্টলা" ও "পার্ব্বতী" নাম দিয়াছেন, কর্ণেল উইলফোর্ডের[২] মতে এই দেশের নাম পুষ্পপুর, বহুসংখ্যক বৌদ্ধচৈত্য অবস্থান হেতু ইহার নাম চৈত্যগ্রাম। পুরাতন সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও হইতে অনেক লোক এই দেশে আগমন করায় ইহার নাম

---

* "প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্ত মুত্তরেণ পারিপাত্রম্।"

(১) মগ-রাজত্ব সময়ে রামু চট্টগ্রামের (Subsidiary head quarter ছিল।

(২) চট্টগ্রাম সহরের অনতিপশ্চিমে কর্ণেলের হাট নামক স্থান এখনও বিদ্যমান আছে।

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও, তদপভ্রংশে চাটগাঁ এবং অবশেষে চট্টগ্রাম হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

রাজমালা গ্রন্থকার চট্ট, ভট্ট জাতির বাসস্থান হেতু এই দেশের নাম চট্টগ্রাম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক চট্ট নামক কোন জাতি, এই দেশে নাই ও ছিল না।

"শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "চট্ট" শব্দের "মনোজ্ঞ" ব্যখ্যা করিয়াছেন।

"লক্ষণদিগ্বিজয়" নামক এক পুরাতন গ্রন্থে চট্টগ্রাম "চক্রশালা" নামে বর্ণিত দেখা যায়।[১] সাধু-সন্ন্যাসী মহলে এই দেশ "চন্দ্রনাথ" নামেই প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ কর্ণফুলীকে সীতাগঙ্গা বলিতেন; বোধ হয় সেই নামানুসারে চট্টগ্রামের অপর এক নাম "সীতাগাঙ্গ"।[২]

ইংরেজ ভ্রমণকারী Ralph Fitch (রালফ্ ফিচ) এই দেশকে "রামেশ" বলিয়া লিখিয়াছেন। আরব দেশীয় প্রসিদ্ধ ভৌগলিক ঈদৃশী ইহার নাম "কর্ণবুল"[৩] এবং ১১৭২ শকে বিখ্যাত ভ্রমণকারী আফ্রিকার টাঞ্জোর নিবাসী ইবেন বুত্তো[৪] ইহাকে "সতের কাউন" বলিয়া নির্দেশ করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক মহাত্মা হিউ-য়াং-সাং এই দেশকে 'শ্রীচটল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এই শ্রীচটল দেশ লইয়া সিলহট্ বা শ্রীহট্ট বা শ্রীক্ষেত্র বলিয়া টানাটানি করেন। কিন্তু তিনি আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তে "শ্রীচটল," কামরূপ ও সমতটের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ও বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-চৈত্য-বিশিষ্ট সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতময় স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং চট্টগ্রাম যে শ্রীচটল তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।[৬]

ব্রহ্মভাষায় ইহাকে "চিতাগাঁও (চিৎগাঁ) বলে। চিতা শব্দের অর্থ যুদ্ধ, গাঁও শব্দের অর্থ স্থান, চিতাগাঁও যুদ্ধক্ষেত্র (Battle field)।

---

১. কেহ কেহ বুদ্ধ কর্ত্তৃক "ধর্ম্মাচক্র" স্থাপন হেতু ইহার নাম "চক্রশাল্লা" হইয়াছে বলেন। আর কেহ কেহ বলেন, তান্ত্রিক সাধকমণ্ডলী চক্রে বসিয়া তন্ত্রমতে উপাসনা করিতেন বলিয়া চক্রশালা নাম হইয়াছে। কিন্তু উক্ত নাম আরও পুরাতন বলিয়া অনুমান হয়।

যোগিনীতন্ত্রে এই দেশকে বিষ্ণুক্রান্তভূমির ও গণেশ-বিমষিণী তন্ত্রে ইহাকে কামরূপের অন্তর্গত উল্লেখ করিয়াছেন।

২. কর্ণফুলীর কতেক অংশের নাম কাঞ্চী বা কাঁইচা।

৩. কর্ণবুল, কর্ণফুলীর অপভ্রংশ।

৪. ইনি পীর বদর দর্শন আকাঙক্ষায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিবার ৯০ বৎসর পূর্ব্বে পীর বদর পরলোক গমন করেন। এই সময়ে তিনি ফকিরউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (১৩৮০ খৃঃ)

৬ দ্বিতীয় অধ্যায় ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আরাকানবাসিগণ চট্টগ্রামকে "আনক"[১] (আনফ) বা পশ্চিম দেশ বলিয়া থাকে। পার্শি ভাষায় আরাকানকে আরাখঙ্গ ও রোখাম্ বা রোশাং বলে।

অনেক দিন মগ ও ত্রিপুরা রাজার শাসনাধীন থাকায় ইহাকে "পদ্মাবতী" ও প্রাচীন ঘটককারিকায় কোন কোন স্থানে "মগী মুরুঙ্গের দেশ ও রোশাং"[২] বলা হইয়াছে। ঘটককারিকায় "চরতল" শব্দও দৃষ্ট হয়। পর্ত্তুগীজগণ ইহার "পোর্ট গ্রাণ্ডো (Porto grando)" বা বৃহৎ বন্দর আখ্যা দিয়াছিলেন। সম্রাট্ আরঙ্গজেবের সময়ে এই দেশ "ইসলামাবাদ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। মুসলমান বাদশাহা নছরত শাহা চট্টগ্রামের উত্তরাংশ অর্থাৎ কর্ণফুলীর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া "ফতেয়াবাদ" নাম দিয়াছিলেন।

মুসলমান ফকিরগণ ইহাকে "বার আউলিয়ার দেশ" বলিয়া থাকনে। প্রবাদ আছে, সাহাজাঞ্জী নামক জনৈক মুসলমান নরপতি বারজন দরবেশ সহ এই দেশ পরিভ্রমণে আসেন, এবং কুমিরার নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। "বারআউলিয়া" নামক একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম এখনও তথায় বিদ্যমান আছে; এবং তথায় বারটী কবরও পাশাপাশি রহিয়াছে।

ইঁহারা ভিন্ন পীর আব্দুলকাদের জিলানী, সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী[৩] প্রভৃতি আরও বারজন আউলিয়ার নাম এই দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু জমিদার হামিদউল্লা খাঁ তদীয় "তারিকে হামিদী গ্রন্থে" (৭১ পৃঃ) ঐ সমুদয় পীরগণ আদৌ এ দেশে আসেন নাই বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কতগুলি লোক কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদের পবিত্র নামে স্থানে স্থানে কতগুলি দরগা ইত্যাদি স্থাপনে রোজগারের পথ প্রশস্ত করিয়াছে মাত্র।

ফাহিয়ান, ডিওন, ক্লিমেনস্ জোহানস, টালেমী, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়, পুরাকালে ভারতের সঙ্গে সুদূর আরব, চীন প্রভৃতির সহিত যথেষ্ট বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল[৪] তৎসঙ্গে সঙ্গে ইবেনবুততো, ঈদৃশী ও ইরাণবুধ প্রভৃতি

---

১. চট্টগ্রামবাসী আরাকানবাসীকে রোসাঙ্গী বলিয়া থাকে।

২. আরাকানী ভাষায় আরাকানকে চিৎউয়ে (Myauka) সেণ্ডোকে চেঁদওয়ে ও কেপ্রুকে চিক্‌পিউ (ধবল পাথর) বলে। কেপ্রু সমুদ্র হইতে দেখিতে ধবল দেখা যায়। আরাকানী ভাষায় ত্রিপুরাকে খরতুন ও ঢাকাকে দাকা বলে। ব্রহ্মভাষায় ত্রিপুরার অপর নাম পাটীকোকোয়া বা পাটীকোড়া। আরাকানাধিপতি ঢাকা অধিকার করতঃ তাহার সীমা নির্দ্দেশ কালে দা দিয়া মাটীতে চিহ্ন দিয়াছিলেন, সেই জন্য "দা-কাটা" হইতে দাক্কা বা ঢাকা হইয়াছে। কিন্তু ঢাকার ইতিহাস-লেখক ঢাক্ বাদ্য হইতে ঢাকা শব্দ হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুমানে দেখা যায় চাটিগাঁ, ত্রিপুরা (তিপ্‌রা) ও ঢাকা এই তিনটী নাম মগী বা ব্রহ্ম ও ত্রিপুরা ভাষায় অপভ্রংশ; কালে সংস্কৃতভাবাপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ ঢাকা শব্দ আফগানীস্থানের Dakka হইতে হইয়াছে বলেন।

৩ পারস্য দেশীয় "তেজকর-তোল-আউলিয়া" নামক গ্রন্থে বায়েজিদ বোস্তামী' ভিন্ন এই দেশে প্রসিদ্ধ অন্য কোন পীরের নাম উল্লেখ নাই।

পীর বদরের যে আসন সহরের বুকের উপর স্থিত আছে, তাহা কবর নহে। উক্ত পীর বদর সম্বন্ধেও নানা জনের নানা মত দৃষ্ট হয়।

৪. ১৫৭০ খৃঃ সিরাজ ফেড্রিক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে রুমের সুলতান চাটিয়া জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠেও চাটিগাঁর সুবিস্তৃত বাণিজ্যের কথা অবগত হওয়া যায়। চাটিগাঁইয়া পোত লইয়া চাটিগাঁইয়া নাবিকগণ নক্ষত্র ধরিয়া বাণিজ্যার্থে ভারতমহাসাগরের নানাদ্বীপেও পারস্য, সিংহল, মিশর দেশ পর্য্যন্ত গমন করিত। আরব দেশের "মৌজা"[১] নামক স্থানে তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল।

তখনকার দিনে চট্টগ্রাম এক বাণিজ্য প্রধান নগর ছিল;[২] এবং দেশীয় বিদেশীয় বণিকদিগের পক্ষে জলপথে বাণিজ্য করিবার ইহা যে একট বিশেষ সুবিধাজনক বন্দর ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান চট্টগ্রামের ও তন্মধ্য-প্রবাহী নদীসকলের এবং অদূরবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বেশ অনুমান হয় যে, সেই সময়ে নদী সকলের ও সমুদ্রের অবস্থা এইরূপ ছিল না। কর্ণফুলী প্রভৃতি নদী সকল তখনকার দিনে অতিশয় বিপুলকায়া ও সুবিস্তীর্ণা ছিল, এবং সমুদ্র চট্টগ্রাম সহরের অতি নিকটবর্ত্তী ছিল। ঐ সকল নদীর নিকটবর্ত্তী ও অদূরবর্ত্তী গ্রাম সকলের নাম ও প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল গ্রাম এক সময়ে নদীগর্ভস্থ ছিল; পরে চর পড়িয়া ক্রমে ক্রমে গ্রামে ও বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। যেমন চরখিজিরপুর, চরখিধিরপুর ইমামল্লারচর, চরলক্ষা, চরপাথরঘাটা, মনোহরখালী, পতেঙ্গা ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটের উপর বলিতে গেলে, তখনকার দিনে চট্টগ্রামের নদীসকলও নিকটবর্ত্তী সমুদ্র, চর প্রভৃতি দ্বারা বাণিজ্যসহরের অদূরবর্ত্তী চরলক্ষা, জুলধা প্রভৃতি নদীর অপর তীরবর্ত্তী স্থানগুলি সেই সময়ে সমুদ্রের কুক্ষিগত ছিল। বর্ত্তমান (Fairy Hill) ফেয়ারিহিলে পাদদেশ ধৌত করিয়া সমুদ্রের লবণাম্বুরাশি আনোয়ারা পাহাড়ের পাদদেশে উছলিয়া পড়িত। দেয়াঙ্গের পাহাড় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের একটী প্রধান আড্ডা ছিল[৩]। বাণিজ্যপোত সকল বন্দরে প্রবেশ করিতে পথ-প্রদর্শক স্বরূপ আলোস্তম্ভ (Light House) তত আবশ্যক করিত না; চট্টগ্রাম সহরের পার্শ্ববর্তী বা সমুদ্রোপকূলে সাধারণ চাটী বা আলো দ্বারাই সে কার্য্য সম্পন্ন হইত। অন্যদিকে নেজামপুর পরগণার পাহাড় হইতে সমুদ্র দুই মাইল, দেড় মাইলের অধিক নহে। ইহাতে দেখা যায় সমুদ্র ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া, চর ভরাট হইয়া উক্ত পরগণার পশ্চিমাংশ সৃষ্টি হইয়াছে। সেইরূপ পটীয়ার উত্তর পশ্চিম ও রাউজানের কতক অংশ ভরাট হইয়াছে দেখা যায়। এখনও এককাহণের পাড়া, ডিঙগাভাঙ্গা, চরন্দীপ, খরন্দীপ, ধলঘাট, হাবিলাসদ্বীপ, খিতাপচর, নয়াপাড়া প্রভৃতি নামের দ্বারা তত্তৎ স্থানে নদী বা সমুদ্র ছিল বুঝা যায়। মাঝে মাঝে জলাশয় খনন কালে সমুদ্রগামী জলপোতের ভগ্নচিহ্ন পাওয়া যায়।

---

১. সেই "মৌজা শব্দ আমদানী হইয়াছে। মৌজা শব্দে গ্রামকে বুঝায়, প্রত্যেক গ্রামের নামের পূর্ব্বে এ দেশে মৌজা শব্দ ব্যবহার হয় (যেমন মৌজা আন্দরকিল্লা)।

২. The fort of Chatgan in an appurtenance of the kingdom of Arracan, which is a large country and great port of the east. Studies in Mughal India P. 118.

৩. খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ইহাদের চট্টগ্রামস্থ বাণ্ডেল গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রতিকৃতি দেওয়া গেল।

৪. See Burmise History Page 202

চট্টগ্রাম যখন মগরাজগণের শাসনাধীনে ছিল তখনও ফেয়ারি হিল (Fairy Hill) ও টেম্পেষ্ট হিল (Tempest Hill) এই দুইটা পাহাড় পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গী গণের দখলে ছিল*; জন হেরি নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ উহা দখল করিত। কাপ্তান টেক্‌সরা সাহেব তাঁহা হইতে ঐ দুইটী পাহাড় খরিদ করেন। টেক্‌সরা হইতে উক্ত ফেয়ারিহিল পেরাডা সাহেব প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহা হইতে ছনহরা গ্রামের খ্যাতনামা জমিদার বাবু অখিলচন্দ্র সেন ৯০০০ টাকা মূল্যে তাহা খরিদ করিয়া দখলকার ছিলেন। বর্ত্তমান কাছারী বিল্ডিং প্রস্তুতের জন্য অখিল বাবু হইতে গবর্ণমেন্ট উহা খরিদ করিয়া লন [১৮৮৯–১৮৯২]। ইহার উত্তর অংশের টেম্পেষ্ট হিল, টেক্‌সরা সাহেবের নিকট হইতে হস্তান্তরিত হইয়া জমিদার রামকমল -রামবল্লভ সাহাদের হস্তগত হয়। এবং মাত্র কয়েক বৎসর হইল তাঁহাদের নিকট হইতে গবর্ণমেন্ট উহা খরিদ করিয়া কালেক্টর সাহেবের বর্ত্তমান বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, ফেয়ারিহিলে পর্ত্তুগীজ আমলে ডাক্তারখানা ছিল। বর্ত্তমান যে ঝাউগাছ সকল সুন্দর শ্রেণীবদ্ধভাবে দৃষ্ট হয় তাহাদের অনেক গুলির বেড় প্রায় ২০।২৫ হাত হইবে। এই গুলি বহু পুরাতন বলিয়া অনুমান হয়। মুসলমান আমলে এ স্থান অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উহাতে মাত্র একটী ভগ্ন কুঠি বিদ্যমান ও পরীর বাসস্থান বলিয়া সেই কালের লোকগণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সেই সময় হইতেই উহা ফেয়ারিহিল (Fairy Hill)–পরীর পাহাড় বা অপ্সরা পর্ব্বত নামে পরিচিত হইয়া পড়ে।

তখনকার দিনে বাণিজ্য-যাত্রীর সুবিধার জন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই পাহাড়ে বা নিকটবর্ত্তী জন্য পাহাড়ে সম্ভবতঃ একটী আলোক স্থান ছিল; তাহাতে চাটী সকল (lights) শ্রেণীবদ্ধভাবে জ্বালাইয়া দেওয়া হইত এবং উহার আলোক অনেক দূরবর্ত্তী জলপথ হইতে দেখা যাইত সেই "চাটী" হইতেই "চাটীগ্রাম" বা "চাটীগাঁ" এবং ক্রমে চট্টগ্রাম হইয়াছে বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। এখনও বন্দর গ্রামে একটী Flag station এবং পার্কির মুখের অনতিদূরে একটী আলোস্তম্ভ [Light house] আছে। পার্শি পণ্ডিত জমিদার হামিদউল্লা খাঁ তদীয় "আহাদি ছুলখাওয়া নন" গ্রন্থে এই দেশকে দৈত্য, জিন, পরী ইত্যাদির দেশ বলিত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এবং জনৈক ফকীর চাটী বা বাতি জ্বালাইয়া দেওয়ায় উহার প্রভাবে দৈত্য প্রভৃতি পলাইয়া যাওয়ার প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন[১]। কিন্তু তিনিও উহা অসত্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ উহা অলৌকিক। তিনি আবার খোর্দ্দ আবাদ হইতে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাটী প্রমাণ আবাদ হইতে) এই দেশের নাম চাটীগাঁ হইয়াছে বলিয়া বলেন। উহাও সঠিক বলিয়া অনুমান হয় না।

সীমা–চট্টগ্রামের উত্তরে ফেণী নদী, দক্ষিণে নাফনদী (নাগনদী) ও বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে

---

* মগরাজত্ব সময়ে এই সমুদয় স্থান দুর্গের ভিতর ছিল। এই ইতিহাসের ২য় ভাগ ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১. তারিকে হামিদী ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আরাকান শৈলশ্রেণী ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর।

পরিমাণ ফল–চট্টগ্রামের পরিমাণ ফল প্রায় ২৪২৯ বর্গ মাইল।

দৈর্ঘ্যে–উত্তর দক্ষিণে ১৬৬ মাইল; বিস্তারে পূর্ব্ব পশ্চিম [উত্তরাংশে] ২৬ মাইল এবং দক্ষিণাংশে ৩ মাইল। মানচিত্রে ইহা একটা বিষমবাহু চতুর্ভুজ বিশেষ। ২২´´ ৩৭´ ৪৫´´ অক্ষাংশ ও ৯১´´ ৪´৩৪´´ দ্রাঘিমা।

লোক সংখ্যা–বর্ত্তমানে প্রায় ১৫০০০০০।

পর্ব্বত শ্রেণী–১। আরাকান শৈলশ্রেণী। ২। রামগড়, রামগিরি) সীতাকুণ্ড শৈলমালা, (চন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান) তদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক ছোট ছোট পাহাড় দৃষ্ট হয়। যথা–৩। চট্টগ্রাম সহরের পাহাড়শ্রেণী–গোলপাহাড়, ওয়েলেস্‌লি পাহাড়, ফেয়ারিহিল্‌, টেম্পেষ্টহিল, বাটালি পাহাড় ইত্যাদি। ৪। চান্দপুর বা পুখুরিয়া পাহাড়। ৫। আনোয়ারা শৈলশ্রেণী (দেয়াঙ্গের পাহাড়) প্রভৃতি। ৬। রামপাহাড়। ৭। সীতাপাহাড়। ৮।

রামগিরি বা রামকূট (রামটেক) পাহাড়। ৯। মৈনাকপাহাড়। ১০। ইউনান হিল। ১১। কক্সবাজারের পাহাড় শ্রেণী ও টেকনাফ শৈলমালা।

নদী–উত্তর সীমায় ফেণী ও দক্ষিণ সীমায় নাফ (নাগ) নদী। ইহা ভিন্ন কর্ণফুলী, শঙ্ক, মাতামুহরী ও বাক্‌খালী নদীই প্রধান। ইহাদের অনেক ছোট বড় শাখানদী ও উপনদী আছে। যথাঃ–[১] হালদা, ধুরুং, শীলক, সপ্তা, তেলপাড়ে, চিরিঙ্গা, ভাণ্ডালজুরি, ইছামতী ও মন্দাকিনী; এতদ্ভিন্ন খুরুসিয়া, খরণা, শ্রীমতী, বরুণী, বাঁশখালী, ডলু, হাঙ্গর, গরল, ফাশ্যাখালী, ডুলাহাজারা, কুমিরাছড়া, কাউনিয়াছড়া, চানখালী, মিঠাছড়া ইত্যাদি অনেক ছোট ছোট নদী আছে।

গিরিবর্ত্মা (বা ঢালা)–অম্বিকার ঢালা, বারুইয়ার ঢালা, গৌরীশঙ্করের ঢালা, কুরিবার ঢালা, হাটুভাঙ্গা ঢালা, সীতাকুণ্ডের ঢালা, হাদি ফকিরের ঢালা, খুলশির ঢালা বা টাইগার পাশ (Tiger pass), দৌচালিয়ার ঢালা, করলডেঙ্গার ঢালা, কমল মুন্সীর ঢালা, ধোপাছড়ীর ঢালা, পুথুরিয়ার ঢালা, চুনতীর ঢালা, হাড়ভাঙ্গের ঢালা, গর্জ্জনীয়ার ঢালা, রাঙ্গনীয়ার ঢালা, ইত্যাদি।

অন্তরীপ–পতেঙ্গা, টেকনাফ।

দ্বীপ–কুতুবদিয়া, মহেশখালী ও সাহাপরী দ্বীপ।

ফাড়ি–বোয়ালখালী, জলকদর, বাঁশখালী, মালীয়ারা, মুরালি, সাপমারা, ও কুমিরিছড়া প্রভৃতি।

জল-প্রপাত–সহস্রধারা (সীতাকুণ্ড)।

উষ্ণ-প্রসবণ–বাড়বকুণ্ড, কুমারাকুণ্ড ও লবণাখ্যকুণ্ড।

হ্রদ–খুরুসিয়ায় নাপিতপুণীর ঢেবা।

---

১. পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে "বরকল" নামে আরো একটি জল প্রপাত আছে।
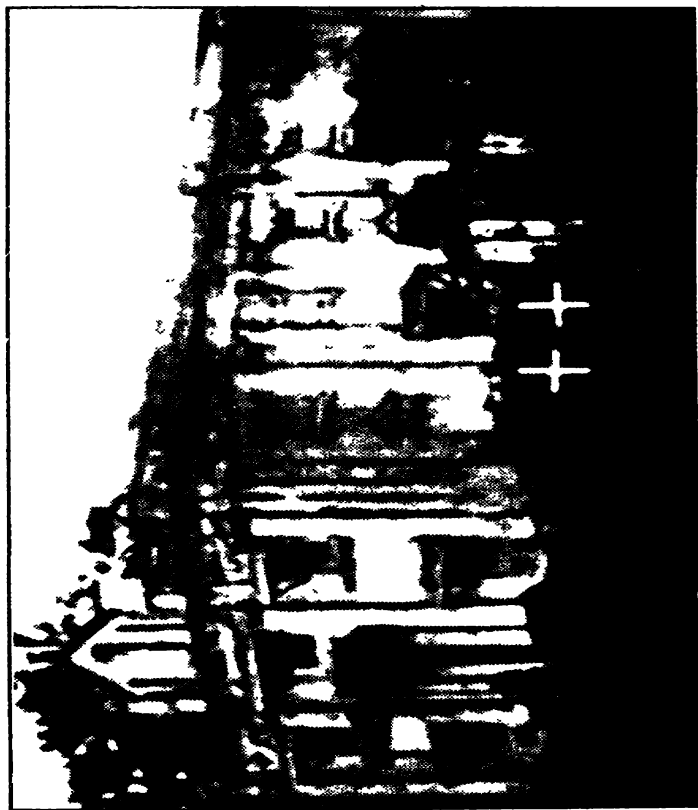
চট্টগ্রাম বাণ্ডেলস্থিত পর্ত্তুগীজ পিরিঙ্গিগণের রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চ (গির্জ্জা) ও করবস্থান।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ

বিশালসাগর-পরিখা-বেষ্টিত, অত্যুচ্চশৈলপ্রাচীরমণ্ডিত, হরিদ্বর্ণবৃক্ষরাজি-সুশোভিত এই চাট্‌গাঁর পৌরাণিকত্ব সম্বন্ধে নূতন করিয়া আর কি বলিব? বর্ত্তমান বঙ্গদেশ যখন বঙ্গসাগরের অতলজলে নিমজ্জিত ছিল, তখনও এই চাট্‌গাঁর অস্তিত্ব ছিল।

অতি প্রাচীনকালে কামরূপও রাক্ষেয়াং (বর্ত্তমান আরাকান) রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আর্য্যগণ সূক্ষ্মদেশ বলিতেন, সুতরাং এই চট্টগ্রাম যে সূক্ষ্মদেশের অন্তর্গত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।[১]

খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে আলেক্‌জেণ্ডারীয় যুগে প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশ সকলকে প্রাচীন ব্রহ্মদেশবাসিগণ "ক্লীং" বা "কালেন" অর্থাৎ পশ্চিমদেশ বলিতেন, এবং এই কালেন দেশের সামরিক শক্তি এত প্রবল ছিল যে

---

(১) এই সূক্ষ্মদেশ অতিপ্রাচীন; মহাভারতে ভীমসেনের দিগ্বিজয়ে বর্ণিত আছে, মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, কর্ণাটাধিপতি, সূক্ষ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন।

মহাভারত "সভাপর্ব্ব" ৩০ অধ্যায়। বর্দ্ধমান সংস্করণ।

(২) "The term kling or kalon is used in Burma to designate the people of the west of Burma."

(Balfour's Cyclopaedia of India. Vol. 11, Page 481.)

"When............he (Alexander) gathered them altogether,........................but when the Macedonians would by no means assent to his (Alexander's) proposals renounced his contemplated enterprise."

(Extract from the History of Alexander, the great, translated by J. W. Mecrindle, M. A. in Ancient India. P. 283)

আলেক্‌জেণ্ডার তদীয় সৈন্যগণকে কোন মতেই তদভিমুখে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন না।[২]

প্রসিদ্ধ ভৌগলিক ষ্ট্রাবো ১৮–২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে দেখা যায় ভারতবর্ষের বহুনগর সমুদ্রজল হইতে রক্ষাব জন্য মাটীর বাঁধ (কাঠী Embankent) দ্বারা সুরক্ষিত ছিল[১] ইহাতে অনুমান হয় বর্ত্তমান বঙ্গদেশের প্রদেশসকল তখনই বঙ্গসাগরের লবণসলিল হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। এখনও অনেক স্থান বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ থাকে।[২]

রাজ-তরঙ্গিণী পাঠে দেখা যায় কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য প্রায় বারশত বর্ষ পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ার্থে গৌড় নগরে আসেন, তখন গৌড় নগরের অনতিদূরে সমুদ্রের অবস্থিতি ছিল[৩]

নদীয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদের কতেক ও ঢাকাজিলার বিক্রমপুর. সোণারঙ্ প্রভৃতি অধিকাংশ স্থানের তখন অস্তিত্ব ছিল না[৪]।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউয়াংসাং ভারতভ্রমণে আসেন, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তেও বহুদেশের নাম দৃষ্ট হয় না। তিনি পৌণ্ড্র, কর্ণসুবর্ণ, পূর্ব্বদিকে কামরূপ, সমতট, শ্রীচটলো[৫] ব্রহ্মপুর (স্ত্রীরাজ্য)[৬] প্রভৃতি জনপদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই কামরূপ (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের) ভৌগলিক মানচিত্র ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে ময়মনসিংহের কতেক অংশ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কাছাড়া প্রভৃতি একসময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল।

এই প্রাগজ্যোতিষপুর একসময়ে হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল; তাহার সভ্যতা ও জ্ঞানালোকে সমুদয় ভারত আলোকিত হইয়াছিল। সেইজন্যই ইহার নাম প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর। কেহ ২ পূর্ব্বদিকে প্রথম সূর্য্য উদয় হওয়ায় এই দেশের নাম প্রাগজ্যোতিষপুর হইয়াছে বলেন, বাস্তবিক উহা ঠিক বলিয়া অনুমান হয় না।

---

(১) ঋগ্বেদের সময়েও আর্য্যাবর্ত্তের পরেই সমুদ্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

(২) এখনও ঢাকা জিলার অনেকস্থান বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ থাকে, নৌকা ভিন্ন চলাচল হয় না।

(৩) রাজতরঙ্গিণী পঞ্চমতরঙ্গ।

(৪) সিহল-চটলো বা "সিহলি-চটলো"–; চট্টল শব্দের অপভ্রংশ চটলো। যিনি যাহা বলুন না কেন, চটলো শব্দ লুকাইতে পারিবেন না।

'সি' শব্দের অর্থ চৈনিক ভাষায় শাক্যপুত্র। হিউয়াংসাংএর সময়ে সমুদয় চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল ও ফাহিয়ানের "কোকুই ফি" গ্রন্থে একটী "ফো" বা মঠ (বুদ্ধদেবের উপবেশন স্থান) ছিল দেখা যায়; সেইজন্য সিহলি চটলো বা বৌদ্ধরাজ্য বলা হইয়াছে। হিউগ্রাংসাং এর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রথমতঃ গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত মেকাডো (Mecords) তারপর মিঃ ওয়ার্টার ইংরেজীতে Sri-chatra অনুবাদ করিয়াছেন। অন্যদিকে ৬২৯–৬৪৫ খৃঃ হিউয়াংসাং ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এবং ৬৩৯ খৃঃ সিংহবংশীয় রাজগণ আরাকানে রাজত্ব করা এবং পরবর্ত্তী সময়ে চট্টগ্রাম আক্রমণ করা ও অধিকার করার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ সিংহরাজ্যকে সিহলি চটলো বলেন। এবং Phayre's history ২৭ পৃঃ সিংহ শব্দ সিহ ও সিংহল শব্দ সিহল দৃষ্ট হয়। চৈনিক ভাষায় লি শব্দে পরিমাপ, অংশ বা দেশ বুঝায়, সেইজন্য সিংহরাজ্য, চটলো বা সিহলি চটলো লেখা খুব সম্ভব। কারণ, সিহলি পালি শব্দ।

৬. ইহা ব্রহ্মরাজ্য না হইবে কে বলিতে পারে? এই দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা এখনও দৃষ্ট হয় ও আবা প্রভৃতির জনপদের রমণীগণ সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। (Dames of Avapride)

হিন্দুদিগের পূর্ব্বকৃর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজে অনুমান করা যায় যে সভ্যতা ও জ্ঞানালোকে এই দেশ এমন উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল যে, পুরাকালে ইহাকে স্বর্গরাজ্য বা দেবপুরী বলিত।

ইন্দ্র, চন্দ্রাদি রাজগণ এই দেশেই রাজত্ব করিতেন, আর্য্য-অনার্য্যের (দেবাসুরের) এই দেশেই ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল; ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের বংশধর জয়ন্তাগণ ও বাসুকীর বংশধর নাগাগণের নামেই উহা প্রতীয়মান।[১]

অধিক কি, ১৪৩৬ খৃঃ অঃ কাছাড় ও জয়ন্তা রাজার সংগ্রামে কাছাড়রাজা বন্দী হইলে কাছাড়-রাজমহিষী কামরুপে রাজাকে "স্বর্গদেব"[২] সম্বোধনে পত্র লিখিয়ছিলেন। ১৫০০ খৃঃ অঃ পর্ব্বতরায় ও ১৭০০০ খৃঃ অঃ রুদ্রসিংহ, রামসিংহ প্রভৃতি রাজার নাম দৃষ্ট হয়। এই সকল নামই ক্ষত্রিয়বাচক। এবং এই সকল দেশের অধিবাসিগণ স্বরাজ্য রক্ষার জন্য ১৮৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

হিউয়াংসাং এর সময়ে ভাস্করব্রহ্মা নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন। এবং উক্ত রাজ্যের ২০০০ হাজার মাইল বিস্তৃত পরিধি ছিল বলিয়া হিউয়াংসাং তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) সমতট (ময়মনসিংহ ও ঢাকার কতেক অংশ) কাছাড়, শ্রীহট্ট, জয়ন্তা ও পশ্চিম-আসাম সহ করতোয়া নদীর তীর পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। এবং শ্রীচটলো (চট্টগ্রাম) কোন সময়ে ব্রহ্মা, আরকান ও কোন সময়ে কামরূপ ও ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল।

হিউয়াংসাংএর কামরুপের বর্ণনায় দেখা যায় ঐ দেশে সহস্র ২ লোকের বাস ও হিন্দুধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম আদৌ এইরাজ্যে প্রচলিত ছিল না। একশত দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি হরিদ্বার, পঞ্জাব, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি হইয়া ১৬ বৎসর ভারতভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কামরুপ সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত বলিয়াছেন।

একদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সহিত চট্টগ্রাম যেবকম সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে ব্রহ্মারাজ্য ও আরাকানের সঙ্গেও ইহার আরও অধিকতর সংশ্লিষ্টতা দৃষ্ট হয়। মানচিত্রে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, আরাকান, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি সমসূত্রেই গাঁথা। ব্রহ্মা ও আরাকানের ইতিহাস পাঠে

---

১. এখনও হিন্দুগণ দিক্‌পাল পূজায় ইন্দ্রকে পূর্ব্বদিকের অধিপতি বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন

আহমগণ–ইন্দ্রবংশীয়।
জয়ন্তাগণ–ঐ।
কোচগণ–শিববংশীয়।

মণিপুর, কাছাড় ও শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম } চন্দ্রবংশীয়

বাঙ্গালার পালবাজগণ সূর্য্যবংশীয়।
সেনরাজগণ সোমবংশীয় বলিয়া আপন ২ পরিচয় দিয়াছেন।

২. কাছাড় ইতিহাস ২৫৬ পৃঃ।

অবগত হওয়া যায়, তিব্বত-দেশের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে কতিপয় জাতি ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা দিয়া ব্রহ্মদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন[১]। আরও দেখা যায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও ব্রহ্মরাজের অর্ন্তগত প্রদেশ সকল পুরাকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। তারপর সময়ের পরিবর্ত্তনে, কিরূপে ক্ষত্রিয়গণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করায় হিন্দুগণ তাহাদিগকে মগ ও বহির্তন্ত্রি শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল; মগ, ব্রহ্মাগণ বা কোথা হইতে আসিল এবং কিরূপে প্রাধান্য স্থাপন করিল এবং ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না ইহার তথ্য বড়ই জটিল।[২]

ব্রহ্মার ইতিহাস মহারাজোয়াং ও আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াং পাঠে জানা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজগণ ব্রহ্মরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।[৩] ইহাদের মধ্যেও বিভিন্ন শাখা ও স্বতন্ত্র২ রাজবংশ দৃষ্ট হয়। আরাকানী মগগণ ক্ষত্রিয় নহে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ রাজোয়াং গ্রন্থে ইহারা ব্রহ্মাগণের অতিপূর্ব্বে ভারত হইতে আগত বলিয়া উল্লেখ আছে।[8]

ইহাদের শরীরগঠন ইত্যাদি দেদীয় বরুয়া ও জমুয়া মগগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহারা প্রায়ই বাঙ্গালীর মত।

কেহ ২ ইহাদিগকে রক্ষঃ বা রক্ষোয়ং বলিয়া থাকে। মগদিগের মধ্যে রাখ্‌চাঁই নামক একশাখার লোক রাজত্ব করিতেন বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষয়াং বলা হইয়াছে। আবার কেহ

---

১. In very early times tribes moved down from eastern. Tibet along the valley of the Brahmaputra into Assam and Burma, and their descendants became the China, Kami and Burmese." (History of Burma, P. 6)

২. অনেকের মতে মগধদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ আসিয়া পূর্ব্বদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে যাহারা উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দুগণ মগ খ্যাতি দিয়াছিলেন।

৩. ...."A second immigration of Indians from the north west. A king mamed Daza-raza entered Burma and settled in Mauriya." (Burma History P. 10)

(a) " All that can with certainly be said of the early history is that the tribes which called themselves Pyu, Kanran and Thet were ruled by kings from India, who gave them some degree of civilization." ....

"The kings of Upper Burma crossed from India by land through Bengal and Manipur" (Burma History P. 15)

(b) "As in the case of Upper Burma an uncivilized people received rules from India" (Burma History P. 14)

(c) .... "the Burmese Maha-raza-win, or Chronicle of the kngs opens with an accout of the ereation. This finished, it proceeds to describe the foundation by kings from India of a monarchy at Tagung in Upper Burma" (Burma History P. 9)

(d) "In very early times a king from Kapilavastu in Oude, the home of Buddha, was forced by dissensions with neighouring chiefs to leave his cuntry and came with and army into Burma." (B. His. P. 9).

(e) "Buring his (Khansittha) reign an Indian potentate, called the Prince of Pateikkaya, came to Pagan desiring to marry the kings's daughter." (B. His. P. 22).

(f) "They afterwards took the name of Brahma or Mramma, by which the people are still called. This name was never applied to the Arakanese, who calim to be the older branch of the race." (Burma History P. 9).

ব্রহ্মার পুরাতন ইতহাসে দেখা যায়, বুদ্ধদেব স্বশিষ্যে ছেলুইন নদীর তীরপর্য্যন্ত পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। [১]। নদীর পর পারস্থ লোকগণ তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ না করিয়া তাঁহার প্রতি ঢিলা নিক্ষেপ করেন, সেইজন্য তাঁহারা রক্ষেয়াং বা (বিধর্ম্মী) বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিলেন। বিশেষতঃ বৌদ্ধগণের সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের এক ঘোরতর বিবাদও বর্ণিত দেখা যায়[২]।

বুদ্ধদেব ছেলুউইন্ নদীর তীর হইতে চট্টগ্রাম (চন্দ্রনাথ), হস্তিগ্রাম (হাইদ্-গাঁও), আম্রগ্রাম (আমতলি) হইয়া জলপথে তিনমাসে কুশীনগরে উপস্থিত হন এবং তথায় তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত[৩] হন।

উক্ত হাইদগাঁয়ে একটী অতি পুরাতন বৌদ্ধচৈত্য আছে। প্রতি বৎসর বিষুব সংক্রান্তিতে এই স্থানে মেলা হইয়া থাকে, এবং বৌদ্ধগণ তথায় বুদ্ধপদে পিণ্ড দান করেন। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক বৌদ্ধ-বাসিন্দা ছিল এখনও ত্রিপুরার দিঘি ও ত্রিপুরার হাট, বর্ত্তমান আছে। এইরকম বৌদ্ধচৈত্য রামু, চকরিয়া প্রভৃতি স্থানেও দৃষ্ট হয়। এইসকল কারণে, বুদ্ধের আগমন ও ধর্ম্মচক্র স্থাপনের বিষয় প্রতীয়মান হয়।

ইহারা আর্য্য না অনার্য? এ বিষয় লইয়া অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। যাহাদের কৃষিজাত শস্য, সমুদয়ভারত এমন কি জগতে সরবরাহ হইতেছে। যাহারা শিল্প ও বাণিজ্যে এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যে দেশের স্বর্ণ, জগৎপ্রসিদ্ধ যাহাদের সন তারিখ [৪] ও ভূমির পরিমাপ প্রভৃতি এখনও প্রচলিত, যাহাদের দুর্গ ছিল, বড় বড় কামান ছিল,[৫] গড় ছিল যুদ্ধ

---

১. রাজোয়াং ৮ পৃঃ এবং Phayre's history P. 27.

২. "But it is known that Buddhagosa brought the Tripitaka or Buddhist seriptures to Thaton about the year 450 A. D. Form that time onward the disputes between Buddhists and Brahmins must have become more acute and the country was probably much disturbed by their quarre's Buddhist doctrine finally won the day." (B. His. P. 16).

a. "But the most important trophy of all was the 'great Mahamuni image cast by Chandra Suriya about 150 A. D. and long coveted by the Burmans." (B. His. P. 137)

ছেলুইউন নদী আকিয়াব হইতে অনেক দূরে, ইহারা বাঙ্গালীকে কোলা বা কালা শব্দ ব্যবহার করিত।

b. আরাকানীগণ বুদ্ধকে চন্দ্রসূর্য্য রাজার সমসাময়িক বলেন, কিন্তু তাহা ভুল। ইহার ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব আরাকান গিয়াছিলেন।

৩. Buddha had attained Nirvana more than six centuries before this time, But the Arakanese place the date of Chandra Suriya s reign much it appear that the image was cast during the life-time of Buddha and was an actual likeness." (B. His. 199).

৪. The next king of importance is Thinga Raza, ... With the aid of the astronomers he corrected the calender, and inaugurated the new Burmese era (oWJ xj) ... ... This era began in March. 639. A. D when the sun entered Aries." (B. His. P. 198).

৫. The spoils included a great gun thirty feet long and of elevan inches calibre, ... and now stands in front of the palace at Mandalay. (B. His. P. 137).

জাহাজ ছিল, যহারা ত্রিপুরা, মুসলমান, পর্তুগীজ, পরিশেষে ব্রিটিশ-সিংহের সহিত, সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, যাহাদের প্রতাপে মোগলসাম্রাজ্য একদিন বিকম্পিত হইয়াছিল, যাহাদের তরবারির আঘাতে শত্রুশোণিতে কালাডোনা, মেঘনা, কর্ণফুলী এমন কি বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইয়াছিল, যাহাদের মধ্যে বানদুলা[১] ঞিনখ্যাং, মাংফুলা প্রভৃতি বড় ২ বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা ও আরাকান হইতে ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল তাহারা কি অনার্য্য হইতে পারে? অনেকে মাংফুলা, বানদুলা, মেওং প্রভৃতি নাম দৃষ্টে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিতে চাহেন। কিন্তু নহুশ, বেণ, মান্ধাতা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়নাম হইলে এইসকল নামের দোষ কি?

সভ্যতায় তখনকার দিনে ইহারা সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যজাতি হইতে কম ছিল না[২]। ইহাদের ভাষা ছিল, ব্যাকরণ ছিল, ইহারা কোন ধর্ম্ম বা স্ত্রী জাতির উপর হস্তক্ষেপ করিত না, কেবল যুদ্ধকালে নৃশংসতা ও যুদ্ধজয়ী হইলে ধন লুণ্ঠন করিত বলিয়া প্রবাদ আছে; যুদ্ধের এইরূপ নীতি জগতে বিরল নহে।

মুসলমনাগণ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন।[৩] তৎপর নানা বিপ্লবে অনেক হিন্দু, গৌড়, রাঢ়, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এইদেশে আগমন করিয়াছিলেন। অনেকে মগসরকারে চাকরি করিয়া বিশ্বেংগ্রী, কাস্তগ্রী, আদমচাই প্রভৃতি উপাধিও পাইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অনেক হিন্দু ও মুসলমান শঙ্খনদীর দক্ষিণকূলে ও আরাকানে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল[৪] পরে আরও অনেক হিন্দু ও মুসলমান উপরোক্ত রাঢ়, গৌড়, ও কামরূপ ইত্যাদি স্থান হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন[৫]। আগমনের সন তারিখ

---

১. But the Burman's power of resistance had been ganged and the total force did not amount to 5000 men. Co: ton advanced, ...where Bandula was strongly entrenched; but there, in attempting to carry an outwork of the position, ... he suffered a repulse, and having embarked his troops, retired to an island a few miles down the river................. He atonce turned back,...........and Bandual was killed...............He (Bandual) was man of great energy and ambition......................and was a Burmese national trait in time of war." (B. His. P. 157—158)

২. ব্রহ্মা ও মগগণ বাঙ্গালীকে কালা বা কোলামানুষ বলে।

৩. The exact date of this fiction is given as the 10th March, 610 Bengali year or 1203 A. D. the same year the first Mahamadan invesion of Baugal...........took place. (C. J. A. A. B. Vol XL III. Part I. P. 203).

৪. তারিখে হামিদী ৩২ পৃঃ। কিন্তু সুবিখ্যাত পর্তুগীজ ভ্রমণকারী জন ডিবোরাস্ বলেন, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কতগুলি আরবদেশীয় বণিক্ চট্টগ্রামে আসিয়া স্থায়ী বসবাস করেন, কিন্তু পর্তুগীজগণের ভারতে আগমন কাল (১৪৯৮ খৃঃ) ধরিয়া হিসাব করিলে অনুমান হয় আল্‌ফা হোসেনীর বিষয় ইনি বিকৃতবর্ণনা করিয়াছেন।

৫. তারিখে হামিদী ৩২ পৃঃ ও কুলজী দ্রষ্টব্য।

ও আসিবার কারণ অনেক হিন্দুগণের কুলজীতে লিখিত আছে। ১৫।১৬ পুরুষের অধিক কাহারও কুলজীতে দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এইদেশে হিন্দুর আগমনের কাল অনুমান ৪০০।৪৫০ বৎসরের অধিক নহে[১]।

রাঢীয় হিন্দুগণ আসিবার সময়ে নবসেনাসঙ্গে[২] লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহারা পূর্ব্বাগত সমাজের কোন ২ শ্রেণীকে রোসাঙ্গী ও কোন ২ শ্রেণীকে বহিতন্ত্রী করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। বহিতন্ত্রী জাতি অন্যান্য জিলায়ও দৃষ্ট হয়, কিন্তু কেন তাহাদিগকে বহিতন্ত্রী করিয়া রাখা হইয়াছে হিন্দু সমাজ তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারে নাই; অধিকন্তু রাঢ়ীয় হিন্দুগণ কৃষ্ণনগরী ও বঙ্গদেশী সমাজকেও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন।

---

১. The original immigrants arriving for safety's sake in Compainies, the leader of each Company came to possess as many patches of land as he had followers or more. (Cotton's His P. 4)

২. নবসেনা = ধোপা, নাপিত তেলী, মালি প্রভৃতি।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

আরাকানের পুরাতত্ত্ব

মহাভারতীয় যুগের পরও বৌদ্ধযুগের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এবং তাহার অনেক পরে পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম ও আরাকান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত, আরাকানের রাজোয়াং ইতিহাসে দেখা যায়–আরাকান রাজ্যের দৈর্ঘ্য ৩৫০ মাইলেরও অধিক ছিল[১]।

আরাকানের রাজোয়াং গ্রন্থ পাঠে জানা যায় অতি পুরাকালে আরাকান রাজ্যে কাশীধামের কোন নৃপতি আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার অনেক পুত্রগণের মধ্যে কোমিসিংহ আরাকান রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং বর্ত্তমান চাঁদা সহরের নিকট রামাবতী বা রামরী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ অনেক বৎসর উক্ত রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। তদনন্তর পরবর্ত্তী কোন নৃপতির দশজন পুত্রের হাতে রাজ-সিংহাসন পতিত হইলে তাহাদের অত্যাচারে রাজ্যে ঘোর অশান্তি জন্মে। সেইজন্য প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া ইহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়। এবং কয়েকজনকে হত্যা করে, পরে তাঁহাদের ভগ্নী ঐ সিংহাসনের অধিকারিণী হয়েন। তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত রামাবতী ত্যাগ করিয়া আরাকান আসিয়া উপনীত হন এবং উক্ত ব্রাহ্মণকে পতিত্বে বরণ করেন ও আরাকানে রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার ধন্যবতী নামক এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে, উক্ত কন্যাকে আরাকানের উত্তর দিকস্থ

---

১. মেঘনার পার হইতে দক্ষিণে পেগু রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত।

কলদান নদীর তীরবর্ত্তী মরুবংশীয় কোন রাজকুমার বিবাহ করেন। এবং তথায় সেই কন্যার নামে ধন্যবতী নামক একটী নগর স্থাপন করেন।

মহারাজোয়াং মতে এই মরু বা মৌরিয় বংশের রাজগণের সিংহাসন অধিরোহণের কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৬৬৬ বৎসর। এই বংশীয়গণ ১৮৩৩ বৎসর তথায় রাজত্ব করেন। অতঃপর রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে রাণী দুইটী কন্যা সহ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজোয়াং গ্রন্থে আরও দেখা যায় যেই বংশে শাক্য বুদ্ধদেব[১] জন্মগ্রহণ করেন, সেইবংশে তাহার জন্মিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে অভিরাজ নামক এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিজ রাজ্য কপিলাবস্তু নগর ত্যাগ করিয়া ইরাবতী নদীর তীরে "টাগাউন" নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। "কানরাজগ্‌জি" ও "কানরাঞ্জী"। অভিরাজের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া এই দুই ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত হয়; পরে ইহা ঠিক হইল যে যিনি রাত্রি মধ্যে ধর্ম্মমন্দির তৈয়ার করিতে পারিবেন, তিনিই সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। চতুর কনিষ্ঠ "কানরাঞ্জী" কৌশলে রাত্রি মধ্যে ধর্ম্মমন্দির তৈয়ার করিয়া রাজ্যেশ্বর হইলেন। জ্যেষ্ঠ "কানরাজগজি" আপন সৈন্যগণ লইয়া ইরাবতীর নিম্নদিকে চলিয়া যান ও তথায় যাইয়া এক রাজ্য স্থাপন করেন; এবং উক্ত রাজ্যে তাঁহার পুত্রকে রাজা করতঃ তিনি আরাকানের উত্তর দিকস্থ কাউকপাণ্ডায়ুং পর্ব্বতে রাজধানী স্থাপন করেন। আরকানীরা উক্ত রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যসামন্তগণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন, ও বর্ম্মাবাসীগণ (বার্ম্মিজ) হইতে পুরাতন ক্ষত্রিয় শাখা সম্ভূত বলিয়া দাবি করেন।[২] "কানরাজগ্‌জি" মৌরীয়বংশের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াংশতে ৬২ জন রাজা এই বংশে ক্রমাগত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয়গণেরই রাজত্ব সময়ে বুদ্ধদেব (গৌতম) শিষ্য সমভিব্যাহারে আরাকান পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। "কানরাজগ্‌জি" বৃদ্ধ বয়সে উক্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্ব্ব পাহাড়ে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত পাহাড়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিলে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। "কানরাজগ্‌জির" বংশধরগণ ১৪৬ খৃঃ অঃ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন। তারপর রাখাইংমুরেরে[৩] চন্দ্রসূর্য্য নামক জনৈক নৃপতি আরাকান রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [৪]। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্ম রূপে পরিগৃহীত হয় ও রাজ্যমধ্যে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। ১৭৮৪ খৃঃঅঃ

---

১. বুদ্ধদেবের জীবিত কাল মধ্যে গঙ্গাতীর হইতে ধ্বজরাজা (ক্ষত্রিয়নরপতি) মালওয়ে রাজত্ব স্থাপন করেন।

২. See Barma History p. 9

৩. রাখচাঁই।

৪. ১৫০ খৃঃ অঃ।

ব্রহ্মরাজ আরাকান অধিকার করতঃ ঐ মূর্ত্তি অমরাপুর সহরে লইয়া যান। মহারাজ চন্দ্রসূর্য্যের রাজত্বের তিন শতাব্দীর পর চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান[১] আরাকান আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার "কো-কুই-ফি" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বুদ্ধদেব আরাকান রাজ্যের চারিস্থানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন (উপবেশন) করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং চারিস্থানে চারিটী "ফো" বা মঠ দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি উক্ত চারিটী "ফো বা মঠের মধ্যে তিনটী আরাকানে ও অন্যটী চম্পানগর হইতে বহুশত যোজন পূর্ব্বদিকে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই চট্টগ্রামের অন্তর্গত হস্তিগ্রামের "ফোরাচেঙী" ফো বা মঠ[২] বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

তারপর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়াংসাং তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রীচটলো Sri-Satralo বা সিহলিচটলো[৪] উল্লেখ করেন; ব্রহ্মার ইতিহাস লেখক কর্ণেল ফাইয়ার মহোদয়ের মতো হিউয়াংসাং আরাকান রাজ্যের ভিতর দিয়া ব্রহ্ম দেশ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছিলেন সেইজন্য তিনি কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) কে রামলঙ্কা; ও চটলোকে পেগু প্রভৃতি ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রম, কল্পনা মাত্র[৪] "কানরাজগ্জির" রাজ্যারম্ভের কাল খ্রিঃ পূঃ ৮২৫। "কানরাজগ্জি" হইতে ৫৩ জন রাজার পর মহাসিংহচন্দ্র এই দেশের রাজা হন। তিনি আরাকানের অন্তর্গত বৈশালীনগরে

রাজ্য স্থাপন করেন। এই স্থানে চন্দ্রসূর্য্য বংশীয় রাজগণ ১৬৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৯৫৭ খৃঃ মৌরীয় বংশীয় একজন রাজা আরাকানের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর আবার চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি পুনঃ আরাকান অধিকার করিয়া রাজা হন। ইহার পর শানগণ আরাকান অধিকার করিয়া ১০১১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন[৫]। শানগণের পর পুগান দেশীয় রাজা অনুরথ আরাকান আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন।

তিনি ১০১৭ খৃঃ অঃ চন্দ্রবংশীয় একজন রাজাকে রাজ্য দিয়া স্বদেশে চলিয়া যান; এই চন্দ্র বংশীয় নরপতি পিংসা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ৭০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই দেশ পুগানগণের করদ রাজ্য ছিল; শেষ করদ রাজার নাম মেঙবিলু। ইহার মন্ত্রী ইহাকে নিহত করিয়া আরাকানের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; সেইজন্য মেঙবিলুর উত্তরাধিকারী

---

১. ফাহিয়ান আরাকানে ও ব্রহ্মরাজ্যে নাগপূজার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে দেখা যায় যেন তখনও প্রায়লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২. ৮০০ খৃঃ অঃ শিবলিঙ্গমুর্ত্তি ও বৃষমুর্ত্তির টাকা ছিল, Phayer' shistory p. 40-47.

৩ (৪) ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৪ Phayer's history page 32. কর্ণেল ফাইয়ার মহোদয় দেশের নাম না বুঝিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন অনুমান হয়।

৫. ইহার প্রায় ২০০ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কোপলো আরাকান রাজ্য হইয়া চট্টগ্রাম আসেন।

১৪০০ খৃঃ অঃ ভিনিসিয় দেশীয় পর্য্যটক নিকোলোডি-কোন্তাই, হিউয়াংসাঙ্, এর পথ ধরিয়া মেঘনা হইতে চট্টগ্রাগম হইয়া আরাকান গিয়াছিলেন।

মেঙরেবয়া স্বপরিবারে পলাইয়া পুগানরাজ্যের রাজা খ্যানশিশার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লেট্যামেঙ নামক তাঁহার পুত্রকে পুগানসম্রাট্ আলঙশিশু একলক্ষ পুগানসৈন্য ও একলক্ষ প্য-সৈন্য দিয়া আরাকান জয় করিয়া লেট্যামেঙকে আরাকানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা লেট্যামেঙ্ পীরণ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৫২ খৃঃ অঃ ষোলসিংহ্ চন্দ্র আরাকানের রাজা হইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। ১৪০৫ খৃঃ অঃ চীন রাজদূত চেংহো ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁহার আরবদেশীয় দোভাষ মাহুয়ানের বর্ণনায় জানা যায়, তাঁহারা সুমাত্রা দ্বীপ হইতে ২১ দিনে জাহাজে চড়িয়া চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হন, এবং চট্টগ্রাম হইতে নৌকাযোগে ৫০০লী সোণাকং (সোণার গাঁও) পৌঁছিয়াছিলেন[২]। ১৪০৬ খৃঃ অঃ ব্রহ্মরাজ "মেঙয়ামায়ুঙ" কর্ত্তৃক আরাকানরাজ শোয়ামাংজি আরাকান হইতে বিতাড়িত হইয়া গৌড়দেশে পলায়ন করেন, এবং ব্রহ্মরাজ তাঁহার জামাতা অনুরথকে আরাকানে রাজা করেন। কিন্তু পেগুরাজ অনুরথকে পরাজিত করিয়া "দিবাৎ" নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা করেন। ঐদিকে গৌড়েশ্বর, সেনাপতি ওয়ালীখাঁকে সঙ্গে দিয়া আরাকান রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ওয়ালীখাঁ শোয়ামাংজিকে আরাকান রাজ্য দিয়া নিজে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া বসেন। ইহার মৃত্যু হইলে "মিনখারী" আলিখাঁ নাম ধারণ করিয়া আরাকানের রাজা হন।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ

ত্রিপুরা রাজ্য অতি পুরাতন, ইহা প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। পুরাতত্ত্ব আলোচনায়, প্রতীয়মান হয়, আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্ব হইতে এই দেশ পরাক্রান্ত "কিরাত" নামক এক জাতির বাসস্থান ও কিরাতরাজার শাসনাধীন ছিল। সেইজন্য পুরাণে ত্রিপুরাসুরের উল্লেখ করা হইয়াছে। আর্য্যগণের আগমনের কাল, হিসাবে ধরিলে সহজে প্রতীয়মান হয়, আর্য্যাবর্ত্তের পরই পূর্ব্বদিকে সমুদ্র ছিল। ঋগবেদেও এই সমুদ্রের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের পরবর্ত্তী বঙ্গ প্রভৃতি দেশ সকল যে সমুদ্র গর্ভে ছিল ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং দাক্ষিণাত্যের (বানর) প্রভৃতি অসভ্য জাতির কথা ইহার অনেক পরেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতেই দেখা যায় আর্য্যগণ কামরূপে (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে) বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে চতুর্দ্দিকে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে চাহেন। সেইজন্যই আর্য্যগণের সঙ্গে ত্রিপুরাসুরের (ত্রিপুরাধিপতির) ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আর্য্যগণ নানা কৌশলে উক্ত ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া এই রাজ্য অধিকার করেন। আর্য্যগণ সেই পরাক্রান্ত ত্রিপুরাধিপতিকে ত্রিপুরাসুর আখ্যা দিয়াছিলেন। অনেকে বলেন সেই ত্রিপুরাসুরের নামানুসার এই দেশ ত্রিপুরা নামে কথিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন কিরাতগণ আপনাদিগকে "তিপ্রা" বলিতেন, তুই

২. এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের নগরগুলি বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শব্দ জলকে বুঝায় তুই + প্রা = তুই প্রা বা তৃপা (তিপ্রা); সেই "তিপ্রা" হইতে ত্রিপুরা শব্দ হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ কামরূপ ও আরাকানের (রাক্ষেয়াং) মধ্যবর্ত্তী চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাকে সুক্ষদেশ বলিতেন।

একসময়ে এই রাজ্য উত্তরে তৈরঙ্গ নদী হইতে দক্ষিণ রোশাং (রাক্ষেয়াং) দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্ম ভাষায় ইহাকে "পাটীকোড়া" বা "পাটীকোকায়া", আরকানী ভাষায় "খরতুন" ও মণিপুরি ভাষায় "তকলেঙ" বলে। হিউয়াংসাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে "সিউকি" নামক গ্রন্থে এই দেশকে কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) ও চট্টলকে সিহলি-চটলো বা শ্রীচটলো উল্লেখ করিয়াছেন।

তিপ্রাগণ ১০ শাখায় বিভক্ত

১। তিপ্রা ২। বাছাল ৩। দৈত্যসিং ৪। কুওয়াতিয়া ৫। সিউক ৬। ছত্রতিয়া ৭। গালিম ৮। আপাইশ ৯। ছিলটিয়া[১]। ১০। সেনা। ইহাদের সংখ্যা ৪০ সহস্রের অধিক।

বর্ত্তমান ত্রিপুরা–রাজবংশ মহাভারতোক্ত যযাতির বংশধর বলিয়া কথিত এবং যযাতি হইতে রাজা কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত ১১৭ পুরুষ দৃষ্ট হয়। ইহাদের পূর্ব্বে "ফা" উপাধি ছিল। কেহ ২ বলেন ত্রিপুরারাজ "ছেংথম-ফা" প্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন, কেহ ২ বলেন ত্রিপুরারাজ "রত্ন-ফা" চট্টগ্রাম অধিকার করেন; কিন্তু ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, ত্রিপুরারাজ "রত্ন-ফা" তৎভ্রাতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মুসলমান সেনাপতি বলবনের সাহায্যে ত্রিপুরারাজ্য অধিকার করেন, এবং তিনি "ফা" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করেন, এবং ১৩০০ খৃঃ বা তার কিছুকাল পরে চন্দ্রবংশীয় রাজা দামোদর দেবের বংশধর হইতে চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

১–২ ক্ষত্রিয় রাজ কান্‌রাজগ্‌জীর অধস্তন তিপ্‌পান্ন জন রাজার পর খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে আরাকানের নূতন রাজধানী বৈশালী নগরে চন্দ্র বংশীয় হিন্দুনরপতি কর্ত্তৃক

(১) শ্রীহট্ট বা ছিলেট–পূর্ব্বকালে এই দেশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। (রাজামালা ২৭৬ পৃঃ) দেখা যায় "ছিলটিয়া' নামক ত্রিপুরা জাতি এই দেশে বাস করিত, এই "ছিলটিয়া" হইতে "ছিলেট" ও তাহার সংস্কৃতীকরণে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট হইয়াছে অনুমান হয়।

প্রচারিত শিবলিঙ্গ ও বৃষ মুর্ত্তি অঙ্কিত এবং প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নামসংবলিত প্রাচীন মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই সময়কার শৈবধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যে পরে পরে শণৈঃ শণৈঃ ক্রিয়া লোপ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়া "বর্ম্ম" (ক্ষত্রিয়ের উপাধি) জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এখনও বর্ম্মদেশে "জের্‌বাদী" (বর্ণ-সঙ্কর) জাতির বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বর্ম্মাগণ বর্ত্তমানেও ক্ষত্রিয় বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। এদেশে আগত পর্ত্তুগীজদেরও এই সকল বর্ম্মাদের প্রায়ই একই অবস্থা।

৩ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজধানী চট্টগ্রামে প্রচলিত কল্‌মা অঙ্কিত মুদ্রা।

৪-৫ ষোড়শ শতাব্দীতে মেন্‌বেঙ্ রাজার চট্টগ্রাম টাকশালে প্রস্তুত মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। এ সময়ে মুসলমান নৃপতির মনস্তুষ্টির জন্য কোন কোন আরাকানের মগনৃপতি মুসলমানের নামধারণ ও মুদ্রায় কল্‌মা অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

দামোদর দেবের তাম্রশাসন

এসিয়াটিক সোসাইটীতে সংরক্ষিত রাজচক্রবর্ত্তী কায়স্থ দামোদর দেবের তাম্র শাসনের প্রথমাংশ। ১১৬৫ শকাব্দে চট্টগ্রামে খোদিত। (১২৪৩ খৃঃ অঃ) তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠোদ্ধার নিম্নে প্রদত্ত হইল। যজুর্ব্বেদীয় পৃথ্বীধর শর্ম্মাকে এই তাম্রশাসন দেওয়া হয়। কায়স্থ

শ্রীমৎ দত্ত দামোদর দেবের মন্ত্রী ছিলেন।

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১১৬৫ ।। দেবি প্রতারবেহি নন্দন বনানুন্দঃ কদম্বানিলো বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী। তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গি মচলা মালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলাদালোলাননবিম্বচুম্বনপরঃপ্রীণাতু দামোদরঃ।।আম্ভাজশ্রীমুষণপিশুনঃ প্রেমভূ: কৈরবাণাং চুড়ারত্নং ত্রিপুরজয়িনং কেলিকারো নিশায়াঃ। লীলাগারং কুসুমধনুষো বন্ধুরম্ভোনিধনাং শ্রীমানেকো জয়তি জগদানন্দকারী মৃগাঙ্কঃ।। যদ্বংশপ্রভবেন্দুসুন্দরযশো নির্ধৌতলোক এয়ীবন্ধোঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য তনয়ঃ প্রৌঢ়প্রতাপোহভবৎ। দেবঃশ্রীমধুসূদনাখ্যনৃপতি যেনাপি সেবানমৎ ভূমীপালললাটঘৃষ্টচরণঃ শ্রীবাসুদেবোহজনি।। তস্যাত্মজঃ পুন্যরাজ শিরোমালশ্চাকিঞ্চন বিতায়িনখচন্দ্রময়ূখমালঃ প্রজ্ঞাপ্রসারিতমহীদয়িত-পুত্রঃ শ্রীদামোদরঃ সকলনৃপতিচক্রবর্ত্তী।।

উক্ত রচনার ভাব ভাষা ও ছন্দ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় তৎকালে এদেশে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ সুকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় এমন সময়েই বাল্মীকি রচিত মূলসংস্কৃত রামায়ণ এতদ্দেশে বঙ্গাক্ষরে লিপিবদ্ধ ও সঙ্কলিত হইয়া ক্ষিতির অন্ধকার প্রশমিত করিয়াছিল। এই ইতিহাসের সাহিত্যাংশ দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দিতেও এই দেশের প্রাচীন মুদ্রায় রাজার নাম বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং শিবলিঙ্গ ও বৃষমুর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, এই সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে হিন্দুধর্ম্ম ও বঙ্গাক্ষরের প্রচলন ছিল। বলা বাহুল্য, ইহার স্মরণাতীত কাল পূর্ব্ব হইতেই চট্টগ্রামে হিন্দুরাজত্ব ছিল। এই হিন্দুগণের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে ব্রহ্ম জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বৌদ্ধমগেরা মুসলমান গণের এতদ্দেশে নামতঃ রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বে অতি অল্প সময়ের জন্য চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র। মুসলমানেরা বিদ্বেষ বশতঃ গালির ভাষায় আরাকানী বৌদ্ধগণকে "মগ" আখ্যা দিয়াছিল. কিন্তু ইহারা আপনাদিগকে "মগ" বলিয়া পরিচয় দেয় না।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দুরাজত্বের আভাস ও মগরাজত্ব

আরাকানের ইতিহাস[১] আলোচনায় জানা যায়, ৮৭৫ শতকে ষোলসিংহচন্দ্র নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা আরাকানে রাজত্ব করিতেন। ঐ সনেই তিনি চট্টগ্রাম আক্রমণ করতঃ অধিকার ভুক্ত করেন, ও তাঁহার বিজয়রাজ্যের সীমান্তে বিজয় চিহ্ন স্বরূপ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[২]। সম্প্রতি ১১৬৫ শতকের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, চন্দ্রবংশীয় দামোদর দেব চট্টগ্রামের হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি বাহুবলে মণিপুর পর্য্যন্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী আখ্যা প্রাপ্ত হন; ইনি যজুর্ব্বেদীয় পৃথ্বিধর শর্ম্মাকে ভূমিদান করিয়া ছিলেন। এবং শ্রীমৎদত্ত নামক তাঁহার একজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গণের মধ্যে মধুসূদন দেব, নারায়ণদেব ও পুরুষোত্তম দেবের নাম ও উক্ত তাম্রশাসনে উল্লেখ দৃষ্ট হয়[৩]।

ত্রিপুরাধিপতির ভ্রাতা "রত্নাফা" ত্রিপুরা-রাজা কর্ত্তৃক ত্রিপুরারাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মুসলমান সেনাপতি বলবনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং উক্ত বলবনের সাহায্যে ত্রিপুরাদেশ অধিকার করতঃ দামোদরদেবের বংশধর হইতে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। সেই অবধি ত্রিপুরার রাজবংশ "ফা" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করেন[৪]। প্রবাদ আছে, উক্ত দামোদরদেবের বংশধর দনুজমর্দ্দনদেব[৫] চট্টগ্রাম হইতে পলাইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, ও কেহ কেহ আরাকান শৈলশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে পলাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া বলেন।

---

(১) রাজোয়াং।

(২) কুমিরার নিকটবর্ত্তী কাউনীয়া ছড়ার দক্ষিণকূলে উক্ত স্তম্ভ স্থাপিত ছিল।

(৩) রাজমালা দ্রষ্টব্য।

(৪) রাজমালা দ্রষ্টব্য।

(৫) কেহ কেহ ইহাকে বিশ্বরূপ বংশীয় বলেন। এখনও এই দেশে দেবের (দেওয়া দিঘি) নামক অনেক দিঘি দৃষ্ট হয়।

অতি পুরাতন সময়ে চক্রমালা (চট্টগ্রাম) মণিভদ্ররাজার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে; লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় কাব্যেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান চক্রশালা স্কুলের[১] কিঞ্চিৎ উত্তরে রাজঘাটা[২] নামক স্থান এখন বিদ্যমান আছে। স্কুলের পূর্ব্বধারে ভগ্ন ইষ্টকরাশিপরিপূর্ণ এক উচ্চ ভিটী ছিল, এবং তাহাতে কেহ কেহ গুপ্তধন লাভ করার কথাও অনেকে অবগত আছেন। সেইজন্য উহাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা সদাগরের ভিটীও বলিত। ঐ স্থান এখন প্রায় সমতল করা হইয়াছে। ইহা চট্টগ্রাম সহর হইতে বার মাইল দূরে অবস্থিত; কেহ কেহ উহাকে দামোদর দেবের ও কেহ কেহ মণিভদ্ররাজার বাড়ী বলিয়া অনুমান করেন।

সাতকানিয়া থানার এলেকাধীন গৌড়স্থান নামক একটী মৌজা (গ্রাম) আছে; ঐস্থানে বিশাল গড় ও ৫টী দিঘি এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ আছে, গৌড়স্থান হইতে জনৈক হিন্দুরাজা পলাইয়া আসিয়া এস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। সেইজন্য উহাকে গৌড়স্থান ও কেহ কেহ গৌড়-রাজবাড়ী বলিত। বর্ত্তমান জরিপে অনভিজ্ঞ আমিনদের হাতে গৌড়স্থান, গোরস্থান হইয়াছে, কেহ কেহ উহা দামোদর দেবের বাড়ী বলিয়া অনুমান করেন।

১২৪৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে চট্টগ্রামে হিন্দুরাজত্বের অবসান দেখা যায়; তার পর হইতে ত্রিপুরা, মগ, মুসলমান ও পর্ত্তুগীজগণের পরস্পর সংঘর্ষ দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ত্রিপুরারাজ, দামোদর দেবের বংশধর হইতে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ইহা ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে বলিয়া অনুমিত হয়।

১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরাকানাধিপতি মিন্‌খারি চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ অধিকার করেন[৩]। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র বাচপিউ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। সুতরাং ১৪৫৯ হইতে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০৩ বৎসর চট্টগ্রামে মগরাজত্ব দেখা যায়। এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হইয়া এই দেশ হইতে পলায়ণ করে[৪]। কিন্তু

১. এই স্কুল আরাকান রাস্তার ধারে পারিগ্রাম মৌজায় অবস্থিত। ১৮৬০ খৃঃ অঃ এই স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়।

২. এইস্থানে বর্ত্তমান শ্রীমতী নদী প্রবাহিত। পুরাকালে উহা বৃহৎ নদী ছিল অনুমান হয়। আবার কবি আলওয়েলের লেখায় দেখা যায় কর্ণফুলী নদীর পূর্ব্বতীরে রোসাঙ্গের রাজধানী বা রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান ছিল; অনেকে বলেন উহা মগরাজার বাড়ী নিকট থাকায় "রাজঘাটা" নামে কথিত হইত। ইহার নিকটে মগ্যার ভিটী প্রভৃতি স্থান গ্রামে প্রসিদ্ধ আছে।

"কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গঅবতারি"।।

সতীময়না ৪ পৃঃ।

এই কবিতায় অনুমান হয় বর্ত্তমান পটীয়া বা আনোয়ারা থানার এলেকায় রাজধানী বা রাজকর্ম্মচারীর বাসস্থান ছিল।

৩. "Min Khari or Alikhan, rejected the suzerainty of Bangal and annexed part of the territory of Chittagong. His son Basaw Pyu, who came to the throne in 1459, captured the Chittagong Capital. (B. His P. 201)

৪. Burma histroy P. 149 by S. W. Cocks.

ইতিহাসে দেখা যায়, ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ৩২ বৎসর ত্রিপুরারাজ, পর্ত্তুগীজ, মুসলমানসেনাপতি ও বাদ্‌সাহগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণ, লুণ্ঠন, কাটাকাটী, রক্তারক্তি হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু কেহ স্থায়ী রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আগমন করে, তারপর সনই চট্টগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হয়। আরাকানাধিপতি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আরাকান ও চট্টগ্রামের সীমা হইতে তাড়াইয়া দেন।

১৫১২ খৃষ্টাব্দে হোসেন সাহ চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। এই সময়ে মগে, মুসলমানে, হিন্দুতে ও পর্ত্তুগীজে ভয়ানক কাটাকাটী মারামারি ও খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুযোগ বুঝিয়া ত্রিপুরা রাজার প্রধান সেনাপতি রায় চরচাগ[১] চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। হোসেন সাহার সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে[২]; এবং চরচাগ মগদিগকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তার পর হোসেন সাহা বহু সৈন্য লইয়া ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করেন, ত্রিপুরার সেনাপতি ঐ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে আরাকানাধিপতি পুনঃ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু সুচতুর চরচাগ তথায় হোসেন সাহার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া আবার চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করতঃ বহুসৈন্য বন্দি করিয়া লইয়া যান[৩]।

১৫২২-২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হোসেন সাহার পুত্র নছরত সাহা, আলফা-হোসেনী[৪] নামক জনৈক বোগদাদবাসী বণিকের উৎসাহে রাঢ়ীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের সাহায্যে হিন্দু সেনাপতি রুদ্রবংশীয় পরাগল খাঁর[৫] বাহুবলে ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রামের উত্তরাংশ অধিকার করতঃ উহাকে ফতেয়াবাদ নামে অভিহিত করেন। নবাগত সৈন্য ও মুসলমানগণের খাইবার ও থাকিবার সুবিধার জন্য তখন ভাটীয়ারী ও মেমান-সরাই[১] প্রস্তুত হইয়াছিল; উক্ত নছরতসাহার সময়ে প্রসিদ্ধ ভেলুয়ার (বেলওয়ার)

---

১. চরচাগ সেনাপতিকে রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (North east frontire of Bengal P. 270). Long Analysis of Rajamala (J. A. S. B. Vol. XIX. P. 545.)

২. ত্রিপুরা রাজার রাজপতাকা হনুমানধ্বজবিশিষ্ট;
আরাকান রাজার রাজপতাকা বৃষধ্বজযুক্ত;
মুসলমান নরপতির বৈজয়ন্তী অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত।

৩. বন্দী সৈন্যগণকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হইত (রাজমালা)

৪. তারিখে হামিদী বা আহাদিছুলখাওয়ানিন গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠা।

(a) সুন্দীপের মল্লা মৈনদ্দিন ও মিরএহায়া আলফাহোসেনীর বংশধর ঐ ২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(b) অনেকে বলেন, নছরত সাহার সময়ে রংমহাল তৈয়ার হইয়াছিল, বর্ত্তমানে উহাতে সরকারী ডাক্তারখানা আছে। উক্ত পাহাড়ে একটী বৌদ্ধমুর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। নছরতসাহার দিঘি ফতেয়াবাদে দৃষ্ট হয়, কিন্তু রংমহাল তাঁহার পর মুসলমানরাজত্ব সময়ের বলিয়া অনুমান হয়।

৫. পরাগলখাঁর নামে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম ও দিঘি দৃষ্ট হয়; ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে লিখা হইয়াছে।

এই সময়ে রুদ্র বংশীয় ভরতরুদ্র চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে মগগণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন; মগনৃপতি তাঁহাকে শূলে দিয়াছিলেন। (শ্রীবাৎস্য চরিত)

এখনও বর্ত্তমানে ভাটীখাইন ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে ইহাদের দিঘি ও ভগ্ন মঠ দৃষ্ট হয়।

দিঘি খোদিত হইয়াছিল।

নছরত সাহার সময়ে আড়াইচাঁন নামক জনৈক সদাগর যমুনাতীরে বসবাস করিতেন[২]; ভেলুয়া তাঁহারই পুত্রবধু। চট্টগ্রামের জনৈক সদাগর তথায় বাণিজ্য করিতে যাইয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া আসে। পরে উক্ত আড়াইচাঁন[৩] সদাগরের পুত্র চট্টগ্রাম আসিয়া উক্ত চোরসদাগরের সহিত লড়াই করিতে উদ্যত হয়। ইহা নছরত সাহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি বিচার করিয়া উক্ত চোরসদাগরের ভিটিতে তাহারই খরচে ভেলুয়ার নামে এক প্রকাণ্ড দিঘি খনন করাইয়া দেন। এবং চোরসদাগরের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিবদিগকে দান করেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজা বিজয়মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং বহুদিন যুদ্ধের পর মুসলমান ও মগসৈন্য পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

ইহার কয়েকমাস পর উড়িষ্যাবিজয়ী মাহামদসাহা চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন, ৮ মাস যুদ্ধের পর তিনি ত্রিপুরা রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন।

১৫৩২ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধিপতি মেঙবেঙ চট্টগ্রাম অধিকার করতঃ স্থায়ী রূপে রাজত্ব স্থাপন করেন। এবং কয়েক বৎসর জন্য শান্তি স্থাপিত হয়[৪]।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানে মাংফুলা নামক জনৈক পরাক্রান্ত নরপতির নাম পাওয়া যায়। তিনি পর্ত্তুগীজগণের[৫] সাহায্যে সমুদয় চট্টগ্রাম অধিকার করতঃ ত্রিপুরা রাজ্য লুণ্ঠন করেন, এবং ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়া মেঘনার পারস্থ আলমদিয়া ও জুগদিয়া দুর্গ সুরক্ষিত করেন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরাজা কেদার রায়[৬] সুন্দ্বীপ অধিকার করেন, আর অল্প পরেই ইনি মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরলোক গমন করেন।

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজনেতা গঞ্জালীস[৭] সুন্দ্বীপে ও ননকুনান চট্টগ্রামে প্রবল হইয়া উঠে, ইহারা বাঙ্গালাদেশে ও আরাকানের জলপোত সকল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ

---

১. মেমানসরাই, বর্ত্তমান মিরেশ্বরী। আলফাহোসেনী মেমানসরাই নাম দিয়াছেন। তারিখে হামিদী ২১ পৃঃ। কেহ কেহ বলেন মগআমলে মদের ভাটী থাকায় ভাটীয়ারী নাম হইয়াছে; কারণ, তথায় মগসৈন্য থাকিত।

২. তারিখে হামিদী ২৫ পৃঃ। উক্ত গ্রন্থে চোর সদাগরের নাম উল্লেখ নাই।

৩. তাকে কেহ কেহ চাঁনসদাগরও বলেন। বোধ হয়, চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মনসার ভাসান (মনসাপুঁথি) এই ভেলুয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছিল।

৪. ইহার আমলে মঘিসন ও মঘিকালি (ভূমির মাপের পরিমাণ) এই দেশে প্রচলিত হয়।

মগ আমলের দুর্গকে কোট বলে। হাটহাজারী কোটের পারার হাট একটী দুর্গ ছিল ও হিঙ্গুলী, গরিআইস্, কুমিরায় ইহাদের কোট বা দুর্গ ছিল। এখনও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৫. এই সময়ে পর্ত্তুগীজগণ অনেক পাহাড় ও জমি পাইয়াছিলেন।

৬. Bara Bhuyaus of Eastern Bengal (G. A. S. Vol XLIII Part 11.

৭. " Another Partuguese adventurer, Gonzalas by name become famous at this thime as a Leader of Partuguese pirates, large numbers of whom lived by plundering the coasts of Bengal Chittagong, and Arakan, and Asiatic vessels at sea." (B. his P. 202.)

করে। ইহার কিছুদিন পরেই ফতেখাঁ বাঙ্গালার পাঠান সৈন্য পরাজিত করিয়া সুন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। বহুদিন যুদ্ধের পরে ফতেখাঁ পরাজিত হইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমন সময় হঠাৎ স্পেনদেশীয় এক খানা সৈন্যবাহী জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং পর্ত্তুগীজ ও স্পেনদেশী[২] সৈন্যগণ একত্র হইয়া ফতেখাঁর দুর্গ আক্রমণ করে। ফতেখাঁর ভ্রাতা ধৃত ও বন্দী হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানগণের অনেক সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজ গণের ৮০ খানা রণতরী, এক হাজার পর্ত্তুগীজ ও দুই হাজার দেশী সৈন্য ছিল। মুসলমানগণের ৬০ খানা রণতরী ও ৬০০ শত পদাতি সৈন্য ছিল। ইহার পর পর্ত্তুগীজগণ চট্টগ্রামের দক্ষিণে দেয়াং পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে মিন্‌রাজা গাঁইয়া আরাকানের রাজা ছিলেন; তিনি দেয়াং আক্রমণ করিয়া অনেক পর্ত্তুগীজকে হত্যা করেন। গঞ্জালীস প্রাণভয়ে সুন্দ্বীপ পলাইয়া যায়।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার ভ্রাতা চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। গঞ্জালীস তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করে, সেই সময়ে আরাকান রাজার সহিত চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার বিবাদ সূচনা হয়; এবং উক্ত শাসনকর্ত্তা গঞ্জালীসের আশ্রয় গ্রহণ করে। গঞ্জালীস তাহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করে[৩]।

এই সময়ে বাঙ্গালার নবাবসৈন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। গঞ্জালীস ও আরাকানাধিপতি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মোগলসৈন্য বিতাড়িত করিয়া দেয়, এবং আরাকানাধিপতি চট্টগ্রামে আপন অধিকার দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন; কিন্তু গঞ্জালীস ছাড়িবার পাত্র নহে, সে সুবিধা বুঝিয়া আরাকানাধিপতির নৌসেনাপতিকে হত্যা করিয়া যুদ্ধজাহাজ লুণ্ঠন করে, কিন্তু নবাবসৈন্য পুনঃ নতুন সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করায় আরাকানাধিপতি আকিয়াব (Myeaka) সরিয়া যান এবং তথায় যাইয়া গঞ্জালীসের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেন; গঞ্জালীস ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কালাডোনা নদী পর্য্যন্ত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ঐ দিকে ত্রিপুরার সৈন্য আগমনে নবাবসৈন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের কুমারগণের মধ্যে আরাকানাধিপতির প্রদত্ত সুবর্ণ নির্ম্মিত গজদন্তের মুকুট লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। সুযোগ বুঝিয়া আরাকানরাজ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লন।[৪] ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মিনখ্যাং আরাকানের রাজা হইয়া পর্ত্তুগীজগণকে ধ্বংশ করিবার মনস্থ করেন। কিন্তু গঞ্জালীস ইহা জানিতে পারিয়া গোয়ার শাসনকর্ত্তা হইতে যুদ্ধজাহাজ লইয়া আরাকান আক্রমণ করে। আরাকানাধিপতি ওলন্দাজগণের সাহায্যে

(a) See Early annals of the English in Bengal by C. R. Wilson vol I page 132. 134 &c 136 and also see Caleutta Reveiew in Chittagong Feringis (vol. II)

১. বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ার অফিসের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে ইহাদের এক কুটী ছিল।

২. See (B. History P. 202.

৩. রাজমালা।

৪. B. His. P. 202.

তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন[১]।

১৬১৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধিপতি পর্তুগীজগণের প্রধান আড্ডা সুন্দীপ আক্রমণ করতঃ অনেক পর্তুগীজ ধ্বংশ করেন। এবং গঞ্জালিস্ প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়। তারপর ইহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল, তাহার কোন তথ্য জানা যায় নাই। ইহার পর আরাকানাধিপতি মিনখ্যাং বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করতঃ ঢাকা[২] নগরী পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করেন। মিনখ্যাং জাতীয়বীর বলিয়া এখনও আরাকানবাসী কর্তৃক পূজিত।

১৬২২ খৃষ্টাব্দে মীনখ্যার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শ্রীধর্ম্মরাজ আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও ১৬ বৎসর যাবৎ তাঁহার পিতার অধিকৃত ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত আপন অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন[২]।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ মসনদি মগসর্দ্দার মুকুটরায়কে[৩] বশে নিয়া চট্টগ্রামের কতেক অংশ অধিকার করেন, কিন্তু আরাকানরাজ তাহা জানিতে পারিয়া উহা পুনঃ কাড়িয়া লন।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সুন্দসুধর্ম্ম (চন্দ্রসুধর্ম্ম) আরাকানের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে শাহসুজা বাঙ্গালাদেশ হইতে আরাকান পলাইয়া যান। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেভিনিউ

১। আমদানি রপ্তানি শুল্ক।

২। সমস্ত খনিজ দ্রব্য, মাটিয়া তৈল, সেগুনকাঠ রাজার একচেটে ছিল। মাঝে মাঝে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইত।

---

১ "About two years later Min Khamaung attacked the Pirate strong hold on the island of Sandeep at the month of the Megna and destroyed it. Most of the pirates were killed; Gonazlas escaped but was never heard of again. Min khamaung next invaded Bengal and extended his conquests as far as Dacca. The Arakanese...............regard him as a national hero. (B. His. P. 203)

(a) ইহাতে দেখা যায় শুধু চট্টগ্রাম নহে, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলও মগের মুল্লুক অর্থাৎ মগাজার শাসনাধীন ছিল।

২ Thiri Thudhamma Raza (শ্রীর্ধ্ম রাজ), son of Minkhaaung, succeeded him and ruled for 16 years, He exaced tribute from Dacca and interfered in the affairs of Burma" (B. His P. 203).

(a) অতিপূর্ব্বে সুবর্ণগ্রামের হিন্দুরাজাগণ হইতেও কর আদায় করিত। (Hunter's Imperial, Gazetteer of India).

৩. মুকুটরায় নন্দীর একটী দিঘি রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে আছে, উহা নন্দীবংশেরই দখলে। ইনি এই নন্দীবংশে র পূর্ব্ববর্ত্তী ও কোটব পারের হাটে মগদুর্গের রক্ষক ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এই দীঘি এখনও তাঁহাব কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কধুরখীল ও নয়াপাড়া গ্রামে কেহ কেহ ইঁহাকে তাহাদের পূর্ব্ববর্তী বলেন।

৩। মৎস্য শিকার (Fishery) ফলবান বৃক্ষ ও নাপ্পী, লবণ প্রভৃতির উপর মাশুল ছিল ;

৪। বাণিজ্যদ্রব্য রাজার আয়ত্ত্বাধীন রাখার বিশেষ চেষ্টা হইত ;

৫। খাল, পুষ্করিণী খনন, সেতু নির্ম্মাণ, মন্দির সংস্কার, রাস্তাপ্রস্তুত ও যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে প্রজাসাধারণ হইতে চাঁদা উশুল করা হইত।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

মগরাজত্ব সময়ে দেখা যায় সম্রাট্ আকবরের মন্ত্রী কুটিল রাজনীতিজ্ঞ রাজা তোড়লমল্ল ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চাটীগাঁর এক তুমারজমা প্রস্তুত করেন, কেহ কেহ উহাকে সেরশাহার তূমারজমার নকল বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু সেরশাহা কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। চট্টগ্রাম সম্বন্ধে সেই রকম বিস্তৃত বিবরণ কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যে সময়ে রাজা তোড়লমল্ল তূমারজমা প্রস্তুত করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে আইন আকবরি প্রণেতা আবুল ফজল তাঁহার ইতিহাসে (আইন আকবরিতে) চট্টগ্রাম মগরাজার শাসনাধীনে থাকা ও খৃষ্টিয়ানগণের বাণিজ্যস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা তোড়লমল্ল এইরূপ জয়ন্তা ও ত্রিপুরা রাজ্যের দুইটী না-উশুলি তূমারমজার খসরা লিখিয়া গিয়াছিলেন। বেদখলি জমির না-উশুলি অনেক তৌজী মাঝে[২] জমিদারগণের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। ইংরেজ ভ্রমণকারী রাফলজ[১] ও ব্লকমন প্রভৃতির লেখায়ও তাহা প্রতীয়মান হয়।

---

১. From Saptagram I travelled by the country of the King of Tipperah with whom the Mogen have alost continued wars. The Mogen which be of the kingdom of Racon and Ramu. be stronger than the King of Tipperah. So that Chatigon or Port Grando is often times under the King of Racon (Ralph Fitch).

২. See also J. A. S B. XLII. 1. P. 214, 234 Blochman.

তূমারজমা

সরকার চাটীগাঁ সৈন্য সংখ্যা, ১০০ অশ্বারোহী, ১৫০০ পদাতি, ২৮,৫৬০৭ টাকা ৩০ দাম ধার্য্য দেখা যায় এবং এই দেশকে সাত মহালে বিভক্ত করেন।

১। মানগাঁও বা তালগাঁও।	৫০৬০০০	দাম।
২। চাটীগাঁ	৬৬৪৯৪১০	"
৩। দেয়াং....	৭৭৫৫৪০	"
৪। শুবাকে সেরপুর	১৫৭২৪০০০	"
৫। লবণের মাশুল	৭০৭৯৩৪০	"
৬। সহুবা	৫০৭৯৩৪০	"
৭। নয়াপাড়া	৭০৩৩০০	"

চট্টগ্রামের ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্ব সময়ে সাহাসুজা বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা ছিলেন, সুজা আরংজেবের ভয়ে আরাকান পলাইয়া যান[১]। সুজা জানিতেন আরকানাধিপতি ক্ষমতায় আরংজেব হইতে কম নহে। সেইজন্য তাঁহার আশ্রয়ে গিয়াছিলেন।

সুজার পলায়ন সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন[২]। কেহ বলেন সুজা ঢাকা নগরী হইতে নৌকাযোগে জলপথে আরাকান গিয়াছিলেন। কেহ বলেন তিনি প্রথমতঃ পলাইয়া ত্রিপুরা রাজার আশ্রয়ে আসেন, ত্রিপুরারাজ আরংজেবের পত্র পাইয়া সুজাকে স্থানদিতে অসম্মত হওয়ায় সুজা নির্ব্বাসিত ও পর্ব্বতাশ্রিত ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সাহায্যে আরাকান গমন করেন। কেহ২ বলেন সুজার সঙ্গে গোবিন্দ মাণিক্যের আরকানেই দেখা হইয়াছিল।

আবার কেহ২ বলেন সুজা আরংজেবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য আরকান গিয়াছিলেন।

আবার অন্য মতে সুজা মগরাজার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, পরে শ্বশুরের রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করায় মগরাজা তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া-ছিলেন। আর একমতে জানা যায়, আরাকান রাজ সুজার কন্যাকে বিবাহ করিবাব প্রস্তাব করেন, সুজা অস্বীকার করায় আরাকানরাজ তাঁহাকে স্বপরিবারে মারিয়া ফেলেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে বডিগার্ড করিয়া রাখেন[৩] সিরাজদৌল্লার উপাখ্যানের মত এই ভিত্তিহীন উপাখ্যানগুলির

---

১. "During his (Sanda Thudhamm) reign Shaha Shauja defeated in the sruggle for power by his brother Aurangzeb, fled to Arakan for protection. The Indian prince, having refused, to give his daughter in marriage to the Arakanese King, was put to death with all his family" (B. H. Page 204). ২. Seee Lewin's Hill tracts of Chittagong Page 6.

২. Burner's travels in Mogul empire Vol. 1. Page 120 nad Daw's History of Hindustan Vol. III. Page 354 to 84.

৩. See Burma History P. 204.

কোনটী সত্য নহে বলিয়া অনুমান হয়[১]। মগগণ ভিন্ন জাতির কন্যা বিবাহ করা কোন ইতিহাসে দেখা যায় না, বরঞ্চ মগ ও বর্ম্মার মেয়ে জাতিচ্যুত হিন্দু ও মুসলমানগণ বিবাহ করার প্রথা আবহমান কাল দৃষ্ট হয়। আরও একমতে দেখা যায়, সুজা ঢাকা হইতে নৌকা যোগে আরাকান যাইবার জন্য রওনা হন, এবং প্রতিকুল বাতাস পাওয়ায় যাইতে না পারিয়া ত্রিপুরা জিলায় উঠেন ও চট্টগ্রাম হইয়া নাফ নদী পার হইয়া আরাকান যান, তথায় আরাকানরাজ বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন ও মক্কা যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, কিন্তু মিরজুমলা বাঙ্গালাদেশ হইতে লোক পাঠাইয়া আরকানাধিপতিকে ষড়যন্ত্রে বশীভূত করেন, পরে অযথা ভান করিয়া কন্যা বিবাহের কথা উঠাইলে সুজা অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে আরাকান রাজ মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইত্যাদি[২]।

চট্টগ্রামে সুজা আসিয়াছিলেন বলিয়া একটী জনপ্রবাদ অনেকদিন যাবৎ প্রচলিত আছে, এবং সহরের বুকের উপর সুজাকাটগড় নামে একটী মৌজাও দৃষ্ট হয়।

এযাবৎ আমরা সুজা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছি তৎ-সম্বন্ধে সমসায়িক প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি আলওয়েল ও দৌলতকাজির বর্ণনায় সুজার হত্যাকাণ্ড ভিত্তিহীন ও অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নিম্নে উহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"ক্ষিতি তলে অনুপাম, রোসাঙ্গ সহর নাম
শ্রীমন্ত সুধর্ম্ম নরপতি
সত্য রত্ন অবতার, দ্বিতীয় নাহিক আর,
পরদেশী আইসে শুনি হরষিত নৃপমণি
স্নেহ করি সাদরে আনন্ত।

পশ্চিমে মুলুক ভার, চিন না পায় তার
ভুবনে নাহিক সম বীর।
দক্ষিণে সাগর সীমা, উত্তরে পর্ব্বত হিমা
মধ্যে যত পর্ব্বত কানন।
নৃপতি মহত্ত্ব শুনি, ভক্তিভাবে মনে গণি
সুখে থাকে দিয়া রাজ কর।

ছয়ফল মুল্লুক, ৩–৫ পৃঃ।

১. কোন প্রস্তাব সত্য নহে বলিয়া অনুমান হয়, কারণ বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রকৃত খবর তখন পাওয়া সম্ভব ছিল না।

২. See Phayer History P. 178.

"কর্ণফুলী নদীপূর্ব্বে আছে এক পুরি
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গঅবতারি

নাম রুস্ত, ধর্ম্ম রাজা ধর্ম্ম অবতার।

পুত্রের সমান করে প্রজার পালন
দেব গুরু পুজায় ধর্ম্মেতে তার মন,
রাজ্য সব উপশম কৈল্য সুবিচার
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার।
মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি
রাজ ভয়ে মাতঙ্গে না জায়ে তারে ঠেলী।
বিধবা নির্ব্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার
ভীম সম বলিও না করে বলাকার,
সীতা সমত সুন্দরী যদি সে রহে বনে,
রাজভয়ে না নিরিক্ষে সহস্র লোচনে।

কীর্ত্তি যশ দেখিয়া তক্ষক রাজ ভাগ
মণি ছত্র করি ধরে শিরে অনুরাগ,
তে কারণে নাগ গণ শিরে ছত্রবত
রহিল সুধর্ম্ম কীর্ত্তি পৃথিবী যাবত।

মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কীর্ত্তি যশ
শ্বেতরূপ সুধর্ম্ম হৈল পদ বশ,
সুধর্ম্মের কীর্ত্তি যশ পূর্ণ সন্নিপাত।

.বৈদেশী আরবী রূমি মোগল পাঠান
পালেন্ত সেই সব যেন শরীর সমান।

লৌর চন্দ্রানী ৩–৬পৃঃ।

নানাদেশে নানা লোক, শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ,
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল
আরবী মিশরি শ্যামি, তুরুকি হাবেসী রূমি,
খোরাসানী উজেগ সকল

বহু সেক ছৈয়দ জাদা,   মোগল পাঠান যুদ্ধা,
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি
আরমানি ওলনদ্বাজ,   দিনেমার ইংরাজ,
কাস্তিমান আর ফ্রান্সিস,
নানা জাতি আর প্রতং গিজ্
মর্য্যাদা কৃপার সিন্ধু,   অনাথ জনার বন্ধু,
ন্যায়বন্ত সংসার রক্ষক।

পদ্মাবতী-১১ পৃঃ।

সুজার প্রতি কোন অত্যাচার হইলে এই মোসলমান কবিদ্বয় তাহার ইঙ্গিত না করিয়া ছাড়িতেন না। এই কবিদ্বয়, চন্দ্র সুধর্ম্মের সভাসদ ছিলেন।

এই দেশীয় অনেকের পুরাতন কুলজীতেও মগরাজার বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

" প্রণমামি গণপতি চরণে তোমাব
কুলের বীজই আজি চাহি রচিবার,
যবনের অত্যাচারে রাঢ়ে আর গৌড়ে
অরাজক হল সাত গ্রামের মাঝারে,
কাতারে কাতারে কত কায়স্থ আর বামন,
যেবা যথা পারে গেল নাহি তার লেখন।
তারপর ভুলুয়াতে অরাজক হৈল
বহু লোক ধন মান জাতি হারাইল,
তাহার দক্ষিণে আছে নগর চট্টল
তথায় আছয়ে এক পুরি চক্রশাল।
সেখানে রাজাই করে রাকাঞি মহান
মগ রাজা দেব দ্বিজে অতি ভক্তিমান[১]
তান খোসনামে মনে মনে হইয়া খুসি,
বাসুদেব মুকুন্দ হৈলা চক্রশালা বাসী।

· ইত্যাদি শ্রীবাৎস্য চরিতম, ১৯৬ পৃঃ।

এই সকল লেখা দ্বারা মগরাজাগণ ধার্ম্মিক ও সুশাসক নরপতি ছিলেন বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

HISTORY OF CHITTAGONG

Vol. I

PART II

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথমখণ্ড

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়–মুসলমান রাজত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্রসূচী

চট্টগ্রামের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

মুসলমান সম্রাট্‌গণ ভারতে অনেক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চাটগাঁয় নহে; ১৬৬৬ খৃঃ অঃ[১] ২৫শে জানুয়ারী হইতে ১৭৬১ খৃঃ অঃ ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত মাত্র ৯৬ বৎসর। ইব্রাহিম খাঁ, ফতেজঙ্গ দুইবার চট্টগ্রাম আক্রমণ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাওয়ায়, তখন মুসলমান নবাবগণের এই ধারণা হইয়াছিল যে, চট্টগ্রাম জয় করা অসাধ্য ব্যাপার ও দুঃসাহসের কার্য্য। কারণ, তখন প্রবলপরাক্রান্ত আরাকানাধিপতির নৌবল[২] যেরূপ প্রবল ছিল, ভারতের ইতিাসে কোথায়ও সেইরকম নৌবলের কথা দেখা যায় না। এই আরাকানরাজার ভয়ে সমুদয় বঙ্গদেশ কম্পিত হইয়াছিল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান মগেরা অধিকার করিয়াছিল। জলযুদ্ধে দক্ষ পর্ত্তুগীজগণ মগ-সরকারে সৈন্য ও নাবিক শ্রেণীতে কার্য্য করিত, সেই সুযোগে পর্ত্তুগীজগণ (জলদস্যু) বঙ্গদেশের নানাস্থান লুণ্ঠন করিত। মগ-নরপতি পর্ত্তুগীজগণকে বিশ্বাস করিয়া নৌবলের দিকে বিশেষ মনোযোগী ছিল না; তখন বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজ (জলদস্যু) ভীতি হইয়াছিল, সেই সময়েই নবাব সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালার শাসন ভার গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালার নৌ-বল

"চাট্‌গাঁর মগরাজার আশ্রিত ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা বাঙ্গালায় অনেক উৎপাত করিত, বাঙ্গালার নবাবেরা কৃপণতা বা আলস্য বশতঃ এ অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিতেন না। সত্য বটে, বাঙ্গালার জলপথ রক্ষার জন্য ঢাকায় বাদসাহী সরকার কতগুলি যুদ্ধের নৌকা

---

১. The Mahamedan occupation according to local opinion is counted from this date but is was not till 1666 (H. T. S. Cotton History P. 2.).

(২) স্থলযুদ্ধেও মগগণ কম ছিল না। রাজপুতনা প্রভৃতি রাজ্যে স্থলযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, কিন্তু জলযুদ্ধের বিবরণ বিশেষরূপে জানা যায় না। কিন্তু মগগণ ১৪৯৯ খৃঃ অঃ অনেক পূর্ব্ব হইতে জলযুদ্ধে পটু ছিল দেখা যায়। পর্ত্তুগীজগণ ১৪৯৮ খৃঃ অঃ পর যখন চট্টগ্রাম আক্রমণ করে, তখন আরাকানাধিপতি তাহাদিগকে জলযুদ্ধে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম ও আরাকানের সীমা হইতে বাহিব করিয়া দেয়। ইহাতে মগদের জলযুদ্ধের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(নওয়ারা) রাখার নিয়ম ছিল, এবং তাহার খরচ এবং মাল্লা ও কর্ম্মচারীদের বেতনের জন্য জায়গীর এবং ১৪ লক্ষ টাকা তনখা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুজার শাসনকালে সরকারী আমলাদের অত্যাচার ও লুঠে এসব নওয়ারার মহাল গুলিতে প্রজারা উচ্ছন্ন গিয়াছিল, এবং নৌসেনা ও কর্ম্মচারীরা বেতন না পাইয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। পরে মিরজুম্লা বাঙ্গালার নবাব হইয়া আসিলেন এবং নওয়ারার নূতন বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া পুরাতন নিয়ম সব উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তার জায়গায় নূতন বিধি করিবার আগেই আসাম অধিকার করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। অনেক নৌ-সেনাও আসামে মারা গেল; এবং নওয়ারার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে জলদস্যুরা আসিয়া ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত বগাদিয়া পরগণা লুঠ করিল, এবং সায়ের আব্এর সর্দ্দার (crusing admiral) মুনব্বর খাঁ জমিদারকে হারাইয়া দিল। ঢাকা হইতে ফৌজদার আদিকৎ খাঁ তাহার সাহায্য করিতে ইসলাম খাঁ তরীন (আফগান) এবং অন্যান্য নবাবী কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা নিজের ভীরু মাল্লা দিগকে জোর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নৌকা ফিরাইতে বাধা দিল, তখন মাল্লারা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, ইসলাম খাঁ ও তাহার সঙ্গীরা স্থিরভাবে তীর চালাইয়া শত্রুর অগ্রসরণ কমাইয়া রাখিল। স্রোতে ঐ মাল্লাহীন নৌকাগুলি পাড়ে আসিয়া ঠেকিল, তখন সাহসী যুদ্ধারা রক্ষা পাইল, আর সব নৌকা মগেরা দখল করিল অথবা ডুবাইয়া দিল; এইরূপে বঙ্গে নওয়ারার নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

উদ্যোগ

৮ই মার্চ্চ ১৬৬৪ খৃঃ অঃ নূতন সুবাদার সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার পশ্চিম রাজধানী রাজমহলে পৌঁছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল যে জল দস্যুদের উচ্ছেদ করিয়া বাঙ্গালার প্রজাগণকে শান্তি দিবেন। তিনি মাহামুদ বেগ্ নামক নওয়ারার দারোগাকে নৌকা সাজান ও বন্দোবস্ত করিতে বিশেষ তাগিদ করিয়া এবং পূর্ণক্ষমতা দিয়া, কাজী সামু (নওয়ারার মুশরফ) এর সহিত ঢাকা পাঠাইলেন।

নূতন নৌকার জন্য কাঠ ও কারিগড় আবশ্যক

নবাবের পরওয়ানা লইয়া গ্রামে গ্রামে পেয়াদারা গিয়া কাঠ ও মিস্ত্রী সংগ্রহ করিয়া ঢাকা পাঠাইতে লাগিল। তা ছাড়া নবাব হুকুম দিলেন যে, হুগলী, বালেশ্বর, মুরঙ্গ, চিলমারী, যশোহর, করিবাড়ী প্রভৃতি বন্দরে যতগুলি সম্ভব নূতন নৌকা তৈয়ার করিতে হইবে। ওলন্দাজদের কাপ্তেন রাজমহলে উপস্থিত ছিল। তাহাকে নবাব বলিলেন, তোমরা প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিয়া অগাধ টাকা উপার্জ্জন কর; কিন্তু কোন কর দিতে হয় না। হিন্দু মুসলমান বেপারী হইলে লাভের উপর যে কর দিতে হইত তোমরা বলিয়া বাদসাহ

---

* এই যুদ্ধবৃত্তান্ত অক্সফোর্ড বোডালিয়ান-লাইব্রেরীর পার্শী রিপোর্টের শ্রীযুত যদুনাথ সরকার এম, এ মহাশয়ের কৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত হইল।

সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই মহা অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমাদের উচিত যে নিজের দেশ হইতে যুদ্ধ জাহাজ আনাইয়া আরাকানের মগদিগকে বিনাশ করিতে আমার সাহায্য কর আর আরাকান দেশ হইতে তোমাদের যে সব কুঠি আছে, তাহা উঠাইয়া দেও। নচেৎ বাদসাহের সাম্রাজ্যে কোথায়ও তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া যাইবে না এবং তোমাদের লাভ একবারে বন্ধ হইবে। ডচ কাপ্তেন উত্তর করিল, "আপনার প্রস্তাব বড়ই গুরুতর; আমাদের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা জেঁদারালকে (Governor-general of the Dutch Indies) লিখিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তবে ইহাতে সম্মত হইতে পারি," নবাব বলিলেন, "তবে "আচ্ছা". তাঁহাকে লেখ।" এবং জেঁদারালের জন্য এক প্রস্ত খেলাৎ, এক মণিখচিত জীন-পোশ (Saddle-cover) এবং এই বিষয়ে এক পরওয়ানা ঐ কাপ্তেনের হাতে দিলেন।

চাট্গাঁর ফিরিঙ্গিরা নৌকাযোগে আসিয়া বাঙ্গালায় ডাকাতি করিত, এবং লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। মগরাজাকে লুঠের অর্দ্ধেক দিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঢাকার কাছে লধিকোল বন্দরে লবণ ব্যবসায়ী কয়েকজন ফিরিঙ্গ বণিক্ থাকিত। সায়েস্তা খাঁ তাহার কর্ম্মচারী সেখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ্কে এই বন্দরে দারোগা করিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে এই ফিরিঙ্গিদের দ্বারা চাট্গাঁর ফিরিঙ্গিদিগকে চিঠি লেখাইয়া, নবাবের অনুগ্রহ ও পুরস্কারের আশা দেখাইয়া তাহাদিগকে মগদের পক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিয়া বাদশাহের চাকরি ভুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে।

বর্ষা শেষ হইলে রাস্তা ঘাট আবার দেখা দিল, ১৬ই অক্টোবর ১৬৬৪ খৃঃ অঃ সায়েস্তাখাঁ রাজমহল হইতে ঢাকার দিকে রওনা হইলেন। হাজারা হাটী পৌঁছিলে কয়েকজন বাঙ্গালী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল, "জলদস্যুরা প্রায়ই ফরিদপুরের পথে যাতায়াত করে, আপনার সে দিক দিয়া যাওয়া বিপদজনক, ঝাঁকনালা দিয়া যাবেন।" নবাব এই ভয়ের পরামর্শ হাসিয়া ত্যাগ করিলেন এবং ফরিদপুরের পথ দিয়াই চলিলেন। নাজিরপুর ও যাত্রাপুর হইয়া ঢাকার বাহিরে পৌঁছিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর গণকেরা গণিয়া শুভদিন বলিল ও নবাব ঢাকায় প্রথম প্রবেশ করিলেন।

নৌকা তৈয়ারি

নৌকাতৈয়ার, মাল্লাসংগ্রহ ও রসদজোটানের জন্য কঠিন পরিশ্রম হইতে লাগিল। নৌকাতৈয়ারে কারখানার অধ্যক্ষ হইল হাকিম মহাম্মদ হোসেন (নবাবী কর্ম্মচারী)। মহম্মদ মকীম হইল নওয়ারার মুসরফ্। কিশোর দাস (বাদসাহী সরকারের কর্ম্মচারী) নওয়ারা পোষণের পর্গনাগুলির তত্ত্বাবধান এবং নৌসেনারা তন্‌খা ও জায়গীরের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইল, নবাবের চেষ্টায় অল্প দিনেই ৩০০ যুদ্ধপোত তৈয়ার ও সাজান হইল।

* ইহাতে দেখা যায় মুসলমানগণ তখনকার দিনেও হিন্দুর জোতিষশাস্ত্র মানিয়া চলিতেন, শুভদিন ও শুভমুহূর্ত্তের দিকে ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সংগ্রামগড়ের থানা ও দুর্গনির্ম্মাণ

যে বদ্বীপ ঢাকা, তার শেষ সংগ্রাম গড়; ইহার সম্মুখে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইয়াছে। সে কালে সংগ্রাম নামক একজন রাজা মগদের বাধা দিবার জন্য এখানে গড় বানাইয়াছিল, সেই জন্য এই নাম হইয়াছে। কিন্তু সে পুরাতন গড়ের চিহ্ন ও নাই। নবাব দেখিলেন যে এখানে একটী দুর্গ বানাইয়া রণসাজ, সৈন্য ও যুদ্ধপোত রাখিলে মগ ও ফিরিঙ্গিদের বাঙ্গালা আসার পথ রোধ করা যাইতে পারে। অতএব তিনি হুগলীর পুরাতন ফৌজদার মহম্মদ শরীফ্‌কে সংগ্রামগড়ের থানাদার করিয়া পাঠাইলেন, সঙ্গে অনেক সৈন্য, চাকর ও তোপ দিয়া তথায় একটী দুর্গ বানাইতে হুকুম দিলেন আবুল হাসান ২০০ নৌকা সহ এইখানে আড্ডা করিল। মহম্মদ বেগ্‌আবকশ ১০০ নৌকা সহ ধাপায় রহিল–শত্রু আসিতেছে শুনিলে আবুল হাসানের সাহায্যে যাইবে। ধাপা হইতে সংগ্রামগড় পর্য্যন্ত একটা উঁচু আল (Embankment) বাঁধা হইল, বর্ষাকালেও সৈন্য ও অশ্বগণ হাঁটিয়া এই পথ দিয়া ঢাকা হইতে সংগ্রামগড় (১৮ ক্রোশ) যাইতে পারিবে।

(সোনদ্বীপ জয় ও থানাস্থাপন।)

এই সময় বিখ্যাত যোদ্ধা ফর্হাদখাঁ ভালুয়ার ফৌজদার ও বিচক্ষণ নেতা ইবন্‌হোসেন নওয়ারার দারগা নিযুক্ত হইলেন। সংগ্রামগড় হইতে চাট্‌গাঁ যাইতে হইরে সোনদ্বীপ মাঝে পথে পড়ে; এবং ঐ দ্বীপে আড্ডা করিতে পারিলে বড় সুবিধা হয়। কারণ, সোনদ্বীপ হইতে চাটগাঁ পৌঁছিতে দুই প্রহর সময় লাগে, বেশীক্ষণ সমুদ্রে থাকিতে হয় না। এজন্য আগে সোনদ্বীপ জয় করা বড়ই দরকার। ১১ই নবেম্বর ১৬৬৫ খৃঃ সোনদ্বীপ অধিকার ও তথায় মোঘলথানা স্থাপন করা হইল। ভালুয়ায় খাদ্য, তোপ ও জঙ্গলকাটার হাতিয়ার জমা হইতে লাগিল।

ফিরিঙ্গিদের ভাঙ্গাইয়া আনা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নবাবের হুকুমে সেখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ্ লধিকোলেল ফিরিঙ্গিদিগকে দিয়া চাটগাঁর ফিরিঙ্গিদিগকে বাদশাহের পক্ষে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠায়। নবাব হুগলী বন্দরের পর্ত্তুগীজ কাপ্তেনকে দিয়া ও তাহাদিগকে এই মর্ম্মে চিঠি পাঠান। ঢাকা পৌঁছিয়া তামলুক বন্দরের কাপ্তানকে দিয়া ও তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। লোকে আরাকান রাজাকে বলিয়া দিল যে ফিরিঙ্গিরা নবাবের পক্ষ হইতে ক্রমাগত চিঠি পাইতেছে। তারপর যখন সোনাদ্বীপ জয়ের সংবাদ পৌঁছিল, মগরাজ মহা চিন্তায় তাঁহার খুড়ত ভাই চাটীগাঁর শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন "খুব সাবধানে থাকিও। দুর্গটি মজবুত রাখিও,

১. ইহার পূর্ব্বে রাজা সংগ্রাম সাহা একবার মগ ও পর্ত্তুগজী দমনের চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এই দেশে আছেন।

২. সুন্দ্বীপ ও জুগদীয়া, আলমদিয়া মগদিগের অধিকার ছিল। এবং মগ রাজার পক্ষে ফিরিঙ্গিগণই এই সব স্থানের নেতা ছিলেন, ফিরিঙ্গিগণ নবাবের বশে যাওয়ায় এই সব অতি সহজে অধিকার হইল, বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

ও ফিরিঙ্গিদের মনস্তুষ্টি করিও। কিন্তু তাহাদের স্ত্রী পুত্রকে অভয় দিয়া এইখানে পাঠাইয়া দিও। এখান হইতে আমি নৌকা ও সৈন্য তোমার সাহায্যে পাঠাইতেছি।" মগরাজার ইচ্ছাছিল যে কৌশলে ফিরিঙ্গিদের পরিবারগুলি হস্তগত করিয়া পরে চাটগাঁয়ে তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া মোগলদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পথ রুদ্ধ করিবেন।

সুন্দ্বীপ ও জুগদীয়া, আলমদিয়া মগদিগের অধিকার ছিল। এবং মগ রাজার পক্ষে ফিরিঙ্গিগণই এই সব স্থানের নেতা ছিলেন, ফিরিঙ্গিগণ নবাবের বশে যাওয়ায় এই সব অতি সহজে অধিকার হইল, বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

ফিরিঙ্গিরা এই অভিসন্ধি টের পাইয়া নিজ স্ত্রী পুত্র সহ ৪২ খানা জল্‌বা নৌকা লইয়া পলাইয়া নয়াখালতে ফর্হাদ খাঁর নিকট আসিয়া আশ্রয় লইল। খাঁ তাহাদের পরিবারগণকে তালুয়ায় এবংতাহাদের অধ্যক্ষ কাপ্তেন মুর্‌ ও অন্যান্য প্রধানকে ঢাকায় নবাবের নিকট পাঠাইল, কিন্তু ফিরিঙ্গি নাবিকগণকে তাহাদের নৌকা সহিত নয়াখালিতে রাখিল। ফিরিঙ্গিরা বাদসাহের পক্ষে যোগ দেওয়ায় বাঙ্গালার প্রজা নিরাপদ্‌ হইল। নবাব নিজ তহবিল হইতে কাপ্তেন মুর প্রভৃতিকে ২০০০ টাকা দিলেন। বাদসাহী সরকার হইতে কাপ্তেন মুরের ৫০০ টাকা মাসিক বেতন এবং অপরপ্রধানদের জন্য স্বচ্ছন্দে থাকার মত আয় নির্দ্দিষ্ট হইল[১]।

কাপ্তান মুর জানাইল আরাকানের রাজা নিজ বলের অহঙ্কারে চাটগাঁর দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করেন। এতদিন আমাদের উপরেই সেই ভার ছিল, এখন সোনদ্বীপ জয়ের সংবাদ পাইয়া অনেক সৈন্য ও নৌকা চাটগাঁ রক্ষার জন্য পাঠাইতেছেন। যদি মোঘলসৈন্য ইহাদের পৌঁছার আগে চাট্‌গাঁ আক্রমণ করে, ঐ দুর্গ সহজেই জয় হইবে; নবাব এ সুবিধা না ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ অভিযানের বন্দোবস্ত করিলেন।

চাট্‌গাঁ অভিযান

বাঙ্গালায় মোঘলরাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা জুগদিয়া হইতে চাটগাঁ ৩০ ক্রোশ দূর। এই স্থান জঙ্গলময়, জনহীন, পথহীন, পার হওয়া কঠিন। পথে আবাদ বা হাট নাই। চাট্‌গাঁ অবরোধ করিয়া জয় শেষ করা পর্য্যন্ত মোঘলসেনাকে বাঙ্গালা হইতে রসদ লইয়া যাইতে হইবে।

নওয়ারার মাল্লারা মগদিগকে এত ভয় করিত যে, তাহাদের দ্বারা জলপথে রসদ পৌঁছানের আশা করা যাইতে পারেনা।

স্থির হইল যে, নবাবের পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ ৪০০০, হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া চাট্‌গছা অভিযানের প্রধান সেনাপতি হইবেন; নবাব সায়েস্তা খাঁ ঢাকায থাকিয়া রসদ

১. Aided by the Portuguese the Arakanese plundered Bengal as far as Dacca, but the Governor of Bengal induced the Portuguese by presents of money and land to leave the service of Sanda Thudhamma and ultimately defeated him" (B. H. Page 204)

পাঠানের তত্ত্বাবধান করিবেন।

২৪ ডিসেম্বর ১৬৬৫ খৃঃ অঃ শুভক্ষণ দেখিয়া বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ ঢাকা হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে চলিল ইখতিসাসখাঁ (আড়াইহাজারী) সরন্দজা খাঁ (দেড় হাজারী) ফর্হাদ খাঁ (হাজারী) করাবলা খাঁ (হাজারী) রাজা সুবলিসিং শিশোদীয় রাজপতু (দেড় হাজারী) ইবন্ হোসেন (নরওয়ার দারোগা) মিরমর্ত্তাজা (তোপখানারা দারোগা) অন্যান্য বাদসাহী কর্ম্মচারী অনেক নকদী ও আহদী সৈন্য এবং ২৫০০ শত অশ্বারোহী।

মির মর্ত্তাজা, ইবেন্হোসেন্, মুনব্বর খাঁ জমিদার প্রভৃতি নেতারা প্রথমে নোয়াখালীতে গেল, এবং তথা হইতে ফর্হাদ খাঁ ও কাপ্তেন মুর এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বুজুর্গউম্মেদ খাঁর সৈন্যের অগ্রণী হইয়া জল ও স্থলপথে চাট্গাঁর দিকে ধাবিত হইল। আস্করখাঁ ঢাকায় রহিল।

ইবনেহোসেনের অধীনে ২৮৮ খানা যুদ্ধের নৌকা ছিল। ইতিপূর্ব্বে ঢাকায় অনেক গুলি কুড়াল সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সৈন্যেরা তাহা লইয়া জঙ্গল কাটিয়া পথ করিতে লাগিল। অভিযান রওয়ানা হইবার দিন নবাব প্রাতঃকাল হইতে দুপুর এবং বৈকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া সব তদারক করিতে লাগিলেন। তারপর অন্তঃপুরে গিয়া যদিও কোন কথা মনে পড়িত, অমনি তাহাব বিষয় কেরাণী দিগকে বলিয়া পাঠাইতেন; প্রতিদিন অভিযানের প্রধান কর্ম্মচারী ও মন্সব্দারদিগকে উপদেশপূর্ণ চিঠি লিখিয়া পাঠাইতেন এবং তাহাদের নিকট হইতে সংবাদপূর্ণ চিঠি পাইতেন।

রসনের বন্দোবস্ত

গোলার আমলাদের প্রতি হুকুম রহিল যে, বেপারীরা ঢাকায় যত শস্য আনিবে, তাহার অর্দ্ধেক সৈন্যদের নিকট পাঠাইতে হইবে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ফৌজদারগণ কড়া হুকুম পাইল যে, যতদূরসাধ্য খাদ্য পাঠাইবে, এজন্য নবাবের নিকট হইতে ইসাওলগণ নিযুক্ত হইয়া গেল। একটা বচন আছে; যে, শক্র প্রথমে সৈন্যদিগকে দুর্ব্বল ও যুদ্ধ অবরোধে অক্ষম করে সেটা হচ্ছে অন্নাভাব। কিন্তু নবাব এত বেশী ও এত দিকে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, এ যুদ্ধের প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত সৈন্যনিবাসে ও ঢাকা সহরে শস্যের দাম ৯ ও ১০ এই অনুপাত ছিল।

জলে ও স্থলে সৈন্যগণের অগ্রসর হওয়া

বুজুর্গউম্মেদ খাঁ দ্রুত কূচ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে ফেণী নদী পার হইয়া মগরাজ্যে ঢুকিলেন; এবং জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুলতানবেগ্ মন্সব্দার কিছু সৈন্য সহ ফেণীর থানাদার হইয়া রহিলেন; পদে পদে সমুদ্রতীর দিয়া জঙ্গল কাটিয়া

* ফেণী নদীর তীরে প্রথম বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই স্থানের নাম তাঁহার নামানুসারে "বুজুর্গোউম্মেদনগর" হয়; ইহা এখন একটী মৌজা।

রাস্তা তৈয়ার হইতে লাগিল[১]। জল ও স্থলপথে সৈন্যগণ কুচ ও বিশ্রাম কোন সময়েই পরস্পর পৃথক্ হইত না। ইবেনহোসেনের অধীনে নওয়ারা সমুদ্র দিয়া ও সৈন্যের পুরোভাগ (van) স্থলপথে ফর্হাদ খাঁ, মির মর্ত্তাজা ও হায়াৎ খাঁ জমাএৎদারের অধীনে অগ্রে চলিল।

ইবন্‌হোসেন্ নৌকাসহ খুব দ্রুত কুমিরা নালায়[২] চাটগাঁ সহর হইতে দুই কুচের পথ–পৌঁছিয়া সেখান হইতে সাম্‌নে চাটগাঁর দিকে এবং পশ্চাতে মোঘল সৈন্যের দিকে বন কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে লাগিল, স্থল-পথের সৈন্যগণেরা পুরোভাগ ও জঙ্গল কাটিয়া আগাইয়া ২১শে জানুয়ারী ১৬৬৬ খৃঃ ইবেনহোসেনের সঙ্গে মিলিত হইল। সেনাপতি বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ কুমিরা হইতে তিন ক্রোশ পশ্চাতে রহিলেন।

প্রথম জলযুদ্ধ

২২ শে জানুয়ারী ১৬৬৬ খৃঃ সন্ধ্যার সময় ইবন্‌হোসনের দূতগণ সংবাদ আনিল যে শত্রু পোত চাট্‌গাঁ হইতে আসিয়া এখান হইতে দুই প্রহরের পথ কাঁটালিয়া[৩] নালায় রহিয়াছে। ইবেন্‌হোসেন নিজের নৌ-সেনাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কয়েকখান নৌকা রাতারাতি ঐ নালার মুখে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে খুব সতর্ক থাকিতে হুকুম দিল। পরদিন (২৩শে জানুয়ারী) দ্বিপ্রহরে চৌকিদারগনকে খবর দিল যে মগ নৌ সেনা কাঁটালিয়া নালা হইতে বাহির হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে।

তখন জোরে বাতাস ও সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিতেছিল জোয়ারা আসায় জল উছলিয়া বাদসাহী নৌকাগুরি আগাগোড়া ভিজাইয়া দিতে লাগিল, তবুও ইবেনহোসেন যুদ্ধের জন্য নৌকা খুলিয়া দিলেন, তীর হইতে একজন তুর্ক সেনা চেঁচাইয়া মহম্মদকে আবাকস্‌কে বলিল তুমি পাগল না কি যে এমন তুফানে এই গভীর সমুদ্রে নৌকা রওনা করিতেছে, সে বলিল ওরে ভাই, যদি পাগল্ না হইতাম তবে যুদ্ধের ব্যবসায় করিতে আসিতাম না। শীঘ্র জল যুদ্ধ হইবে সংবাদ পাইয়া ফর্হাদ খাঁ, মির মর্তাজা ও হাফাৎ খাঁ স্থলপথে নওয়াবার সাহায্যে আগাইলেন।

মগদের ১০ খানা ঘরাব ও ৪৫ খানা জলবা নৌকা দেখা দিয়া তোপ চালাইতে লাগিল কাপ্তেনমুর (পর্ত্তুগীজ) অন্যান্য ফিরিঙ্গিদের নৌকা সর্ব্বাগ্রে ছিল[৪]। তাহারা শত্রুর উপর রুখিয়া পড়িল। ইবেনহোসেন ও তাহাদের পশ্চাৎ বাইয়া আসিল, মগেরা এ আক্রমণ সহিতে পারিল না, ঘরাবের লোকগুলি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, জলবাগুলি দ্রুতবেগে পলাইয়া গেল।

---

১. ইহাতে দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান ঢাকা-ট্রাঙ্করোডের নমুনা এই যুদ্ধের সময় ইতে সূচনা হয়।

২. বর্ত্তমান কুমিরা।

৩. কাট্টলী।

৪. ইহাতে দেখা যায় ফিরিঙ্গিগণ যদি বাদশাহরে দিকেযোগ না দিত তাহা ইলে বাঙ্গালার নৌসৈন্য এতদূর আসিতে সাহসও করিত না। এই যুদ্ধে কাপ্তেনমুর (পর্ত্তুগীজ) নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন দেখা যায়, তিনি পূর্ব্বে আরকানাধিপতিব নৌসেনাপতি থাকায় চাটগাঁর সমুদয় বিষয় তাঁহার অবগত ছিল।

ইবেনহোসেন শত্রুর ঘরবাড়িগুলি অধিকার করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে চাহিল কিন্তু বাঙ্গালার নৌসেনা যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই আজ মগদিগকে হারাইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়া আর আগাইতে অস্বীকার করিল; কাজই ইবেনহোসেন কুমিরা নালায় সে রাত্রি কাটাইলেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ

পরদিন মগদের দুই তিন খানা নিশান যুক্ত নৌকা দূরে দেখা গেল। গতকল্য মগেরা যুদ্ধে যাইবার সময় ১০ খানা ঘরাব ও ৪৫ খানা জলবাই বাদশাহী নওয়ারার পরাস্ত করার ও কাড়িয়া লওয়ার জন্য যথেষ্ট ভাবিয়া নিজদের বড় পোত (খালু ও ধুম নামের) এবং অন্যান্য অনেক নৌকা পথের মধ্যে হর্নাল নালায় রাখিয়া গিয়াছিল। সেই খালু নৌকা গুলির উপরের নিশান এখন দেখা গেল। ইবেনহোসেনের উৎসাহ বাক্যে মাতিয়া বঙ্গীয় নৌসেনা হর্নাল দিকে রওনা হইল। মগেরা সংবাদ পাইয়া নালা হইতে বাহির আসিয়া সমুদ্রে নৌশ্রেণী রচনা করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে ইবেনহোসেন নিজের ছোট দ্রুত নৌকা সহ তথায় পৌছিয়া বড় ভারী নৌকা গুলির অপেক্ষায় দুলে থাকিয়া তোপ ছাড়িতে লাগিল, নিকটে যুদ্ধ হইল না। সন্ধ্যার সময়ে সেগুলি আসিয়া জুটিল, রাত্রি দূর কামান আওয়াজে কাটিয়া গেল। পরদিন ২৫শে জানুয়ারী মোগল নৌবাহিনী মহা উৎসাহে বাজনা বাজাইতে ও গোলা চালাইতে চালাইতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইল। প্রথম চলিল সব চেয়ে বড় জাহাজ (সল্ব) এর শ্রেণী, তাদের উপর ভারী কামান ছিল, দ্বিতীয় সারে ছিল মাঝারি আকারের জাহাজ ঘরাব গুলি, সকলের পিছু ছোট দ্রুত জলবা ও কুছা নৌকার শ্রেণী।

মগপোতের পলায়ন

আজ মগেরা পলায়ন ভিন্ন উপায় দেখিল না, দ্রুতগামী জলবা নৌকা গুলি ভারি বড় জাহাজ গুলিকে কাছি দিয়া টানিয়া রণক্ষেত্র হইতে পিছু হটাইয়া যাইতে লাগিল। ইবেনহোসেন নিজের শ্রেণী না ভাঙ্গিয়া সাবধানে পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল।

বৈকালে ৩ টার সময়ে মগেরা কর্ণফুলী নদীর মুখে পৌঁছিয়া তাহার মধ্যের চর-চাটগাঁ দুর্গের টিক সামনে অবধি গিয়া চাটগাঁর তীরের কাছে নঙ্গর করিল, মোগল নওয়ারা অমনি আসিয়া নদীর মুখ অধিকার করিয়া বসিল, ইহা মগদের সাংঘাতিক ভ্রম। নদীর মধ্যে নৌকা লইয়া পলাইয়া তাহারা পশ্চাদ্ধাবনকারী মোগলদের দ্বারা যেন খাঁচার মধ্যে বন্ধ হইল। তার চেয়ে খোলা সমুদ্রে থাকিলে, পরাজিত হইলেও দ্রুত নৌকাগুলি আরাকানে নিরাপদে পলাইয়া যাইতে পারিত।

নীর মধ্যে আসায় পলায়ন পথত বন্ধ হইলই, তার উপরে নৌসেনা ও দুর্গ, এদের একের বিপদ আরকে অভিভূত করিল, দুর্গ বিজিত হইলে মগ নৌ-বল আর তীর হইতে সাহায্য পাওয়ায় নিরাশ হইবে, নৌ-বল পরাস্ত হইলে দুর্গস্থিত মগদের বাহিরে যাইবার অথবা

আরাকান হইতে সাহায্য পাইবার কোন সম্ভাবনা রহিবে না, কাজেও তাহা দেখা গেল।

কর্ণফুলী তীরের দুর্গ জয়।

কর্ণফুলীর মোহনার পশ্চিম পাড়ে (১) ফিরিঙ্গিবন্দর নামে ফিরিঙ্গি পল্লির কাছে মগেরা তিনটা বাঁশের গড় করিয়াছিল এবং তার মধ্যে অনেক তোপ ও তেলিঙ্গা সৈন্য এবং দুইটী হাতী রাখিয়াছিল; ইহারা এখন নওয়ারার উপর গুলি করিতে লাগিল। ইবেনহোসেন আর ইস্তস্ততঃ না করিয়া কতগুলি সৈন্য তীরে নামাইয়া তাহাদিগেক স্থলপথ ও নৌকা গুলিকে নদী উজাইয়া পাঠাইয়া দিল। উভয় দিগ দিয়া গড় আক্রমণ করিল, মগেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলাইয়া এবং মোগলেরা বাঁশের কেল্লা গুলি পোড়াইয়া দিয়া মোহনায় ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় জলযুদ্ধ

পথের কন্টক এইরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া, ইবেনহোসেন শত্রুর রণপোত আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গি ও মোগল নৌ-সেনা বেগে শত্রুর চারিদিকে গিয়া পড়িল। মহা জলযুদ্ধ বাধিয়া গেল, চাটগাঁর দুর্গ[১] হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল; অবশেষে বিজয়ের বাতাস মুসলমান পতাকার উপর বহিতে লাগিল। নদীর মুখ মোগলদের হাতে, মগ-নৌকার পলাইবার পথ বন্ধ। তখন অনেক মগ দাঁড়ি ও সৈন্য জলে ঝাঁপইয়া পড়িল, অপরেরা নৌকার উপর ধরা দিল, কতগলি নৌকা মোগল তোপে ও টক্করে (ramming) ডুবিয়া গেল, অবশিষ্ট ১৩৫ খানা[২] ইবেনহোসেনের হাতে পড়িল।

ইতিমধ্যে বুজুর্গো উম্মেদ খাঁ জলযুদ্ধের খবর পাইয়া সৈন্য সহ দ্রুতগতিতে চাটগার নিকট পৌঁছিলেন। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ স্বচক্ষে সে যুদ্ধের ফল দেখিয়া এবং নিজ পক্ষের চৌকীদারগণের নিকট মোগলসৈন্য আগমনের কথা শুনিয়া মহাভয়ে রাতারাতে পলাইয়া গেল।

চাটগাঁ দুর্গ সমর্পণ

সেই রাত্রেই ইবেনহোসেন মগবন্দীদের মধ্য হইতে দুইজন বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইয়া চাটগাঁর দুর্গ অধ্যক্ষকে জানাইল, বৃথা নিজ পরিজন সহ বিনষ্ট হইও না। আগে ভাগে দুর্গ সমর্পণ করিয়া প্রাণ বাচাও। নচেৎ আমরা তোমাদিগকে ধরিযা মারিয়া ফেলিব। দুর্গাধ্যক্ষ

---

১. ইহাতে দেখা যায় কর্ণফুলী নদীর মোহনা তখন বর্ত্তমান ফিরিঙ্গি বাজারের অনতি-দক্ষিণ-পূর্ব্বে ছিল, এখন এইখান হইতে বার মাইল দূরে।

২. বর্ত্তমান Tempest হিলের উত্তর ও টেলিগ্রাম আফিসের পাহাড়ের দক্ষিণে যে পাহাড়েব মত দেখা যায়, উহা কৃত্রিম বাঁধ, সেইরূপ রংমহালের পাহাড় ও জুমা মস্‌জিদের মধ্যে আর একটী বাঁধ ছিল, এখন উভয়টী কাটিয়া সমতল করা হইতেছে। ইহার মধ্যেই মগদের প্রধান কিল্লা ছিল, ইহাকে চাটগছার কিল্লা বলিত। মুসলমানগণ অধিকার করার পর চট্টগ্রামকে ইসলামাবাদ এবং এই কিল্লাকেও আন্দরকিল্লা বলা হইত, এখন ইহা একটী মৌজার নাম হইয়াছে; যথা মৌজা আন্দরকিল্লা। ফিরিঙ্গি বাজারের দুইটী নদীর মোহনায় বাহির কিল্লা ছিল।

৩. এই যুদ্ধে মগধের ৬০০ জলপোত ছিল।

সে রাত্রির জন্য শান্তি ভিক্ষা চাহিয়া পরদিন প্রাতে মোগলদিগকে দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবে প্রতিজ্ঞা করিল।

২৬ জানুয়ারীর প্রাতে ইবেনহোসেন দুর্গের দিকে রওনা হইল। কিন্তু তার আগেই মুনব্বর খাঁ দ্বার খোলা পাইয়া দুর্গে ঢুকিয়াছিল এবং তার অনুচরগণ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া বাড়ী ঘর আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল। ইবেনহোসেনের আগুন নিবাইবার সব চেষ্টা বিফল হইল।

অবশেষে দুর্গস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিল। আগুনে পুড়িয়া শেষ হইলে পুনরায় দুর্গে গিয়া সমস্ত সম্পত্তি নবাবের নামে দখল করিল, ২টা হাতী পুড়িয়া মরিয়াছিল, আর দুইটী হস্তগত হইল।

চাট্‌গাঁর নদীর দক্ষিণ পাড়ের ছোট দুর্গে যে সব মগর ছিল, তাহারা ও পলাইয়া গেল, এবং সে দুর্গ ও দখল হইল; সে পাড়ের কৃষিগণ[১] অধিকাংশই বাঙ্গালা হইতে ধরিয়া আনা বন্দী মুসলমান। পলায়নকারী মগদের উপর পড়িয়া তাহাদের এক সেনাপতিকে মারিল এবং দুইটী হাতী কাড়িয়া লইয়া ইবেনহোসেনের কাছে আনিল।

১৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী বুজুর্গ খাঁ চাটগাঁর দুর্গে প্রবেশ করিলেন ও দেশের লোকদিগকে আশ্বস্ত করিয়া নিজ সৈন্যগণকে কড়া হুকুম দিলেন যে প্রজাদের কাহার উপর লুট বা অত্যাচার না হয়।

পুরস্কার

মগদুর্গস্বামীকে জয়ের সংবাদ সহ ঢাকার নবাবের কাছে পাঠান হইল। ২৯শে জানুয়ারী ঢাকায় পৌঁছিল, চারদিকে প্রজারা আনন্দ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। নবাব ফিরিঙ্গী[২] ও মোঘলকে অসংখ্য পুরস্কার দিলেন। নবাবী সৈন্যগণ ও নওয়ারার মাল্লাগণ এক মাসের বেতন বকসিষ্ (bacceety) পাইল। যখন বাদশাহা আরঙ্গজেব জয় বিবরণ (despatch of victory) পাইলেন, তিনি শায়েস্তা খাঁকে এক মণিখচিত তরবার, দুইটী হাতী, দুইটী ঘোড়া, ও সোণার সাজযুক্ত এক প্রস্থ খেলাৎ পাঠাইলেন, ইবেন্ হোসেন, মনসুর খাঁ, মীর মার্তাজা, মুজাহিদ খাঁ খেতাপ পাইল।

---

১. পুর্ত্তগজীগণ বাঙ্গালা হইতে লোক বন্দি করিয়া আনিলে মগ রাজার তাহাদিগেক কৃষি করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেন দেখা যায়।

২. কিন্তু সায়েস্তা খাঁ পর্তুগজীগণের সঙ্গে আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। (See Berniers travels in the Mogul empire. Vo.I Page 203).

মগ-রণনীতি সমালোচনা

মগেরা মহা ভুল করিয়াছিল[১]। একে মোগল নওয়ারা ফিরিঙ্গীগণের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তার উপর মগ নৌ-সেনা দুইভাগ হইয়া দুই দিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল; এইরূপে বলভাগে ক্ষীণ মগদের পরাজয় সহজ, বিশেষতঃ অনেক বৎসর ধরিয়া মগেরা নৌ যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে তাহার ভার দিয়াছিল, এইরূপ লোকেরাত রণে অপুট হইবেই; এক দিকে মোগলরা ২৩শে জানুয়ারী যুদ্ধ জিতিয়া উল্লাসিত অপর দিকে মগেরা পরাজয়ে ভীত হইয়াছিল। মগ নৌবল যদি একত্র হইয়া ইবেনহোসেনকে প্রথম আসিবার দিন আক্রমণ করিত, তবে তাহাদের জেতার খুব সম্ভব ছিল, কারন তখন ইবেন হোসেন একা, রাস্তা তৈয়ার হয় নাই এবং স্থলপথে সৈন্যগণের পুরোভাগ তখনও কুমিরায় পৌছে নাই।

অভিযানের ফল

বাঙ্গালার নবাবগণ মগদের অত্যাচার এতদিন সভয়ে নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং একমাত্র চাট্গাঁ অবরোধ করিয়াছিলেন। সেই ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ দুই বৎসর পরে তথা হইতে বিফল হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এজন্য অবশেষে বাঙ্গালার লোকদের এই ধারনা হইয়াছিল যে চাটগাঁ জয় করা অসাধ্য ব্যাপার। সায়েস্থাখাঁর চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে সকলে মনে মহাভয় ও দুশ্চিন্তা হইতে লাগিল।

চাটগাঁ জয়লাভ

কিছুদিন পরে প্রধান মন্ত্রী জাফর খাঁ বাদসাহের হুকুম মতে দিল্লী হইতে নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন সব বিজিতদেশের 'জমা' (রাজস্ব) কত? নবাব উত্তর দিলেন। আসল কথা, ইহার জমা হচ্ছে বাঙ্গালার মুসলমানদের মনের "জমায়ৎ" (শান্তি)। ইহার কর হচ্ছে, ইসলামের প্রভাববৃদ্ধি। ইহার নগদ আয় হচ্ছে, বাদসাহীর স্থায়িত্বের জন্য প্রজাদের আশীর্ব্বাদ। মগ উপদ্রব থামিল, এখন বাঙ্গালার আবাদ শীঘ্র বৃদ্ধি হইবে; তাহা হইতে চাটগাঁ জয়ের কি লাভ বুঝিতে পারিবেন।

১৬৬৬ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী হইতে এই দেশে মুসলমান রাজত্ব সূচনা হয়। বুজুর্গ উম্মেদ খাঁ এই জিলাকে ইসলামাবাদ নাম দিয়া ৭টি চাকলায় বিভাগ করিয়া ১৭৫৪৫৮৯২৬ পাই

---

১. পুর্ত্তগীজগণকে, বিশ্বাস করিয়া জলযুদ্ধের তাব দিয়া মগগণ বিলাসী হইয়াছিল।
আরাকানরাজ আরাকান হইতে আরও অধিক সৈন্য ও নৌকা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়া।
স্থলপথে সৈন্য আসিতেছে ইহার কোন তত্ত্ব লইয়া ছিল না।
কুমিরায় সমুদয় জলপোত সঙ্গে না লইয়া যাওয়া।
কর্ণফুলী নদীতে যুদ্ধপোত প্রবেশ করা।
কেল্লার সৈন্যগণ প্রথম হইতে বাহিরে যাইয়া যুদ্ধ না করা।
পর্ত্তুগীজগণকে চট্টগ্রাম হইতে পালাইতে দেওয়া।

রাজস্ব ধার্য্য করেন।[১] কিন্তু প্রজার দুরবস্থা দেখিয়া উহা মিনাহা (মাপ) দিয়া ঢাকা নগরী হইতে টাকা আনিয়া এই দেশের খরচ চালাইতে ছিলেন।

মুসলমানগণ চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন বটে কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়িগণ ও দক্ষিণ দিগে মগগণ নানারূপ খণ্ড যুদ্ধ ও অত্যাচার আরম্ভ করে। ইহাদের অত্যাচার নিবারণ জন্য ১২ জন হাজারী সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করার জন্য ও খাজানা উশুল করার জন্য নিযুক্ত করেন। এই সময় থানাদার ফৌজদার প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়, এবং চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়, ১৬৬৬ হএত ১৭৬১ পর্য্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৩০ জন মুসলমান শাসন কর্ত্তার নাম দেখা যায়; তন্মধ্যে কয়েক জনই প্রসিদ্ধ আর সকল থানাদার ফৌজদারগণই শাসন কর্ত্তার কাজ করিতেন। সায়েস্থাখাঁর সময়ে টাকায় ৮ মণ চাউল ছিল।

সায়েস্তা খাঁর রণনীতি

পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গিদিগকে বশ করা এবং নিজ পক্ষে আনিয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা ও কাপ্তেন মুরকে ৫০০ টাকা মাহিনায় মাসিক বেতন দিয়া এবং ২০০০ টাকা নগদ দিয়া যুদ্ধে পাঠান।

স্থলপথে সৈন্য প্রেরণা।

নুতন নৌকা তৈয়ারী করা।

রসদের সুবন্দোবস্ত।

কাপ্তেন মুরের পরামর্শ মত সত্বর যুদ্ধের আয়োজন করা।

বাঙ্গালার নবাব ও চাট্গাঁর শাসনকর্ত্তার নাম।

বাঙ্গালার নবাব

১৬৬৬–৮৯ সায়েস্থা খাঁ।

১৬৮৯–৯৩ ইব্রাহিম খাঁ।

১৬৯৬–১৭০৩ আজিম উশান।

১৭০৩–২৫ মুরদিকুলিখাঁ।

১৭২৫–৩৬ সুজাউদ্দিন।

১৭৩৬–৪০ সরফরাজ খাঁ।

১৭৪০–৫৬ আলিবর্দ্দি খাঁ।

–৫৬ সিরাজদৌল্লা।

---

১. It begins by stating that Boozoorg Oomed Khan, son of Shaasisteh Khan uncle to Aurangzebe conquered the country from the Muggs in 1072, Bengal era (1666) (C. H. Page 6).

চাট্গাঁর শাসন কর্ত্তা

		বঙ্গাব্দ	খৃঃ অ
১।	উমেদ খাঁ	১০৭৩	১৬৬৬
	নবাব এয়াছিন খাঁ		
২।	মিরহুদী	১১২০	১৭১৩
৩।	ওলিবেগ খাঁ[১]	১১২৩	১৭১০
৪।	ফেদি হোসেন	১১৩৪	১৭২৭
৫।	জলকদর খাঁ[২]	১১৩৪–৪৫	১৭২৩–৩৮
৬।	মির আফজল খাঁ	১১৪৮–৫০	১৭৪২–৪৩
৭।	মির আকাবর খাঁ[৩]	১১৫৯–৬০	১৭৫২–৫৩
৮।	দেওয়ান মহাসিংহ	১১৬০–৬৫	১৭৫৩–৫৮
৯।	মহম্মদ নেজাম খাঁ	১১৬৫–৬৬	১৭৫৮–৫৯
১০।	মহম্মদ রেজাখাঁ	১১৬৬–৬৭	১৭৫৯–৬০

মুসলমান রাজত্বের এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৪০ জন শাসন কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু থানাদার ফৌজদারগণ সময়ে সময়ে শাসন কার্য্য করায় তাঁহাদের নাম নিয়মিতরূপ লেখা হয় নাই অনুমান হয়।

তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম পাওয়া যায় কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ নাই, ইঁহাবা নায়েব নামে পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে হাজারীও ছিলেন। ইতিহাসে আস্করখাঁ প্রভৃতিকে ঢাকায় থাকা দেখা যায়, চট্টগ্রামে আসার উল্লেখ নাই।

১। রসিদ খাঁ।
২। এয়াছিন খাঁ।[৪]
৩। ফরদাস খাঁ।
৪। মজুফর খাঁ।
৫। নুরউল্লা খাঁ।

---

১. চকবাজারের উত্তরধারে ছয় গুম্বজযুক্ত যে মসজিদ আছে তাহা ওলিবেগ খাঁর সময়ে।

২. বাঁশখালিতে জলকদরের ফাঁড়ী ইঁহারই নামে হইয়াছিল।

৩. সম্রাট শাহআলমের সময়ে ইনি ২৯৫০ সৈন্যের উপর ফৌজদার হইয়া আসেন, পরে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে ত্রিপুরায় সমসেরগাজী (সমসের ডাকাতের) আবির্ভাব হয়। চট্টগ্রামে সমসের ডাকাতের সঙ্গে আকাবর খাঁর সঙ্গে নেজামপুরে যুদ্ধ হইয়াছিল।

তারিখে হামিদী ৮৯-৯১ পৃঃ ও রাজমালা দ্রষ্টব্য।

৪. ইনি কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে বন্দ নামক গ্রামে (পশ্চিমচাল) তামাসাখানা (নাট্যশালা) তৈয়ার করিয়াছিলেন। এবং ভায়ইয়াগণের মসজিদে ৮০ দ্রোণ জমি লাখেরাজ (খয়রাত) দিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে গগণের সঙ্গে কর্ণফুলীতে যুদ্ধ হয়; এয়াছিন খাঁ হারিয়া যান কিন্তু পরে আদু খাঁ আসিয়া মগগণকে যুদ্ধে পরাভুত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেন।

তারিখে হামিদী ৮৭ ও ৯৬

৬। রহমতউল্লা খাঁ।
৭। সবরলন্দ খাঁ।
৮। দেওয়ান মণিরাম।
৯। সদাকত খাঁ।
১০। আকা মহাম্মদ নেজাম।
১১। আস্কর খাঁ।
১২। জাফর খাঁ।
১৩। ফেদাই খাঁ।
১৪। এয়াকুপ খাঁ।
১৫। আদিকত খাঁ।
১৬। বশরত খাঁ।
১৭। সেরাজদ্দিন মহাম্মদ খাঁ।
১৮। হোসনে কুলী খাঁ।[২]

এইসব শাসনকর্ত্তা ও ফৌজদারগণের নানা কীর্ত্তি এই দেশে বিদ্যমান আছে। নেজামপুর পরগণা সম্বন্ধে কেহ বলেন পীড় নেজামদ্দিন আউলীয়ার নামে নেজামপুর হইয়াছে, কেহ কেহ আকা মহাম্মদ নেজা খাঁর নামে নেজামপুর হইয়াছে। কিন্তু উক্ত পরগণার নাম অতি পরাতন বলিয়া অনুমান হয়।

ফেণী নদীর তীরবর্ত্তী বুজুর্গো উম্মেদনগর নামে একটী গণ্ডগ্রাম উমেদ খাঁর নামে দৃষ্ট হয়।

আন্দরকিল্লা যে মসজিদ আছে তাহাতে বারুদ গোলা রাখা হইয়াছিল। ১২৭১ হিজিরিতে উহার পুনঃ সংস্কার হইয়া মসজিদে পরিণত হইয়াছে[২]। উহার প্রস্তর লিপিতে উমেদ খাঁর সময়েই প্রস্তুত হওয়া দেখা যায়।

কদমমোবারেক মসজিদ নবাব এয়াছিন্ খাঁর সময়ে তৈয়ার হইয়াছে[৩]। চকবাজার ওলিখাঁর মসজিদ ওলিখাঁর শাসন সময়ে নির্ম্মিত। আস্কর খাঁর দিগি, আস্করাবাদ, বাগমণিরা,

---

১ তখন ভাঙ্গঘটনায় সহর ছিল। ইঁহার সমেয় সহরের উপর পাকা কুঠী বাঁধিবার প্রথা আরম্ভ হয়।
তারিখে হামিদী।

২ "খেরদ গোপ্তা বগো তারিখে তামির, ব-আলম কাবায়ে ছানি বেনাকরদ।"

বে ২ + আইন ৭০ + আরৈক ১ + লাম ৩০ + মিম ৪০ + কাফ ২০+ আইন ৭০ + বে ২ + হে ৫ + ছে ৫০০ + আলেক ১ + নু ৫০ + ইয়ে ১০ + বে ২ + নু ৫০ + আলেক ১ + কাফ্ ২০ + বে ২০০ + দাল্ ৪ = ১০৭৮ হিজিরী (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে।)

৩. তায়াতখানা।

তো ৯ + আলেক ১ + আইন ৭০ + তে ৪০০ + মে ৬০০ + আলেক ১ + নু ৫০ + হে ৫ = ১১৩৬ হিজিরী।

তারিখে হামিদী ৮৫ পৃঃ লিখিত আছে, উক্ত মসজিদে কতগুলি লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করার জন্য তথায় এক কৃত্রিম, রসুলের পদচিহ্ন রাখিয়াছে। ধর্ম্মমন্দিরে ঐ রকম চিহ্ন রাখা নিতান্ত অন্যায়।

উক্ত মসজিদে ১০০০০ টাকার খয়েরাত সম্পত্তি ছিল। ঐ সকল বাজেয়াপ্ত হইয়া মাত্র বার্ষিক ৬০০ টাকার মুনফার সম্পত্তি রহিয়াছে। তারিখে হামিদী ৮৭ পৃঃ।

রহমতগঞ্জ, ঘাটফরাদবেগ ইত্যাদি। অন্য দিকে আওরঙ্গবাদ, এনাদবাজার, মোগলটুলী, পাটানটুলী, প্রভৃতি ও মেমামসরাই, পোল, দিঘি প্রভৃতি সৎকার্য্য দৃষ্ট হয়। খাঁ পাটানীর পোর, খাঁর দিঘি, লস্কর উজিরের দিঘি, নছরত বাৎসার দিগি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্থল।

সাহসুজা চাঁটীগার ২৮৫৬০৭ টাকা তোমরি প্রস্তুত করেন, কিন্তু একটী কফর্দ্দকও উসুল করিতে পারে নাই।

১৭২২ খৃঃ মুর্শিদ কুলী খাঁ কামেল তোমরিতে ১৭৬৭৯৫ টাকা রাজস্ব ধার্য্য করিয়া ইসলামাবাদ ১৩ চাকলায় বিভাগ করেন।

চাকলে ইসলামাবাদ, সরকার চাটীগাঁ

১। চাটীগাঁ	২১৮৫৬
২। জুগদিয়া	৩৫১৩৫
৩। দক্ষিণকুল	২১২৩৫
৪। আলমগীর	১৮৮২৫
৫। ফতেয়াবাদ	৫৯২৩
৬। ছদুনা	৪০৫০
৭। আরঙগানগর	২২৬৪
৮। জাহানাবাদ	২৪১৯
৯। তবাঘোড়া	৩০৯১
১০। দেয়াং	৪৪০১
১১। শারুথলি	২১৯৭
১২। সাওরাত	১৩১৭৭
১৩। নরসিংহবাদ প্রভৃতি	১৩২৯৮
১৪। ১২৬টী ছোট মহাল	৩২৫১১

ইহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ের চাটীগাঁর সমুদয় অংশ মুসলমান রাজত্ব সময়ে অধিকার করিতে পারে নাই এবং অন্যদিকে ঢাকা জিলায় কতক অংশ আলমগিরি, জুগদিয়া প্রভৃতি মেঘনার দক্ষিণ কুল পর্য্যন্ত ইসলামাবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুরসিদ কুলি খাঁর রাজস্ব সমস্তই চাটীগাঁয় ব্যয় হইত একটী কপর্দ্দকও মুরসিদাবাদ যাইত না।

তারপর ৬০০০ পদাতি সৈন্যের ব্যয় ১৫০ ২৫১ ফৌজদারগণের জায়গীর বেতনের পরিবর্ত্তে ২৪০০০।

রণতরীর ব্যয় ও গোলনদাজ সৈন্যের বেতনের বদলে জায়গীর ২৫০৪।

সুজাইদ্দনের সময়ে রাজস্ব হিসাব সংশোধিত হইয়া ১৫৮৩৪০ টাকার অতিরিক্ত দৃষ্ট হয় এবং জাগীরদারগণের উপর নূতন কর ধার্য্য করায় ৬৮৪২২ টাকা লাভ দেখা যায়।

মহম্মদ রেজাখাঁর তুমুরজা যাহা ইংরেজ গবর্ণমেন্ট পাইয়াছিলেন।

তুর জমায় উসুল দেখা যায় ৩৩১৫২৯ কিন্তু প্রকৃত উসুল হইত	৩৩৭৭৬১।
১। সওয়া বা ভুমি রাজস্ব	৪৩৯৭৮
২। মতফর কত (জরিমানা)	২১২৭
৩। হাজারী আনা (হাজারীগণের উপর কর)	৩৮৪২
৪। নয়াবাদ	১১৩৮২
৫। সময় কশবা (কষ্টম)	৭৬১
৬। বাজে দফা (ছালামী)	৩৬৫৪১
৭। রসুল নগর, যে টাকা মুরসিদাবাদ যাইত	৯৫২৮

দেওয়ান মহাসিংহ[১] ১৭৫৩–৫৮

মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই খ্যাতনামা হিন্দুশাসনকর্ত্তা চট্টগ্রামের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইনি জাতিতে পাঞ্জাবি শিখ ছিলেন, তাঁহার পুত্র লালা তিলকে চাঁন, তাঁহার স্ত্রীর নাম রেনুকাদেব্যা। এখন এই বংশ একবারে লুপ্ত হইয়া থাকিলেও কিন্তু তাঁহার নাম চট্টগ্রাম হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, হইবেও না।

১৭৫০ খৃঃ বর্গীয় হাঙ্গামা ও অন্যান্য নানা কারণে বাঙ্গালার নবাব ও দিল্লির সম্রাট্ ব্যতিব্যস্ত থাকায় চট্টগ্রামের হাজারীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগকে দমন করার জন্য তাঁহাকে চট্টগ্রামে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি আসিয়া ১০ জন হাজারীর মধ্যে ৮ জনকে বন্দি করিয়া মুরসিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। বাকী দুই জন বশ্যতা স্বীকার করায় তাঁহারা স্থায়ীরূপে চট্টগ্রামে দোহাজারী গ্রামে রহিলেন। সেইজন্যঐ দেশের নামও দোহাজারী হইয়াছে। তিনি ফটীকছরী থানার এলেকাধীন কাঞ্চনপুর গ্রামে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন এবং কাঞ্চন নাথ নামক বিগ্রহকেও অনেক জমি দেবোত্তর দিয়াছিলেন।

---

১. Mahasingh is the best known locally of all the mogul Governors. He is generally known as Dewan Maha Singh. Many of the Dewan Bazars in the district derive their name from him, Stories are still current of his deeds. Among other things he is raid to have broken the power of the Hajarees, till his time all powerful in the district. ... ... After this mahasingh in order to increase his influence distributed many lands rent-free and most of the present lakiraj tenures are traceable to his gift (C. H. Page 6).

শঙ্খ নদীর তীরবর্ত্তী হাচনদণ্ডী গ্রামে দেওয়ান মজাসিংহের হাট এখন বিদ্যমান আছে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ কারবার স্থান।

সীতাকুণ্ড তিনি কাছারি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সিংহের হাউলি বলিয়া ঐস্থান এখনও পরিচিত। তিনি সীতাকুণ্ড মহন্ত ও বৈরাগীদিগকে অনেক দেবোত্তর লাখেরাজ দিয়াছিলেন। চণ্ডুলাল[১] মহন্তের আখারায় ও অন্যান্য আখারায়ও তিনি অনেক জমি দেবোত্তর ব্রাহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। মোটের উপর চট্টগ্রামে যাবদীয় লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর তাঁহারই আমলে হইয়াছে। কিংবদন্তীতে জানা যায়, দেওয়ান মহাসিংহ[২] যে সকল হাজারীকে মুরসিদাবাদ বন্দী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বাদশাহ তাঁহাদিগকে পিজরা বন্ধ করিয়া গঙ্গাসাগরে ডুবাইয়া মারিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহার গুরুবংশীয় ছিল; কিয়ৎদিন পরে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে দেওয়ান রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবোত্তর, ব্রাহ্মোত্তর ও খয়রাত ইত্যাদি দিবার জন্য সম্রাট্ হইতে অনুমতি আনাইয়া দেবালয়, আখাড়া প্রভৃতিতে লাখারাজ ও ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতিকে খুচরা হিসাবে দশ বিঘার ন্যূন জিম্মা গুলি দান করেন।

এই দান সম্বন্ধে এক কৌতুককর কিংবদন্তি আছে। তাঁহার আফিস সীতাকুণ্ড, দোহাজারী, কাঞ্চননগর প্রভৃতি স্থানে ছিল। তাঁহার আফিসে ভায়া সীতারা প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন দানপ্রার্থী পণ্ডিত কি মৌলবী শ্লোক (আওরাইয়া) পড়িয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা সন্তুষ্টির হিসেব ঐ সকল কর্ম্মচারিগণকে নিম্নলিখিত আদেশ দিতেন।

"ভায়া হো ইন্ কো একটো (কাণিকা) সনন্দ দে দেও", তদনুসারে উক্ত কর্ম্মচারীগণ সনন্দ লিখিয়া মোহর দিয়া দেওয়ান মহাসিংহের হাতে দিতেন, তিনি স্বহস্তে দান করিতেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উক্ত সনন্দ জমিদারগণ বা দেশীয় মধ্যবিত্ত বা তালুকদারগণকে কম মূল্যে বিক্রী করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণের নামের জিম্মা হস্তান্তরিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের মুসলমান জমিদারগণের বিস্তৃত বিবরণ

১। কাদের এয়ার খাঁ নেজামপুরে প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। কাদের এয়ার খাঁর পুত্র আমানত খাঁ ও দেওয়ানত খাঁ ইঁহারা আফগান সহি সর্দ্দার বংশধর। আলমগির বাদশাহের সময়ে ইহারা এইদেশে আসিয়া নেজামপুরে জমি আবাদ করিয়া বসবাস করেন।

---

১ ইহা শিখমন্দির, উহাতে গ্রন্থ মহারাজ জি অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

জনশ্রুতিতে জানা যায়, শিখগুরু নানক এই দেশে আসিয়াছিলেন, এবং বদরতালাও বা বদর ঝরণা তাঁহারই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ফিরিঙ্গীবাজারে নানকগঞ্জ নামে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম এখনও তাঁহার নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে।

(a) বালকদাস, রামদাস, হরিদাস, মহন্তের আখারা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর।

(b) তুলসীদাস ও দত্তাত্রেয়র সন্ন্যাসী আখেরা।

(d) সীতাকুণ্ড আগে পুরীদিগের ছিল, এখন বন উপাধি সন্ন্যাসীর অধিষ্ঠান দেখা যায়।

২. ইঁহার পিতার নাম হিম্মত সিং ও খুল্লতাতের নাম দলপত সিং ছিল।

২। চৌধুরী আবুতরফ খাঁ[১] একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী জমিদার। ইনি সন্দ্বীপ, তাহিয়া, বামনি প্রভৃতির জমিদার ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ রাজ দরবারে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র আলি রাজা খাঁ ও তৎপুত্র জামাল খাঁ[২]। ইহারা বখ্তিয়ার মহিছাওয়ারের বংশধর বলিয়া আপন পরিচয় দিয়াছেন।

৩। মির এহায়া[৩]। ইনি আলফা হোসনী বংশধর, কিন্তু মাহাং আফজল খাঁর লেখায় দেখা যায়, পরগণে দাঁড়রা নিবাসী ছৈয়দ আবদুল গণি সাহাজানাবাদে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাদশা হইতে মসজিদ ও মাদ্রাসা দিবার জন্য অনেক জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন, তাঁহার পুত্র মির আব্দুল রশিদ, তাঁহার পুত্র মির এহায়া।

ছোট শেখ ও বড় শেখ

মহাং আনিছ (বড় শেখ)। ইনি দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারক ও ছোট শেখ নেজারতের হাকিম বা ফৌজদারী ছিলেন, ইহাদেরও যথেষ্ট জমিদারী ছিল।

১। হামিদউল্লা খাঁ অন্যতম প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন।

ফজর আলি খাঁ–

২। বারজন হাজারীর মধ্যে দশজনকে দেওয়ান মহাসিং শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদ পাঠাইয়া দেন, আর দুই জন দোহাজারী গ্রামে বশ্যতা স্বীকার করিয়া বসবাস করেন এবং প্রধান জমিদাররূপে এদেশে প্রাধান্য লাভ করেন। একজন হিন্দু, অন্য জন রোহিল খণ্ড নিবাসী পাঠান বংশীয় বাহাদুর খাঁর পুত্র আদু খাঁ। ইনি এক হাজার সৈন্যের উপর সর্দ্দার হইয়া এদেশে আসেন। তৎপুত্র শের জামাল খাঁ, তারপর ন্যামত খাঁ, স্ত্রী নুরচেম্‌না পাঠানী[৪] তাঁহার কন্যা পুশাবিবির স্বামী কেরামত আলী খাঁ ও শেখ বংশধর ফজর আলী খাঁ ইহার ৭০০০ দ্রোণা লাখেরাজ ও ১০০০০ টাকা মুনফার সম্পত্তি ছিল। আদু খাঁর সময়ে নবাব এয়াছিন খা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে আরাকানিগণ জল পথে কর্ণফুলীতে প্রবেশ করতঃ ইয়াছিন খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম সহর অবরোধ করেন। পরে আদু খাঁ সেই সংবাদ পাইয়া স্বসৈন্যে মগগণকে আক্রমণ করতঃ যুদ্ধে পরাজিত করেন; মগগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে।

১ আবুতরবের বাজার এখন নেজামপুরে প্রসিদ্ধ।

২. বর্ত্তমান জামাল খাঁ তাঁহারই স্মৃতি জাগরিত করিতেছে।

৩. এখনও মির এহায়ার স্কুলের নাম সকলের স্মৃতিপথ হইতে যায় নাই। উক্ত মাদ্রাসায় ১০০০ ছাত্র জায়গীর ছিল।

সীতাকুণ্ড মিরেরখিল তাঁহারই কীর্ত্তি। ঐ স্থানে তাঁহার নামে হাটও স্থিত আছে।

৪. খাঁ পাঠানীর পোল। গরল ও দধ খাদের পোল।

(a) খাঁর দিঘী এখনও বর্ত্তমান আছে।

প্রাচীন শিখমন্দির। চট্টগ্রাম ভাওগুটনাস্থিত চন্তুলাল মোহান্তের আখেড়া।
এই মন্দিরে গ্রন্থ-মহারাজজী সংরক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসতেছেন।

জোয়ারর সিং (হিন্দু হাজারী)-

খ্যাতনামা জমিদার তারণ সিং হাজারীর পূর্ব্ববর্ত্তী জোরার সিং হাজারী ১০০০ হাজার সৈন্যের উপর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও একজন বড় জমিদার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

হামজা খাঁ- মেরহামত খাঁর পুত্র সমসের খাঁ, তৎপুত্র হামজা খাঁ চৌধুরী। ইনি নবাব বুজুরগো উমেদখাঁর সময়ে; হামজার দিঘীর, হামজার বাগান, (হামজারবাগ), হামজার মসজিদ এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই বংশে

তেজবাজ, সেরবাজ, নছরত ও আলী।

জব্বদস্ত খাঁ সাহি বংশধর, ইনি নবাব এয়াছিন খাঁর বংশধর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তৎপর সেরমত খাঁ প্রাঃ মনুমিঞা।

আলিমদ্দিন খাঁর পুত্র আছনত খাঁ, তৎপুত্র জিন্নত আলী খাঁ ও আকবর আলী খাঁ।

আছদ আলী খাঁ[১] বড় উঠান

মির্জাবংশ[২] ষোলসহর, ইঁহারা তৈমুররঙ্গের বংশধর জঙ্গিশ খাঁর বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নবাব নছরত জঙ্গের সময়ে ইহারা এদেশে আসেন। মাহাঃ ছাদক, তৎপুত্র বদন আলি।

আলি আকবর চৌধুরী	আজিমপুর (চক্রশালা)
মল্লাসই	চট্টগ্রাম সদর
মালকাবানু চৌধুরাণী	খাগরিয়া
মুদন চৌধুরী[৩]	নয়াপাড়া
রমজানালী চৌধুরী	কুইপাড়া
আহামদ উল্লা চৌধুরী[৪]	পরাগলপুর

---

১. .... Srijukta Chowdhury; whose brother Syam Roy Chowdhury was converted to Mohammadanism and founded the family of Asadali Kahan of Barauthan in Anwara."

(Allen's Settlement report P. 24.)

(a) ঢাকা রাজধানী হওয়ার পর পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু মুসলমান হইয়া যায়। এখনও এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চট্টগ্রাম মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারের একটী কেন্দ্র ছিল।

গৌড়ীর ইতিহাস ২৪৫ পৃঃ।

(b) রাহাত খাঁ চৌধুরীর বংশধরগণ;-ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আইচ বংশীয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

২. মির্জ্জাপোল এখন সহরের উত্তর ধারে বর্ত্তমান আছে।

৩. মুদনের রাস্তা ও ঘাট প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে।

৪. আহামদ উল্লা চৌধুরী পরাগলপুরের খ্যাতনামা জমিদার।

কালাকাছিম ও নবি	বাহুলী
চৌধুরী বংশ	কুমিরা
নুরউল্লা মুন্সী	হাওলা
মাহাং আকবর	রাউজান
আছব চৌধুরী	সুলতানপুর
মুকিম	
আব্বাচ	

সাধু মজুমদারের বংশ বাজালিয়ায় ইহারা বিশেষ সম্মানিত ও প্রাচীন। ইছাপুরেও প্রাচীন মুসলমান আছে।

মুসলমান রাজত্ব সময়ের হিন্দু ভূম্যধিকারীগণের নাম

১। লালা তিলকচাঁন, কাঞ্চন নগর[১]
২। ভগবান সিংহ, চট্টগ্রাম সদর
৩। জোরার সিংহ, দোহাজারী
৪। জগদীশ মনোহর, নয়াপাড়া
৫। ভায়া মণিরাম, পরৈকোড়া
৬। জনুলাল পরৈকোড়া
৭। কেদার চৌধুরী, কেলীসহর
৮। কৃপারাম চৌধুরী, সুঁচিয়া
৯। ভরদ্বাজ চৌধুরী বংশ, নেজাম পুর
১০। নিধিরাম চৌধুরী, দক্ষিণভূর্ষি
১১। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, কেলীসহর
১২। অনন্তরাম চৌধুরী, হাড়লা
১৩। ভায়া সীতারাম দত্ত, ছনহরা
১৪। অভয়াচরণ চৌধুরী, হাড়লা
১৫। চণ্ডীচরণ চৌধুরী, ধর্ম্মপুর
১৬। কালাচাঁন দত্ত, (ক্রোড়ীয়ান) আমিলাইস
১৭। জনজীবন রাহা, ধলঘাট
১৮। রাজারাম চৌধুরী, কোয়েপাড়া
১৯। মুকুটরায় নন্দীবংশধর, সুলতানপুর
২০। চাননন্দী, ফতেয়াবাদ
২১। বাসুকি সেন বাংশ, জোয়ারা, নয়াপাড়া, দেয়াং
২২। হরিনারায়ন আইচ, দেয়াং
২৩। দত্ত বংশ, কোকদণ্ডি
২৪। হরিচরণ গুহ, দক্ষিণভূর্ষি
২৫। রাঘব কানু, ধলঘাট
২৬। মধুরাম, ধলঘাট
২৭। কালীচরণ রায়, পরৈকোড়া[২]
২৮। গৌরীশঙ্কর রায়, পরৈকোড়া
২৯। লালা রামরায়, সাকপুরা
৩০। লালা চাঁনরায়, শীকারপুর
৩১। লালা শ্যামরায়, পোপাদিয়া

---

১. তারিখে হামিদী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের ১৯৬-২০০ পৃষ্ঠায় আরও বর্ণিত আছে তখনকার দিনে এই দেশীয় হিন্দুগণ মিথ্যাকথা বলিতেন না।

২. এই সমুদয় জমিদারগণের নাম মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ সময়ে দেখা যায়।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরেজ রাজত্ব

১৬৮৬ ও ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ দুইবার চট্টগ্রাম আসিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে ও অন্যান্য নানা কারণে উহা স্থগিত থাকে।[১]

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মিরকাসিম চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান এই তিনটী জিলা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন।[২] তখন মাহাং রেজা খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ৩৩১৫২৯/১৫ পয়সা রাজস্ব ধার্য্য দেখাইয়াছিরেন; কিন্তু ৩৩৭৭৬১/০ রাজস্ব উসুল করিতেন।[৩] ইহা ভিন্ন অন্যান্য কর ও ছিল।

... ... মাহ্লাং রেজা খাঁ	৩,৩৭৭৬১/১১৩/৪	পাই।
১। সওয়া বা ভূমির স্বতন্ত্র কর	৪৩৯৭৫।।/১	পাই।
২। মতফরকত (জরিমানা)	২১২৯/০	পাই।
৩। ইজাফালকত (হাজারীর উপর টেক্স)	৩৮৪২।০	পাই।
৪। নয়াবাদ (নতুন আবাদি)	৯৩৮২/৯১/২	পাই।
৫। সেয়রকসবা (কষ্টম ফি)	৭৬০।/১১	পাই।
৭। রসুলনগর	৯৫২৮/৬১/২	পাই।

১. ১৬৮৬ ও ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিকোলাস, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চারণক ও হিথ্ নামক ইংরেজ সেনাপতি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২. ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে সনন্দ প্রাপ্ত হন।৬১৬২

৩. H. J. S Cotton History P. 7.

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মিঃ হারিভারলেষ্ট Harry Varlest[১] চিফ্ নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রাম আগমন করেন; তাঁহার সঙ্গে Messers Thomas Rumbold and Randolph Marriott and Mr. Walter Wilkins মেম্বর ও এসিস্টান্ট হইয়া চট্টগ্রাম আসেন। গোকুলচন্দ্র ঘোষাল তাঁহাদের সঙেগ দেওয়ান মকরর হইয়া আসিয়াছিলেন। ১৭৬১ ইংরেজীর ৫ই জানুয়ারী তারিখে মাহাং রেজার্খা হইতে শাসনভার গ্রহণ করেন।

১৭৬৪–৬৫ ইংরেজীতে জমি পরিমাপ করিবার জন্য জরিপ আরম্ভ হয়; এবং ভুমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া রামনাথ মুখার্জ্জি ও রামনাথ দত্ত[২] এই দুইজন খাজানা উসুল করার জন্য চাকলাদার (তহশীলদার) নিযুক্ত হন। এবং এই জিলাকে নয় চাকলায় বিভক্ত করা হয়।

১। নেজামপুর
২। ভাটীয়ারী
৩। আরঙ্গাবাদ
৪। নয়াপাড়া*
৫। চক্রশালা
৬। রাঙ্গনীয়া
৭। দোহাজারী
৮। বাঁশখালী
৯। দেবগ্রাম

উপরোক্ত নয় চাকলার ৪,৪৬১৪৪ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হয়।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রথা রহিত হইয়া নিম্নলিখিত জমিদারগণের উপর রাজস্ব উশুল করিবার ভার দেওয়া হয়।

১। গঙ্গাধর মিত্র
২। পার্ব্বতীচরণ
৩। আব্দুল মজিদ
৪। গোপীনাথ
৫। তেজসিংহ
৬। আর ডি, বারুচ
৭। মির ফইজ উল্লা
৮। ছিপি দৌলত
৯। ভবানী প্রসাদ
১০। ছদতরাম
১১। ভোলানাথ
১২। লক্ষ্মণ সিংহ
১৩। সুখলাল
১৪। মুচিরাম
১৫। শিবচরণ
১৬। ছত্রনারায়ন
১৭। রামদুলাল
১৮। দর্পনারায়ন
১৯। আনন্দীরাম
২০। ন্যামত খাঁ
২১। সেরমত খাঁ
২২। আলিরোসন
২৩। গৌরকিশোর
২৪। কলম আমরুল

১ Mr. Harry Varlest was the first chief of Chittagong (Cotton History Page 4)

২. রামনাথ দত্ত রাজসস্ব উশুল করিয়া দিতে না পারায় তাঁহার কয়েদ হইয়াছিল। (C. H. P. 16(

* The name of the place means "the hamlet" of cows in the Arrakanese language (Page 24) Allen's S. Report.

উল্লিখিত জমিদারগণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিভূ বা (জামিনদার) ছিলেন।[১]

১। জয়নারায়ন ঘোষাল[২]	৫। মদনমোহন	১০। বেচারাম কানুন গো
২। শান্তিরাম কানুন গো	৬। রাজবল্লভ দুলাল	১১। আব্দুল রহমান
৩। রাজবল্লভ	৭। মহাতাপ খাঁ	১২। সাচিরাম কানুন গো
৪। শ্রী মন্ত	৮। রঞ্জিত রায়	১৩। রাজবল্লভ সরকার
	৯। রঘুনন্দন	

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে কিসন দুলাল[২] নামক এক ব্যক্তি এই জিলার কাগজ পত্র তৈয়ার করিবার ও রাজস্ব উশুল করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া যান।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জমিদারগণের সঙ্গে সুবন্দোবস্ত করার জন্য রেভিনিউ কমিটির আদেশমতে ওয়াদাদার (Wadadar) গণ নিযুক্ত হন। প্রথম উদয়নারায়ন মুখার্জ্জি[৩] এই জিলার ওয়াদাদার নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় লালা খোসাল চাঁনকে কমিটি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন; তিনিও সুবন্দোবস্ত করিতে না পারায় তাঁর কার্য্যে উদয়রাম দাস দত্ত নিযুক্ত হইলেন।

তাহার পর রেভিনিউ কমিটির নানা রকম নোটীশ জারি হইবার পর লর্ড কর্ণওয়ালিসের শুভাগমন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা আরম্ভ হয়। ১৭৯৩–৯৫ খৃষ্টাব্দে সমুদয় গোলযোগ মিটিয়া যায়।

ইংরেজ রাজত্ব সময়ের দেওয়ানগণের নাম।

১।	গোকুলচন্দ্র ঘোষাল	১৭৬১-৬৪
২।	রামশঙ্কর হাওলদার	১৭৬৫
৩।	রামকান্ত বোস	১৭৬৬
৪।	হরি মল্লিক	১৭৬৮
৫।	নন্দদুলাল	১৭৬৯-৭০
৬।	আত্মারাম হাওলদার	১৭৭১-৭২
৭।	বৈষ্ণবচরণ বোস	১৭৭৩

১. তুলারামের দাওর।
চট্টগ্রামের কয়েকজন জমিদারের নামে প্রতিভূ বা জামিনদারগণ নালিশ করিয়া সদর দেওয়ানী আদলতে কয়েকট ডিক্রী করান, উক্ত ডিক্রী তুলারাম ঠাকুর খরিদ করিযা আনিয়া চাটীগাঁর অনেক জমিদারের তরফ ইত্যাদি নিলাম দেন; ও তরফ খরিদ করেন। ইহাকে এই দেশে তুলারামের দাওর বসে। ইঁহারা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ; মোহনলাল ঠাকুরের নামই এই দেশে প্রসিদ্ধ।

২ ১২৭০ নম্বর তরফ, ইঁহারাই নামে দৃষ্ট হয়।

৩. (See Cotton History Page 25)

৪. Agreed that Wadenarain Mukherijee be appointed Wadadar to Chittagong" consultation of 24th Aprit—extract from the proceeding of committtee of Rev. dated 23rd and 28th of April 1781 (see Cotton History page 34)

৮।	লালারাম রায়[১]	১৭৭৪
৯।	রামলোচন মিত্র	১৭৭৪
১০।	মদনমোহন হাওলদার	১৭৭৫
১১।	কিঞ্জলকিশোর চক্রবর্ত্তী	১৭৮৪
১২।	কালীচরণ রায়	১৭৮৫-৯০
১৩।	গৌরীশঙ্কর রায়	১৭৯০-৯৫
১৪।	গৌরীশঙ্কর মুখার্জ্জী	১৭৯৬-৯৯
১৫।	গৌরীশঙ্কর রায় (২য় বার)	১৭৯৯-১৮০০

ইংরেজ রাজত্বের সময় জমিদারগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়

১। জমিদার
২। মধ্যতালুকদার
৩। চৌধুরী।*
৪। রায়ত

বোমাং (পোয়াং) ও চাকমা

ইহাদের অতি পুরাতন কাল হইতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে আধিপত্য আছে। সাধারণতঃ ইহাকে পোয়াং রাজা বলিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে বোমাং চিফ্ বলা হয়। ইহারা শ্যান রাজ্যের উত্তরস্থিত মাগুয়া নগরী হইতে মগ রাজত্ব সময়ে এই দেশে শাসনকর্ত্তা স্বরূপ আগত হইয়াছিলেন। অনুমান হয় ক্রমে ক্রমে এই দেশে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া এই দেশবাসী হইয়াছেন। ইহাদের এক শাখা মনিপুর ও আসামের মধ্যভাগে দৃষ্ট হয়। ইহাদের পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, চট্টগ্রামে ও ইঁাদের জমিদারী আছে।

চাকমা

চাকমা রাজার বিষয় এই ইতিহাসের আলোচ্য না হইলেও দুই একটা বিশেষ ঘটনা উল্লেখ যোগ্য।১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে চাকমা সর্দ্দার শ্রীদৌলত খাঁ ও রামু খাঁ প্রবল হইয়া উঠিলে

---

১. Lala Ram Roy of Shakpoora is remembered by a haut in the neighbourthood of his village and by a bridge over the Boalkhali whicht still bears his name (see Cotton History Page 166)

* মারহাট্টাগণ যাহাদের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতেন তাহাদিগকেই চৌথধারী বা চৌধুরী বলা হইত।

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে দমন করেন, তৎপরবর্ত্তী জানবক্স খাঁ[১] বার্ষিক পাঁচ শত মন সুতা দিবার অঙ্গীকারে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষ মিমাংসা করিয়া অধীনতা স্বীকার করেন।

ব্রহ্মা যুদ্ধ

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ আলংফায়ার পুত্র বদোপায়া (হদোপায়া) আরাকান আক্রমণ করতঃ আরাকান রাজাকে পরাজিত করিয়া আরাকান অধিকার করেন। ও অনেক প্রজাকে উৎপীড়ন করায় তিনজন সর্দ্দার ও অনেক আরাকানবাসী পলাইয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টের আশ্রয়ে এই দেশে চলিয়া আসেন [২] বার্ম্মিজ সৈন্য গণ তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া নাফনদী অতিক্রম করতঃ বৃটীশ সীমা অবরোধ করে। কিন্তু কলিকাতা হইতে অধিক সৈন্য সমাগত হইলে বার্ম্মিজগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম রাজ্যের সহিত বাণিজ্য প্রচলন জন্য ব্রহ্মরাজ সম্মতি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল না।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে অনেক সহস্র আরাকান বাসী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও নানা কারণে আবার ইংরেজ অধিকারে চলিয়া আসে। তাহাদের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য মিঃ কক্স সাহেব নিযুক্ত হইয়া যান। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু মৃত্যু হওয়ায় ঢাকা হইতে মিঃ কার সাহেব তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের কালেক্টর সাহেবের তালিকা মতে দেখা যায় মগগণ এই জিলার জমি গবর্ণমেন্ট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া থাকিবার সম্মত ছিল। কিন্তু আবার তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহে, তখন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দেন। ইতিমধ্যে আরাকানাধিপতি পুঃ স্বাধীন হইতে চাহিলে, ব্রহ্ম সৈন্য পুনঃ আরাকান আক্রমণ করে। আবার অনেক প্রজা আরাকান হইতে চট্টগ্রামে চলিয়া আসে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে আরাকানের সামন্ত রাজা (Chinbyan) চিনবান পলাইয়া চট্টগ্রামের

---

১. "Though Jan Boxa was recorded as a Zamindar, he maintaind his independancy for mauy years." (See. C. H. P. 189).

(a) চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে মাণিকছড়ি মাণিকরাজা নাম পাওয়া যায়, কৃষ্ণধামাই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সময়ে বিনোদরেফাড়ি (বোয়ালখালীতে) ও দিঘি খোদিত হইয়াছিল। মহামুনি ইঁহারা সময়ে পাহাড়তলীতে স্থাপিত হয়।

১. But Bodawpaya forced thousands of the Araknese to leave their homes and work on the Mingun Pagoda and other works of merit, while his officials oppressed those who remained at home. Local chiefs rose in insurection, and thousands of the inhabitants took refuge in the Britih territory of Chittagong. Amongst these theree rebel chiefs sought British protection, and Burmese sent in pursuit crossed the Naaf river ... .
(Burma History. P. 141)

পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং ব্রহ্মসৈন্য তাহার অনুসরণ করে ও ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে পলাতক প্রজা সকল ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ ও জিদ করে। এই সময়ে চিনবান নানা কৌশলে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে। কিন্তু পরে যখন ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার না করিয়া তাহার আড্ডায় দল পরিপুষ্ট করিতে আরম্ভ করে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তখন ব্রহ্মসৈন্যগণকে তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য পথ দিতে স্বীকৃত হন; এবং যাহারা আরাকান হইতে আসিয়া পলাইয়া রহিয়াছিল, তাহাদিগকে ফেরত দিবে বলেন। ইতিমধ্যে চিনবানের মৃত্যু হয়।

১৮০৬। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বদোপায়া (হদোপায়া) ভারত হইতে বৌদ্ধ ও সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ও বুদ্ধ গয়া হইতে তথাকার পবিত্র বৃক্ষের নক্সা ইত্যাদি লইবার জন্য কয়েকটি মিশণ পাঠাইয়া ছিলেন। এবং সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহারা ভারতের নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইত; কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জানিতে পারিলেন যে ইহারা ভারতে সামন্ত রাজগণকে মারহাট্টাগণের সঙেগ্ একত্র করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা পাইতেছে১ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মা রাজার তিনজন দুত কলিকাতা আসিয়া আরাকান হইতে যে সকল প্রজা পলাইয়া ইংরেজ অধিকারে আছে তাহাদিগকে ফৈরৎ দিবার দাবি উপস্থিত করেন। এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য লাহোর পর্য্যন্ত ভ্রমনের প্রার্থনা করেন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে কলিকাতা আটক করিয়া রাখেন।২

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বদোপায়ার নামাকরণে আরাকানার এলাকাধীন রামগ্রীর শাসনকর্ত্তা বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মুরশিদাবাদ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলেন৩। কিন্তু ১৮১৭ -১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মারহাট্টগা শক্তির পতন হওয়ায় তাহাদের সমুদয় চাতুরীজাল মস্‌কিয়া যায়।

বদোপায়া (হদোপায়া) মারহাট্টাগণের সঙ্গে একত্র হইয়া শুধু ভারতে গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল এমন নহে, সে সমুদয় ব্রহ্মরাজ্য, আরাকান অধিকার করিয়া সেনাপতি কয়গং ও মহাথিরাওয়াকে আসাম ও মনিপুর জয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন ইহাতে দেখা যায় বদোপায়া সমুদয় ব্রহ্মরাজ্য, আরাকান, আসাম ও ভারতবর্ষে একচ্ছত্র রাজা হইবার দুরাশা করিয়াছিলেন এই সময়ে তাহার মৃত্যু হয়৪।

বদোপায়ার মৃত্য হইলে তাঁহার (Grand son) নাতি ছেগাইনমেন (Bayyedaw) ভাগ্যোদয় নামধারণ করিয়া ব্রহ্মরাজ্যের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং আসাম, মণিপুর,

---

১. (See B. H. P. 142.)

২. (See B. H. P. 143.)

৩. The Governor of Ramri demanded in the name of Badawpaya the cession of Dacca, Chittagong and Mursidabad. (Page 144, B. History)

৪. (See B. History Page 143 to 146)

কাছাড় পুণঃ আক্রমন করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুর আক্রমণ করেন; তখন মরাজদ, মণিপুরের রাজা ছিলেন, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কাছাড় আক্রমন ও অধিকার করেন। তখন রাজা গোবিন্দ্র চন্দ্র কাছাড়ের রাজা ছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করায় রাজা চন্দ্রকান্ত ইংরেজরে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আবার মণিপুরে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে ব্রহ্মাগণ পুঃ মণিপুরে প্রবেশ করে[১]।

ব্রহ্মাগণ সেইরূপ চট্টগ্রাম সীমান্তে আসিয়া গোলযোগ আরম্ভ করে। ১৮২১-২২ খৃষ্টাব্দে একদল লোক চট্টগ্রাম হইতে রামু পর্ব্বতে হাতী খেদা দিবার জন্য গিয়াছিল। ব্রহ্মাগণ তাহাদিগকে দুইবার ধৃত করে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য চাহিলে বহু অর্থ দাবি করে এবং নাফনদীর মোহনাস্থ সাহা পরিদ্বীপে অধিকার করতঃ আধিপত্য করিয়া বসে। এবং নাফননদীতে নৌকা প্রবেশ করিলে তাহারা বৃটিশ প্রজার নৌকা ইত্যাদি তালাস করিতে আরম্ভ করে।

এই সংবাদ পাইয়া চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা তথায় একদল পুলিশগার্ড স্থাপন করেন[২]। কিন্তু ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রর্ম্মাগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। সেইজন্য একদল সিপাহী ও নদীর মুখে থাকিবার জন্য একখানা গানবোট প্রেরিত হয়। কিন্তু ঐ বোটের অধ্রক্ষকে ব্রর্ম্মগণ প্রলোভন দিয়া তীরে নামাইয়া তাহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া লইয়া যায় ও পরে ছাড়িয়া দেয়। এই সময় ৬০০ শত সৈন্য সহ আরাকানাধিপতিকে মহাবান্দুলা চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। ইংরেজ গবর্ণমেন্ট কাজেই ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে[৩] ব্রর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিতে বাধ্য হন। ১০০০ দেশীয় সৈন্য পুলিশ ও আরাকান হইতে বিতাড়িত প্রজাগণ দ্বারা গঠিত একদল সৈন্য রামু অবস্থিতি করিতে থাকে। সেনাপতি বানদুলা আরও ৪০০০ সৈন্য দিয়া আরাকানাধিপতিকে বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তখন ব্রর্ম্মা সৈন্য নাফনদী পার হইয়া চট্টগ্রাম অগ্রসর হইতে থাকে। এবং বাকখালী নদীর তীরে উভয় পক্ষে সম্মুখীন যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮২৪ ইংরেজী (মেই মাস) এই যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া বিতাড়িত হয় ও কতেক সৈন্য হতাহত হয়; নয় জন অফিসার মধ্যে ছয়জন হত ও দুইজন আহত হয়। ঐ দিকে ইহার ৬ দিন পূর্ব্বে ইংরেজগণ রেঙ্গুন যুদ্ধে রেঙ্গুন অধিকার করিয়া লন। এইস্থান হইতে বানদুলা ও আসাম হইতে থিরওয়া উভয় সেনাপতি রেঙ্গুন ফিরিয়া যায়[৪]। কাজেই এদিকে যুদ্ধের অবসান হয়- ইংরেজ সৈন্য রেঙ্গুন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা সুযোগে, ব্রর্ম্মাগণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিয়াছে দেখা যায়, নতুবা এই যুদ্ধের ফল কি হইত বলা যায় না।

লুসাই যুদ্ধ

পাব্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব্ব উত্তর আরাকান রাজ্যের উত্তর পশ্চিম ও আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় দশ সহস্রবর্গ মাইলের মধ্যে দুর্দ্দান্ত কুকি, সিন্দু, হাওলিয়া লুচাই, দাতকামা, মনপুঙ্গা,

১. (See B. History Page 146 to 148.)

২. (See B. History Page 142.)

৩. Despatch from the Governonr General in Council to the secret comitee of the court of Director : Dated the 23rd February 1824.

চিনিনিবেন, কামলাভা, নারখাঁ, লাললাভা ও রোচান মাঙ্গার প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাসস্থান দৃষ্ট হয়। আবার কুকিদিগের মধ্যে ও নানা বিভাগ দেখা যায়[১]।

পইতু, পাইত, ফুল, ফুলতেই, লেনতেই, থনভাই, জংতেই, পাওয়াপেকত, ধন, চোটলং; আমড়ই, চলনেন, পাটনই, বেতুন, বনেতে, নিবয়তে, ঘরে; বাইফিই ইত্যাদি। ইহাদের সামাজিক বন্ধন অতি ভীষণ; ব্যভিচার দোষ আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইতিপুর্ব্বে ইহারা কতেক আরাকান, বর্ম্মা ও ত্রিপুরা রাজাকে কর দিত এবং কতেক স্বাধীন ছিল। অনেকে বর্ত্তমানে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের অধীনে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। আরও কত আছে তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা কঠিন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিন্দু ও লুচাই[২] (লুসাই) প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া সীমান্ত প্রদেশে অত্যাচার করিয়া পলাইয়া যায়।

১৮৫০ -৫১ খৃষ্টাব্দে ইহারা পুনঃ সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করতঃ অত্যাচার করিয়া কয়েকজন বৃটীশ প্রজা ধরিয়া লইয়া যায়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইহারা কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী খণ্ডলে প্রবেশ করিয়া প্রায় ২০০ লোকের প্রাণ নষ্ট করে ও অনেক গ্রাম ধ্বংস করিয়া কতকগুলি লোক ধরিয়া লইয়া যায়।[৩]

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কুকিগণের অত্যাচার নিবারণ জন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্ট পার্ব্বত্য প্রদেশে এক অভিযান প্রেরণ করেন; তাহাতে সদ্দাররতন পুঁয়া ধৃত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে খণ্ডলের চা বাগানের উইনচেষ্টার সাহেবকে অতর্কিত ভাবে হত্যা করিয়া শিশু কণ্যা চুরি করিয়া লইয়া যায়। সেইজন্য ইংরেজ গবর্ণমেন্ট চট্টগ্রাম হইতে দুইদল সৈন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিদিগকে দমন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কাপ্তেন ব্রাণলো (Brznlow) ও জেনেরেল (Bochin) সৈন্যগণের নেতা হইয়া তথায় গমন করেন।

১. The same vexatious policy was pursued in Chittagong ... ... In this year Maha Bandula was despached at the head of 6000 men to Aracan, with orders to advacne on Chittagong, and war was formally declared by the British in March. 1824 A. D. British force of 1000 native staioned at Ramu on the Naaf river, In May a Burmese force of 4000 men under the Governor of Arakan was despatched by Baula to attack the British troops, who were driven out of their entrenchments with great slaughter. Of nine officers six were killed and two wounded ... ... Fromthe 11th of May six days before the engagement at Ramu the British had occupied Rangoon. (B. History Page 149.)

২. Asiatic Researches Vol. II. Page 187 and Vol. VII. Page 183.

৩ কুকীদের রণবাদ্য ভম্ কাঁসার মতন; ইহাদের দেবতা "পৈতনঃ (পাতিয়ন্); ইহারা মৃতদেহ জ্বালাইয়া থাকে।

এবং কুকিদিগকে দমন করিয়া উক্ত নাবালিকা কন্যার উদ্দার সাধন করেন।

১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের পুনঃ এক অভিযান লসাই হিলে পার্ব্বত্য জাতির দমনার্থে প্রেরিত হয়; ইহার ফলে অদ্যাবদি আর পার্ব্বত্য জাতির কোন উপদ্রব পরিলক্ষিত হয় নাই।

সিপাহি বিদ্রোহ*

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের কতকগুলি সিপাহী সীমান্ত প্রদেশরক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিল ইহারা হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া বন্দীগণকে কারাগার ভাঙ্গিয়া মুক্ত করিয়া দেয়; এবং রাজকীয় ধনাগার হইতে ২,৭৮২৬৭/৫ পাই লুণ্ঠণ করিয়া নষ্ট করেইপলখানা হইতে তিনটী হাতী লইয়া কুমিল্লার দিকে যাইয়া আগরতলার মধ্যে দিয়া শ্রীহট্টাভিমুখে চলিয়া যায়। ঢাকা হইতে গবর্ণমেন্টের সৈন্যগণ আসিয়া ইহাদিগকে অনুসন্ধানে না পাইয়া ফিরিয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীহট্টে লাতু নামক স্থানে ও পূর্ব্বদিকে মোহনপুর ও জিননকাঁদিতে বৃটীশ সৈন্যের সহিত ইহাদের খণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সিপাহী গণ পরাজিত হইয়া মণিপুরে প্রবেশ করে। মণিপুরের যুদ্ধে অনেক সিপাহীর মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট কুকিদের সঙ্গে মিশিয়া জঙ্গলে পলায়ন করে।

চট্টগ্রামে দুই রকম ভুমির পরিমাণ দৃষ্ট হয় মগী ও মোগলী

যদিও ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ১৭৬৪। ১৭৮২। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জরিপ করিয়া ছিলেন কিন্তু ১২০০ মগীর মিঃ হার্বের জরিপই এই দেশে বিশেষ প্রচলিত। কেবল নেজামপুর পরগণা ভিন্ন আর সমুদয় জিলা মগী কালি হিসাবে জরিপ হইয়াছিল।

মিঃ হারভে (Harvey)** ৩২ জন ডিপুটী কালেক্টর ও কয়েকদল আমন লইয়া জরিপ কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে এই দেশীয় জমিদার ও প্রজাগণের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য হাওয়া আনোয়ারা প্রভৃতি গ্রামে ভয়ানক গোলযোগ উঠে। তিনি অনেক কায়মী মহাল নয়াবাদ ভুক্ত করেন এবং সমুদয় পটীয়া থানা এলাকায় ২০ গণ্ডা স্থলে ১৮ গণ্ডায় কানি পুরাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার এইসব কার্য্য গবর্ণমেন্টের কর্ণগোচর হইলে গবর্ণমেন্ট তাঁহার স্থলে প্রাতঃস্মরণীয়

---

১ Early in January 1860, Reports were received, at Chittagong of assembliug of a body of 400 or 500 Kookies at the head of River Fenny and soon the tale of burning villages and slaugtered men gave token of the work they had on head on the 3st January,befoe any intimation of their purpose could reach us, the Kookies, after sweeping down the course of the Fenny burst into the plains of Tipperah at Chagalneyah, burnt or plundered 15 villages, butchered 185 British subjects and carried off about 100 captives."

*2nd 3rd and 4th compaines of the 34th Regiment Native Infantry.

সদাশয় Mr. Ricketts মহোদয়কে জরিপ সংশোধন পূর্ব্বক জরিপ কার্য্য শেষ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। যে সেকল মহাল নয়াবাদ করা হইয়াছিল ইনি ঐ সকল মহাল ৩০ বৎসর মেয়াদে জমিদার ও তালুকদারগণকে বন্দোবস্ত দেন। এবং অনেক মহাল পুরাইয়া দিয়াছিলেন বলে টকিন্তু সম্পুর্ণরূপে সংশোদন করিতে পারিয়াছিলেন। উপরোক্ত যে সকল মহাল নযাবাদ করা হইাছিল পরে ঐ সকল একেবারে কায়মি বন্দোবস্ত দিবার জন্য সদাশয় গবর্ণমেন্ট এই জিলায় একটী চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এই দেশবাসীগণের দুর্ভাগ্য বশঃ জনৈক অধীনস্থ কর্ম্মচারীর[১] কর্ম্ম শৈথিল্যে উহা সর্ব্বসাধারণের প্রচার না হওয়া এই দেশের প্রজা ও জমিদারঘন তাহা ফল লাভ রিতে পারিল না। ১৮৬৭ ইংরেজীতে চিঠির মেয়াদ শেষে উহা জনসাধারণে জানিতে পরিলেন। কেবল মাত্র দুই চারিখানা মহাল কায়মী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে নয়াবাদ তরফ জয়নারায়ন ঘোষালের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১২৩৮ মগীতে মিঃ ফেসমন পূনঃ নয়াবাদ জরিপ আরম্ভ করেন। তিনি নয়াবাদ খাস জোত সৃষ্টি করতঃ খাজানা উশুলের সুবিধায় জন্য জমিদার ও তালুকদারগণকে ইজারা বন্দোবস্ত দেন। ১৮৭৫-৭৯ খৃষ্টাব্দে মধ্যে ঐ প্রথা রহিত হইয়া অবৈতনিক খাস তহশলিদার প্রথা সৃষ্টি হয়। এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খাস মহাল আফিস প্রথা রহিত হইয়া খাস ডেপুটী কালেক্টর প্রথা প্রচলন হয। এখনও ৫।৬টী খাস মহাল এই জিলায় বর্ত্তমান আছে। ১৮৮৯। ৯০ খৃঃ অঃ তালুকের ম্যাদ অবসান হওয়ায় পুনঃ জরিপ আরম্ভ হয। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়।

চট্টগ্রামে মগ ও ত্রিপুরা রাজার শাসন সমেয় প্রায় জমি অনাবাদী ছিল; জমির খাজানা আদৌ ছিল না। মুসলমান রাজত্ব সময় হইতে জমির আবাদ আরম্ভ হয; মুসলমান রাজেত্ব নানা রকম খত্ররাত লাখারাজ, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর দেওয়র প্রথা সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই জিলায় নানা ক্ষুদ্র মহালের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। সেইজন্য এইজিলায় নানা ক্ষুদগ্র মহালের সংখ্যা অধিখ দৃষ্ট মুসলমান রাজত্ব সমেয় এই দেশ হইতে তেমন কোন রাজস্ব রাজভাণ্ডারে প্রেরিত হইয়াছে দেখা যায় না। বরঞ্চ রাজধানী হইতে টাকা আনিয়া এই দেশে খরচ নির্ব্বাহ প্রথা দৃষ্ট হয়।

ইংরেজ রাজত্ব সময়ে ভুমির আবাদ যথেষ্ট আরম্ভ হয় এবং জমির রাজস্ব ও নিয়মিত

---

* Mr. Harvey's policy of exacting the full pound of flesh at last broke down ... ... thee was an out break at Anwara ... . Mr. Harvey himself was assaulted and had to make a precipitaaate retreat to head quarters. He returned with a detachment of Sepoy's, who fired on the villagers. ... . It is said, obtains universal credence, that after this disturbance and the lands in Patteah were all measured with short measure—18 gundas to the kany instead of 20.

(C. H. Page 120).

দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ৩ জনের নামই প্রসিদ্ধ।
হাছি নিছি অথভূত।
ত্মাহিরাম যমর দূত।।

+ বর্ত্তমান লালদিঘীর পশ্চিম পারে রিকেট ঘাট। এই ঘাটের উত্তর অংশে জজ সাহেব (মিঃ টুডেলকে) দাহ করা হয়। লালদিঘীর পারে বকলাও ঘাট এখনও বিদ্যমান আছে।

রূপে ধার্য্য করা হইয়াছে। চট্টগ্রামে যে রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাল আছে অন্য কোন জিলায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

১। লাখারাজ=নিষ্কর।

২। বাজেয়াপ্তী'–যে সকল মহাল বাজেয়াপ্ত হইয়া তালুকের হারে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৩। নয়াবাদ=নূতন আবাদী।

৪। তরফ দুই রকমের সৃষ্টি দেখা যায়। প্রথম যে সমস্ত লোক পর দেশ হইতে এই দেশে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একএক জন নায়ক ছিলেন। উক্ত নায়কগণের অধীনে অনেক লোক থাকিত। উক্ত লোকগণ যে সকল জমির দখল করিত উক্ত নায়কের নামের ঐ সকল তর্ফে বা তরফ হইয়া এক এক মহাল হইয়াছে। আর ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সময়ে যে সব জমিদার ও প্রতিভূ ছিলেন তাঁহাদের নামেও অনেক তরফ দৃষ্ট হয়; যেমন জয়নারায়ন ঘোষাল ইত্রাদি।

মহালের সংখ্যা ও রাজস্ব

তরফ	৩৪১১	৪৪০০০০
বাজেয়াপ্তী	২৪২০০	৬৭০৩৫
চুক্তিমহলে	৭.৮৩	১৪০৪১
কুতুবদিয়ার কায়মী তালুক	২১৯	৮৯৯৩
৫০ বৎসর মেয়াদী	১	৯০৮২
খাস তালুক	২৯২৪৭	১৬৮১৮৯
অন্যান্য	৪৫০	৫০০৮

ইহা ভিন্ন আরও অনেক নয়াবাদ জোত ইত্যাদির দ্বারা রাজস্ব এখন অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

নিষ্কর মহাল

১। লাখেরাজ	২০
২। তদন্তক্রমে	৬১০
৩। দশ বিঘার ন্যূন	১৯৯৭৯
৪। দশগুণ সনন্দ বাহালী	১৪৩১৮
৫। ২৫ গুণ বাহালী	৩৫
৬। লাট	৭৫

ইংরেজ রাজত্ব সময়ে প্রথম তরফ গুলি সন সন বন্দোবস্ত হইত। তৎপর পঞ্চশালা (পাঁচশালা) বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এবং তৎপর কার্য্যের সুবিধার্থে দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত

হয়। ইহাকে ই দশশালা বন্দোবস্ত বলে। এই দশশালার ম্যাদ শেষ না হইতে ১৭৯৩ খৃঃ অঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে এই দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে পরিণত হয।

মুসলমান রাজত্ব সময়ে ও তরফ ছিল, খাজানা বাকি পড়িলে জমিদারগণ তাহাদের প্রতিনিধিকে রাজদরবারে পাঠাইয়া দিতেন। ইহাদিগকে উকিল বলিত।

মুসলমান রাজত্ব সময়ে লাখেরাজ দেওয়া হইয়াছিল, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজত্ব ভার গ্রহণ করার পর তদন্তক্রমে যে সকলের সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলেন ঐ সকল লাখেরাজ বাহাল রাখিয়া "লাখেরাজ বাহালী" মহাল সৃষ্টি করিলেন।

যাহারা প্রমাণ দিতে পারেন নাই ও কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই ঐ সমস্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল এবং দখলকারগণকে কাণি প্রতি ।।০ ও ।/০ হিসাবে কায়মী তালুক বন্দোবস্তী দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ লাখেরনাজ বাজেয়াপ্তী মহাল সৃষ্ট হয়।

আর অনেকগুলি মহাল বাজেয়াপ্ত করার পর আপত্তির উপর বিচার বা তজবিজ" হইয়া পুনঃ লাখেরাজ বাহাল কয়া হইল; ইহাদের নাম হাজত তজবিজ বাহালী।" এই রূপ ভাবে মুছালেয়া তরফেরও সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব লোক সরকারী চাকরি করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে কোন সনদ দেওয়া যাইতে পারিয়াছিল না এইজন্য পরিবর্ত্তী কালে তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে গড় পঞ্চকী নামে অল্প জমায় কতকগুলি তরফ সৃষ্টি করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল[১]। বলা বাহুল্য এই সব তরফের জমি বিভিন্ন গ্রামের অতি অল্প জমি লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

১ See Cotton History Page 186.

চট্টগ্রামের ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

কাক্সবাজার (ফালোংক্ষি)

কাক্সাবাজর সবডিবিশন, চট্টগ্রামের দক্ষিণপ্রান্তেবঙ্গসাগরের তীরে অবস্থিত। আরাকানী ভাষায় এই স্থানকে "ফালোংক্ষিগ্রো" বলে। বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ ফল ৮৯৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২০০১৬৯। কাক্সাবাজর মিউনিসিপালটীর লোকসংখ্যা ৩৮৪৫। তথায় একজন সবর্ডিবিশনের অফিসার আছেন। ইহার এলাকাধীন ২৩৩ খানি মৌজা। (মহিষখালী ও কুতুবদিয়া) ৬টি থানায় বিভক্ত; রামু চকরিয়া, কাক্সবাজার, টেকনাফ, কতুবদিয়া ও মহিষখালী।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মা রাজা হদোফায়ার অত্রাচার ও দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত ত্রিশ সহস্র আরাকানবাসী ইংরেজ গবর্ণমেন্টের আশ্রয়ে চলিয়া আসে। ইহাদের সুবন্দোবস্ত করার জন্য গবর্ণমেন্ট মিঃ কক্স সাহেব কে নিযুক্ত করিয়া ফালোংক্ষিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তথায় যাইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় ঐস্থানেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। সেই তাঁহারই নামানুসারে ঐস্থানের নাম কাক্সবাজার রাখা হইয়াছে।

উক্ত কাক্সবাজার এলাকায় অনেক জঙ্গলী পেরা (Law land) ছিল। বর্ত্তমানে ঐ সব পেরা আবাদ করায় অনেক ধান্য উৎপন্ন হইতেছে। উক্ত পেরা সকলকে সমুদ্রের লবণ জল হইতে রক্ষার জন্য কাঁটা বাধিতে হয় এবং তথায় নানাবিধ মৎস্য ও পাওয়া যায়। টেকনাফ তখন মৎস্য শিকারের প্রধান আড্ডা ছিল। গাঠ্যা লাকরী এই দেশ হইতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ হইয়া থাকে। এক বৎসর ঝিনুকে মুক্তাও পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটী স্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছে। ইহাতে আরকানী ও চট্রগ্রামী মগ বাসিন্দাই অধিক।

কুতুবদিয়া;–এই ক্ষুদ্র দ্বীপ চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গাপসাগরের বক্ষেই স্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ হইতে ২৪ মাইল, প্রশস্ত ৩ মাইলের অধিক নহে। লোকসংখ্যা অতি অল্প। ইহাতে বর্ত্তমানে গবর্ণমেন্টের অধিকাংশই খাস জমিদারী ও ২১৯টি তালক আছে।

অনেকে বলেন পীর কুতুবদ্দিন প্রথম আসিয়অ এই চরে দরগার খুটী দেওয়ায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম কুতুবদিয়া হইয়াছে। ঐ দ্বীপে এখনও বাত্তি দিবার একটী স্থান আছে১।

এই দ্বীপ মুসলমান রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগীজগণ দখল করিত। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে (Mr. Harry Verelest) কাপ্তেন হার্বাট সাদারলেণ্ড নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ কে উহা নিস্কর খয়রাত স্বরূপ প্রদান করেন। সাদারলেণ্ডের মৃত্যুর পর তৎপুত্র চার্লেষ্ সাদারলেণ্ড (Mr. Charles Sutherland) ঐ দ্বীপ উত্তরাধিকারী সুত্রে প্রাপ্ত হন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে অনেক মামলা মোকর্দ্দমা হইয়া জিলা কোর্টে ডিক্রীমতে তাঁহার বিধবা পত্নীও Cansin, Jahanna Fernandez উক্ত সম্পত্তির মালিক সাব্যস্থ হয়। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে উক্ত ডিক্রী রহিত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে দেওয়ান গৌরীশঙ্কর ও বৈদ্যনাথ উক্ত দ্বীপের প্রায় অর্দ্ধেক জমী (ধুরুং মৌজার নিস্করসহ) ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ৫০ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে সাদারলেণ্ড হইতে খরিদ করিয়াছেন বলিয়া দাবী উত্থাপন করেন, কিন্তু উহা বাতিল হইয়া যায়।

Mr. Sharman Bird এর সময়ে মাহাম্মদ বাকি নামক জনৈক ব্যক্তি উক্ত ধুরুং মৌজা ও নিকটবর্ত্তী কৈয়ার বিল মৌজার নিস্কর সহ দাবী করেন। কিন্তু মিঃ বার্ড ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপ গবর্ণমেন্টের খাস করিবার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি বদলী হইয়া যাওয়ায় উহা স্থগিত থাকে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর মিঃ ওয়াল্টার (Mr. Walters) ইহা খাস করেন এবং অনেক মামলা মোকর্দ্দমা হইবার পর স্পেসিয়েল কমিশনারের নিষ্পত্তিমতেই হুকুম বাহাল থাকে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ হান্টার উক্ত দ্বীপ একবার জরিপ (পরিমাপ) করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর মিঃ ফিলিপ (Mr. Phillips) উক্ত দ্বীপ পুনঃ জরিপ করিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ধুরুং ও বরকোব মৌজা বাদ দিয়া বাকি দ্বীপরে জমা ধার্য্য করেন।

---

* সুন্দীপ, হাতিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে চট্টগ্রামের এলাকাধীন ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত করা হইয়াছে।

১. অনেকের মত পীর কুতুবদ্দিন আদৌ এই দেশে আসেন নাই। কুতুব নামক জনৈক মুসলমান প্রথম উক্ত দ্বীপে আসিয়া বসবাস স্থাপন করায় ইহার নাম কুতুবদিয়া হইয়াছে বলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ প্লাউডেন (Mr. Plowden) আবার উক্ত সমস্ত দ্বীপ জরিপ করিয়া জমা ধার্য্য করেন এবং আজিম উদ্দিন ও রামদুলাল এই দুইটি মহাল বাদ দিয়া আর সমুদয় জাফরালি চৌধুরীকে ৩০ বৎসর ম্যাদি ২৩৮৪৬ টাকা জমায় লাগিয়ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীনে আসে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বন্দোবস্তের ম্যাদ শেষ হয়। পরে উহা তিন ভাগ করিয়া তিন জন জমিদারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

নাম	মৌজা	বার্ষিক রাজস্ব
১। আনর আলী খাঁ	কৈয়ার বিল আলি আকবরের ডেইল	৭০০০/-
২। লাল চান চৌধুরী	ধুরুং	৭৫০০০/-
রামসুন্দর সেন		
৩। আনর আলী খাঁ	ক্ষুদিয়ার টেক্ ও রাজাখালী	৩২০/-

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথমোক্ত দুইটী মহাল বিক্রি হইয়া খাস হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আজিমদ্দিন বাকি রাজস্ব নিলামে খাস হয়। এই রূপে রাজাখালী ক্ষুদিয়ার টেক ও রামদুলাল ভিন্ন আর সমুদয় দ্বীপ গবর্ণমেন্টের খাসে আসিয়াছে।

মহেশখালী (আদিনাথ)

মহেশখালীকে আরাকানী ভাষায় "মাহাজো" বলিয়া থাকে। ইহা অতি পুরাতন দ্বীপ এবং কুতুবদিয়া হইতে অনেক বড় ও লোক সংখ্যাও অধিক। তথাকার পর্ব্বত শ্রেণীকে মৈনাক ও আদিনাথ বলে। প্রবাদ আছে রাবন রাজা তপস্যা করিয়া মহাদেবকে স্বদেশে নিবার সময়ে তাঁহার প্রস্রাবের পীড়া হওয়ায় পথি মধ্যে তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া মৈনাক পর্ব্বতে রাখিয়া প্রস্রাব করিতে বসেন; পরে প্রস্রাব করিয়া আসিয়া আর তাহাকে উঠাইতে না পারিয়া বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। মুত্রখালী নামক একটী ক্ষুদ্র ছড়াও তথায় বিদ্যমান আছে। এই আদিনাথ সম্বন্ধে আরও নানারকম প্রবাদ বাক্য আছে। বর্ত্তমান আদিনাথ তীর্থ সীতাকুণ্ড মোহন্তেরই অধীনে তিনি ইহার পরিচালন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন।

এই দ্বীপ ১'৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রাবার্ট ওয়ার্লেজ (Mr. Robert Worlledge) কে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহার সত্ত্ব Charles Croftes এর নিকট ২০০০০/- টাকায় বিক্রি করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত Mr. Crofts ৪০০০০/- টাকায় তৎকালীন চট্টগ্রামের দেওয়ান কালীচরণ কানুনগোয়ের নিকট বিক্রী করেন। তাহা এখনও তাঁহার বংশধর গণের নিকটে আছে।

* See Cotton's History page 233.
এই দ্বীপের নিকট সমুদ্রে মাঝে ২ মুক্তাও পাওয়া যায়।
১. Lyal Geolgy Vol. 11. Chap. 16 and see Burmse History Page 204.

ভুমিকম্প[১]

চট্টগ্রাম পব্বতময় এবং আরাকান শৈলমালার নিকটবর্ত্তী সুতরাং ইহাতে ভুমিকম্পে ও তুফানের (মহাঝড়ের) অভাব নাই। বিশেষতঃ সীতাকুণ্ড একটি প্রধান আগ্নেয়গিরি। পুর্ব্বকালে এই দেশে অধিকতর ভুমিকম্প হইত সেইজন্য এই দেশবাসী পাকা ঘর বাঁধিতে সাহস করিত না।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে যে ভুমিকম্প হয় তাহাতে সীতাকুণ্ড পাহাড় হইতে অগ্নি উদগীরণ হইয়াছিল এবং এই দেশের অনেক স্থান ফাটিয়া কর্দ্দম ও গন্ধক বাহির হইয়াছিল। এবং বান্দরবনের নিকট বর্ত্তী বাখরচং নামক জন পদ ২০০ লোক ও অনেক গবাদি পশু সহ ভূগর্ভে গমন করে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অহোরাত্র একুশ বার ভুমিকম্প হইয়াছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অহোরাত্র অনেকবার ভুমিকম্প হইয়াছিল।

১৮৯৬ ৯৭ ইংরেজীর মধ্যে যে ভুমিকম্প তাহাও প্রায় ৫ মিনিট স্থায়ী ছিল।

১৯০৪ ও ১৯১৮ ইংরেজীতে যে ভুমিকম্প হয় তাহাতে অনেক পাকা ঘর বাড়ী ফাটিয়া যায়।

১৯১৮ ইংরেজীতে সীতাকুণ্ড মোহন্তের আস্থান ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা ভিন্ন আরও অনেকবার ভুমিকম্প হইয়াছে। মোটের উপর এমন বৎসর নাই যে এই দেশের একবার ও ভুমিকম্প হয় নাই। সাধারণ ভাবে হইলেও একটী কম্পন হইবেই হইবে।

মহাঝড়

পাক্কাঘর বাঁধা যেমন উৎপাত বিশেষ, বাঙ্গালা ঘর আরও অধিক। কারণ চট্টগ্রাম সমুদ্র তীরবর্ত্তী পর্বতময় দেশ, সুতরাং cyclone বা তুফানের একটী প্রধান আড্ডা। প্রতি বৎসরই কিছু ঝড় হইবেই; আশ্বিন কার্ত্তিক মাস আসিতে লোকের মনে একটী আতঙ্ক আসে, কোন দিন নাকি তুফান আরম্ভ হয়। সেই রকম জ্যৈষ্ঠ মাসেতেও দেখা যায়। উহার বার্ষিক অধিবেশন কিছু কমবেশী প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। ১৭৯৫, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দেশে ভয়ানক তুফান (মহাঝড়) হয়, ইহাতে সরকারী কাছারী পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়।

১২৩৮ মঘীতে যে তুফান হয় তাহাতে অনেক গৃহ ভুমিসাৎ হয়। এবং পশ্চিমাংশের ও দক্ষিণাংশে জলপ্লাবন হওয়ায় অনেক লোক ও পশু নষ্ট হইয়া যায়।

১৮৯৭ ইংরেজীর cyclone (তুফান) আরও ভীষণ। চট্টগ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে কাহারও ভিটীতে (বাঁশের ঘর ছিলনা) এবং বড় বড় সেতু টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত তুফানে উড়াইয়া ফেলিয়াছিল এবং জল উঠিয়া অনেক লোক ও পশু ইত্যাদি নষ্ট হইয়াছিল।

১৭৯৫ ইংরেজী, ১২৩৮ মঘী, ও ১৮৯৭ ইংরেজীতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহা মাত্র

অল্পদিন স্থায়ী ছিল। আরও দেখা গিয়াছে যে মহাঝড় হওয়ার পরেই একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া থাকে। তখন টাকায় /৮, /৬ সের চাউল মাত্র অল্প কয়েক দিন বিক্রি হইয়াছিল। কিন্তু এখন টাকায় /৫ সের ত লাগাই রহিয়াছে।

কোতয়ালী

বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র কারুকার্য্য মণ্ডিত এই চট্টগ্রাম সহর একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্থা খাঁ পর্ত্তুগীজগণের সাহায্যে অদম্য মগসৈন্য দমন করিয়া, এই দেশ বঙ্গদেশ ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, কতকত নয়ন মনোমোহকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলরাজীর বন্ধুর আয়তন, কর্ণফুলীর বঙ্কিম দেহ ভঙ্গিমা, এবং বিটপী শ্রেণী ও সবুজ সুন্দর দৃশ্যে ভাবুকের মনে টএক অভিনয় ভাব উদয় করে। পর্বতশেখর হইতে সমুদ্রের অপূর্ব্ব দৃশ্য ও সমুদ্র হইতে পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোরম।

বর্ত্তমানে এই দেশে বিভাগীয়[১] কমিশনার সাহেব বাহাদুরের বাসস্থান। যদিও মিউনিসিপালিটীর সীমা ততদুর বিস্তৃত হয় নাই তথাপি ব্যবসা বাণিজ্য হিসাবে উত্তরে বিবির হাট, পূর্ব্বে চাকতাই খালের পূর্ব্বতীর, দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর তীর হইয়া পশ্চিম দক্ষিণাভিমুখী গোশালডেঙ্গা, মহিষ খালী ও পতেঙ্গা লালদিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পশ্চিমে পাহাড়তলী।

পূর্ব্বাবস্থা

অতি পূর্ব্বে এই চট্টগ্রাম সহর নদী ও সাগর পরিখা বেষ্টিত, পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে এক সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। ইহার শৈলশ্রেণীর প্রাকৃতিক অবস্থান ঐতিহাসিক তথ্য পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান টেলীগ্রাম আফিসের পাহার ও টেমপেষ্ট হিলে উত্তবাংশে ও রংমহালের পাহাড়- ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি পাহাড়ে মধ্যবর্ত্তী সথান গুলিতে যে পাহাড়ে মত উচ্চ ছিল, ঐ সকল স্থানে প্রকৃত পাহাড় ছিল না, ঐ মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি[২] কৃত্রিম উপায়ে পাহাড়ের সমান উচু করা হইয়াছিল, এবং ইহার মধ্যে মগদের দুর্ভেদ্য (চাটগাঁর) দুর্গ ছিল। ইহাই অধিকার করিয়া মুসলমানগন আন্দরকিল্লা নাম

---

১. ইংরেজ রাজত্ব সময়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা এই তিন জিলা লইয়াই চট্টগ্রাম বিভাগ।

২. On the bank of the Karnafuli river are some hills; hight and low, situated close to each other. The lower hills have been heaped over with earth and raised to the level of the higher ones; all these hills have been scarped cylindrically fortified and named the fort (of Chitgaon). In strength it rivals the rampart of Alexander, and its towers (bury) are as hight as the (falak-ul-baruj). Fancy cannot sound the depth of its moat imagination cannot reach its nichid parapet **

ফতেইয়া ইব্রিইয়া Translated by Jadhu Nath Sircar, M. A.

দিয়াছিলেন। অন্য দিকে নেজামত পল্টনের নিকটবর্ত্তী উত্তর পার্শ্বের শৈল শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অন্য আর একটী দুর্গের অবস্থান উপলব্ধি হয়। সেই সময়ে সহরের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ জঙ্গল পরিপূর্ণ হিংস্র জন্তুর আবাস ভুমি ছিল এবং সহরের লোকসংখ্যা অতি অল্প ছিল। তন্নিকটবর্ত্তী কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মগবাজার, (মগগণের বাসস্থান) তৎসংলগ্ন মোগলটুলী, (মোগলদিগের বাসস্থান) ও পাঠানটুলী, (পাঠানদিগের বাসস্থান) প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

মুসলমান রাজত্ব সময়েও সহরের তত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহাদের বিচারাধীন স্থান ফতেয়াবাদ ও সীতাকুণ্ড, পরগণায় নিবন্ধ ছিল। পরিশেষে বর্ত্তমানে সহরের উত্তরাংশের ভাঙ্গুঘুটনায় সহরের (সদর কোতয়ালীর) অবস্থান দেখা যায়। কাপাস গোলা, শুলুপবহর, মেহেদিরবাগ, হামজার বাগ বাগমনিরাম, বাগভেলু, নয়াউদ্ধ, জয়নগর, কাটগড়জয়নগর, দেওয়ানবাজার, রহমতগঞ্জ, কাতালগঞ্জ, চন্দ্রপুরা, এনাতবাজার, ফিরিঙ্গীবাজার ও আন্দরকিল্লা প্রভৃতি উক্ত কোতয়ালীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্ণফুলী নদীর বর্ত্তমান বদরপাতি পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে ও ধোপঘাটা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই চট্টগ্রাম সহরের বর্ত্তমানে যাহা কিছু উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সমস্তই সহৃদয় ব্রিটীশ রাজ্যের শাসন সময়েই ইহা মুক্তকণ্ঠে সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে সহর উত্তরাংশের অবস্থিত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি উত্তরাংশেই নিবন্ধ ছিল, দক্ষিণাংশ (বর্ত্তমান সহর) অধিকাংশ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।

সহরে বর্তমান সময়ের মত লোক জনের বাসাবাটী ছিল না।[১] পরিবার লইয়া সহরে থাকা একটী নিন্দিত কাজ বলিয়া মনে করিত। হিন্দু ও মুসলমান বড় লোক ও জমিদারগণের এক একটা বাসাবাড়ী ছিল; এবং তাঁহাদের আত্মীয় ও নিকটবর্ত্তী পাড়ার (গ্রামের) কোন লোক কোন কার্য উপলক্ষে সহরে আসিলে ঐ বাসায় থাকিত, এবং আপন কার্য্য শেষ হইলে মুহুর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইত। গ্রামের এমন অনেক লোক ছিল যাহারা জীবনে কখনও সহর দেখে নোই[২]।

কাপাসগোলা, নয়াপাড়ার শ্রীযুতরায়ের বংশধরগণের, বাগমণিরামে পরইপাড়ার লালা বংশের দেওয়ানবাজার দেওয়ান বৈদ্যনাথের, (পরইপারার)[৩] চন্দ্রনপুরা সুচিয়া চন্দ্রনারায়ন চৌধুরী।[৪] ও ফতেয়াবাদের দাতারাম চৌধুরীর, বাগভেলু নন্দীবংশের ও জামাল খাঁ, ফজর আলী খাঁ ও চৌধুরী আবুতরফ বংশধর জামাল খাঁর চন্দ্রপুরা আছদ আলী খাঁ ও রহমতগঞ্জের উত্তর ধারে চানমিঞা দারগার প্রভৃতি বাসাবাটী ছিল। দক্ষিণাংশে পাথরঘাটা ছনরায় দত্ত বংশের ও ফিরিঙ্গীবাজার দেবী প্রসাদ দেওয়ানজীর, (নয়াপাড়ার রক্ষিত বংশের) মদন

---

১. কেহ কেহ আখেড়া ও আস্তানে থাকিতেন।

২. তখনকার লোক মফঃস্বল ভালবাসিত।

৩. ইঁহার নামই দেওয়ানবাজার।

৪. চন্দ্রনারায়ণের নামেই চন্দনপুরা হইয়াছে। ঐ স্থানের অধিকাংশ ইঁহার ছিল।

কেরানী ও রামমোহন দারগার বাসাবাটী ছিল। কমলদহ দিঘীর উত্তর পারে আন্দরকিল্লা ও সদরঘাট, (বর্ত্তমান নালাপাড়ার উত্তরাংশে) ও মঠখানা (হরিকুটীর) বিদেশীগণের বাসা ছিল।

সুলুপবহর (ষালসহর) ইহার পূর্ব্বদিকে যেই ক্ষুদ্র খাল আছে তাহা আরও বৃহৎ ছিল এবং তথায় জাহাজ (সুলুপ) প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ (বহর) থাকিত সেই সুলুপ বহর হইতে অপভ্রংশে শুলুকবহর হইয়াছে। ইহা ষোলসহর মৌজার অন্তর্গত।

কাপাস গোলা, বর্ত্তমান চকবাজারের উত্তর ধারে সুলুপবহরের সংলগ্ন এইস্থানে কাপাসের ব্যবসা ও আড়ত ছিল। চট্টগ্রামের ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের কার্পাস সেই সকল আড়তেই জমা হইয়া সুলুপ বহর হইতে জাহাজে করিয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইত। সেই কার্পাস হইতে কাপাস গোলা অপভ্রংশে নাম হইয়াছে। ইহার নিকটই কমলদহ দিঘী।

জয়নগর, ভূকৈলাসের জমিদারগণের জমিদারী কাছারি ছিল। [১]

হাতীর পিলখানা। বর্ত্তমান মিজ্জার পোলের নিকট হাতীর পিলখানা ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সিপাহীগণ এইস্থান হইতে তিনটী হাতী লইয়া গিয়াছিল।

গোল পাহাড়। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে উক্ত পাহাড়ে ইউরোপীয়গণ থাকিতেন। এবং পেরড় ময়দান [২] ও ইহার অনতিপূর্ব্বে পাক্কা প্রাচীর বেষ্টিত বল খেলার (আণ্ডা খেলার স্থান ছিল।[৩]

পেরেড ময়দানের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দুস্থানী জমিদার বাজিলাল ঠাকুরের বাড়ী ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে হিন্দুস্থানী জমিদার মোহনলাল ঠাকুরের বাসাবাড়ী।

মুসলমান আমলে ভাঙ্গঘুটনা ও কাতালগঞ্জে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত ছিল।

আদালত

ইংরেজ রাজত্ব সময়ে জজ আদালত ও আলা সদর আমি আদালত প্রথমতঃ বর্ত্তমান মাদ্রাসার (স্কুল) পাহাড়ে স্থাপিত হয়। ইহার সংলগ্ন পশ্চিম পাহাড়ে সদর মুন্সেফী ও অন্য একজন আলা সদর আমিনের কাছারী ছিল।

লালকুঠী র লালঘর। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান এস্তকালী আফিসের গৃহে ও জেলখানার দেওয়ালে লাল রং দেওয়া হইয়াছিল, সেই জন্য উক্ত গৃহ ও জেলখানাকে সাধারণ লোকে লালকুঠী ও জেল খানাকে লাল ঘর বলিত। উক্ত লালকুঠিতে[৪] ম্যাজিষ্ট্রেট,

---

১. জয়নগর তরফের মালিক, ইহা ইংরেজ আমলে।

২. ইংরেজ সীপাহীগণ তখন ঐ ময়দানে পেরেড (কুচ) করিত। সেইজন্য ইহাকে পেরেড ময়দান বলা হইত।

৩. সাধারণতঃ মুসলমানগণ ডিম্বকে আণ্ডা বলে, উক্ত বল খেলার বল আণ্ডাকৃতি, সেইজন্য মুসলমানগণ উহাকে আণ্ডা খেলার ঘর বলিত।

৪. ইহার উত্তর পার্শ্বেই লালদিঘী, ইহা পূর্ব্বে সাধারণ পুষ্করিণী ছিল; ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে ইহাকে দির্ঘীকা রূপে পরিনত করা হয়।

কালেক্টরের কাছারী ও তেরজুরী প্রভৃতি ছিল। কেহ কেহ লাল পাগড়ী ওয়ালা বৃটিশ পাহাড়াদারগণ পাহাড়া দিত বলিয়া লালকুঠী ও লালঘর নাম হইয়াছে বলিয়া বলেন।

নেজামত পল্টনে মুসলমান রাজত্ব সময়ে ও ইংরেজ রাজত্ব সময়ে ঐ ময়দানে সৈন্যগণ থাকিত (সেনানিবাস ছিল) সেইজন্য সাধারণ লোকে নেজামত পল্টন বলে।[১]

প্যারিহিলে পাহাড়ের উপরে দক্ষিণাংশের একখানা পুরাতন কুঠী ছিল, উহাতে বুলক ব্রাদার্সের এজেন্ট সাহেব থাকিতেন[২]।

খুরসী (টাইগার পাশ) ইহা বিষম সঙ্কট স্থান ছিল। চট্টগ্রাম সহর হইতে পশ্চিম দিকে বাহির হইতে হইলে, ঐ পাশ দিয়া যাইতে হয়। এইস্থান যেমন হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ তেমন ডাকাতগণের প্রধান আড্ডা ছিল। এইস্থানে অনেক লোক প্রতি বৎসর ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইত, এবং অনেক লোক ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইত।[৩]

সহরের আদিম অধিবাসী। মুসলমান, পুর্ত্তগীজ ও মগ মাঝে মাঝে কয়েক ঘর ছত্রি, গোয়ালা ও গুরি ছিল।

চকবাজার। পেরেড ময়দান ও উক্ত কাপাস গোলার নিকটেই চকবাজার। এই স্থান ইংরেজ আমলের প্রথমভাগে বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রধান কারবার স্থান ছিল। সেই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের বাজে মাল ও মনোহারী অর্থাৎ ফেন্সি (Fancy) মালের আড্ডা ছিল। এবং অনেক মুসলমান সদাগরগণই এই সমুদয় ব্যবসা করিতেন, চকবাজার সহরের মধ্যে একটী দেখিবার স্থান ছিল। পল্লিগ্রাম হইতে সহরের আসিলে অনেকে চকবাজার দেখিতে যাইতেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝে কুজরার ১ হাতে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতেন।

ইহারই কিঞ্চিৎ পশ্চিমে খ্যাতনামা লালচান চৌধুরীর ভদ্রাসন, মনোহর শিবমন্দির নাচখানা ও আস্তান।

চন্দ্রনপুরা তখনকার দিনে কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রধান আড্ডা ছিল এবং দেশী, বিদেশী, ধনীদের বড় বড় কাপড়ের দোকান ছিল। সেই স্থান হইতে কাপড় সমস্ত চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানার এলাকায় পল্লীগ্রামাদিতে সররাহ হইত। ইহার লাগা পশ্চিমে সরস্বতী বাড়ী,

---

১. নেজামত, তখন মিলিটাবী ও ম্যাজিষ্ট্রেট (ফৌজদার) ভারপ্রাপ্ত আফিসাদিকে নেজামতখানা বলিত।

২. ঐ পাহাড়ে একজন ইউরোপীযান আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। উহা ভয়ানক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, দিনেব বেলা জনৈক ফিরিঙ্গী বাজারস্থ মুসলমানকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছিল।

৩. বর্ত্তমান পুলিশ লাইন ইহার নিকটবর্ত্তী, এখন কোন ভীতি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৪. সহরের গুণ্ডাদিগকে কুজবা বলিত, ইহাদের এক একটী দল ছিল। ইহারা পল্লীগ্রামের নিরীহ হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক পাইলে একগুণ দ্রব্যের দশ গুণ মূল্য চাহিয়া বসিত। জিনিষ দেখিতে লইতে হইবে বলিয়া জোর করিত, না লইলে গালি ও সময়ে সময়ে উত্তম মধ্যম ব্যবহারেরও ক্রটী করিত না। ইহারা নিজে নিজে ঝগড়া করিয়াও একে অন্যকে ছুরি মারিয়া, মারিয়া ফেলিত। (পশুবৎ ছিল)। চকবাজার, দেওয়ানবাজার, ফিরিঙ্গীবাজার, পাথবঘাটা, বক্সিরহাট, এনাতবাজাব, প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের খুব আড্ডা ছিল। দিনের বেলা ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া তামাসা দেখিত। বর্ত্তমানে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের শাসনে অনেক শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ইহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে দশভুজা বাড়ী। তখন সরস্বতী বাড়ীতে সরস্বতী পুজার সময়ে বিশেষ ধুম ধামের সহিত আমোদ প্রমোদ হইত।

বর্ত্তমান কলেজ রোডের পূর্ব্ব ধারে প্রসিদ্ধ মির এহায়ার স্কুল বর্ত্তমান কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুল এবং পশ্চিমের পাহাড়ে নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ কর্ণফুলী নদীর চর ভরাট হইয়া দক্ষিণ দিকে সহরের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায়, কর্ত্তৃপক্ষের এ সহরের দক্ষিণ দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ আফিসাদি উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে সরাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্যের ও দক্ষিণ দিকে বিশেষরূপে সুবিধাও উন্নতি হইয়া উঠে[১]। এবং সদরঘাট লবনের গোলা, পোর্ট, কষ্টম আফিস প্রভৃতি প্রতিষ্টিত হয় ও সদরঘাট একখানা গাছের জেটী প্রস্তুত হয়। পরের বুলুক ব্রাদার্স কোম্পানীর স্টীমার কারবার বৃদ্ধি হওয়ার সদরঘাট উক্ত জেটী লোহার জেটীতে পরিণত করা হয় ও ইহা একটী দেখিবার স্থান হইয়া উঠে।

ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি হেতু কর্ত্তৃপক্ষে কর্ত্তৃক সরকারী অফিস জজ আদালত ও সদর মুন্সেফী আদালত মার্কেট সাহেবের পাহাড়ের কুঠীতে২ কমিশনার আফিস টেমপেষ্টিট হিলের পূর্ব্ব পাহাড়ে[৩] আনা হয়। পরে রোড আফিস স্থাপিত হয়। ইহার পর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন কাছারী সকল একত্র করিয়া প্যারি হিলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এতৎসঙ্গে সহরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ক্রমশঃ ভদ্রলোকগণের বাসস্থান হওয়ায় বর্ত্তমান পাথরঘাটা, এনাতবাজার, ফিরিঙ্গীবাজার, বাণ্ডেল, সদরঘাট (নালাপাড়া বটতলী প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছে। এবং গোল পাহাড় ও পেরেড ময়দান হইতে ইউরোপীয়ানগণ আস্কর খাঁ দিঘীর নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের বাসস্থান ও বর্ত্তমান পল্টন ময়দানে খেলার আড্ডা করিয়াছেন। বর্ত্তমান পল্টন ময়দান চাটগাঁর চৌরঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে।

ইতি মধ্যে ১৮৬৮ খৃঃ অঃ অঃ কর্ত্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম সহরে মিউনিসিপাল আইন প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং নতুন রাস্তা, লেইন, গল্লি, আলো, জল নিকাশের নাশি (নর্দ্দামা) প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সহরের শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিধানের ব্যবস্থা করেন।

চট্টগ্রাম সহরের মিউনিসিপালিটীর উপযোগীতা সম্বন্ধে তখন হইতেই কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সহরের স্বাস্থ্য উন্নতি ও অপরাপর উন্নতি বিধানের সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে মনোনিবেশ করেন।

---

১. তখন পালেল জাহাজে লবণ ইত্যাদি ইউরোপ হইতে এই দেশে আসিত। এই দেশের দোভাষগণ ঐ সকল জাহাজের মাল উঠাইবার জন্য চুক্তি করিয়া লইতেন। দোভাষগণের লোক ক্ষু ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া নদীর মুখে চৌকী দিত। যে সমস্ত ইউরোপীয়ান খালাসী আসিত, তাহাদিগকে "গোরাঃ বলিত। ইহারা সময়ে সময়ে উপরে উঠিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খাইয়া অত্যাচার করিত। সেইজন্য রবিবার ভিন্ন তাহাদিগকে উপরে উঠিতে দেওয়া হইত না; তখন সহরে গোরাভীতি ছিল। এই জেটীর নিকটই লবণের গোলা ছিল, এখন উঠাইয়া ডবলমুরিং নেওয়া হইয়াছে।

২. ইহা একজন পুর্ত্তগীজ ফিরিঙ্গীর কুঠি।

৩. বর্ত্তমান ডাক্তাব সাহেবের কুঠী সেই পাহাড়ের স্থিত আছে।

১৮৯৩ -৯৪ ইংরেজীতে ফেয়ারিহিলে (Fairy Hill) বর্ত্তমান কোর্ট বিল্ডিং প্রস্তুত হইলে প্রায় সমস্ত সরকারী আফিসাদি যথাসম্ভব ঐ একই বিল্ডিং এ সন্নিবেশিত করা হয়।

রেওয়ে–১৮৯৫ ইংরেজীতে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের লাইন খোলা হইলে, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রের সহিত চট্টগ্রাম সংযোজিত হইল। এবং সহরের পশ্চিম ভাগ নিত্য নূতন শ্রী ধারণ করিল ও ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তৃত হইতে লাগিল।

পাহাড়তলী প্রসিদ্ধ ভেলুয়ার দিঘীর পার্শ্বে রেলওয়ের ওয়ার্কশপ স্থাপিত হইল। এবং তাহার নিকটই রেলওয়ের ষ্টেশন, তৎসলগ্ন উত্তর পার্শ্বের পাহাড়ে পাহাড়তলী হইতে বটতলী পর্য্যন্ত রেলওযেব কর্ম্মচারীগণের বাসভন এবং বটতলীতে চট্টগ্রাম সদর ষ্টেশন,[১] মাঝে মাঝে অফিসারগণের কোয়াটার ও ডাক বাঙ্গালা; ইহার অনতিদূরে রেলওয়ের ক্লাব ও নেজামত পল্টনের নিকট বাটালিয়া পাহাড়ের সংলগ্ন রেলওয়ের এজেন্ট অফিস প্রভৃতি এই স্থান গুলি পুর্ব্বে জঙ্গলাকীর্ণ হিংস্র জন্তুর আবাসভুমি ছিল, এখন অমলাপুরী সদৃশ হইয়াছে।

রেলওয়ের একটী শাখা বটতলী স্টেশন হতিে মাদারবাড়ীর ভিতর দিয়া কর্ণফুলী নদীর তীরে একদিকে সদরঘাট অন্য দিকে গোশালডেঙ্গা (ডবলমুরিং) দিয়া অনেক দূর বিস্তৃত হইয়া নদীর তীরস্থ কারবার স্থান গুলির সংহতি সংযোজিত হইয়াছে। ডবলমুরিংয়ের বড় বড় চারিটী জেটী তৈয়ার হইয়াছে ও তদ্বারা রেলওয়ে ও স্টীমারের সংযোগ করা হইয়াছে। ইহাতে ষ্টীমার হইতে মাল উঠাইবার ও নামাইবার ও মাল গুদামজাত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় বড় বড় ষ্টিমার সকল ঐ জেটীতে আসিয়া লাগিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অন্যদিকে রেলওয়ে আসাম ও সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গে মাল আনিবার বন্দোবস্ত হওয়ার বর্ত্তমানে এইস্থান বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মাঅয়েরল কোম্পানীর ও জামাল ব্রাদাস এই দুই কোম্পানী মহিষখালী ও পতেঙ্গা কেরোচিনের ডিপো স্থাপন করায় সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের এই স্থান হইতে তৈল সরবরাহ হইতেছে।

এদিকে সহরের উত্তর দিক হইতে যাবতীয় বাণিজ্য ব্যবসা সরিয়া আসিয়া আন্দরকিল্লা হইতে চাকতাইর পূর্ব্বকুল ও আছদগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এবং ব্যবসা বাণিজ্যে এই সকল স্থান বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পশ্চিমদিগের পল্টনে ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সার্কেট হাউস, ইউরোপীয় ক্লাব, নেজামত পল্টনের নিকট ভোলান্টিয়ার রাফিল হাউস, এজেন্ট অফিস, পুলিশ পল্টন, পুলিশ লাইন ও পুলিশ ডাক্তারখানা প্রভৃতি। বর্ত্তমানে পল্টন হইতে পুলিশ লাইন টাইগার পাশে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তৎ সন্নিকটই মিইনসিপালটীর জলের কল অবস্থিত।

চকবাজার এখন প্রায় ভগ্নাবশেষ; তৎ নিকটবর্ত্তী দোকান গুলির ভগ্নাবস্থা। কাপড়ের

১. বটতলী ষ্টেশনের সন্নিকটেই রেয়াজদ্দিনের বাজার।

প্রধান আড্ডা চন্দ্রপুরা (চন্দনপুরার) দুই পার্শ্বের সৌধ রাজী মাত্র রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন কারবার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই দিকের বড় বড় লোকের বাসাবাটী গুলিও ভগ্নদশায় অনেক স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। চকবাজারের অনতি উত্তরে চানগাঁও ও পাঁচালাইস[১]।

"চট্টগ্রাম সহর ও তাহার উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান সকল লইয়া সহরথানা" (কোতয়ালী) গঠিত। ইহার সহকারিতায় "বক্সীরহাট বিট", চকবাজার বিট" "পাঁচলাইস বিট" "সদরঘাট বিট এবং বত্তমানে ডবলমুরিংয়ের আর একটী উপথানা বা ফারি (out post) স্থাপিত হইয়াছে। তদুপরি পল্টনে পুলিশ লাইনে "রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স" রক্ষিত আছে। ইহারা সকলে মিলিয়া ঐ সমস্ত স্থানে শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে।

লালকুঠীর পশ্চিমাংশের বর্ত্তমানে এই কোতয়ালী থানাৎ অধিষ্ঠিত। বর্ত্তমানে মাকের্ট সাহেবের পাহাড়ের লাগা দক্ষিণে স্থায়ী থানা স্থাপিত হইয়াছে সরকারী অফিসাদিঃ ফেয়ারিহিলে কোর্ট বিণ্ডিংয়েই অধিকাংশ সরকারী অফিস সন্নিবেশিত। উহার দক্ষিণ ভাগে সিভিল কোর্ট (আদালত), উপর তালা পশ্চিমাংশে জজ অফিস,[২] এবং পূর্ব্বাংশে সবজ্জ কোর্ট সকল ও উকিল খানা; নীচের তালার সব্বপশ্চিমাংশে আদালতে মহাফেজ খানা এবং সদর মুন্সেফী সকল অবস্থিত। উত্তর ভাগের উপরতালার সর্ব্বপশ্চিমাংশে কমিশনারি অফিস; তৎ পূর্ব্বাংশে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফিস; মধ্যাংশে কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট, লাইব্রেরী মুন্সী খানা, কেরানীখানা, লেণ্ড একুইজিশনাফিস ও ইন্ কামটেক্সাফিস; তৎপূর্ব্বে ফৌজদারী কেরানীখানা ও উকিল সরকারের দপ্তর ও ফরেষ্ট আফিস। সব্বপূর্ব্বাংশে এক্সাইজ অফিস ও ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট[৩]; নীচের তালায় সব্বপশ্চিমাংশে কালেক্টরী মহাফেজখানা; সব্বপূর্ব্বাংশে ট্রেসারী; একাউন্টেণ্টাফিস ও নাজিরখানা, মধ্যভাগে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট[৪] আফিস; সার্টিফিকেট অফিস; তৌজিখান ও ডিপুটী ম্যাজিষ্টেট ডিপুটী ও কালেক্টরগণের কোর্ট অবস্থিত।

কেবলমাত্র এন্তেকালী অফিসটী সাবেক লালকুটীর দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে এবং রেজিষ্টরী আফিস ও সদর খাসমহাল আফিস ঐ ফেয়ালি হিলেরই নিম্ন কোর্ট রোর্ডের উত্তর পার্শ্বের পূর্ব্বাবধি পৃথক বিল্ডিংয়ে রোড্‌সেস ও ডিষ্টীক্টবোর্ড অফিস অন্তেকালী অফিসের দক্ষিণপার্শ্বেই

---

১. পাঁচলাইসের তাওইয়া (নর্ত্তকীগণ) বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বিবাহাদি সমারোহে এই সকল নর্ত্তকীগণ নাচ গান করিত। ইহাদিগকে এই দেশে চাঁনগাইয়া বাই (নর্ত্তকী) বলা হইত। এখন ঐ সকল ব্যবসা লুপ্ত হইয়াছে।

সহরের উপর বেশ্যার সংখ্যা অন্যান্য জিলার তুলনায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২. পূর্ব্বে একজন মাত্র জজ ছিলেন; বর্ত্তমানে দুইজন হইয়াছেন। একজন সেসন জজ এবং অপর এসিষ্টাণ্ড জর্জ ইনি, ছয় মাস চট্টগ্রামে ও ছয় মাস কুমিল্লা থাকেন।

৩. পূর্ব্বে একজন মাত্র জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রট ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত চট্টগ্রামকে "এঃ ও "বিঃ এই দুই ডিভিশনে বিভক্ত করিয়া তৎস্থলে দুইজন সব্‌ডিভিসনেল অফিসার করা হইয়াছে।

৪. এইখানে কোর্ট বিল্ডিংটী ত্রিতল হইয়াছে। সর্ব্বনিম্নতলে মোক্তার লাইব্রেরী, নেজারত মালখানা ও গারদ্ অবস্থিত।

নিম্নে কোর্ট অব ওয়ার্ডস অফিস। ঐদিকে দেওয়ান বাড়ী পাহাড়ের পশ্চিমের পাহাড়ের পাব্লিক ওয়ার্কস অফিস অবস্থিত।

পোষ্টাফিস– ফেয়ারিহিলের দক্ষিণপার্শ্বে নিম্নে জেনেরেল পোষ্টাফিস এবং তদধীনে চকবাজার, লামারবাজার, সদরঘাট ও ডবলমুরিংয়ে কয়েকটী সব্‌পোষ্টাফিসও আছে।

টেলিগ্রাফাফিস–টেম্পেষ্টহিলের উত্তর পার্শ্বের পাহাড়েই জেনেরেল টেলিগ্রাফাফিস এবং ঐ পাহাড়ের টেলিফোনাফিস ও অবস্থিত। অধিকাংশ সব্‌পোষ্টাফিসের সহিত টেলিগ্রাফিক লাইন সংযোজিত।

ডাক্তারখানা-রংমহাল পাহাড়ের উপরেই জেনেরেল হস্পিটাল বা সরকারী ডাক্তারখানা। তাহার পশ্চিমপার্শ্বে নিম্নে রায় নিমাইচরণ দস্থিদার বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়। ঐদিকে সাবেক পল্টনের উত্তর পশ্চিমের দামপাড়ায় টাইগারপাশ পাহাড়ের উপর পুলিশ ডাক্তারখানা অবস্থিত।

স্কুল ও কলেজ –পূর্ব্বে স্কুলাদি তত বেশী ছিল না গবর্ণমেন্ট এন্টেন্স স্কুল, কুইন্স স্কুল, এলবার্ট স্কুল প্রভৃতি ইংরেজী স্কুল ও মির এহায়ার স্কুল, পরে নর্ম্মাল স্কুল ও মাদ্রাসা স্কুল স্থাপ্তি হয় উপরোক্ত কুইন্স ও এলবার্ট স্কুল লুপ্ত হইয়া কেম্বল স্কুল মাত্র ছিল, ক্রমে ক্রমে কেম্বল স্কুল মিউনিসিপাল হাই ইংলিশ স্কুলে পরিণত করা হয় এবং গবর্ণমেন্ট এন্ট্রেন্স স্কুলকে রায়বাহাদুরের[১] অর্থ সাহায্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর এ ই কলেজে পরিণত করা হয় ইহার অনেক বৎসর পর কাজিমালীর মাইনর স্কুল ও হাজীর পাহাড়ের হাজারী মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ক্রমে হাজারী স্কুল বিলুপ্ত হয় এবং কাজিমালি স্কুল হাই স্কুল নাম দিয়ে এন্টেন্স স্কুলে পরিণত করা হয় এবং এনাতবাজারে ন্যাশেনল হাই স্কুল, এবং মাদ্রাসা হাই স্কুল লালকুটীর একাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হাই স্কুলের ছড়াছুড়িঃ দেওয়ান বাজারে উমাতারা, সদরঘাটে জে এম ইন্‌স্টিটিউশন, ঘাটফরাগবেদে ওরিয়েন্টল একাডেমি প্রভৃতি। ১৯১০ ইংরেজীতে এ ই কলেজ বি এ কলেজে পরিণত করা হয় এবং কলেজিয়েট স্কুল মার্কেট সাহেবের কুঠীতে স্থানান্তর করা হয় বর্ত্তমানে মাদারবাড়ীতে উক্ত স্কুলের জন্য অনেক জমি গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যাতীত সহরে জামাল খাঁয় ডাক্তার খাস্তগিরি নামে এক বালিকা উচ্চ ইংরেজী স্কুলও স্থাপ্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বে চট্টগ্রাম কেবল মাত্র সহরে গভর্ণমেন্ট কলেজিয়েট স্কুল" ও মিউনিসিপিাল হাই ইংলিশ স্কুল" এবংগ্রামে পটীয়া হাই ইংলিশ স্কুল এই তিনটী মাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্রালয় ছিল। তাহাতেও উপযুক্ত পরিমাণ ছাত্র সংখ্যা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে একা সহরেই আটখানা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, আর মফঃস্বলে কয়েক গ্রাম লইয়া এক একটা ঐরূপ বিদ্যালয় আছে; আর মফঃস্বলে কয়েকগ্রাম লইয়াই এক একটা ঐরূপ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান হইতেছে। এইরূপে সহরে মফস্বলে বহু সংখ্যক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপ্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের

---

১. রায়বাহাদুর গোলকচন্দ্র রায়।

লোকের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তত আগ্রহ ছিল না: অনেকেই ইংরেজী লেখাপড়া শিখিতে আদৌ পছন্দ করিত না। বিশেষঃ ব্রাহ্মণ ও মুসলমানেরা অনেকদিন পর্যন্ত এবিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং ইংরেজী লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেনা না। হিন্দুদিগের মধ্যেই কয়েকজন যুবক প্রথমে পাশ্চাত্যভাষায় জ্ঞানলাভ করিতে অগ্রসর হয় এবং অনেকে চাকরীর খাতিরে অল্পবিস্তার ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করে।

কাছারী পাহাড়ের অনতিদুর পূর্ব্বে পাথরঘাটায় "সংস্কৃত কলেজ" এবং চট্টল ধর্ম্মমণ্ডলী।

সহৃদয় গভর্ণমেন্ট চট্টগ্রামে একটী মেডিকেল স্কুলের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া কিছুকাল হইল তাহার অনুষ্ঠানের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের ধুরন্ধরগণের অবহেলায় উহা কার্য্য পরিণত হইল না।

ইউরোপীয়ানগণের আবাসস্থান–ফেয়ারিহিলের কোর্টবিল্ডিংয়ের উত্তরপার্শ্বের টেমেপষ্টহিলে কালেক্টর মাজিষ্ট্রেটের বর্ত্তমান বাসভন, ইহার পাশ্ববর্ত্তী উত্তরের পাহাড়ে ডাক্তার সাহেবের বাসস্থান। ইহার অনতিদূর উত্তরে চাক্‌মা রাজাদের পাহাড়ে কমিশনার বাস করেন। এই পাহাড়ের সংলগ্ন উত্তরের পাহাড়ের জাফর আলী খাঁর কুঠীতেও ইউরোপীয়গণের বাসস্থান। ঐদিকে পল্টনের পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী পাহাড়ের জজ সাহেবের অবস্থান এবং ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড় সকলে অন্যান্য ব্যবসায়ী ইউরোপিয়ান কর্ম্মাচারিগণের বাসস্থান। পূর্ব্বে অধিকাংশ সাহেবেরাই পল্টনের পাহাড়ে বাস করিতেন; কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটও ঐসকল পাহাড়ের একটীতে থাকিতেন। সেই সময় পল্টনে গারদ ও অস্ত্রাগার ছিল এবং কয়েক দল দেশীয় সিপাহী থাকিত।

পল্টনে লাটভবন ও তৎপশ্চিমে ইউরোপীয়ান ক্লাব হাউস্ এবং পাহাড়তলী পর্য্যন্ত পাহাড়গুলিতে রেলওয়ের ইউরোপীয়ান কম্মচারিগণের আবাসস্থান।

ভদ্রলোকগণের বাস্থান– পূর্ব্বে দেওয়ানবাজার, চন্দনপুরা, চকবাজার, কাপাসগোলা, কাতালগঞ্জ, ঘোলসহর, ভাঙ্গঘুটনা, ও বাগ্‌মনিরাম প্রভতি স্থানই ভদ্রলোকগণের প্রধান বাসস্থান ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেওয়ানবাজার, রহমতগঞ্জ, সদরঘাট, জামাল খাঁ, ঘাটফরাদবেগ, আন্দরকিল্লা, আছদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, ফেরেঙ্গীবাজার, নালাপাড়া আলমকরণ, নন্দনকানন, এবং বটতলী, রেয়াজ উদ্দিনের বাজারের চতুপার্শ্ববর্ত্তী ও রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিই ভদ্রলোকের প্রধান বাসস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে।

ঐদিকে ডবলমুরিংয়ের নিকটবর্ত্তী মাদারবাড়ী ও গোশাইলডেঙ্গার অনেক স্থানে, কুণ্ডের বাজারে এবং রেলওয়ে ডেবার পারে, অপরদিকে পাহাড়তলীতে রেলওয়ে বাবুদের ও মার্চ্চেন্ট অফিসের বাবুদের অনেক বাসাবাড়ী হয়েছে।

হাট ও বাজার– চকবাজার, দেওয়ান বাজার, বক্সীরহাট, হামিদউল্লা খাঁর বাজার, রেয়াজদ্দিনের বাজার ও ফিরিঙ্গী বাজারই প্রধান। এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠবর্ত্তী উত্তরে "বিবিরহাট" পশ্চিমে "দেওয়ানের হাট" নামে দুইটি বড় হাট অনেক পুরাতনকালে

হইতে বিদ্যমান আছে। ঐদিকে ডবলমুরিং "কুণ্ডের বাজার" নামে আর একটি নূতন বাজার বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আখেরা – ভাঙ্গঘুটানায় চণ্ডুলাল ও বালক দাস হন্তের আখেরা, চকবাজারে নরসিংহের বা রামদাসের আখেরা।

দেওয়ান বাজারে – দত্তাত্রেয়ের এবং বৃন্দাবনচন্দ্রের আখেররা, এনাতবাজারে বর্ত্তমান টেলিগ্রাম অফিসের উত্তর পার্শ্বের পাহাড়ে তুলসীদাস মহন্তের আখেরা[১]; আন্দরকিল্লায় হরিদাস মহন্তের আখেরা। গোশাইলডেঙ্গায় "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" বিদ্যমান।

কালীবাড়ি–পল্টনের অনতিদূরে উত্তরে পল্টন রোডের পূর্ব্বপার্শ্বে প্রসিদ্ধ "চট্টেশ্বরী কালী বাড়ী"[২] ভাঙ্গঘুটনায় –ব্রহ্মময়ী ও আনন্দময়ী কালীবাড়ী; চন্দ্রপুরায় পশ্চিমপার্শ্বে দশভুজা বাড়ী; কোব্বাণীগঞ্জ কালীবাড়ী; সদরঘাট কালীবাড়ীই প্রধান।

গির্জ্জা – জামালখাঁ ও বান্দেল (পাথরঘাটায়) রোমান ক্যাথেলিক গির্জা ও তৎসংলগ্ন গোরস্থান[৩] আন্দরকিল্লা প্রটেষ্টেন্ট গির্জ্জা এবং ফিরিঙ্গী বাজারে বেপ্‌টিশমিনস চেপল" বিদ্যমান। সাহামিরপুর (দেয়াং) ও একটি পুরাতন গিজ্জা ছিল এখন ঐস্থানে খালি ভিটি পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মমন্দির– জয়নগরের নম্মাল স্কুলের উত্তর পার্শ্বে নববিধান" এবং রহমতগঞ্জে "সাধারণ ব্রাহ্মমন্দির।"

বৌদ্ধবিহার এনাতবাজার– মসজিদ জুম্মা মস্‌জিদ, ওলিখাঁর মসজিদ ও কদমমোবারক মস্‌জিদই সমধিক প্রসিদ্ধ। এদভিন্ন ছোট বড় স্থানে স্থানে অনেক মসজিদ আছে।

মসুলমান পিরগণের স্থান–বদরপাতি, শাহা আমানত দরগা, চেরাগী পাহাড়, সাকির মাহাম্মদ দরগা প্রভৃতি। সহরে অনতি উত্তরে বায়াজিদ বস্তান দরগা।

দীঘি–কলমদহ দীঘি, আস্করখাঁর দীঘি, বলু পোর্দ্দারের দীঘি, রানীর দীঘি, শিবলাল বুবুর দীঘি ও লালদীঘি।

ঝরণা– বট তলীতে বদঝরণা, আন্দরকিল্লায় শতলঝরণা, জামালখাঁয় দৌনালী ঝরণা; দেওয়ান বাজারে মাছুয়া ঝরনা; চন্দনপুরা ও জয়নগর প্রভৃতি স্থানে আরও অনেক ঝরণা আছে।

---

১. এই তুলসীদাস মহন্তের আখেরা হইতে বহু পূর্ব্ব হইতে রথযাত্রার দিন বিশেষ জাকজমকের সহিত রথ বাহিব হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহাই একমাত্র রথ ছিল।

বর্ত্তমানে বৃন্দাবনচন্দ্রের আখেরা হইতে একখানা ও গোশাইলডেঙ্গা হইতে অপর একখানা ছোট রথও বাহির হইয়া থাকে।

২. ইহার নিম্নে গৌর নিতাই আখেরা; নাছিরাবাদে বৈষ্ণবগণের আর একটি আখেরা আছে।

৩. তৎসংলগ্ন পূর্ব্বদিকে নান্‌খানা।

শ্মশান ও কবর স্থান– বলুয়ার দীঘির উত্তরপার্শ্বে খালে ধারে হিন্দু শ্মশান[১] বটতলী চৈতন্যগল্লির দক্ষিণপার্শ্বে মুসলমানের কবরস্থান; পাথরঘাটায় রোমান ক্যাথলিক ও [২] বিরি হাটে প্রটেষ্টেন্ট খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের কবরস্থান।

হল–রহমতগঞ্জে টাউন হল[৩]; আন্দরকিল্লায় ননগেজেট অফিসারস্ ক্লাব; সদরঘাট ও চকবাজারে থিয়েটার হল। আন্দরকিল্লা ভিক্টোরিয়া মসলম হল।

পাব্লিক লাইব্রেরী–লালদিঘীর দক্ষিণ পারে (Buck land) বকলাণ্ড হলে পাব্লিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই হলে "সাহিত্য পরিষদ" সভার ও চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।[৪]

বিশেষ উৎসব ও সভাসমিতি– ১৮৮৬/৮৭ ইংরাজিতে স্বনাম ধন্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উৎসব । ১৯০৭ সনে পেরেড ময়দানে প্রভিন্সিয়াল কনফরেন্স; ১৯০৮ ইংরেজীতে মিউনিসিপাল স্কুল প্রাঙ্গনে সাহিত্য কনফারেন্সের বিরাট অধিবেশন; ১৯১২ সনে মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহন উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপী মহোৎসব।

১৯১৮ ইংরেজীতে নন গেজেট ক্লাবে অল্‌বেঙ্গল কায়স্থ কন্‌ফারেন্সের বিরাট অধিবেশন হয়।[৫]

বর্ত্তমান কারবার স্থান–পশ্চিম দক্ষিণে–পতেঙ্গায় (লালীদয়ার) ব্রহ্মাঅইল কোম্পানীর ও জামাল ব্রাদাসের কেরোছিন তৈলের প্রধান (Tank); মহিষখালীতে প্রথমো কোম্পানীর এবং মাদারবাড়ীতে শেষোক্ত কোম্পানীর উক্ত তৈলের কারবার স্থান;[৬] রেলওয়ে ও ষ্টীমার সঙ্গম স্থল ডবলমুরিংয়ের রেলওয়ের প্রধান কারবার স্থান; ইহার কিঞ্চিৎ পূব্বে টার্ণার মরিষন কোম্পানীর ষ্টীমার ঘাট ও বাণিজ্য কুঠি তৎপর, ফিলিমুর, ষ্টীল ব্রাদাস, জামাল ব্রাদার্স, এম ডেভিড, রেলি ব্রদার্স, ও বুলক্ ব্রাদার্স প্রভৃতি বড় বড় ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদিগের বিস্তৃত বাণিজ্য কুঠী সকল, পুর্ব্বে সদরঘাট জেটীর পশ্চিম পার্শ্ব পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর তীরে বিদ্যমান। এতভিন্ন ইহাদের নিকটে ও অনতিদূরে বোম্বাই ধনী দিগের সুতা, চাউল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার জিনিসের বিস্তৃত কারবার আছে।

---

১. রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর এই শ্মশানে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ ও শ্মশান নির্ম্মান করায় সাধারণ লোকে ইহাকে অভয় মিত্রের শ্মশান বলে।

২. এইখানে প্রসিদ্ধ মিঃ হেরিসন সাহেবের শবদেহ কবর দেওয়া হইয়াছিল।

৩. যাত্রমোহন সেন ইহার জমি দান করিয়াছেন। ১৯১৯ ইংরেজীতে ইনি ময়মনসিংহ প্রভিন্সিয়েল কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেন্ট হন। এই হলের জন্য স্থানীয় মোক্তার লাইব্রেরী হইতে এককালে ৫০০ টাকা দান করা হইয়াছে ও রামু নিবাসী মহাত্মা খিজারী অনেক টাকা চাঁদা দিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

৪. মিউনিসিপাল ময়দানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। লালদিঘীর পশ্চিম পারে রিকেট ঘাট। ইহার সন্নিকট ইউরোপীয়ান সেসন জন মিঃ টোডেল সাহেবের শবদেহ দাহ করা হয়। এবং তথায় এক মুনমেন্ট নির্ম্মিত হইয়াছে। মিঃ রিকেট ১২০০ মঘির জরিপের সময়ে এই দেশে অনেক উপকার করিয়াছিলেন বলিয়া এই দেশীয় জমিদারগণ চাঁদা উঠাইয়া তাঁহার নামেই এই ঘাট দিয়াছিলেন।

৫. এই দেশে উপবীতী কায়স্থগণ দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন।

৬. এইখানে হইতে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে কেরোছিন তৈল সরবরাহ হয়।

চট্টগ্রাম নছিরাবাদ গ্রামস্থিত বায়জিদ্ বোস্তান দরগা ও তৎসংলগ্ন কচ্ছপীদিঘী

আন্দর কিল্লা, টেরিবাজার, বক্সীরহাট, লামারবাজার. রোডের উভয় পার্শ্বের, কোর্ব্বানিগঞ্জ আছদগঞ্জ রোড ও চাকতাইর উভয় কুলে দেশী বিদেশীদিগের ছোট বড় সুবিস্তীর্ণ কারবার চাকতাইর মুখ পর্যন্ত সংপ্রসারিত হইয়াছে।

মুদ্রন যন্ত্র

মিন্টা প্রেস, সারদযন্ত্র, সাধারন প্রেস, চন্দ্রশেখর প্রেস,. হার্ডিঞ্জ প্রেস, কোহিনুর, সরস্বতী, চট্টেশ্বরী, সনাতন ও সংশোধিনী প্রেস প্রভৃতি।

ফেরীঘাট– আন্তিমাহাম্মদ ও দির্ঘামন্যার ঘাট।

মিউনিসিপালিটী

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কর্ত্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম সহরের উপযোগিতা অনুভব করিয়া তাহার উন্নতি কল্পে ১৮৬৪ ইং জুলাই মাস হইতে উহাকে মিউনিসিপাল আইনের বিধানের অন্তর্গত করেন। সেই সময়, পূর্ব্বে চাকতাইর খাল উত্তরে চাকতাই নালা হইতে বিবিরহাটের উত্তর দিয়া নাছিরাবাদ পাহাড় পর্য্যন্ত পশ্চিম ও পশ্চিম দক্ষিণে নাছিরাবাদ হইতে খুলসী পাহাড়ের ধার দিয়া দেওয়ানের হাট লইয়া গোসাইর ডেঙ্গার পূর্ব্ব দিয়া কর্ণফুলী পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে ও দক্ষিণ পশ্চিমে কর্ণফুলী, নদী এই সীমান্তর্গত ভূখণ্ড মিউনিসিপালিটীর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ১৮৯৭ ইংরেজীতে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টেব হুকুম মতে[১] উত্তরে কতেকংশ পরিত্যক্ত হয় এবং ১৯১০ ইংরেজীর ডিসেম্বর মাসে ইষ্টারণ বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের [২] মঞ্জুরী অনুসারে পূর্ব্ব ও উত্তর পূর্ব্ব দিকে চাকতাইর পূর্ব্বকুল পর্য্যন্ত নুতন কতেকাংশ গৃহীত হইয়া মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত করা হয়। আবার ১৯১৬ ইংরেজীর এপ্রিল মাসে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের হুকুমানুসারে[৩] চাকতাই নালা পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ গৃহীত ভূখণ্ডের উত্তরে কতকাংশ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান সীমা ত্রিপুরা পাস্‌রোড হইতে পূর্ব্বমুখী আব্দুল্লা খাঁর লেইন ও তথা হইতে চাকতাই নালা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে উত্তরাংশের চাকতাই নালার পূর্ব্বধার এবং তদ্দক্ষিণে চাকতাইর জোয়ার কালীন জলাধার হইতে ২৫০ ফিট পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ ও পশ্চিমের সীমা পূর্ব্ববৎ। ইহার বর্ত্তমান পরিমাণ ফল ৪৬৪৯ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২৯০০০।

শাসনের সুবিধার জন্য এই মিউনিসিপালটি প্রথমতঃ চারিটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় তাহাতেও অসুবিধা হওয়ার পরে ১৯১০ ইংরাজীতে আরো একটি ওয়ার্ড বাড়াইয়া ইহাকে ABCD ও E এই পাঁচটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

মিউনিসিপাল পায়খানা ও পায়খানার টেক্স

১৯৭৫ ইংরেজীতে মিঃ কারকুট (T. M Kirkwood) কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপাল আইন এই নগরীতে প্রচলিত হইয়াছিল বটে কিন্তু

---

১. Bengal Goverment's Natifiction 5815 M, dated 29-12-1997.
২. E. B. and Assam Govt's No. 9416 M. dated 16-12-10.
৩. Bengal Govt's No. 1482 M. dated 18-4-16.

মিউনিসিপালটীর পায়খানার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কারকুট সাহেব প্রথমই মিউনিসিপালিটীর পায়খানার বন্দোবস্ত করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল ছিল কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল।

তিনি মিউনিসিপালিটির মধ্যে প্রথমতঃ সাধারণ পায়খানা (public latrene) স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, এই রকম ভাবে প্রস্তাব হইল যে সহরে সাধারণ পায়খানা তৈয়ার হইবে তাহাতে নগরবাসী নরনারী সকলেই পায়খানা যাইতে হইবে, না হইলে পুলীশ দ্বারা বাধ্য করা হইবে। সেই কালে অধিকাংশ নগরবাসীই মুসলমান; হিন্দুগণের কয়েকখানা বাসাবাটী মাত্র ছিল। সাধারণ পায়খানায় পর্দ্দানশীন মুসলমান স্ত্রীলোকগণকেও পায়খানা যাইতে হইবে শুনিয়া নগরে এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং তখনকার দিনের মিউনিসিপাল বোর্ডের মেম্বরগণের মধ্যেও মতভেদ হইল; করদাতা মুসলমানগণ মিউনিসিপাল অফিস ঘেরিয়া ফেলিল এবং উক্ত প্রস্তাবের পোষক মিউনিসিপাল কমিশনারগণের প্রতি উত্তম মধ্যম ব্যবস্থার বিলম্ব করিল না। ইতিমধ্যে সহরের চারি স্থানে চারিটী বৃহদাকারের পায়খানার গৃহ নির্মাণ হইল। পশ্চিম দেশ হইতে দলে দলে মেহতরগণ আসিতে আরম্ভ হইল; করদাতাগণ জিলার কমিশনার সাহেবের নিকট আপিল করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। (মিঃ লাউইস কমিশনার)। কিন্তু নগরবাসীগণ ছাড়িবার পাত্র নহে তখন তাহারা অগ্নিদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন বা (torch law) জারি করিলেন। তিনটী পায়খানায় একসময়ে দিনের বেলায় আগুন লাগাইয়া দিল। তিনটী পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল। মাত্র অফিসের সম্মুখের একখানা গৃহ অবশিষ্ট রহিল। তখন সহরের খ্যাতনামা জমিদার লালচাঁন চৌধুরী মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন, তিনি জিতিতে হিন্দুস্থানী (গুড়ী) হইলেও সহরে তাঁহার বসতবাড়ী সুতরাং মুসলমানগণের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং মিউনিসিপাল কমিটিতে নগরবাসীর পক্ষ হইতে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই ঘাড়ে দোষ চাপা পড়িল; তিনি ও আর কয়েকজন মুসলমান নেতা শান্তি রক্ষার জন্য (special constable) নিয়োজিত হইলেন। তিনি উক্ত কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাঁহাকে হুকুম অমান্য ও পায়খানার গৃহ জ্বালাইবার সহায়তাকারী বলিয়া ফৌজদারীতে সোফর্দ্দ করা হইল। তখন সহরময়, দেশময় এক মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। দলে দলে লোকের মুখে শুধু এই কথা; কে কি করিবে কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তখন গত্যন্তর না দেখিয়া খ্যাতনামা বারিষ্টার মনমোহনকে বিবাদীর পক্ষ সমর্থন করার জন্য নিযুক্ত করা হইল। তিনি চট্টগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিচারে লালচাঁন চৌধুরী খালাস পাইলেন, পায়খানার যবনিকা পতন হইল এবং এই সমুদয় বিষয় গবর্ণমেন্টের কর্ণগোচর হইল; মিঃ কারকুটকে ডিগ্রেট করিয়া জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেট পদ দিয়া ভিন্ন জিলায় বদলী করিয়া দিলেন। (সার রিচার্ডটেম্পল বাঙ্গালার লাট ছিলেন।)

ইহার পর আবার ১৮৯৩ ইংরেজীতে মিউনিসিপাল বোর্ডে পায়খানার টেক্স ধায্য করার প্রস্তাব করায় সেইবারও অনেক মিউনিসিপাল কমিশনার অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন

এবং কেহ কেহ ঠেঙ্গাও খাইয়াছিলেন। সুতরাং এইবারও উহা কার্য্যে পরিণত করা হইল না।

তারপর ক্রমে ক্রমে সহরে বিশেষ উন্নতি হওয়ায় সহর সম্পূর্ণরূপে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে সরিয়া আসিলে অনেক হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয়ান, প্রভৃতি নগরে বাসস্থান করেন। নগরের অধিকাংশ পূর্ব্ব বাসিন্দাগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া পল্লিগ্রামে চলিয়া যাওয়া নগরের অনেক উন্নতি আরম্ভ হয় এবং ১৮৯৬ ইংরেজীতে পায়খানার টেক্স ধার্য্য হয়।

জলের কল

চট্টগ্রাম পর্ব্বতময় প্রদেশ। এই সহরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক গুলি ঝরণা ছিল, উক্ত ঝরণা হইতে আপনা আপনি ভুগর্ভ হইতে দিন রাত জল উঠিত। এবং উক্ত জল অতি পরিস্কার ও মিষ্ট, নগরের গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকগণের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ছিল। উক্ত ঝরণাগুলির এমন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল উঠিত যে বদরঝরণা (বদরতালাও) জল সমুদয় রেলওয়ে কোয়াটারে কল দ্বারা বিতরিত হইত এবং শীতল ঝরণার জল কল দ্বারা সদরঘাট স্টীমারে নেওয়া হইত। ইহা ভিন্ন দোনালী ঝরণা, মুছয়া ঝরণা প্রভৃতি আরও অনেক ঝরণা আছে।

পল্টনের উত্তরাংশে লাটভবনের উত্তরধারে ১৯১৫ ইংরেজীতে জলের কল স্থাপিত হয় ও ১৯১৬ ইংরেজীতে মহাসমারোহে বর্ড কারমাইকেল মহোদয় উক্ত জলের কল প্রথম খুলিয়া দেন।

৪০০/৫০০ ফিট ভূগর্ভ হইতে কল দ্বারা জল উঠাইয়া উহা পরিষ্কার করতঃ নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের রিজার্ভ টেঙ্কে উঠান হয় এবং সেইখান হইতে সমুদয় সহরে বিলি হইয়া থাকে। এইজন্য গবর্ণমেন্ট মিউনিসিপালটীকে অনেক টাকা দান ও কতেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন।

Chronological table

A D	Collectors of Chittagong	
1760-61	Mr. Verelst, appointed 1st December 1760	
1761-62	ditto	
1762-63	ditto	
1763-64	ditto	
1764-65	Mr. Playdell	
1765-66	Mr. Chartton	General measurement and Assessment of the District
1766-67	ditto	
1767-68	ditto	
1768-69	Mr. Reed	

1769-70	Messrs Lane and Wilkins
1770-71	Mr. Wilkins. Measurement of Joynuggur Mehal and Lakhiraj
1771-72	ditto
1772-73	Mr. Bentley. Quinquennial settlement with farmers
1773-74	Messrs Reed and Walter (acting)
1774-75	Messrs Walter (acting), Goodwin, Cotes acting) and Bateman
1775-76	Messrs Batemen and Law
1776-77	Mr. Law, khas settlement
1777-78	Messrs Law and sumners
1778-79	Mr. Sumner
1779-80	ditto
1780-81	ditto
1781-82	Messrs Sumner and John Buller (acing) Khashal chand Wodadar
1782-83	Messrs Buller (acting) and Irwin. Udoyram Das Dutt farmer
1783-84	Mr. Irwin, khas settlement
1784-85	ditto
1785-86	Messrs. Irwin, John Buller (acting) and Croftes
1786-87	Messrscroftes, Dowde Swell (acting) and Shearman Bird
1787-88	Mr Bird Measurement of Joynuggur mehal Lakhiraj and turnufs in Nizampore
1788-89	ditto
1789-90	ditto
1790-91	ditto, decennial settlement, abolition of sayer
1791-92	ditto
1792-93	ditto
1793-94	Mr. Fryer permanent settlement
1794-95	ditto

Year	
1795-96	Messrs Fryer and Pierard
1796-97	Mr. Pierard
1797-98	ditto
1798-99	ditto. Measurment of Moiscal
1799-1800	Mr. Kerr
1800-1	Mr. Robert Kerr. Resumption of all noabad lands
1801-2	ditto — Measuremt and assessment of noabad
1802-3	ditto
1803-4	Mr. Robert Graham ·
1804-5	Mr. Francis Law (Junior) INstitution by ghosals of Suit for repossession
1905-6	ditto ditto
1806-7	ditto ditto
1807-8	ditto ditto
1808-9	Mr. Richard Owen Wynne
1809-10	Mr. Colin Shakespeare
1810-11	ditto
1811-12	ditto
1812-13	Mr. Richard Joseph Powell
1813-14	Messrs. Powell and John petty ward (acting)
1814-15	Messrs Powell, Richard Hunter (acting) and Charles Petterson
1815-16	Mr. Charles. Petterson. Decree of Sudder Court. 30th August 18125. Messurement of Ramino and Kutubdia.
1816-17	ditto
1817-18	ditto
1818-19	Messrs Petterson and Charles Mackenzie (acting) measurement and asseasment of Noabad
1819-20	Mr. Petterson
1820-21	ditto
1821-22	Mr. Henry walters
1822-23	Messrs Walters and William Norris Garrett (act-

	ing)
	Resumption of Kutubdia
1823-24	Mr. Charles Phillips
1824-25	ditto
1825-26	ditto. Measurement and assessment of Kutobdia
1826-27	ditto
1827-28	ditto
1828-29	ditto
1829-30	ditto
1830-31	Messrs. Phillips and Robert Wilson Maxwell
1831-32	Mr. John Inglis Harvey
1832-33	Messrs. Harvey and Robert Ellis Cunliffe (acting)
1833-34	Messrs Harvey of George Augustus chicheley Plowden (acting)
1834-35	Messrs Plowden (acting) and Harvey
1835-36	Mr. Harvey
1836-37	ditto
1837-38	Messrs Harvey, Adam Smith, Annad (acting) and Henry Thomas Raikhaes
1838-39	Messrs Raikes and Archibald Sconce
1839-40	Mr. Sconce
1840-41	Messrs Sconce and James Alexander (acting)
1841-42	Mr. Sconce
1842-43	ditto
1843-44	ditto
1844-45	ditto
1845-46	Messre. Sconce and CT Buckland (acting)
1846-47	Messrs f B Kempand. Buckland (acting)
1847-48	Mr. Sconce
1848-49	Messrs Sconce and Buckland (acting)

Surver and measurement of District. Resumption of lakhiraj and settlement of Noabad. 1814 to 1848 Commissioner Ship of Mr H Ricketts with powers of sudder board and Messrs J C Scott, C H Lushington and G D Wilkinsadditional Collectors.

1850-51	Mr. W J Aleen
1850-51	Messrs F C Fowle, J Spankie, R Hampton F C Fowle and Delatour (acting)
1851-52	Messrs F E A. Sambellas F I C Craster (acting)
1852-53	Mr. E I Trevon (Visit of Lord Dalhousie)
1853-54	Messrs T H Mangles F B Simson and J Spankie
1854-55	Messrs Spankie T E S Lillie and W H Handerson
1855-56	Messrs Spankie F Handerson
1856-57	Mr. S F Davis and Handerson
1857-58	Mr. Mr Mr. A Abererombie
1858-59	ditto
1859-60	Messrs Abercrombie F A W Bussel
1860-61	Mr. F D Ward
1861-62	ditto
1862-63	ditto
1863-64	ditto
1864-65	Messrs. Ward and A W Clay (acting)
1865-66	Mr. A Smith
1866-67	Messrs Smith R H Wilson and G L T Harris
1867-68	Mers Harris, Wilson and J C Geddes
1868-69	Geddes and R H Pawsey
1869-70	Pawsey V Irwin and H C B C Raban
1871-72	Mr. Clay
1872-73	ditto
1873-74	Messrs. Clay and J C veasey (acting)
1874-75	Messrs, clay and T M Kirkwood
1875-76	Mr. Kirkwood
1876-77	Messrs-Kirkwood, Veasey and H T Newberg
1877-78	MessrsNewberg and G M Currie
1878-79	Currie, Veasey, Currie, and H T S Cotton
1879-80	Messrs Mr. Cotton (and Messrs. A H Haggard and H T H Fasson, (acting temporarily)
1880-81	A Manson

Noabad resettlement still proceeding

1881-82 Ditto

1882-83 ditto

1883 84 ditto. C A Samuells (acting)

1884-85 C A Samuells (acting)

1885-86 A Manson

1886-87 A Manson S I Doreglas (acting)

1887-88 A Manson F A Slack (acting)

1888-89 A Manson F A Slack (ackting)

1889-90 F A Slack Mg C P Lamp (acting)

1890-91 R W Carlyle (acting) W old R W Carlyle (acting)

1891-92 Messrs Carlyle and G.P. Manisty

1992-93 do Carlyle, C H Allen

F A Slack

1893-94 Slack + C J Stevenson Moore+ Casper

1994-97 J D Anderson

1897-98Mr. Allen Mr. Anderson

1898-99 Mr. J H Lea

1-499 to 2-3-02	J.H. Lea
3-302 to 4-4-02	E. Geake
5-4-02 to 21-4-02	P E Commiade
22-4-02 to 4-8-02	E Geake
5-8-02 to 30-9-02	P E Commiade
1-10-02 to 20-10-03	E Geake
21-10-03 to 16-5-07	F P Dixon
17-5-07 to 30-6-07	P G Rozers
1-7-07 to 2-7-07	F P Dixon
3-7-07 to 14-1-08	P G Rozers
15-1-08 to 19 3 08	F N Fischer
23 5 08 to 22 5 08	A K M Abdus Sovan
29- 6-08 to 31-1-09	F N Fischer
1-2-09 to 16-8-10	J N Woodhead
17-8-10 to 11-11-10	C Tindall
12-11-10 to 25-11-10	A H Clayton

1910-1918	do
9-7-18 to 8-10-18	Jamson
9-10-18 1820	A H Clayton
	Mr Strong (at present)

উল্লিখিত মাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে মিঃ রিকেট, মিঃ কটন, মিঃ এলেন, মিঃ লী, মিঃ বকল্যাণ্ড, মিঃ এণ্ডার্সন, মিঃ ডিক্সন, মিঃ ক্লেটন্ ও কমিশনার, মিঃ কলিয়াব ও জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্ণিভিলী, মিঃ ফিলিমোর (জজ্), মিঃ গ্রীভস্ প্রভৃতির নাম এই জিলায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

১২০০ মঘীর জরিপ সময়ে মিঃ হারভে যে গোলযোগ করিয়াছিলেন, মিঃ রিকেট এই দেশে আসিয়া জমিদারগণের সহিত তাহার সুবন্দোবস্ত করেন। এবং মিঃ হারভের কঠোর নীতির পরিবর্ত্তে তিনি আপন সদয় ব্যবহারে প্রজাসাধারণের প্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন। এইজন্য দেশীয় জমিদারগণ চাঁদা উঠাইয়া তাঁহার নাম এইদেশের লোকের স্মৃতিপটে রাখিবার জন্য লালদিঘীর পশ্চিম পাড়ে তাঁহার নামে একখানা পাক্কা ঘাট (রিকের্টঘাট) দিয়াছিলেন। লালদির্ঘীর দক্ষিণ পাড়ে "বকলাণ্ড ঘাট" এই দেশীয় জনৈক সদাগর তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দিয়াছিলেন।

মিঃ কটন চট্টগ্রামের রেভিনিউ ইতিহাস (Catton History) লিখিয়া গিয়াছেন। মিঃ এলেন, জরিপ সম্বন্ধে মিঃ শ্লেক যেই সমুদয় ক্রটী করিয়াছিলেন, ঐ সমুদয় অনেক সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং Settlement final report লিখিয়া গিয়াছেন। মিঃ এণ্ডার্সন Chittagong Proverbs" সংগ্রহ করাইয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করতঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইনি বঙ্গভাষায় বিশেষ সুপণ্ডিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সদস্য। ১২৫৯ মঘীর ঝটিকায় (Cyelone) চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশ জলপ্লাবন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সহস্র ২ নরনারী ও সহস্র ২ গো মহিষ নষ্ট হইয়াছিল। তখন কমিশনার মিঃ কর্লিয়ার, মিঃ এলেন ও মিঃ এণ্ডার্সন একত্র হইয়া গবর্ণমেন্টে লিখিয়া অনেক টাকা নিঃসহায় প্রজাগণকে দান করিয়াছিলেন এবং চাষের জন্য অনেক টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। মিঃ ডিক্সন ঐ সমুদয় দেশে যাইয়া আপন হাতে শত শত নর নারীর মৃত শব দেহের সৎকার করিয়াছিলেন এবং ঝাটকাপীড়িত লোকগণের বিশেষ সুবিধা ও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মিঃ লী, সীতাকুণ্ড তীর্থ যাত্রিগণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মিঃ কটন, মিঃ লী ও ডিক্সনের প্রতিকৃতি সর্ব্বসাধারণের ব্যয়ে অত্র কালেক্টর সাহেবের এজেলাসে প্রাচীর গাত্রে সংস্থাপিত করা হইয়াছে।

HISTORY OF CHITTAGONG

Vol. I

PART III

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

তৃতীয় ভাগ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথমখণ্ড

তৃতীয় ভাগ

বিষয় পত্রাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রামের ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বিশেষ বিবরণী

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র চট্টলভূমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত এবং ভূমিকম্প ও ঝঞ্ঝাবাতে বহুবার ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইলেও ইহা চির সৌন্দর্য্যময়ী ও চিরমনোমোহিনী। প্রকৃতি সুন্দরী যেন তাঁহার স্নেহ হস্ত দ্বারা নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব সুষমায় সজ্জিত করিয়া ইহাকে প্রীতিমধুর নিকেতন করিয়া রাখিয়াছেন। এমন শৈলসাগর সম্মিলিত শস্যশ্যামলা চিরহরিদ্বৃক্ষ শোভিত নদী নির্ঝর পূর্ণ ষড় ঋতু বিরাজিত-স্থল জগতে অতি বিরল। মহাকবি কালিদাসের শৈল সাগর বর্ণনা[১] পাঠ করিলে অনুমান হয় তিনি একবার এই দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ফেণী, কর্ণফুলী, শঙ্খ প্রভৃতি বড় নদী, শ্রীমতী, মন্দাকিনী বরুণী প্রভৃতি অসংখ্যা সরিৎ প্রবাহ ইহাকে এত শষ্য শ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে যে তদ্দৃষ্টে মহাকবি মধুসূদনের বঙ্গদেশকে "শ্যামা জন্মাদে" ডাকিবার কথা মনে পড়ে। ইহার কোথাও গগনভেদী শৈলশৃঙ্গ, কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমূহ নভোমণ্ডলে মস্তক উত্তোলন করিয়া উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে উঠিতেছে। আর কোথাও বা সমুদ্রের ভীষণ উর্ম্মিমালা বেলা ভূমি আঘাত করতঃ পঞ্চতরঙ্গে নাচিয়া ২ পর্ব্বত পাদদেশ চুম্বন করিতেছে। আবার কোথাও বনপাখির কুজন, কোথায়ও বা সুমধুর পুষ্পগন্ধে পথিকের মন প্রাণ বিমোহিত করিতেছে। ইহার কোথাও বা আগুন, কোথাও বা জল, এবং কোথাও বা জলে আগুন এমন বিস্ময়কর স্থান ধরাতলে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

---

১. "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী তমালতালীবনারাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বু রাশে র্ধারা নিবদ্ধের কলঙ্করেখাঃ
রঘুবংশন, ত্রয়োদশ সর্গঃ।

এমন ফল ফুল সুশোভিত নানাবর্ণের তরুরাজি বিরাজিত নবদুর্ব্বাদল পূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র-মণ্ডিত ধন-ধান্য-পূরিত দেশ আর কোথায়? বোধ হয় সেইজন্যই ইহার নাম আদর্শদেশ বা রম্যভূমি।

ইহার কোথায় কৃষকগণ লাঙ্গলে জমি চষিতেছে কোথাও বা ফসল উঠাইতেছে এবং কোথা বপন করিতেছে নাবিকগণ সারি গান ধরিয়া ক্ষেপণী বিক্ষেপে নৌকা বাহিতেছে, ধীবরগণ মাছ ধরিতেছে, সদাগরগণ পাল দিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে, তাতি, যোগী বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সূত্রধরগণ কাঠ কাটিতেছে, ছাতিয়ালগণ বাঁশের ছাতি জমুর বানাইতেছে, জুমিয়াগণ থুরুঙ পিঠে পাহার হইতে ফসল নামাইতেছে আর ব্যাপারিগণ হুজুকে পড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। এমন ব্যবসা এমন বাণিজ্য, এমন কৃষি দেখিলে এই দেশ বাঙ্গালার অন্যান্য দেশ হইতে কিছুতেই খাট বলিয়া অনুমান হয়না।

প্রাচীন পল্লীচিত্র

পুরাকালে (এমন কি রাঢ়ীয়গণের এদেশে আগমনের পরও) দেখা যায় চট্টগ্রামের পল্লীবাসীগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। কয়েক গ্রাম মিলিয়া এক একটা সমাজ গঠিত হইত, প্রত্যেক সমাজে এক একজন নেতা বা পঞ্চাইত(Head man)থাকিত। গ্রামের বিবাদাদি উক্ত নেতাই মিমাংসা করিতেন, তাঁহার মিমাংসা সকলেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিত। সুতরাং তখনকার পল্লীগ্রামে কোন অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারিত না। এখনও নিম্ন স্তরের সমাজে সেই কালের সালিসি প্রথার আভাষ দৃষ্ট হয়।

মুসলমানদের মধ্যে ঐ সমাজকে মাহাল্লা বা মাহালত ও নেতা বা হেডমেনকে (Head man) সর্দ্দার বলে। ইহাদের মধ্যে ও এইক্ষণে এই প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের ঐ সকল সমাজে সিড়ির প্রথা ছিল। এখনো তাহার নমুনা বিদ্যমান আছে। তখনকার দিনেও বংশ মর্য্যাদা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত নিমন্ত্রণাদিতে মর্য্যাদানুসারে বংশের ব্যক্তিই সিড়ির বা লাইনের ১ম স্থানে বসিতেন। মুসলমানগণ উহাকে "শির" বলিয়া থাকে। কোন মেলা মজলিসে এ প্রধান ব্যক্তিগণকে এক একটি তাকিয়া বা গের্দ্দা দেওয়া হইত। সমাজে কাঁহারা '! গের্দ্দা' পাইবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তজ্জন্য কোনরূপ গোল-যোগের আশঙ্কা ছিল না। প্রধান ব্যক্তিরা বসিয়া গেলে অন্য লোক তাহার পর পর বসিয়া যাইত।

দীঘি পুকুর প্রতিষ্ঠা করা সেই সময়কার লোকে একটী প্রধান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিত। এই ধর্ম্ম পূর্কৃত্তিটী তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়মূল ছিল যে জনসাধারণকে এমন কি পশু পক্ষীকে পর্য্যন্ত নির্ম্মল জল পান করাইতে পারিলে তাহাতে অগাধ পুণ্য সঞ্চয় হয় মনে করিত। এই কারণে এইদেশে এত অধিক সংখ্যক দীঘি পুকুর দেখা যায়। এইরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। চট্টগ্রামে তখনকার দিনের হিন্দুগণ ও মুসলমানগন বিশেষ ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় ছিল।

পল্লীবাসীগণ এইরূপে সমাজবদ্ধ হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত; কোন প্রকারের অভাব ছিল না। টাকায় ৮/০ মন পর্যন্ত চাউল বিক্রীত হইত। দেশীয় সূতায় দেশীয় জোলা দ্বারা নির্ম্মিত কাপড়ই ব্যবহৃত হইত। মোপা ভাত মোটা কাপড় এবং খাল পুকুর ভরা মাছ যথেষ্ট ছিল। কোনরূপ অভাব অসুবিধা ছিল না। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে একখানা দাও লইয়া উঠিলে যথেষ্ঠ লাকরী প্রভৃতি পাওয়া যাইত। তখন রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল না।

তখনকার দিনে সমস্ত জিনিষই অতি সুলভে পাওয়া যাইত। বিনিময় প্রথাও ছিল। বর্ত্তমান সময়ের মত টাকা পয়সার এত ছড়াছড়ি ছিলনা তখন "কড়ি"র ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হাট বাজার খরচ প্রায় "কড়ি"র দ্বারাই চলিত। এক আনার (২০ গণ্ডা) 'কড়ি লইয়া হাটে গেলে মাছ, তরি তরকারী, তৈল লবন প্রভৃতি আবশ্যকীয় প্রায় জিনিষই কিনিতে পারা যাইত। অতি অল্পায়াসেই মজুর পাওয়া যইত। মজুরের মাহিনা ছিল 'পেটেভাতে', "আনাখানা হইলে বেশী; কিন্তু যাহারা অধিক খাইতে পারিত তাহাদেরই সমধিক আদর ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে অনেকে ২-২ সের পর্য্যন্ত চাউলের ভাত খাইতে পারিত। তখনকার দিনে বলের (শক্তির) বিশেষ সমাদর ও পুরষ্কার ছিল। নাগরিক জীবন বা Town life তাহারা আদৌ ভালবাসিত না। আমোদে আহলাদে সকলে মিলিয়া মিশিয়া নিষ্কেলাঙ্কারে গ্রাম্যজীবন যাপন করাই তাহারা অধিকতর পছন্দ করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে নব্যশিক্ষিত বাবুরা তাহারা সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রাম্য জীবন তাঁহারা মোটেই ভালবাসেন না। সপরিবারে সহরে বাস করা তাঁহারা জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই সাধের ও শান্তির আধার পল্লীগ্রাম এখন শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সেই সময়ে পল্লীগ্রামে অনেক ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। নিঃসন্তান গ্রামবাসীদের অনেকে জীবিতাবস্থায় নিজ 'কর্ম্ম' ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত। ইহাকে "জিয়ৎ কর্ম্ম" বলে। প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও অনেক হইত। এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত ও "জিয়ৎ কর্ম্মে" যে টাকা উৎসর্গীকৃত হইত তদ্বারা গ্রামের রাস্তা ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত ও মেরামত করা হইত।

অনেক জায়গা অনাবাদী ছিল এবং গ্রামে গোচবণভূমি যথেষ্ট ছিল। ধেনুগণ সমধিক পয়স্বিনী ছিল। দুগ্ধ বিক্রীর প্রথা প্রায়ই ছিল না। যখন ঐ প্রথা প্রচলন আরম্ভ হয় তখনও টাকায় ২ সের করিয়া দুগ্ধ বিক্রী হইত। আমাদের বয়সেও টাকায় ৬ সের হইতে। আমাদের বয়সে ও টাকায় ।৬ সের হইতে ।০ বিশ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ বিক্রী হইতে দেখিয়াছি। আর এখন টাকায় ৪/ সের ৫ করিয়া দুগ্ধ বিক্রী হইতেছে তাহাও আবার জলমিশ্রত। সাধারণ গোচারণ ভূমি নাই বলিলেও হয়।

শিক্ষা-পুরাকালে গুরুঠাকুরী শিক্ষা প্রণালীই দেশে সবিশেষ প্রচলন ছিল। প্রত্যেক গ্রামে বড় ২ বাড়ীতে এক একটী পড়াইবার স্থান বা চোয়াড়ি ছিল। তথায় এক একজন গুরুঠাকুর বা শিক্ষক নিয়োজিত হইত এবং নিকটবর্ত্তী বালক বালিকাগণ তথায় আসিয়া অধ্যয়ন করিত। শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া বিদ্যারম্ভ করা হইত। তখনকার দিনে হিন্দুর প্রত্যেক কাজই ধর্ম্মমূলক ছিল। প্রথম বিদ্যারম্ভের সময় বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেবী সরস্বতীর

অর্চ্চনা করিয়া তাঁহারই সম্মুখে পুরোহিত মহাশয় পিড়িতে ধুলা দিয়া তাহাতে ঘিলা দ্বারা ১মতঃ শ্রী এর মতন একটী অক্ষর লিখিতেন। ইহাকে "আঁজি" বলে ; বোধ হয় উহা সিদ্ধিদাতা গণেশের শুণ্ডচিহ্ন। তৎপর কয়েকটী বর্ণমালা লিখিয়া বিদার্থী বালককে পাঠাভ্যাস করান হইত। এবং হাতে ধরিয়া সেই সকল বর্ণমালা লিখান হইত। ইহাকে "হাতে খড়ি দেওয়া" বলে।[১] তদন্তর দেবীর মুখে বালককে প্রণত করাইয়া তাঁহার নিকট সুবিধার প্রাথর্না করা হইত। প্রায় সাধারণতঃ বালকের পঞ্চম বর্ষেই এইকার্য্য সম্পন্ন হইত। তাহার পর বালককে গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠান হইত। সেখানে প্রথম লেখা কলাপাতাতে কিম্বা তালপাতেই নিষ্পন্ন হইত। তাহাতে অক্ষর সকল আঁকিয়া দেওয়া হইত এবং বালকেরা তাহা কালী দিয়া 'মশ' (Practice) করিত। এইরূপে বর্ণমালা, ফলা, সংযুক্তাক্ষব ও বানান প্রভৃতি লিখা ও পড়া ঐ কলাপাতাতে বা তালপাতাতেই নিষ্পন্ন হইত। তৎসঙ্গে ২ মুখে মুখে রামায়ণী মহাভারতীয় কথা এবং নানা নীতিগর্ভ শ্লোক ও দেবদেবীর বন্দনা ইত্যাদি শিখান হইত। নাম্‌তা, পণকিয়া, কুয়াকিয়া প্রভৃতি ও মঘিকালি, সাহি কালি, কুয়া কালী শুভঙ্কর কালী,সহরতিলক ইত্যাদি নানা প্রকার অঙ্কও এতৎষঙ্গে শিখান হইত। পাট্টা কবুলিয়ত ও চিঠি পত্রাদি লিখার ও জমিদারী, মহাজনীর হিসাব রাখার প্রণালীও এই গুরুমহশায়ের নিকট শিক্ষা হইত। হাতের লেখা ভাল করা একটী কৃতিত্বের কাজ ছিল।

সেই সময়ে ছাপার কোন বহি ছিল না। সর্ব্বপ্রকার পুস্তক পুথিই হাতের লিখা ছিল। পুথি লেখা তখনকার দিনে একটী প্রধান কাজ ছিল। তালপাতায় বা দেশীয় হলদে কাগজেই পুথি সকল লিখিত হইত। ঐরূপ অনেক পুথি এখনো অনেক গৃহস্থের বাটীতে আছে।

এইরূপে গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা শেষ ইহলে কেহ ২ নিকটবর্ত্তী টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিত। নতুবা এইখানেই লেখাপড়ার শেষ হইত। ইহাতেও একজন পাঁকা কায়েৎ হইতে পারিত। রামায়ণ, মহাভারত ও অপরাপর পুথি পাঠ এবং লেখাপড়ার যাবদীয় কাজ ইহাদের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারিত। এমন কি ইঁহাদের মধ্যেই অনেকে নানা পুথি বারমাস ও গান প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কোন কোন গ্রামে টোল ছিল কিন্তু তাহার সংখ্যা বড়ই কম। ঐ সকল টোলের শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া কেহ ২ নবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে অধ্যয়ন করতঃ পণ্ডিত হইয়া আসিত।

বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশের আরব বণিকগণের আগমনে এবং পরে পরে মুসলমান বাদশাহ এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলে তাহাদের সংশ্রবে আরবী পারসীতে ও অনেকে কৃতবিদ্র হইয়া উঠেন এবং অনেক গ্রামে মাঝে ২ উহার শিক্ষার্থ পাঠশালা বসিত এবং হিন্দু গুরুঠাকুরের নিকট মুসলমান বালকগণ এবং মুসলমান মির্জির নিকট হিন্দুবালকগণ আরবী পার্শী শিক্ষা করিত।

---

১. নব্যশিক্ষিত বাবুদিগের মধ্যে এই "হাতে খড়ি দেওয়ারঃ প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়ছে বলিলে হয়। এখনো নব প্রসূত সন্তানের জাতগণনার সময় গণকেলা গণনা আরম্ভের সময় পিড়িতে ধূলা দিয়া তাহাতেই প্রথম শুভ গণনা আরম্ভ করিতে দেখা যায়।

তখনকার দিনে বালকগণের শাসনার্থ গুরুমহাশয়েরা বেতের পরিবর্তে "চুর্চ্চা" ব্যবহার করিত।*

গুরুমহাশয়ের মাহিনা তেমন অধিক কিছু ছিল না। যেই দিনকার যাহা সামান্য উপঢৌকনই এবং বৎসরান্তে সামান্য পরিতোষিকই তাহার মাহিনার কাজ হইত। পূর্ব্বকালে তেমন বড় স্কুল কলেজ ছিল না। বর্ত্তমানে সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কৃপায় দেশে অনেক স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়া বিদ্যাস্রোত দেশে প্রবলবেগে সংপ্রসারিত হইতেছে।

তখনকার দিনে চট্টগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার প্রথাও সাধারণ ভাবে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মত তাহারা উপন্যাস পাঠ করিত না। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ, সাবিত্রী, সীতা ও বিপুলা চরিত এবং শ্রীমন্তের চৌত্রিশা, কালীর চৌত্রিশা, খুলনার চরিত্রপ্রভৃতি মুখস্থ করিত। অনেক মেয়েরা ছেলে ভুলানো ছোট ২ ছড়া সকল রচনা করিত। মুসলমানের মেয়েরাও মিজ্জির নিকট সামান্য ২ আরবী পার্শী শিক্ষা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণের শ্লোক সকল মুখস্থ করিত এবং কোরাণ শরিপ পাঠও করিত। এখনো মুসলমান সমাজে এই প্রথা প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়।

উপকথা-(পরম্ কথা) পুরাকালে ঠান্ দিদিরা বা ঠাকুর দাদারা সন্ধ্যাকালে নাতি নাতিনীকে লইয়া আরামে উপবেশন করতঃ বারইয়ার গল্প কাঁইচা সুন্দরীর কথা, রাক্ষস রাক্ষসীর গল্প বিহঙ্গমা, বিহঙ্গমীর কথা প্রভৃতি নানা প্রকার মনমুগ্ধকর গল্প হেঁয়ালি সকল বলিতেন। এখন অনেকে ঐ সকল পুরাতন গল্প সকল সংগ্রহ করিয়া "ঠাকুরদাদার ঝুলি" প্রভৃতি পুস্তক বাহির করিতেছেন।

ব্যায়াম-তখন ব্যাট্‌বল ফুটবল খেলা ছিল না। 'হেরে ডুগ্, ডুগ', 'মহিলদাইর' (পরখেলা) লুকোচুরি, কুস্তখেলা, দড়িখেলা, দুধ্যা, বাঘমহিস্ ঘিলা খেলা, ধক্কন, নৌকা খেলা ও ডন প্রভৃতি খেলা বা ব্যায়াম।

খেলা-বাঘপয়ার, দশ পঁচিশ, কৈট, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল; পরে ২ মোগল পাঠান খেলাও অধিকার লাভ করে। ছোট ২ বালক বালিকাদের মধ্যে িযানাচনী, ধাপ্পা, উট্টা, নুনচুরণী প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। রাখাল বালকগণ ডাঙ্গা খেলা, সাতগর্ত্ত, ধাপ্পা, চরচরি প্রভৃতি খেলায় বড় আমোদ অনুভব করিত। এখনো তাহাদের মধ্যে সেই সকল প্রচলিত আছে দেখা যায়। ঘুড়ি উড়ান খেলা তখনও ছিল। সাধারণতঃ তিন প্রকারের ঘুড়ি ব্যবহার হইত, যথা ঢাকুর, তেলনা, সাপ ঘুড়ি। দেশীয় কাগজ দ্বারাই ঐ সকল ঘুড়ি নির্ম্মিত হইত। ছেলেরা "গুণ্ডিপাতা" (ঘুড়িপাতা) দিয়াও একরকম ঘুরি তৈয়ার করিয়া খেলিত।

আমোদ প্রমোদও ধর্ম্মকার্য্য-দেশে তখন অন্ন চিন্তা ছিল না। সুতরাং আমোদ প্রমোদ যথেষ্টই ছিল এবং যেই সময়ের যাহা ধর্ম্মকার্য্য প্রায় সমস্তই নিযমিত রূপে অনুষ্ঠিত হইত। একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে কোন প্রকার অন্যায় বা কুরুচিপূর্ণ আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান

*কয়েকটী নারিকেল পাতার শলা একত্রে বোঁধা বাঁধিয়া বেতের মতন করা হইত। ইহাকেই "চুর্চ্চাঃ বলে।

হইত না। প্রত্যেক আমোদ প্রমোদের সঙ্গে ধর্ম্মের নৈকট্য সম্পর্ক রক্ষিত হইত। আবার প্রায় ধর্ম্মকার্য্যের সঙ্গে কিছু না কিছু বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের যোগ থাকিত।

চট্টগ্রামের রচিত মনসার ভাসন, জাগরণ, মহাভারত প্রভৃতি এবং রামায়ণী কথা মহাসমারোহে পঠিত ও কীর্ত্তিত হইত।

ধর্ম্মকার্য্য–বুড়াবুড়ীরা পুরাণ পাঠ শ্রবণ বড় ভালবাসিত। হিন্দুদের অনেক ব্রত নিয়মের প্রচলন ছিল। অরণ্য ষষ্ঠী, সাবিত্রী ব্রত, গঙ্গা পূজা, রথ যাত্রা, ঝুলন, মসনা পূজা, পিপীতকব্রত, ললিতা সপ্তমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তাল নবমী, অনন্তব্রত, জন্মাষ্টমী, মহালয়া, নবান্ন, দুর্গাপূজা, কোজাগর পূর্ণিমা ব্রত বা লক্ষ্মীব্রত, কালীপূজা, মহালক্ষ্মীপূজা, দীপমালা ব্রত, কার্ত্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা [১] রাসপূজা ধান্যপূর্ণমাসির লক্ষ্মীব্রত, সরস্বতীপূজা, সূর্য্যব্রত, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত, সত্যনারায়ণ ব্রত, দোল, রামনবমী, ক্ষেত্রপাল, ধ্বজ, চড়কপূজা প্রভৃতি প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইত এতদ্ভিন্ন আরো অনেক ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালিত হইত। মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত, শনি-পূজা, শীতলা ও জোয়ালাকুমারী পূজা, মহাকাল পূজা, ঈশ্বর ঠাকুরের ব্রত, সুবচনী, আশ্বিন কুমারীর ব্রত, সঙ্কটার ব্রত, ষোড়শ লক্ষ্মী ব্রত, অষ্টমঙ্গলা ব্রত আরো কত রকমের পূজা ও ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠিত হইত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অমরপক্ষ বা প্রেতপক্ষে পিতৃ তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত ও প্রতিপালিত হইত। আর এখনকার নব্যশিক্ষিত বাবুদের নিকট ইহা উপেক্ষার জিনিষ ইহয়া পড়িয়াছে। মুসলমানদের মধ্যেও গাজির গান, হাইদ দানা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ ও মহরম ইদ, ওয়াজ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য বিশেষ জাক জমকের সহিত সম্পন্ন হইত।

চড়কপূজা হিন্দুদিগের বৎসরের শেষ পর্ব্ব। সুতরাং উহা বেশ আমোদ প্রমোদের সহিত সম্পন্ন হইত। পূজার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই নানারকম সং ঢং বাহির হইত। ঐ সকল সং এর মধ্যে "হরগৌরীর বিবাহ"ই প্রধান। এতদ্ সম্পর্কীয় তখনকার দিনের একটী ছড়া এখনো মাঝে ২ শুনা যায়। যথা–

"আজ গৌরার মাসমঙ্গল, কালি গৌরার বিয়া,
গৌরারে নিতে আসে পুষ্প চন্দন দিয়া;
সবে বলে বুড়া শিব, মুই বলি তুরুণা,
আলো দিয়ে চাহে বুড়ার চুল দাঁড়ি পাকনা"। ইত্যাদি।

ঐ চড়ক পূজা উপলক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসকাণ্ড, মুখা নাচান, পুতলা নাচান প্রভৃতি আরো নানারকম আমোদ প্রামোদের অনুষ্ঠান হইত।

তৎপর পূজার দিন সমাগত হইলে অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিন-মহা বিষুব সংক্রান্তির দিনে, গ্রামে ২ বা কয়েকটী গ্রাম একত্র হইয়া একটী গ্রামে মেলা বসিত; বিশেষ জাঁক জমকের

১. চট্টগ্রামে "জগদ্ধাত্রী পূজারঃ অনুষ্ঠান কিছু কম দেখা যায়। নবাগ্নি, পঞ্চাগ্নি, রুদ্রাগ্নি, মহান্নদান, মন্দির প্রতিষ্ঠাও হইত।

সহিত সেইখানে মঙ্গলময়–মঙ্গলবিধাত্রী দেবতা শিবশক্তির পূজা হইত। মেলার মাঝখানে একটি গাছ পুতিয়া সন্ন্যাসী ঘুরান হইত। এখনকার দিনের ন্যায় সেইখালে পুতুল ঘুরান হইত না। ঐ সকল সন্ন্যাসগাছে সন্ন্যাসী ঘুরিবার লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল গাছের অগ্রভাগে এক প্রকার কল সংযুক্ত করিয়া তাহার উভয় দিকে ঝুলায়মান দড়ীর একটীতে লৌহ শলাকার বরশীর মতন কালভূশ নামক এক প্রকার কড়া বাঁধা থাকিত; তাহা ঐ লোকের পিঠের চামড়া ফুরিয়া গাঁথিয়া দেওয়া হইত এবং পরে বহুলোক মিলিয়া খুব আমোদের সহিত তাহাকে ঘুরাইত। কিন্তু ৪০/৪৫ বৎসর হইল মাঝে ২ গাছেব কল ভাঙ্গিয়া অনেক সন্ন্যাসী আহত হওয়ায় সেই সময় হইতে ঐ সন্নাসী ঘুরান প্রথা উঠিয়া যায়।

ঐ সকল মেলাতে নানাপ্রকার তামাসা ও কুস্তি খেলার অনুষ্ঠান এবং বলীদের বলের পরীক্ষা হইত। তখনকার দিনের বলীর এবং বলের বড় আদর ছিল। চট্টগ্রামের অনেক খ্যাতনামা বলী বা পালোয়ান ছিল। সুন্দব বলী প্রভৃতির বলের বা কুস্তি খেলার গল্প উপন্যাসের মত মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময়জনক। বলীদের একটী গোষ্ঠী এখনো শাকপুরা গ্রামে আছে দেখা যায়।

যাত্রাগান, সখের গান, ফুপাত, কবির পাল্টা, পুতল নাচ, দোলযাত্রায় বেড়ার ঘর পোড়া এবং বাজি পোড়ান প্রথমা প্রচলিত চিল।

যাত্রাগান, সখেব গান, ফুলপাত, কবির পাল্টা, পুতুল নাচ, দোলযাত্রায় ভেড়ার ঘর পোড়া এবং বাজি পোড়ান প্রথা প্রচলিত ছিল।

এতদ্ভিন্ন মহিষের লড়াই, বৃষের লড়াই দিয়া মুসলমানগণ বিশেষ আমোদ অনুভব করিত। এখনো মাঝে ২ তাহাদের মধ্যে ইহার অনুষ্ঠান দেখা যায়।

বিবাহাদিঃ–তখনকার দিনে এদেশে বিবাহে পণ প্রথা আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। ঘটক প্রথা প্রচলন ছিল। বরের পক্ষের লোকেই ঘটক নিযুক্ত করিতে হইত। ঠিক এখনকার দিনের মতই সেই সময়ে কন্যার বাজার ত্রভ সস্তা ছিল না, এবং বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া পিতামাতাকে দিনরাত অশ্রুপাত করিতে হইতনা। বরঞ্চ বরের পক্ষের ঘটককেই গ্রামে২ ঘুরিয়া বিবাহোপযোগী বংশের কন্যা ঠিক করিতে হইত এবং কন্যা পক্ষের যাবতীয় যাজক্যা (যাজনীকের প্রাপ্য) খরচ বরপক্ষকে বহন করিতে হইত। কন্যা ঠিক হইলে কন্যাপক্ষের লোক যাইয়া বরের ঘর বাড়ী দেখিত, জায়গা জমির অনুসন্ধান লইত এবং অবশেষে বরের লেখাপড়ার পরীক্ষা হইত। পরীক্ষার প্রণালীতে এইরূপ প্রশ্ন থাকিত। যথা–কোন্ ঘাটা? কোন্ ফোঁটা? কোন ঝোঁটা? ইত্যাদি সাধারণতঃ পূর্ব্বমুখী ঘাটারই সর্মাধিক আদর ছিল। ঘরের ভিটি উচু না হইলে ও পূর্ব্বমুখী ঘাটা না হইলে কন্যাবিবাহ দিতে অবস্থাপন্ন লোক বাজি হইত না। এইরূপে বর পছন্দ হইলে শুভদিন দেখিয়া বিবাহের জবাব দেওয়া হইত, এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে ক্ষমতানুয়ায়ী জাঁক জমক ও আমোদ প্রমোদের সহিত যথাশাস্ত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত। বরপক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণ "শিকলী" দিয়ে বরকে আশীর্ব্বাদ করার প্রথা

তখন হইতে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলন অতি কমই ছিল। কিন্তু ক্রমে ২ সেই প্রথা সমাজে বিশেষভাবে প্রবেশ লাভ করে। যদিও বর্ত্তমানে সেই প্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে এবং ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকের মধ্যে প্রায়ই উঠিয়া যাইতেছে কিন্তু সর্দ্দারদের (বেহারাদের) ও নাপিতদের মধ্যে এখনো অতি অল্প বয়সের বালিকা বিবাহ বিশেষ প্রচলিত আছে।

জলভরাণ, কড়াইর চাউল ধোয়া, পাটে ধরা, সোহাগ কাটা প্রভৃতি কয়েকটী বিবাহাঙ্গিক কৌলিক প্রথা তখনকার দিন হইতে প্রচলন ছিল। ঐ সকল কার্য্য স্বীয় ২ গোলাম বা চাকরাণ প্রজা (স্ত্রী পুরুষ) দ্বারাই সম্পন্ন হইত।[১] বিবাহের পূর্ব্বাহ্নে প্রতিবেশীগণের বাড়ীতে বাটীপূর্ণ তৈল ও বাতাসা বিতরণে উৎসব করার রীতি ছিল। মেয়ের বাপের বাড়ীতে বর যাইয়া বিবাহ হইলে তাহাকে চলন্ত বিবাহ এবং মেয়ে আনিয়া বরের বাড়ীতে নামাইয়া বিবাহকে নামাইয়া বিবাহ বলিত। বর ও কন্যার মাথায় মুকুট ও মাত্তইন ব্যবহার হইত।

দাসদাসী—পূর্ব্বাপর ঘটনা পরম্পরা ও অবস্থা বিপর্য্যায় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় 'দাস প্রথা" তখন এদেশেও প্রচলিত ছিল। অনেকে টাকার দায়ে আবার কেহ কেহ সাময়িক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হইয়া আত্ম বিক্রয় বা ছেলেমেয়ে বিক্রী করিত। ভিন্ন দেশ হইতেও অনেক দাস দাসী খরিদ করিয়া আনা হইত; ক্রমে যখন তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের অনেককে মুনিবেরা ভবণপোষণোপযোগী জায়গা জমি দিয়া স্থাপিত করিল। ইহা দিগতে হইতে গোলাম (মানুষ) বা চাকরাণ প্রজার উদ্ভব। তাহারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে স্বীয় ২ মুনিরের বাড়ীর বিবাহ, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে বিনা মাহিনায় সমস্ত কার্য্য উঠাইত। ঐরূপ ব্রাহ্মণের গোলামকে "বামন ডিঙ্গর" বলা হইত। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু সেই প্রথা ক্রমে ২ রহিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিবাহে জল ভরান, পাটে ধরা প্রভৃতি কার্য্য ইহাদের স্ত্রী পুরুষ দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাদেরই স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে মেয়ে খোজা যাইত। বর্ত্তমানে অনেক গোলাম বা চাকরাণ প্রজা সময় ও সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের মুনিবের বাড়ী ভিটা পরিত্যাগ করিয়া "ধাইয়া" শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত হইতেছে।

মুনিবেরা যে সকল দাসীকে আপন ২ গৃহ কর্ম্ম সম্পন্ন করণার্থ পরিবার ভুক্ত করিয়া রাখিয়া দিত, তাহাদের হইতে আবার দুইটী সঙ্কর বর্ণের উদ্ভব হয়। অনূঢ়া দাসীকন্যারা তাহাদের মুনিবের হাঁটুতে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া তাহাদের বিবাহ দায় চুকাইত। ইহাদের গর্ভে যেই সকল সন্তান জন্মিত তাহাদিগকে "পুষ্পাঞ্জলি" বলিত এবং বিধবা দাসীগণের গর্ভজাত সন্তানকে "শাঁখাটে" বলা হইত। তখনকার দিনের অনেক বুনিয়াদি ঘরে বহু দাস দাসী থাকিত এবং দাসী রাখা তখনকার দিনে একটী সম্মানের বিষয় ছিল। সুতরাং তাঁহাদের

*বর্ত্তমানে মুসলমানগণ ঐ চড়কের সময়ে বলিখেলার প্রচলন করিয়াছেন। দোলযাত্রার সময়ে র১ (আবির) দেওয়ার প্রথা ও বিশেষ আমোদ প্রমোদ ছিল।

১. বর্ত্তমানে এই প্রথা ব্যাধিরূপেই পরিণত হইতেছে। মুসলমানদের মধ্যে আরও অধিক ছিল, কন্যা আনিতে যাইয়া অনেকদিন কন্যার পিতার ঘাটায় বরযাত্রিগণকে বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু এখন ক্রমে ২ তাঁহাদের মধ্যে কন্যা দান দেখা যাইতেছে।

অনেকেরই "শাঁখটে পুষ্পাঞ্জলির" উদ্ভব হয়। তাহারা তাঁহাদের মুনিবের গোত্র এবং অনেকে তাঁহাদের উপাধিও ব্যবহার করিত। বর্ত্তমানে অনেক "শাঁখটে পুষ্পাঞ্জলিরা" এবং উল্লিখিত "ধাইয়া" শূদ্রেরা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া কায়স্থের ও বৈদ্যের উপাধি গ্রণ করতঃ কায়স্থ বৈদ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে।

নাইয়রী ও খোজা—কোন পরিবারের মেয়েরা তাহাদের কুটুম্বাদির বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়াকে "নাইয়র যাওয়া" এবং ঐরূপ আনাকে "নাইয়র আনা" বলত এবং এখনো বলিয়া থাকে। ঐরূপ "নাইয়রী" আনিতে বা নিতে হইলে প্রথমতঃ কোন একজন লোককে (পুরুষ বা স্ত্রী) তাহাকে আনিতে যাইতে হয় এবং "নাইয়রী" আসা ঠিক হইলে সে তাহার সঙ্গে আসে। সাধারণত ঃ বাড়ীর দাস দাসী এবং স্থাপিত গোলাম ও তাহাদের পরিবারের বয়স্থা মেয়েদের দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইত। ঐরূপ "নাইয়রী" আনিতে যাওয়াকে সাধারণতঃ "খোজা" যাওয়া বলে। মুসলমানগণের এদেশে আগমনের পর হইতেই ঐ "খোজা" শব্দের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কারণ ভারতে মুসলমান রাজত্বের সময়েই উহার প্রচলন দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে তিন রকমের "খোজা" ছিল। যথা—চান্দনী, বাদামী ও কাফুরী। শৈশবে যাহাদের উপস্থ ও মুস্ক আমূল কাটা হইত তাহাদিগকে "আলেছি" বা "ছান্দনী" আর যাহাদের কেবলমাত্র মস্ক ছেদন করাই হইত তাহাদিগেরু "বাদামী" এবং যাহাদের কেবল উপস্থ ছেদন করা হইত তাহাদিগকে কাফুরী বলিত। ঐ খোজারাই সাধারণতঃ বাদশাদের জননা মহালে পাড়া দিত এবং তাঁহাদের মেয়েলোকদের সঙ্গে যাওয়া আসা করিত।

"জানান" ও "মরামাতানি"—কোন পরিবারে সন্তান জন্মিলে তাহার কুটুম্বাদির বাড়ীতে যাহারা সংবাদ দিতে বা জানাইতে যায় তাহাকে জানান (Informer) বলে।

কাহারো মৃত্যু হইলে আত্মীয় কুটুম্বাদির বাড়ী হইতে যাহা কিছু জিনিষ উপহার দেওয়া হয় তাহাকে "মরামাতানি" বা সাধারণতঃ "মাতানী" বলে। "স্নানি" দিন বা ক্রিয়ার পূর্ব্ব দিন মৃত ব্যক্তির প্রতাদিকে যে নুতন বস্ত্র দেওয়া হয় তাহাকে 'পুকুর পারের কাপড়" বলে।

শিকলী—বিবাহের সময় "বাসি বিবাহের" দিন বরের আত্মীয় স্বজনেরা টাকা ও ধান্য দুর্ব্বা দিয়া ও অলঙ্কারাদি নানাপ্রকার উপহার প্রদানে নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করার প্রথা পুরাকাল হইতে এদেশে প্রচলিত। ইহাকে "শিকলী" দেওয়া বলে। বর্ত্তমানে বন্যযুবকদের মধ্যে আর একটী প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। বরের ইয়ার বন্ধুগণ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকাদি ও কবিতা উপহার মাত্র কন্যাকে আপ্যায়িত আশীর্বাদ করিয়া জলেফুলে কাজ সারিয়া দেন।

সাজ পোষাক—তখনকার দিনের সাজ পোষাকের মধ্যে পরিষ্কার ধুতি চাদর তদুপরি একটী "আংরাখা" বা (কোর্ত্তা) হইলেই যথেষ্ঠ হইত। সাধারণতঃ অকিাংশ লোকে নিজ নিজ গৃহকাটা সূতায় দেশীয় জোলা কর্ত্তৃক নিম্মিত মোটা কাপড়ই পরিধান করিত। এবং তন্নির্ম্মিত মোটা গামছা ও উত্তরীয় বা গাবেড়া বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত এবং মেয়েরাও সেই মোটা কাপড় পড়িতে দ্বিধা করিত না। এখনো মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ পরিবারের মেয়েরা

মোটা কাপড় পরিধান করিতে দেখা যায়। কেবলমাত্র বড়োলাকেরা চাপকান, চোকা, পায়েজামা প্রভৃতি এবং মাথায় লম্বা কাপড়ের পাগড়ী ও পায়ে নাগরা জুতা চটী জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিত। তাঁহারা কোন জায়গায় যাইতে হইলে আশা ছোটাবাহী লোকও অনেক পাইক বা লস্কর সঙ্গে লইয়া যাইত; দাসেরা তাঁহাদের মাথার উপর ব্রহ্মার তালপাতা নির্ম্মিত বড় রঙ্গিন ছাতি বা দেশীয় বংশ ও কুরুপ পাতার বড় রঙ্গিন ছাতি ধরিয়া যাইত। কাষ্ঠপাদুকার ব্যবহার তখনও ছিল।

শীত বস্ত্রের মধ্যে দেশীয় মোটা সূতা নির্ম্মিত "গিলাপ্" বা "দোপাট্টা" কাপড়ই প্রায় অধিকাংশ লোকে ব্যবহার করিত। কেহ কেহ বা রূই সূতা পূরিত দোলাই কাপড় এবং বড় লোকের মধ্যেই কেহ ২ শাল, বনাত প্রভৃতি গরম কাপড় ব্যবহার করিত মাত্র। নেহালীরও প্রচলন ছিল।

রীতি–ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকেরা সাধাবণতঃ মাথায় চুলের গোল ছাট্ দিত ও "টিকি" বা "ঝোঁটা" রাখিত ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দিত। ব্রাহ্মণগণ দাড়ী গোপ রাখিতেন না এবং ভদ্রলোকেরা সামান্যমাত্র গোপ রাখিত। সখিনেরা "বাবরীছাটা" চুল রাখিত। মাথায় সামলার আকারে লম্বা কাপড়ের সাদা পাগড়ী, পায়ে নাগরা জূতা ব্যবহার করিত। নিমন্ত্রণে যাইতে সঙ্গে গোলাম দ্বারা থাল, ঘটী, বাটী ও গ্লাস লইয়া যাওয়ার রীতি ছিল।

ক্রিয়াক্রাণ্ড ঃ–নানারকম "ডালিবাড়াণ" ভাতবাড়ান, হোঁয়ার পোড়ান, সেবা, গাছাবসান, হাটবসান, নানারকমের লাঠিচালান, বাটীচালান, ভূতছাড়ান ও ঝাড়া-ফুকা, তুম্বুরীখেলা, মরলাভাঙ্গান, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতিও দেশে প্রচলন ছিল এবং এখনও মাঝে২ দেখা যায়।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে মহা-বিষুবসংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস "বেলভাত" খাওয়ার একটী প্রথা এখনো বিদ্যামন আছে। বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে "হালপালানি" (হলপ্রবাহবন্ধ) ও "অম্বুবাচির" দিনে "বাড়ু গাইল্লার" (বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার) ডালিবাড়াণের এখনো প্রচলন আছে। সেবা–ইহাকে "মগ্ধেশ্বরীর সেবা" আবার কেহ ২ "মগেশ্বরীর সেবা" এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবীকে "মা মগিনী, বলিয়া থাকে। এই সেবাপ্রথা চট্টগ্রামের আব্রাহ্মণ শূদ প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। সকল পরিবারের সেবার প্রথা সমান নহে। কোন পরিবারে বাছা (বাছনি করা) নিখুঁত কৃষ্ণবর্ণের, আবার কোন পরিবারে আবাছা প্যাঁঠা বা পাঁঠী ছাগল দিয়া সেবা করিতে হয়। কাল বর্ণের পাঁঠা বা পাঁঠীই বিশেষ প্রশস্ত। সাধারণতঃ পাঁঠী দ্বারাই সেবা করা হইয়া থাকে। কোন পরিবারে এক বেলা, আবার কোন পরিবার দুই বেলা সেবার নিয়ম–এক বেলা ছাগল অন্য বেলা হাঁস। এবং কোন২ পরিবারের সেবায় হংসডিম্ব ও কবুতর দিবারও নিয়ম আছে। কৃষ্ণ পক্ষের শনি বা মঙ্গলবারেই সেবা অনুষ্ঠানের দিন। ঐ দিন অমাবস্যা হইলে

---

* মুসলমানগও সেবাখোলাকে সম্মান করিত, ভয়ে সীমার মধ্যে যাইতে চাহিত না।

বিশেষ প্রশস্ত। ইহার প্রক্রিয়া বড়ই বিচিত্র রকরেম। একখানা নূতন "ঝাঁকা" তৈয়ার করিতে হয়। যাহারা সেবা করিবে সেই সকল কার্য্য কারক সেবার দিন ক্ষৌরকার্য্যাদি দ্বারা শুচীভূত হইয়া স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করতঃ উক্ত ঝাঁকায় কলারপাতা বিছাইয়া তদুপরি চাউলাদি সেবার জিনিস সকল পরিপাটীমতে রাখিয়া তাহা লাল বর্ণের জবাফুল দ্বারা সাজান হয়। এইরূপে সমস্ত ঠিক হইলে যাহার জন্য সেবার অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে নিছিয়া ঐ সকল সেবার জিনিষ মাথায় করিয়া নিদ্দিষ্ট সেবাখোলায় লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানে উক্ত পাঁঠি বা পাঁঠ ছেদন করিয়া তাহার রুধির কয়েকটী পাত্র করিয়া দেওয়া হয়। এবং কথেক মাংস সেঁকিয়া শলা গাঁথিয়া দেওয়া হয়। কোন ২ পরিবারের সেবায় উক্ত পাঁঠি বা পাঁঠা বাড়ী হইতে কাটিয়া আনা হয়, কোন ২ পরিবারের সেবার উক্ত খোলাতে সেবার জিনিষ পাক করিয়া কথেক মগধেশ্বরী বা মগেশ্বীর নামক গ্রাম্য দেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট সামগ্রী সেবারী ও উপস্থিত সকলে মিলিয়া ভোজন করে। যেইসকল জিনিষ দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত হয় সেই সমস্ত শকুনী গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষী ও কুকুরাদি খাইতে আরম্ভ করে। উৎসর্গীকৃত হওয়া মাত্র ঐ সকল সেবার জিনিষ ঐরূপ ভাবে খাইতে আরম্ভ করাই শুভজনক। আবার কোন ২ সেবায়, সেবার জিনিষ বাড়ী হইতে খোলায় নিবার সময়েও নানা পক্ষীতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। ইহাও শুভজনক। কিন্তু অনেক সেবায় এমনও দেখা যায় যে শুকনী, কাক প্রভৃতি পক্ষী এবং কুকুরাদি উৎসর্গীকৃত সেবার জিনিষের নিকট আসিয়া উহা স্পর্শও করে না বরঞ্চ ভয়ে যেন সরিয়া যায়। এমন কি ২/৪ দিন থাকিলেও একটী পিপড়াও স্পর্শ করে না। ইহা বড় আশ্চর্য্যজনক। ইহা বলা বাহুল্য যে উৎসর্গীকৃত দ্রব্রে রুসন পিঁয়াজও ব্যবহার হয় এবং শূদ্রচাকরেরাই ইহার পুরোহিত।

সাধারণতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্যই সেবার ব্যবস্থা দেখা যায়। আবার কোন ২ উৎকট রোগীর জন্যও সেবার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

আর এক করমের সেবা আছে তাহাকে কালের সেবা বলে। অমাবস্যা শনি কি মঙ্গলবারে রাত্রিকালে উহা সেবাখোলায় করিতে হয়। ইহা সাধারণতঃ গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের জন্য; "কালপূজা" নামে আর একটাপূজার অনুষ্ঠানে দেখা যায় উহাও অমাবষ্যা শনি কি মঙ্গলবারে রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে নিখুত বাছা কালবর্ণের পাঁঠার আবশ্যক করে। যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান বাঁচেনা তাহাদের একাধিক নির্দ্দিষ্ট সেবাখোলা আছে, ঐ খোলায় সর্ব্বসাধারণে সেবা দিতে পারে।

পটীয়া থানার অন্তঃপাতী পটীয়া কাছারীর অদূরবর্ত্তী সুচক্রদণ্ডী গ্রামের "ধনপোতা সেবাখোলা" বিশেষ প্রসিদ্ধ। মগ ধাওনীর সময়ে মগগণ ঐ খোলায় অনেক ধন পুতিয়া[১] রাখিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

---

১ [illegible] সংক্রান্তিতে মেলা হইয়া থাকে।

এই সেবা প্রথা কিরূপে এবং কোন সময় হইতে চট্টগ্রামের হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন বোধ হয়। মগরাজত্ব সময়ে বা তাহার শেষ ভাগে এই দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

১৪০৪ খৃঃ অঃ রাজা মীনগাই নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী আরাকান কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সুচরিত্রা ও প্রজা বৎসলা ছিলেন। তদ্ছাহার কীর্ত্তি ক্রমশঃ রাজ্যের সমস্ত অংশে পরিব্যাপ্ত হয়। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবীর মতন ভক্তি করিত ও মা "মগিণী' বলিয়া ডাকিত। নানরূপ ভাল দ্রব্যের ডালি সাজাইয়া মগ প্রজাগণ তাঁহাকে ভেট দিতেন. তদনুকরণে মগ রাজত্ব যখন চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয় তখন ঐ প্রথা ক্রমে২ হিন্দু প্রভৃতি প্রজা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় এবং এই রাণী গ্রাম্যদেবীরূপে পরিণত হইয়া পড়ে।

কামরূপে যেমন কামাখ্যা মায়ের নামে নানারূপ "ঝাড়াফুকা" ও তাবিজ ঔষধাদি ব্যবহৃত হয়, এদেশেও "মা মগিনীর" নামে তখনকার গ্রাম্য "ওঝাগণ" নানাপ্রকার হাট বসাইত, গাছা নচাইত, খাছা বসাইত, "ঝাড়াফুকা" করিত এবং "মা মগিনীর" নানা ছন্দে নানারূপ ডাল (স্তুতিগান) করিয়া গাছার বল তুলিত ও চালান দিত। চট্টগ্রামে তখন নানারূপ অপদেবতার গল্প শুনা যায়। ওঝাগণ ঐ সকল অপদেবতার উপদ্রবে বসন্ত রোগের সময়েও টিকা দিবার সময়ে সেইকালে একটী স্থানে[১] অনেক ওঝাগণ একত্র হইয়া নানরূপ ডাল গাইত এবং গ্রাম্য দেবীর উপাসনা করিত এবং রোগ আরোগ্যের জন্য "সেবা" মানস করিত। সাধারণ জ্বরে ও কফের উপদ্রবে এবং ছোট ছেলের মাতৃকা রোগে তখনকার দিনে ওঝাগণ নানারূপ ঝাড়াফুকা করিত।

মুসলমানদের মধ্যে. অনেকে এই "সেবাকে" ও সেবাখোলাকে তুচ্ছ বা নিন্দা করিতে ভয় করে এবং অনেকে উহার সম্মান করে, অধিক কি অনেকে একা সেবাখোলার নিকট দিয়া যাইতেও ভয় করিয়া থাকে।

যেই কারণে বিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে "মাণিকপীর" সত্যপীরের সেবা (পূজা) প্রবেশ লাভ করিয়াছে. সেই সমস্ত কারণে এই মগেশ্বরীর (মগধেশ্বরীর) সেবা এই দেশের সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

গাছা বসান, হাট বসান, চালান দেওয়া, ডালিবাড়ান, হুনহয়, হোঁয়ার পোড়ান প্রভৃতি মগী প্রথা উপরোক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে এই দেশে সমভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

১ অনেকে এই স্থানে গুপ্তধন পাওয়ার কথা শুনা যায়। এই জিলার বিভিন্ন স্থানে এখনও অনেকে ঐরূপ গুপ্তধন পাইয়া থাকে। ঐ সকল ধন মগগণ পলাইবার সময়ে পুতিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া দেশের লোকের বিশ্বাস এবং দক্ষিণ দিক হইতে মাঝে ২ মগগণ আসিয়া কোন ২ স্থান হইতে গুপ্তধন মাটী হইতে উঠাইয়া নিয়া থাকে।

ডাল (স্তুতিগান)

"আয়রে মা মগিনী আয়রে আয়। তোর জনম গাইতে মা, মোর জনম যায়

"বান ল'রে নমঃ দুর্গা বান ল'রে শিরে। ইত্যাদি।

মা মগিনীর গাছা হ'লে ঝারিয়া বান লরে"।। ইত্যাদি।

আয়রে আয়, মগ্যা রাজার ঝি–নাথন কানে দি" ইত্যাদি।

জোয়ালা কুমারী, রক্ষাকালী, শীতলা দেবী ও বারওয়ারী পূজা।

দেশে যখন মারীভয় প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইত বা তাহার আশঙ্কা করা যাইত, তখনই গ্রামে ২ 'জোয়ালাকুমারী' (জ্বালাকুমারী) দেবীর পূজার ধুম পড়িয়া যাইত। এই পূজার একটী বিশেষত্ব ও দৃষ্ট হয়। ইহার ক্রিয়া দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উহা যেন গ্রামের জনসাধারণের পূজা। কয়েক পরিবারে ছেলেরা[১] মিলিয়া কাঁসা, ঘন্টা প্রভৃতি বাদ্য বাজাইয়া দেবীর নামে গ্রামের ঘরে ২ ভিক্ষা করিয়া চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করতঃ ঐ ভিক্ষালব্ধ চাউল পয়সার বিনিময়ে পূজোপকরণাদি খরিদ করিয়া তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকলে মিলিয়া দেবীর পূজা সম্পন্ন করিত।[২]

পোয়াধরা (ছেলেধরা)ঃ– মধ্যযুগে "পোয়ধরা" ভীতি খুব প্রবল হইয়াছিল। কখন হইতে এবং কিরূপে এদেশে ঐ ভীতি অধিকার লাভ করে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

১৮৭১ সালে ময়মনসিংহে এক ভয়ঙ্কর সন্ন্যাসীবিদ্রোহ হয়। সন্ন্যাসীগণ সেই সময় নানাদেশ হইতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ধরিয়া নিয়া তাহাদের দল পুষ্ট করিত। বোধ হয় সেই সময় হইতেই এদেশে ঐ "পোয়াধরা বা" ছেলেধরার ভীতি প্রচলিত হয়। ছেলেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াছে দেখাইবার জন্য তখনকার দিনে পিতামাতা ছেলেদের কানে চুণের ফোটা দিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ছেলেদের কর্ণবেধ হইলে আর তাহাদিগকে ধরিয়া নিবার আশঙ্কা থাকেনা।

তখনকার দিনে পাহাড়ী কুকিরা মাঝে মাঝে গ্রামে নামিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিত এবং অনেক লোককে ধরিয়া লইয়া যাইত। ইহা হইতে উক্ত সংস্কার আরো গাঢ়তর হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে ঐ সংস্কার লোপ পাইয়াছে।

জমি বিক্রী।

এই দেশে জমি মগ রাজত্ব সময়ে ও মুসলমান রাজত্বের প্রথমভাগে মুখামুখি বিক্রি হইত। মানুষ এই রকম নিষ্ঠাবান ছিল যে, সে মৌখিক বিক্রি প্রাণান্তেও অস্বীকার করিত না। তারপর মুসলমান রাজত্ব সময়ে কেহ কেহ দেশীয় কাগজে চকবন্দ দিয়া বিক্রি করিত;

---

১. অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা ও ছেলেদের সঙ্গে বাহির হইত।

২. এই দেশে রামগড় সীতাকুণ্ড পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকস্থ প্রায় হিন্দুগণের বাড়ীতে দৈনিক বিষ্ণুপূজা হইয়া থাকে। নাগপূজা (মনসা) ও দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান অধিকতর। শনিপূজা ও মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি পূজাও প্রচলিত আছে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল, তারপর ষ্টাম্প প্রচলিত হইয়াছে। পরে রেজষ্টরী আইন প্রচলিত হয়। এখন সেই টিপসহী রেজষ্টরীযুক্ত দলিলও অস্বীকার করিতে মাঝে ২ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জমিদারী ও প্রজাগণের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ ছিল। ১৮৮৫ সালের ৮ আইন শেষ জরিপের পর হইতে প্রজাগণ ঐ সম্বন্ধ প্রায় ছাড়াইয়া ফেলিয়াছে।

কুশপুত্তল ও সহমরণ

চট্টগ্রামে সহরমণ ও মৃতের দেহ পাওয়া না গেলে কুশপুত্তল করা হইত, শেষোক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

এই সমুদয় ভিন্ন বিষুর সময় শত্রুকাটা,জাগ দেওয়া, গৃহ সাজান ও গৃহের দরজায় ফুলের মালা দেওয়া, গরুর গলায় দেওয়া মালা, গরুকে জলে সাঁতার দিবার জন্য জলে নামাইয়া দেওয়া এবং ঘাটঘিলা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। এবং বিষুর সময়ই খই, চিড়া বড়ই (কুল), চালতা ছিমেরবিচি প্রভৃতি ফাঁকি করিয়া মিষ্টি সংযোগে গাছের সাঁজে "লাবণ" প্রস্তুত করিত। তুলসীর ঝারা (প্রথম বৈশাখে তুলসীতে জল দিবার জন্য কতগুলি মাটীর ছোট ছোট হাড়ি ছেঁদা করিয়া প্রতি দিন ব্রাহ্মণকে জল দেওয়ার জন্য দেওয়া হইত এবং বিষ্ণুর (ঠাকুরের) উপর ও সেইভাবে দেওয়া হইত)।

সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন জনার্দ্দন মধুসূদনের নাম লওয়া হইত, কোন স্থানে শুভ যাত্রা উপলক্ষে অষ্টদুর্ব্বা মা বা বাড়ীর কর্ত্রী আনিয়া মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, এই দুর্ব্বা দুর্গা পুজার সময় অষ্টমী দিন পূজায় বা দুর্গাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে উৎসর্গ করিয়া লওয়া হইত।

১। মৃত বৎসা হইলে বা সন্তান মরিযা গেলে বা সন্তান রুগ্ন হইলে মা চিকণ বেত ছেলের দীর্ঘায়ু কামনায় কোন দেব দেবীর মানস করিয়া গলায় ধারণ করিতেন।

২। মাথার চুল রাখাঃ—কোন কোন ছেলের দেব দেবীর মানসে মাথায় চুল রাখা হইত এবং ঐ দেবদেবীর পূজা ও বলি দিয়া ছেলের চুল কাটান হইত।

৩। ঘরপোড়ায় গরু মরিলে ইতর লোকগণ গলে দড়ি দিয়া তিন দিন ভিক্ষা কয়িা প্রায়শ্চিত্ত করিত।

৪। বেশী ঝটিকা হইলে ছোট ছোট মেয়ে দ্বারা পুতলা মাটিতে পুতিয়া রাখিত, তুফান আসিলে পাটা (শিল) বাটনি উঠানে রাখিয়া দিত।

৫। তখন উঃ কুঃ ইত্যাদি এক রকম সাঙ্কেতিক শব্দে দূরবর্ত্তী লোককে ডাকা হইত। তাহাকে উকি (whistle) বলে।

চিকিৎসা প্রণালী

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় পুরাকালে চট্টগ্রামেরও চিকিৎসাপ্রাণালী তত উন্নত ধরণের ছিল না। "হাতুড়ে বৈদ্য" দ্বারাই প্রায় চিকিৎসা কার্য্য পরিচালিত হইত। "মুষ্টিযোগ চিকিৎসার"

বিশেষ প্রচলন ছিল। নরদেহ হইতে বীজ লইয়া তদ্বারা বসন্তের টিকা দেওয়া হইত; ঝাড়াফুয়া, গাছাবসান, ডালির দেওয়া, ভুতছাড়ান, হাটবসান, জোঁকবসান, শিঙাবসান, ছিটাগুলি, মারগুলি, পায়ে বা হাতে গুল বসান প্রভতির বিশেষ প্রচলন ছিল। তখনকার দিনের গৃহিণীগণ নানাবিধ মুষ্টিযোগ দ্বারা চিকিৎসা করিতেন।

আর্য্যশাস্ত্রোক্তমতে আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শী চিকিৎসক বা কবিরাজের আবির্ভাব দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন খুব খ্যাতনামা ছিলেন এবং তাঁহাদের কাহারো কাহারো চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী এবং রোগ-নিরাময়তা এমনি অভূত পূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যজনক ছিল যে, এখনো তাহাদের কার্য্যকলাপের স্মৃতি চট্টগ্রামে কিম্বদন্তীর ন্যায় প্রচারিত আছে। তন্মধ্যে চক্রশালার নীলকমল কবিরাজ, ধলঘাটের রসিক ও তাহার পিতা, দক্ষিণ ভূর্ষীর গোবিন্দ কবিরাজ, কেলীসহরের তারাচরণ কবিরাজ প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ঢাক ঢোল বাজাইয়া নাম জাহির করা তাঁহাদের কাহারো প্রকৃতিগত ছিল না। চট্টগ্রামের অনেক যুবক এখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া নানা উপাধি ধারণ করতঃ চিকিৎসা আরম্ভ করিতেছেন।[১]

ঐ সময়ে দেশে অনেক তালিকা বৈদ্যেরও আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে ও কয়েকজন খুব দক্ষ ও পারদর্শী চিকিৎসক ছিলেন।

অস্ত্র চিকিৎসা

তৎকালে এদেশে তেমন কোন কৃতবিদ্য বা ভাল ডাক্তার ছিল না। (কবিরাজদের ক্কচিৎ কেহ) কিন্তু অধিকাংশে নাপিতেরাই অস্ত্র চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। নিরক্ষর হইলেও নাপিত ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই ঘা, নালিঘা, গরমী, খস পাচড়া, কর্ণরোগ বাতরোগ এবং কাটাছিড়ায় খুব দক্ষ ও পারদর্শী ছিল। তন্মধ্যে বেতাগী গ্রামের বেচারাম ডাক্তারেব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার চিকিৎসাপ্রাণালী অনির্বাচনীয় ও অভূতূর্ব্ব ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, অনেক সময়ে এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্জ্জন প্রভৃতি যেই সকল ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, ঐ সকল স্থলে উক্ত বেচারাম ডাক্তার এমনি পারদর্শীতার সহিত ঔষধ প্রয়োগে ও অস্ত্রোপচারে ঐ সমস্ত রোগীদিগকে ভাল করিত যে বিজ্ঞানমূলক ডাক্তারি চিকিৎসায় কৃতবিদ্য ইউরোপীয় সিভিল সার্জ্জনও বিস্মিত হইতেন এবং তাহার ভুয়সী প্রশংসা করিতেন।

এখনো উপরোক্ত রোগাদির চিকিৎসক কয়েকজন নাপিত ডাক্তার আছে বটে, কিন্তু বেচারামের মতন একজনও আর চট্টলে জন্মাইতেছে না।

১. বাতরোগে এই "গুল বসানঃ বিশেষ কার্য্যকারী ও ফলপ্রদ।

শিশু চিকিৎসা

সাধারণতঃ মগ বৈদ্য (স্ত্রী পুরুষ) দ্বারাই শিশু চিকিৎসা নির্ব্বাহ হইত। এই বাল্য চিকিৎসায়ও খুব পারদর্শী কয়েকজন মগবৈদ্য ছিল।

মুসলমানদিগের মধ্যে রক্তমোক্ষণ, জোক বসান প্রভৃতি কয়েক রকমের আসুরিক চিকিৎসার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে হাকিমী চিকিৎসার আমদানী প্রদেশে তেমন ছিল না।

ডাক্তারি চিকিৎসা

পূর্ব্বে এদেশে তেমন কোন কৃতবিদ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী ডাক্তার ছিল না; কিন্তু মধ্য সময়ে চট্টগ্রামে যে কয়েকজন ডাক্তার জন্মিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ দক্ষতায় ও চিকিৎসাপ্রণালীতে বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের ডাক্তারগণকে অতিক্রম কান্তগিরীর নাম খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ এখনো চট্টগ্রামে ও অন্যান্য জায়গায় বিদ্যমান আছে। ডাক্তার রজনী কান্ত দাস সিভিল সার্জ্জনের পদে উন্নীতি হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রায় বাহাদুর নবীন চন্দ্র দত্ত সিভিল সার্জ্জন ছিলেন।

বর্ত্তমানে এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক, আয়ুর্ব্বেদীয় ও হাকিমী প্রভৃতি নানা প্রকারের চিকিৎসা চট্টগ্রামে প্রসার লাভ করিতেছে, এবং ঐ সকল চিকিৎসায় পারদর্শী বহু চিকিৎসক আসিতেছেন।

বিদেশ ভ্রমণ বা তীর্থযাত্রা

পুরাকালে চট্টগ্রাম হইতে বিদেশে বা তীর্থাদিতে গমনাগমন তত সুগম সুবিধা জনক ছিল না। রেলপথ বা বাষ্পীয়পোত তখন আদৌ ছিল না। দূরদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেমন কোন সুবিধা জনক রাজবর্ত্মা ও ছিল না। সুতরাং তীর্থাদিতে গমনাগমন করিতে হইলে নৌকাযোগেই গমনাগমন করিতে হইতে। তাহাও আবার তত নিরাপদ ছিল না, বরঞ্চ না বিপদ-বরঞ্চ নানা বিপদ-সঙ্কুল ছিল। কারণ তখনকার দিনে জলপথ সকল নানাস্থানে দেশী বেদেশী বহু জলদস্যুতে পরিপূর্ণ ছিল এবং পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ নদী সকলে ও সমুদ্রে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। সুবিধা পাইলেই ঐ সকল জলদস্যুগণ যাত্রীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং অনেক সময় প্রাণে বধ করিত। কাজেকাজেই কোন তীর্থাদি দূরদেশে যাইতে হইলে অনেকজন দলবদ্ধ হইয়া অনেক মাসের খাদ্যও ঔষধাদি যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষ সঙ্গে লইয়া এবং অনেক সময় লাঠিয়াল প্রভৃতির দলবলে যাইতে হইত। যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা যে পুনঃ দেশে ফিরিবেন, সেই আশা পরিত্যাগ করিয়া সম্পত্তি প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিযা যাইতেন। গয়া, কাশী প্রভৃতি হইতে ফিরিয়া

আসিতে ছয় মাসের কমে পারিয়া উঠিত না।

বর্ত্তমানে রেলওয়ে ষ্টিমারের প্রভাবে বিদেশ গমনাগমন খুব সুগম সুবিধা জনক হইয়াছে ও ছয় মাসের পথ ছয় দিনে যাওয়া আসা করা যাইতে পারে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কৃপায় দেশে দেশে প্রশস্ত রাজপথ সকল প্রস্তুত হওয়ায় আকিয়াব, রেঙ্গুন, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে একরূপ হাটিয়াও যাইতে পারা যায়।

"হার্ম্মাদ" বা চুরি-ডাকাতি

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-সুশাসনে দেশের লোক যেইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে, নিরাপদে এবং শান্তিতে বাস করিতেছে অতি পূর্ব্বকালে তখনকার দিনে সেইরূপ সুখ সুবিধা ছিল না। জলে স্থলে দেশময় চোর ডাকাতের বড় উপদ্রব ছিল এবং গৃহস্থগণকে সর্ব্বদা সশঙ্কিতচিত্তে বাস করিতে হইত। মাঝে মাঝে বড় বড় ডাকাতের দল পব্বর্ত গহ্বরে লুক্কায়িত থাকিত; হিঙ্গুলী, কুইপাড়া, জুজখোলা, খুলশীর মুখ, (Tiger pass) গৌরীশঙ্করের ঢালা, চুণতীর ঢালা প্রভৃতি ঐ সকল ডাকাতদের প্রধান আড্ডা ছিল, এবং নিকটবর্ত্তী নদী সকলেও দস্যুগণ সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। সময়ে ও সুবিধা বুঝিয়া ইহারা পথিকদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। অনেক সময় ঐ সকল ডাকাতাদের কোন কোন দল পল্লীগ্রামে আগমন করতঃ নিরীহ পল্লীবাসীদিগের উপর উপদ্রব করিত এবং তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিত। জল দস্যুগণকে তখনকার লোকে "হার্ম্মাদ"[১] বলিত।

কুমিল্লায় 'শমসের ডাকাত' নামে এক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ডাকাত-সর্দ্দার ছিল। তাহার নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র ছিল। ঐ পাপাত্মাও মাঝে মাঝে দল বলে ফেণী নদী পার হইয়া চট্টগ্রামের উত্তরখণ্ডে অত্যাচার করিত এবং লোকের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত।

এদেশেও খ্যাতনামা ডাকাতদের অভাব ছিল না। টুনু, মোহাম্মদ শফী, মাহাম্মদ রুস্তুম, আমির মাহাম্মদ, লুধা ডাকাত, মনগাজী, এয়াকুব প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত ও খ্যাতনামা ডাকাত সকল দেশবাসীদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও উপদ্রব করিত। সাধারণতঃ এদেশে মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ সময়েই উক্তরূপ অরাজকতা ও ঐ সকল ডাকাতদের আবির্ভাব দেখা যায়। তখনও এদেশের শাসন সংক্রান্ত কার্য্য সকল মুসলমান আইনানুসারে চলিতেছিল এবং ফৌজদারীর আসামীরাও তদনুসারে বিচারিত হইত।

তখনকার সময়ের মুসলমানদের ফৌজদারী আইনানুসারে বিচারপ্রথাও বিশিষ্ঠ রকমের ছিল।

---

১. "হার্ম্মাদঃ শব্দ আর্ম্মাডার (Armada) অপভ্রংশ। Spanish Arnnada: নামে স্পেনিয়ার্ডদের একটী সুবৃহৎ যুদ্ধজাহাজবহর ছিল ও স্পেন পর্ত্তুগালবাসীগণকে এই দেশীয়েরা ঐ নামে অভিহিত করিত।

এক কুলবালাচুরির অপরাধে টুনুডাকাতের সজীব (Impaling) চর্মোন্মোচনে বধ করিবার হুকুম হয় এবং নেজামপুরের হিঙ্গুলিগ্রামে ঐ হুকুম তামিল করা হয়। ইহা ১৭৭৯ খৃঃ অব্দের কথা।

১৭৮১ খৃঃ আব্দে মাহাম্মদসফী, মাহাম্মদরুস্তুম, আমিরমাহাম্মদ, লুধা ডাকাতের ঐরূপ চর্মোন্মোচনের হুকুম হয় এবং লোক শিক্ষার জন্য ফেণী, কুয়েপারা, মীরেশ্বরী ও জুজখলা প্রভৃতি চারি বিভিন্ন স্থানে ঐ হুকুম তামিল করা হয়[১]।

১৭৮২ খৃঃ অব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মিঃ বুলার ঐরূপ চর্মোন্মোচন শাস্তির হুকুম তামিলের জন্য আরো ৪ জন ডাকাতকে ঘটনাস্থলে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন [২]।

(Impaling) ভিন্ন তখনকার দিনের মুসলমান আইনানুসারে আরো নানা রকমের শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের ১৮ নবেম্বর তারিখের মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংশের অফিসের চিঠিযোগে চট্টগ্রামের নিজামত আদালতের হুকুম মঞ্জুরী নবাবের যে ওয়ারেন্ট প্রেরিত হয় তাহাতে দেখা যায় ৮ জন ডাকাতী আসামীর তিন বৎসরের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধে কয়েদ, ৫ জন নরহন্তার ফাঁসী, ৯ জন চুরি প্রভৃতির আসামীর ৫০টী করিয়া বেত্রাঘাত, ১ জনের জরিমানা এবং মনগাজী ও এয়াকুব আলী নামক ২ জন ডাকাতের দক্ষিণ হস্ত এবং বামপদ কর্ত্তনের হুকুম হইয়াছিল। করুণহৃদয় মিঃ রিড নিজ দায়ীত্বে শেষোক্ত শাস্তি বিধান স্থগিত রাখেন; কিন্তু ১৭৭৪ ইংর ১১ই জুলাই তারিখের নিজ দস্তখতি চিঠি দ্বারা মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস ঐ হুকুম তামিলের জন্য আদেশ প্রদান করেন।[১]

সেই সময়ে আরো নানা রকমের শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রিটিশ রাজত্বে ঐ

---

১. " One Tunoo appears to have been a famous dacoit, who had carried off a woman from the zenana. A letter from Mr, Sumner, dated 16th July 1779 to the address of captian Edward. Ellerker, commanding officer at Chittagong, asks for a sergeant and fifty sepoys ot assist fouzder in carrying "into exceution the senteence of the Nabab on Tunnoo, a noted dacoti......... C. Ellerker accordingly adresses sergeant Magoss as follows:—"You are here by directed to attend Mahamed Mea the mirda of Nizamnt Adawlet cutcherry & Abdul Ruheem, the mirda of the Fouzdary cutcherry to the Village of Hingoola in Nazampore, who have charge of the criminal Tunnoo,........you are to attend the body of Tunnoo until the same is executed, which will not be complete untill three days after the body is impaled.

(12th October 1781.)............the futwahs of the Nizim upon Mahamed Shuffee, Mahomed Roostum. Amir Mahamed & Looda decaits who are to suffer impalement;.......... for the sake of example the darogah proposes to have the sentences executed in four defferent divitions of the Province, Viz. at the Fenny, Kooaparah, Meercaserai, Jugecollah.

(C. H. Page 221)

২. See C. H. Page 221 and 222.

সকল শাস্তির প্রথা রহিত করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের সুশাসনের দেশে চুরি ডাকাতির উপদ্রব প্রায় কমিয়া গিয়াছে এবং চারিদিকে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় দেশবাসীগণ আপন ২ ধন সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে ও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।[২]

মগ ধাওনী

সাধারণতঃ এই দেশে মগ ধাওনীর গল্প বলিয়া থাকে। মগ ধা ধাই বা মগ ধাওনী বিষয়টী বড় কৌতুককর, এই গল্প দুইবার শুনা যায়। এই চট্টগ্রামে অধিকাংশ স্থানে মগ বাসিন্দা ছিল। ১৬৬৬ খৃঃ অঃ নবাব সায়েস্থা খাঁ যখন চট্টগ্রাম প্রথম আক্রমণ করেন তখন হিঙ্গুলী মিরেশ্বরী কুমিরা এই দিকে হাটহাজারী, চট্টগ্রাম সহর ও কোলাগাঁও প্রভৃতি স্থানে তাহাদের (মগদের) অনেক গড় ও দুর্গ ছিল। সাধারণ কথায় এই সকলকে কোট[৩] বলা হইত। মুসলমান সৈন্যগণ চট্টগ্রাম অধিকার করিলে অনেক ধনী মগগণ ও কোটরক্ষীগণ দক্ষিণাভিমুখে পলাইয়া গিয়াছিল এবং পলাইয়া যাইবার সময় তাহারা অনেক ধন মাটীর নীচে পুতিয়া রাখিয়া যায়। এবং তাহারা এক ২ খানা নির্দ্দিষ্ট বিজক লিখিয়া রাখিয়াছিল, এখনও উক্ত ধন মাঝে ২ দক্ষিণ হইতে (আরাকানী) মগগণ আসিয়া অনেক স্থান হইতে মাটি খুঁদিয়া লইয়া যাইয়া থাকে। তাহাদের পুর্ব্বোক্ত বিজক গুলি তাম্রফলকে ও গাছের মধ্যে লিখিত ছিল। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহারা ইংরেজ আগমনের পর ১৮২৪ খৃঃ অঃ একবারে এই দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায় ইহাকে শেষ মগ ধাওনী বলে।

---

১. তখন লোক মাটীর নিচে সিন্ধুক বানাইয়া তার মধ্যে যাবদীয় মূল্যবান ধন রাখিতেন, উপরে শ॰' বিছাইয়া ঘুমাইতেন। কাহার ২ বাড়ীতে ভিটির নিম্নে পাকা সিন্ধুক ছিল।

২. হাটহাজাবী কোটের পারের হাট বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইহাও ইহাও একটু দুর্গ ছিল।

তৃতীয় ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবসা ও বাণিজ্য

পুরাকালে চট্টগ্রাম ব্যবসা বাণিজ্যে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না, বরঞ্চ একসময়ে উহা বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান ছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা ইহাকে Portogrando বা প্রধান বাণিজ্য বন্দর আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। অতি পুরাতন সময়ের চান্দ সদাগর[১] ও যুগী সদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান শুনা যায়। মগ ও মুসলমান আমলের যুদ্ধ যাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ সকলের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান রাজত্বের শেষে এই দেশের হিন্দু মুসলমান অনেকের নিকট বাণিজ্য জাহাজ ছিল। ঐ সকল জাহাজের সাহায্যে তাঁহারা বহু দূরবর্ত্তী দেশ বিদেশে এমন কি-এক দিকে সিংহল[২] সুমাত্রা, যাবা, কোচিন ও চীন উপকুলে এবং অপরদিকে মিশরের উপকুলে ও আরব সাগর তীববর্ত্তী দেশ সমূহের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত। বাষ্পীয় পোতের আবির্ভাবে ঐ সকল দেশীয় পালের জাহাজের ব্যবসা ধ্বংসমুখী হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু ইউরোপীয় মহাসমরের ফলে বর্ত্তমানে আবার উহা জাগরিত হইয়া উঠিতেছে।

সেইকালে মন্দন কেরাণী,জগমোহন মহাজন, গুমানী মালুম, আছদালী মালুম, আকবর আলী মালুম, দেওয়ানালী, রঙ্গ্যা বছির, জর্ব্বর আলী সদাগর, কোর্ব্বান আলী সদাগর, আবজান বিবি, আচমত আলী সদাগর, ধনু সদাগর, বক্সা আলী, দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতির অনেক গুলি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। তখনকার দিনে পাথরঘাটার প্রান্ত ভাগ হইতে নদীর মোহনা পর্য্যন্ত কর্ণফুলী বক্ষ প্রায় সর্ব্বদা দেশী ও বিদেশীয় বাণিজ্য জাহাজে পরিপুর্ণ থাকিত।

---

১. বন্দরগ্রামে "চান্দসদাগরের দীর্ঘিঃ নামে একটী প্রকাণ্ড দীঘি এবং তথনিকটবর্ত্তী গোদার বাগ, গুঞ্জরীদ্বীফ, চাঁপাতলী, সনকার দিঘী কালুকারারের ভিটী ও সথাইর চর এখনো বিদ্যমান আছে।

২. সিংহল দ্বীপের নাম পুরাতন পুথী প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতেও রামমোহন দারগা, কিশোরী সেন, পিরু সদাগর, নছু মালুম, নুর আলী এয়াকপু আলী দোভাষ, ন্যামত আলী দোভাষ, সরিওত ওবা প্রভৃতি সদাগরগণের অনেক গুলি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। হালিসহর, দমাখালী, গোসালডেঙ্গা প্রভৃতি স্থান জাহাজ নির্ম্মাণের প্রধান আড্ডা ছিল। এক হইতে পাঁচ ডোলী পর্য্যন্ত জাহাজ নির্ম্মিত হইত।[১]

গোসালডেঙ্গা ও হালিসহরের হিন্দু বালামী ও বাহারুয়াগণই ঐ সকল জাহাজ নির্ম্মাণের প্রধান শিল্পী ছিল। ঐ সকল জাহাজ লইয়া সদাগরগণ নানা দেশ বিদেশের বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিত[২]।

শিল্প

কাষ্ঠশিল্প—চট্টগ্রামের পাহাড়ে ও পারাগাঁয়ে অনেক রকমের গাছ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে নিম্নোল্লিখিত গাছগুলিই প্রধানঃ—

১। জারুল, (২) গামার, (৩) চামালিশ, (৪) তেলসর, (৫) সুরুজবেত, (৬) দুধ্যা, (৭) পিত্‌রাজ, (৮) নাগেশ্বর, (৯) তালি, (১০) চাঁপা, (১১) চোয়াগ্রী, (১২) হরিতকী, (১৩) বহরা, (১৪) কাঁঠাল, (১৫) সিরিস, (১৬) সনালু (সাদা ও কালা) (১৭) ভাদি, (১৮) শিলভাদী, (১৯) শিলগামার, (২০) বৈইল, (২১) তেতইয়া, (২২) করই, (২৩) বয়ল, (২৪) বৈলসর, (২৫) জাম, (২৬) খইর জাম, (২৭) আটাল্যা, (২৮) কম্‌, (২৯) গোধা, (৩০) ছাউন্যা, (৩১) পার্ব্বা, (৩২) কালি-বয়ল, (৩৩) দেবদারু, (৩৪) সাকোয়ান, (৩৫) বর্ত্তা, (৩৬) বানর হুলা, (৩৭) তুলা. (৩৮) পিটালি, (৩৯) কাঁটা জারুল, (৪০) বাঁশ জারুল, (৪১) গর্জ্জন, (৪২) রঙ্, (৪৩) উতুম, (৪৪) কুম্‌কুই; (৪৫) গুট্‌গুট্যা, (৪৬) রই, (৪৭) কাঙবা ভাদি, (৪৮) লাউরিয়া ভাদি, (৪৯) তাল, (৫০) মিনজুরি, (৫১) কাল জাম, (৫২) পুঁতি-জাম, (৫৩) নারিকেল্যা, (৫৪) ঝাউ, (৫৫) উড়ি আম, (৫৬) দেশী আম, (৫৭) তূণ, (৫৮) সাল, (৫৯) চুঁদল, এই সকল ভিন্ন বট, অশ্বত্থ, কাউ প্রভৃতি অনেক রকমের গাছ পাওয়া যায়।

সুবিধা ও অবস্থা মতে এই সকল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ও নানা কারুকার্য্যময় শিল্প সকল প্রস্তুত হয়। ঐ সকল গাছ চিঁড়িয়া প্রথমতঃ তক্তা, বিম্ বর্গা, খুটী, রর্দ্দা প্রভৃতিতে পরিণত করা হয়; পরে তাহাদের দ্বারা আবশ্যক মতে জাহাজ, গধু নৌকা, বালাম, সরেঙ্গা, সাম্পান্, কোঁধা প্রভৃতি নানা রকমের জলযান ও তাহাদের

---

১. যাহাবা জাহাজ চালাইত তাহাদিগকে "মালুমঃ বলিত।

২. তখনকার দিনে "সপ্তগ্রামঃ "মেরম ধ্যেলণভমঃ এবং চট্টগ্রাম Porto grando নামে অভিহিত হইত। ইহা হইতেও দেখা যায় সেই সময়ে চট্টগ্রাম ভারতে একটী অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। "বন্দরঃ নামক একটী স্থান এখনো সুমদ্রতীরে কর্ণফুলীর মোহনায় দেয়াঙ্গের পাহাড়ের সংলগ্নে স্থিত আছে।

উপযোগী দাঁড়, হাইল ইত্যাদি নির্ম্মিত হয়।

হালিসহর, গোসাইলডেঙ্গা, মহেশখালী প্রভৃতিগ্রামের বাহির্তন্ত্রী সম্প্রদায়ের হিন্দু বালামীগণই জাহাজ গধু প্রভৃতি নিম্মাণের প্রধান কারিগর। নৌকা সরেঙ্গা প্রভৃতি সাধারণতঃ জমুয়াগণই প্রথমে পাহাড়ে তৈয়ার করে; পরে তথা হইতে দেশে নামাইয়া আনিয়া হিন্দু ও মুসলমান কারিগরগণ দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হয়। মুসলমান কারিগরগণ সাম্পান প্রস্তুত করে।

পুরাকালে এদেশে সাম্পানের ব্যবহার ছিল না; প্রথমতঃ রেঙ্গুন হইতেই ইহার আমদানী হয়। এখন ইহা এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এবং প্রতি বৎসর ছোট বড় শত শত সাম্পান প্রস্তুত হয়। এ দেশীয় সাম্পানওয়ালারা ঐ সকল সাম্পানে করিয়া আকিয়াব, রেঙ্গুন, সুন্দীপ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করে। পালসহযোগে ইহা ষ্টিমারের ন্যায় খুব বেগে চলে। পাল তুলিয়া পবন ভরে সাম্পান বহর যখন কর্ণফুলী নদী বাহিয়া সারি সারি চলিতে থাকে তখন দূর হইতে ইহার দৃশ্য বড় নয়ন মনমুগ্ধকর।

বর্ত্তমানে এত বড় বড় সাম্পানও তৈয়ার হয় যে তাহার এক একটীতে ২০০০ আড়ি ও ততোধিক ধানের বোঝাই করিতে পারা যায়। বাক্সা ঘরের খাম, বিম, চৌকাট ও আলমিয়া, সিন্ধুক, খাট, পালঙ্গ, তক্তপাশ, মেজ, (টেবুল্) হুকার নল, কেদারা, (chair) টুল, চৌকি, আল্না, কলম দান্, দোয়াত দান্ প্রদীপের থাক্, পাদুকা, পাল্কা, থাংথাং, চৌদল, দোলা, চায়ের পেটী, পাশা ও দফাখেলার গুলি, বিভিন্ন প্রকারের সাজ ও কল ইত্যাদি নানা কারুকার্য্যময় শিল্প সকল এবং লাটিম, পুতুল, ঝুন্ঝুনি, কোটা প্রভৃতি খেলনা ও নিত্য নৈমিত্তিক জিনিষ সকল প্রস্তুত হয়।

এই দেশে একটী গাছ দ্বারা ও নৌকা তৈয়ার হইয়া থাকে।

চাক্তাই খালের মুখের নিকট আছদগঞ্জ রোডে বিস্তৃত কারখানা বিদ্যমান। তথায় প্রায় সর্ব্বদা বহুতর গাছ জমা থাকে। করাতীগণ প্রত্যহ ঐ সকল গাছ চরিতেছে এবং মিস্ত্রীগণ উহা নানা শিল্পে পরিণত করিতেছে।

দেওয়ান্ বাজারে ও সহরের অনতিদূরবর্ত্তী বহর্দ্দার হাটে ও কাঠের কারখানা আছে। তভিন্ন পাড়াগাঁয়ে ও বিভিন্নস্থানে ছোট বড় কাঠের কারখানা সকল বিদ্যমান আছে।

চট্টিগ্রামের কাঠ ও কাষ্ঠশিল্প সকল ঢাকা, বিক্রমপুর, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী হয়।

বাঁশ ও বেত

চট্টিগ্রামের পাহাড়ে ও পাড়াগাঁয়ে নানা রকমের বাঁশ ও বেত উৎপন্ন হয়। বাঁশ–বাঁশের মধ্যে নিম্নলিখিত বাঁশগুলি প্রধান।

(১) বারিয়ালা, (২) কাঁটাবারিয়া, (৩) মুলি, (৪) টল্কি, (৫) মিঁতিয়া, (৬) ডলু, (৭)

ওরা, (৮) পাইয়া, (৯) মাহাল, (১০) বরাহ, (১১) নলটোয়ারি, (১২) উতুম, (১৩) ভুদুল, (১৪) কানশোনা, (১৫) কর্দ্দালি, (১৬) কাল্যাইন, (১৭) রাই, (১৮) রোহিত ও (১৯) লতা বাঁশ প্রভৃতি।

বেত–এদেশে এত বিভিন্ন প্রকারের বেত জন্মে যে সকল গুলির নাম উল্লেখ করা কঠিন। তন্মধ্যে গল্লাক, কেরাগ্, জাতি, বানরি, মলাই, কিরিচ্, ভুদুম, কোচ্, তেরিজ, মালতি, বিহার, ও রাইচাং প্রভৃতিই প্রধান এবং নিত্য ব্যবহার্য্য। কোন কোন বেত ৪০০/৫০০ হাঁত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

ঐ সকল বাঁশ ও বেত দ্বারা পূর্ব্বে এদেশে নানা কারুকার্য্য পূর্ণ মনোহারী শিল্প সকল প্রস্তুত হইত এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে।

শিল্পকলায় বিমণ্ডিত তখনকার রঙ্গিন আটচালা গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঁশ, বেত ও কাঠ সংযোগে উহাতে এমন কারুকার্য্য সকল প্রতিফলিত করিত যে, দেখিলে তাহা চিত্রবৎ প্রতীয়মন হইত। এ সকল রঙ্গিন গৃহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাদের সৌন্দর্য্য ও কারুকারিতা অনুভব বা লিখিয়া বর্ণনা করা কঠিন। বর্ত্তমানে কাঁচা ও পাকা কোটার বাহুল্য ঐ সকল শিল্প লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভূমিকম্পের ভয়েই হউক বা যে কোন কারণে পুরাকালে এদেশে কোটা গৃহের তত প্রচলন ছিল না।

সাধারণতঃ অকিাংশ লোকই খরের ছানির দোচালা, চারিচালা গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই বাস করিত। ঐ সকল গৃহের করন্যা, দোয়াধারা, তেয়াধারা বা দাওনা ও রূপোই বেড়াগুলি দেওয়ালের কাজ করে। দাওনা বেড়াগুলি এমনি ভাবে তৈয়ার হয় যে, তাহাতে জানালা না রাখিলে বাহিরের বাতাস বা আলো ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।

পূর্ব্বে একরকম নীচ রেকের ঘর ব্যবহার হহত তাহা দেখিতে উষ্ট্রপৃষ্ঠবৎ প্রতীয়মান হইত। তুফানে ঐ সকল ঘর ভাঙ্গিতে পারে না। এখনো মাঝে মাঝে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ঐ রকমের ২।১ খানা ঘর দেখা যায়।

বর্ত্তমানে পাকা ও মাটিয়া কোটার বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইলেও সকল গৃহস্থেরই ২।৪ খানা করিয়া বাঁশ বেত ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ আছে।

এতদ্ভিন্ন বাঁশের দ্বারা ঘরের ও ঘিরার খুটী, ভেলা এবং ঘেরা টেঙ্গরা প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বাঁশ হইতে বেত তুলিয়া নানাপ্রকারের কারুকার্য্যময় বিছনী (পাখা) প্রস্তুত হয়। এবং হাতা, খোচনা, লাই, ভাইর, পেচাং ডালা তুলই, চাটাই, আচাইন, ছাতির ডাট, ঢুলইন, ডুলি, খারাঙ্, ছামুয়া (বাক্সের মতন) কলম, জমুর, ছাতি, টাক্, কুলা, চালুন, চিক, ধারগ্যা, ঝলি, জুরগা, টৈয়ট্যা, ধান রাখিবার গোলা, কারগ্যা, ডোল, মৎস্য ধরিবার লুই, পলো; টেয়ইয়া, চাই, ডুগ্, কোচ্, শর,আম্বুল, উয়লা, ডুলা, বর্শির ছিপ ও ঘরের ছানি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য

জিনিষ সকল তৈয়ার হয়।

এইখানে হইতে অনেক ছাতির ডাট বিদেশ রপ্তানী হয়।

বাঁশের বেত ও এদেশের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ। গৃহ বন্ধন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বন্ধনকার্য্যেই বেতের আবশ্যক হয়।

বেতের দ্বারা নানা কারুকার্য্যময় শিল্প সকলও প্রস্তুত হয়। বেতের বাক্স, ব্যাগ, চেয়ার, ইজিচেয়ার, ছামুয়া, কাঙোর, মোড়া, আড়ি, সেরি প্রভৃতি প্রসিদধ। তদ্ভিন্ন ডালা, ডুলা, তুল বা পাল্লা, পেরুয়া, পাখা, হাতা প্রভৃতি আরো অনেককানেক জিনিষ তৈয়ার হয়।

টাক বা টকটকি বারিয়ালা বাঁশ ছিরিয়া অগ্রভাগ দুই ভাগ করা হয়।

সীতাকুণ্ড বেতের লাঠির প্রধান আড্ডা এবং তথা হইতে অনেক লাঠি বিদেশে রপ্তানী হয়।

বেতের নিল বা খোসা দ্বারা বেড়া ও চাঁছ (বসিবার আসন) ও ঝাড়ু তৈয়ার হয় পাটীপাতা–"পাটীপাতা" নামে আর এক প্রকার বেত পাওয়া যায়। ইহা চট্টগ্রামের পাড়াগাঁয়ে প্রায় গৃহস্থেরই বাড়ীর গড়ের ধারে যথেষ্ট জন্মে। ইহার বেত দ্বারা ও বাঁধনের কাজ চলে এবং বিভিন্ন প্রকারের চাঁছ ও পাটী প্রস্তুত হয়। সাতকানিয়া প্রভৃতি স্থানের নানা কারুকার্য্যময় চিকণ ও শীতল পাটী এবং সভা মজলিসের বিছানার লম্বা লম্বা ছোপ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চট্টগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক পাটী রেঙ্গুন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়।

পাতা ও খোল (খোসা)

পাতা–চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত পাতা গুলি নানা প্রকার শিল্পে ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যবহার হয়।

(১) তাল পাতা– পূর্ব্বে ইহাতে লেখার কাজ চলিত।[১] এখন ইহা হইতে নানা প্রকার বিছনী বা পাখা ও খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

(২) কুরুপ পাতা–ইহার দ্বারা জুমুর, পঙ্ ও ছাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এবং ইহা ঘরের ছানিতেও ব্যবহার হয়।

(৩) উমপাতা–ইহার দ্বারা গৃহের উৎকৃষ্ট ছানি হয়। দূর হইতে আগুন পড়িয়া ইহা পোড়া যাইবার আশঙ্কা কম।

(৪) চাটাপাতা, কেঁয়াপাতা ও শেলপাতা–ইহাদের দ্বারা চাটাই, মাদুল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ সকল প্রস্তুত হয়।

(৫) সুপারি পাতা–ইহা ছানির ও ঝলির কাজে ব্যবহার হয়। ইহা দ্বারা ঝাড়ু প্রস্তুত হয়।

লম্বা পাটিকে "ছোপঃ বলে।

(৬) খেজুরপাতা–ইহা দ্বারা নানা প্রকার খেলনা ও টুপি প্রস্তুত হয়।

(৭) পিটালীপাতা–ইহা শুকাইয়া মাটীয়া কোটার ছাদে ও ছালানির উপর দিয়া তদুপরি মাটী দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা "উই পোকা প্রভৃতিতে নষ্ট করেনা। নিমন্ত্রণাদিতে ইহা পত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং দোকানে জিনিষ বাঁধিবার কাজে এই পাতা ও ফল্যা ও পলাশপাতা পদ্মপাতা প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়।

খোল্–সুপারি পাতার খোল ও বারিয়ালা বাঁশের খোলই বিশেষ ব্যবহার্য্য। ইহাদের দ্বারা কুড়ে ঘর প্রভৃতির ছানি দেওয়া হইয়া থাকে। সুপারীপাতার খোলের বুকে "বুড়ির চাম" নামে সাদা এক রকম মসৃণ চামড়া থাকে, ইহা দ্বারা সিগারেটের টিউব প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ৮।১০ টাকা মণ দরে ঐ "বুড়ির চাম" অনেক পরিমাণে রেঙ্গুনে রপ্তানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

খর (ঘাস)–ছনঘাস[১] উলু ও কুশাই প্রধান। ছন ও উলু দ্বারা গৃহে ছানি দেওয়া হয় এবং বসিবার আসন প্রস্তুত হয়। উলু দিয়া গধু ও সরেঙ্গা নৌকার তাব্ বাঁধিয়া থাকে। "কুশা" হইতে ও বসিবার উৎকৃষ্ট আসন তৈয়ার হয় এবং ইহা হিন্দুর দেব কার্য্যে আবশ্যক করে।

মদ্য–সাধারণতঃ ভাত ও চিড়া হইতেই মদ প্রস্তুত হয়। ইহাকে "বাঙ্গালা মদ" বলে।

জমুয়াগণ পাহাড়ের উৎপন্ন মুলি নামক এক প্রকার দ্রব্য সংযোগে মদ্য তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। মদতীরা উহা বড় উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করে।

চাঁপাকলা হইতেও এক রকম মদ্য প্রস্তুত হয়; ইহা অতি সুস্বাদু ও বলকারক এবং মেহরোগে বড় উপকারী বলিয়া কথিত আছে। কক্সবাজার প্রভৃতি স্থানে তাড়ী (তালী) রস ও পাওয়া যায়।

সোলা–মালাকারগণ সোলাদ্বারা নানা কারুকার্য্য খচিত বিবাহের মুকুট ও ঝাড়, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা বোতল শিশিরের ছিপি প্রস্তুত হয়।

বরশীর সুইৎ–আনারসের সুতার সুইৎ ও পোতনার সুইতই প্রধান। সাতকানীয়া থানার কলাউজানের পোতনার[১] সুইৎ খুব প্রসিদ্ধ।

মৃত্তিকা

চট্টগ্রামের মৃত্তিকা বিভিন্ন রকমের হইলেও প্রধানতঃ উহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, বালু, দোয়াশ, (মিশ্রিত ও মহিনা বা আঁটাল। কৃষিভিন্ন ইহার মৃত্তিকা নানা রকম শিল্প কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামের মাটীর ঘড় বড়ই সুন্দর। পাক্কা ঘর যত উচ্চ ততদূর উচ্চ করিয়া মাটীয়া দৌতালা কোটা ঘর তৈয়ার করা যায় এবং তদুপর চুণকাম কবিলে উহা পাক্কা কি মাটীর ধরা যায় না। ভূমিকম্পে পাক্কা কোটা অপেক্ষা মাটীর কোটা বরঞ্চ

১. এর প্রকারের কীট বিশেষ।

বিশেষ নিরাপদ। এই কারণেই বোধহয়, পূর্ব্বকালে চট্টগ্রামের লোকে এমন কি ধনীদের মধ্যে ও অনেক পাকা কোটা প্রস্তুত না করিয়া মাটীর কোটাই অধিক প্রস্তুত করিতেন। তখনকার কোটার দেওয়ালের প্রশস্ততা ২ হাত হইতে ২ ।। হাত ছিল। মহিনা বা আঁটাল মাটীর কোটা খুব শক্ত। টিনের বা টালীর ছানি হইলে পাকা ঘর অপেক্ষা উহা অধিক দিন স্থায়ী হয়। আর এক রকমের মৃত্তিকা আছে তাহাতে ভাল চুনকামের কাজ হয়। পাহাড়ে এক রকম মৃত্তিকা দেখা যায় তাহা গেড়ুয়া মাটীর মতন; হল্‌দে রঙের আর এক রকম মৃত্তিকা অনেক স্থানে পাওয়া যায় তদ্দ্বারাও চুণকাম প্রভৃতি অনেক কাজ হয়। পাহাড়ে আরও এক রকমের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রায় সিলেটের মতন কালো।

কুম্ভকারগণ মৃত্তিকা দ্বারা নানারকম নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে ঘটী, বাটী, গ্লাস, কলসী, কড়াই, পাতিল, তেলইন, সুরাই, বদনা, হানক, কোথি, তৈলা, সরা, কর্দ্দা নানারকমের প্রদীপ, চুঙ্গী, নাশি, গোজি, আখ্যা (আগুন রাখিবার ভাণ্ড) ধুপতী, ঝায়নি, ধুমরা, কল্কি, বৈয়ম্, বোতল্, পোতনী, টালি, ইষ্টক[১] প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কাতলগঞ্জের, মির্জ্জাপুরী, কদলপুরী, ঢেকীরছাড়ার, খরনারকুলের, কেলীসহরের ও দেয়াঙ্গের পাতিল, তেলইন প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন নানা রকমের পুতুল ও খেলনা প্রভৃতি ও মাটীর দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ধাতু নির্ম্মিত জিনিষ

ইস্পাত ও লৌহা–চট্টগ্রামের কামারগণ ছুরি, কাঁচি, দা, কুড়াল, খন্তা, ক্ষুর, নড়িং, লাঙ্গলের ফাল্, হাতুরি, নখী, হিচ্‌কা, ভোঁয়র প্রভৃতি আরও অনেক নানারকম নিত্য ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় জিনিষ সকল প্রস্তুত করিতে বিশেষ পটু ছিল। এবং পূর্ব্বকালের কামারগণ বন্দূক প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতে পারিত।

সোনারূপা–সুবর্ণবণিকগণই তখনকার দিনের উপযোগী ও ব্যবহার্য্য বাজু, চিক, হাঁচলী, তেলবী, ফেনী, বালা, খারু, তড়ি, কুচি, ঘুমঘুরু, নাসাফুল, কিনকিনী প্রভৃতি অভিরুচি অনুযায়ী সোণারূপার অলঙ্কার সকল ও আশাসোটা, চৌদল প্রভৃতি নানা কারুকার্য্যময় জিনিষ সকল প্রস্তুত করিত। কিন্তু এখন এই কাজ আর কোন বর্ণিক বা পোর্দ্দার সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবকগণ এই ব্যবসায় আপনাদের করায়ও করিয়া যুগোপযোগী নানা পেটারণের ও ফেসনের অলঙ্কারাদি ও জিনিষ সকল প্রস্তুত করিতে বিশেষ

---

* পূর্ব্বকালে ছোট ২ একরকমের মাটীর তৈলভাণ্ড প্রস্তুত হইত, তাহাকে "তেলেল টুরীঃ বলিত। মাটীর একপাখা, দুইপাখা ও হাটরা চুলা স্ত্রীলোকগণ তৈয়ার করে।

১. পুরাতন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে দেখা যায়, তখনকার দিনের ইষ্টকগুলি অতি ছোট ২ করিয়া প্রস্তুত করা হইত। তাহাদের ৪/৬ খানা একত্র করিলেও বর্ত্তমানের একখানার সমান হইবে না। কিন্তু সেই সময়ের খিলান ও দেওয়ালাদির গাঁথুনী বড় শক্ত ছিল।

কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রস্তর (পোষাণ)

চট্টগ্রামের অনেক পাহাড়ে যথেষ্ট পাথর পাওয়া যায়। ঐ সকল পাথর হইতে থৈয়ারগণ নানা প্রকার নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ সকল তৈয়ার করে। তন্মধ্যে পাটা (১) উতা (২) খল (৩) পহল (৪) হামান্‌দিস্তা (৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাঝে ২ পাথরের নির্ম্মিত দুয়েকখানা পুরাতন মস্‌জিদ ও দেখা যায়। এইখান হইতে পাথর নিয়া খুলনা জিলার বাগের হাটে ৬০ গুম্বজবিশিষ্ট এক মসজিদ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। এখন ও সেই মস্‌জিদ বর্ত্তমান আছে। তথাকার সাধারণ লোকে কথায় ২ বলিয়া থাকে, “দেড় বুড়ি বারানি, তার চাটগাঁয়ে বরাদ।”

কাগজ

পুরাকালে এইদেশে যথেষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত। তখনকার দিনের সমস্ত লেখা পড়ার কাজ ঐ সকল কাগজ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইত। চট্টগ্রামের হল্‌দে কাগজ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং উহা খুব শক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। পুরাণা পূঁতি পত্র ও সরকারী অফিসের আগেকার সমস্ত নথিপত্র এই হল্‌দে কাগজেই লিখিত। সেই সকল নথিপত্রের অনেকগুলি এত বৎসর পরে ও এখনো নূতনের মত রহিয়াছে। পটীয়া কাছারীর এক কি দেড় মাইল পশ্চিমে কাগজিপাড়া নামক একটী পাড়া আছে; উহাই কাগজ প্রস্তুতের প্রধান আড্ডা। এখনো তথায় অল্প বিস্তর সাদা ও হল্‌দে কাগজ প্রস্তুত হয়।

কালি--তখনকার দিনে নানাপ্রকার কষ্‌ দিয়া কালি প্রস্তুত করিত; চাউল ভাজা দিয়া ও একরকম কালি তৈয়ার হইত।

খার–পাটীপাতার ডাঁটা, ছিমের গাছ, কেরণের খোসা এবং আরো নানা–প্রকার গুল্মাদি পোড়াইয়া ছাই করতঃ খার প্রস্তুত করা হইত। কাপড়াদি পরিষ্কারের জন্য সাবানের পরিবর্ত্তে তখনকার দিনে ঐ সকল খার ব্যবহার করিত।

চুণ–সমুদ্রজাত একরকম শাঁমুক পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত হয়। ইহা পানে ব্যবহার হয়। এবং দালানের মসল্লার সঙ্গেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

শঙ্খ–মেয়েছেলের ব্যবহারী নানারকমের শঙ্খ চট্টগ্রামে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। পটীয়া থানার অন্তর্গত খিতাপচর মৌজায় “শাখারিপাড়া” নামে একটী বৃহৎ পাড়া আছে। ঐটী শঙ্খ

---

১. এইদেশে নির্ম্মিত পিতলের হুকা ও ঘটী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

২. মরিচ পিশিবার যন্ত্র বিশেষ। তখনকার দিনের এসকল পাটা প্রভৃতি শতবর্ষ ব্যবহারে ও কিছু হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে অল্প দিন স্থায়ী কৃত্রিতৃম পাষাণের পাটা উতা বাহির হওয়ায় ঐ সকলের আব তত ব্যবহার দেখা যায় না।

৩. ঔষধ পিষিবার যন্ত্র বিশেষ।

৪. ধান ভাঙ্গিবার যন্ত্র বিশেষ।

৫. পান ছেঁছিবার যন্ত্র বিশেষ।

প্রস্তুতের আড্ডা।

দেশালাই–শণ পাটের শুক্‌না কাঠিতে গন্ধক সংযুক্ত করিয়া একপ্রকার দেশালাই তৈয়ার হয়। এখনো গরীব লোকের মধ্যে তাহার ব্যবহার আছে।

চর্ম্ম–হরিণের চর্ম্ম, ব্যাঘ্যচর্ম্ম, মহিষের চর্ম্ম, গরুর চর্ম্ম, ছাগলের চর্ম্ম ও উদের চর্ম্ম প্রভৃতি।

লবণ–পূর্ব্বকালে চট্টগ্রামে পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রের লোণাজল হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইত। চট্টগ্রামবাসীদের পক্ষে ঐ লবণই যথেষ্ট ছিল। তখন নুনছাই ও ব্যবহার হইত, এখনও আনোয়ারা থানার এলেকায় নুন্যাপাড়া আছে।

হস্তিদন্ত, হরিণের শিং–চট্টগ্রামের পাহাড়ে বহুসংখ্যক হাতী ও হরিণ পাওয়া যায়। ঐ সকল পাহাড়ের মাঝে মাঝে খেদা দিয়া হস্তি সকল ধৃত করা হয়। তন্মধ্যে অনেক দাঁতাল হাতীও ধৃত হইয়া থাকে। শিকারীরা বন্দুক দ্বারা ও নানা উপায়ে হরিণ শিকার করিয়া থাকে। ঐসকল হাতীর দাঁত ও হরিণের শিংয়ে নানাপ্রকার খেলনা, চিরুণী, পাশা, দাবা খেলার গুটী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

চিরুণী–চট্টগ্রামে সাধারণতঃ বাঁশ, মহিষের শিং ও গাছ দ্বারাই চিরুণী প্রস্তুত হয়। হস্তিদন্ত হইতেও মাঝে মাঝে চিরুণী প্রস্তুত হইত।

দাঁত ও শিং–হাতীর দাঁত, শুকরের দাঁত, হরিণের শিং, গয়ালের শিং প্রভৃতি।

মৎস্য

চট্টগ্রাম একদিকে যেমন ছোট বড় নদীবহুলা ও নির্ঝরপরিপূর্ণদেশ অপর দিকে সমুদ্র ইহার অতি নিকটবর্ত্তী। আবার চট্টগ্রামে যেই প্রকার বহুসংখ্যক দীঘি পুষ্করিণী বিদ্যমান আর কুত্রাপি সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। ঐ সকল নদী, পুকুর, দীর্ঘি, ডোবায় এবং সমুদ্রে নানাজাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়। কয়েক জাতীয় মাছ অন্যদেশে পাওয়া যায় ন। এইখানে নানাজাতীয় কাঁকড়া এবং কচ্ছপও পাওয়া গিয়া থাকে। যথা–

১। রোহিত, ২। কাতাল, ৩। মাহাল, (৪) মৃগা, ৫। ঘন্যা, ৬। বোয়াল, ৭। আইর, ৮। ছেঁয়লিয়া, ৯। চিতল, ১০। বাউস্, ১১। কালীঘন্যা, বা কাইলকনি, ১২। সইর, ১৩। মাগুর, ১৪। কই, ১৫। সিঙ্গি, ১৬। গড়ই বা টাগি, ১৭। চেঙ্গ, ১৮। গজাল, ১৯। ফলই, ২০। খইয়া, ২১। গুল্ল্যা ২২। চাপিলা, ২৩। পুটি, ২৪। মর্‌লা, ২৫। টেঁয়ামর্‌ল্লা, ২৬। বুকধারালি, ২৭। দাড়িয়া, ২৮। বাস্‌পাতিয়া, ২৯। ঠুট্টা, ৩০। চান্দ্যা, ৩১। বাইঙ্গ, ৩২। পুঁইয়া ৩৩। বুরগুণি, ৩৪। পাগলা, ৩৫। ভেদা, ৩৬। কোড়াল, ৩৭। ছেলস্, ৩৮। কাঁটাইছা, ৩৯। টোরাইছা, ৪০। বাহাতারাইছা, ৪১। পাতিইছা, ৪২। জুন্যাইছা, ৪৩। চাগাইছা, ৪৪। কেওচ্যাইছা, ৪৫। গোঁদাইছা, ৪৬। কানিইছা, ৪৭। মক্কাইছা, ৪৮। (১)

চোরাগ্যাইছা, ৪৯। ভোল, ৫০। দাতিনা, ৫১। লাক্ষুয়া, ৫২। রুপচাঁদা, ৫৩। চোখ্যা, ৫৪। লটিযা, ৫৫। তাল্যা, ৫৬। পেপা; ৫৭। রিটা, ৫৮। ইলিশ, ৫৯। ফ্যাস্যা (রামফ্যাস্যা ও ঢালাফ্যাসা) ৬০। তপস্বী, (ঋষ্যা) ৬১। পাঁউস, ৬২। ফাত্রা, ৬৩। ফাগু, ৬৪। অলুয়া, ৬৫। বাইল্যা, ৬৬। বাঁটা, ৬৭। কাঁউইন, ৬৮। রাখাল, ৬৯। কাঁইন, ৭০। হাঁউস্, ৭১। হাঙ্গরমাছ, ৭২। চিরু!, ৭৩। হরফোটা, ৭৪। হাইদ্‌চান্দা, ৭৫। ছুড়ী, ৭৬। বদরেরছুড়ী, ৭৭। বুকা, ৭৮। ভুতুম, ৭৯। চেঁআ, ৮০। হলিগুড়ামাছ, ৮১। বাচা, ৮২। ঘাঁউস, ৮৩। কাগজীগুড়া, ৮৪। লোল্যাইছা।

কাঁকরা- চাটীকাঁকরা, হাব্বাকাঁকরা ও থিরগ্যাকাঁকরা এই তিন রকম প্রধান। আরও নানারকম কাঁকরা দৃষ্ট হয়।

কচ্ছপ–ঢালোয়া, মাউচছা ও ক্ষুদী এই তিনরকম কচছপই প্রধান। এতদ্ভিন্ন সমুদ্র প্রভৃতিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরও অনেক রকমের কচ্ছপ দেখা যায়।

মৎস্য ধরিবার যন্ত্র

জাল–বড়জাল, বেড়জাল, দোঁফাধা, টেংগ্রাজাল, ফোতনাজাল, ধর্ম্মজাল, ঝাঁকিজাল, ছটকী, কৈজাল, ফেয়ান্যাজাল, কাপড়জাল, বাঁটাজাল, ফাঁষ্যাজাল, টেয়ট্যাজাল, বিরিন্তিজাল, টাউঙ্গাজাল ইত্যাদি।

বরসী–চড়ক, ফেলন্যা, লোভান্যা, টানা, কইবরসী, সইলবরসী, পুঁটীবরসি, লত বা হাজারীবরসি, কোড়ালবরশি, আন্ধাবরসি ইত্যাদি।

চাই–বেঙ্চাই, ঢোলচাই, গোলচাই, দোপতরি, মগাচাই, পালাংচাই, ডুকচাই, জুরগাচাই ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন আরও নানারকমের মৎস্য ধরিবার যন্ত্র ও প্রক্রিয়া আছে, যথা–লূই, পল, টেয়ইয়া, কোঁচ, ধাম্বুল, শরু টেগু, ঝোঁয়া, সেচনি, ফেনুয়া, দরদরিয়া, ধারা, ফালাচবসান, খাটী, জাকবসান, উজানি[১] উজানভাটী মাছ ধরা[২] ইত্যাদি।

পশু

বন্যপশু–বন্যহস্তী, বিভিন্ন প্রকারের হরিণ, নানাজাতীয় ব্যাঘ্র, গয়াল, জম্মুয়াছাগল, খরগোশ, বানর হনুমান, বন্যবরাহ, শজারু, বাঘ্ডাঁস্, কাঠবিড়াল, বন্যবিড়াল, খাণ্ডাস্, গোরখোঁদা, শৃগাল, রামকুর্ত্তা ইত্যাদি। ভাল্লুক ও গণ্ডার মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।

১. চৈত্র বৈশাখ প্রভৃতি মাসে, প্রথম যখন বেশী বৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন কৈ, সিং প্রভৃতি মৎস্য আনা হইতেই কুল বাহিয়া উঠে; ঐ সকল ধরাকে উজানি মাছধরা বলে।

২. বর্ষার প্রথম অবস্থায় নূতন জল ছাড়িয়া দিলে পুকুরাদি হইতে পুঁটী, মরল্যা, প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎস্য সকল উজান বা ভাটিতে উঠিয়া যায়; চাই বা দরদরিয়া দ্বারা ঐ সকল মৎস্য ধরে। ইহাকে উজানী ভাটী মাছ ধরা বলে।

চট্টগ্রামের কোন কোন পাহাড়ে "উল্লুক" নামে এক প্রকার জন্তু আছে। উহারা শীতকালে এমন একপ্রকার অব্যক্ত চীৎকার করে যে, ২।১ মাইলের মধ্যে লোক টিকা কঠিন হয়। ঐ অব্যক্ত শব্দ "রঘুরে রঘুরে" বলিয়া ধারণা হয়। এইজন্যই ছেলেরা ইহাকে "রঘুরে" বলিয়া থাকে।

গৃহপালিত পশু—গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, বরাহ, খরগোশ, হরিণ ইত্যাদি।

পক্ষী

চট্টগ্রাম প্রায়ই পর্ব্বতময়দেশ, অনেক রকমের পক্ষীই দৃষ্ট হয়। এইখানের ভিংরাজ শুকসারি পক্ষী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শিকার ও শিকারী

এই দেশ নানাজাতীয় বন্যপশু ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ; এবং ঐ সকল পশুপক্ষী শিকারের নানাপ্রকার প্রথাও প্রচলিত আছে। শিকারীদিগকে সাধারণতঃ শিকারী, পল্লান্, মুন্সিয়ারী ও ডালাশিয়ারী বলিয়া থাকে।

মুন্শিয়ারীগণ শর দ্বারা পক্ষী ও চোলা প্রভৃতি শিকার করে। পল্লানগণ বন্দুক দ্বারা ব্যাঘ্র, হরিণ ও শূকর ইত্যাদি শিকার করিয়া থাকে। কেহ কেহ যেই পথে সর্ব্বদা শিকারীয় জন্তু চলাচল করে, সেই পথেই সুতায় সুতায় বন্দূক সাজাইয়া রাখে, এবং কোন রকমে ঐ সূতা শিকারের পায়ে লাগিলেই বন্দুক আওয়াজ হয় ও গুলি আসিয়া শিকারের গায়ে লাগে। ইহাকে কাবু বসান বলে। আর একপ্রকার শিকারের প্রথা আছে, তাহাতে লতাপাতা দ্বারা ছোট একখানা ঘর বা ঝোপ প্রস্তুত করিয়া শিকারীগণ তথা হইতে শিকারীয় জন্তুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া শিকার করিয়া থাকে। ইহাকে তসা বসান বলে ও ছাগল প্রভৃতি দিয়া বাঘ ধরিবার পিঁজরায়ও বাঘ ধরা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে আরও এক রকমের শিকারের প্রথা ছিল, তাহাকে ডালা শিকার বলে। ইহা অতি দুঃসাহসিক কাজ ও বিপদ সঙ্কুল। ইহাতে শিকারীগণ আলোকময় একখানা বড় ঢালা সাজাইয়া তাহা মাথায় দিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে জঙ্গলে প্রবেশ করিত; এবং গভীর জঙ্গলের কোন পূর্ব্ব মনোনীত থলি জায়গায় ঘন্টা বাজাইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। তাহার সহকারী দ্বিতীয় আর একজন তরবারি হস্তে তাহার পিছনে ছায়ায় ছায়ায় অবস্থান করিতে থাকে। ঐ বাজনায় মোহিত হইয়া হরিণ প্রভৃতি শিকার ডালার আলোকে তালে তালে নাচিতে থাকে এবং শিকারীর পিছনে অবস্থিত তাহার সহকারী শিকারী সুযোগ মতে তরবারি দ্বারা অলক্ষিতে ঐসকল শিকার কাটীয়া ফেলিত। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যাঘ্র, হস্তী ও বিষধর সর্প প্রভৃতি আসিয়া পড়িত। সেই অবস্থায় অনেক সময় শিকারীর জীবন নষ্টের আশঙ্কা হয়। ইহা অতি সঙ্কটময় ও ভয়াবহ বিধায় এই প্রথার শিকার এখন প্রায় উঠিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি

ছোট বড় নদী-বহুলা চট্টগ্রামের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। উহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা–আওয়াল. দৈয়ম ও ছৈয়ম। জরিপ, জমাবন্দী প্রভৃতি কাগজাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। এইখানে বারমাসই কৃষি হয়। জলের অভাব হইলে ছোট ছোট ছড়ায় বাঁধ দিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল জমাইয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জমি সমূহে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

চট্টগ্রামের কৃষি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–ধান্যকৃষি, পাউণ্ডি ও জোমকৃষি।

ধান্যই চট্টগ্রামের প্রধান কৃষি। আউস, আমন ও শালী এই তিন প্রসিদ্ধ নামেই সাধারণতঃ ধান্যকৃষি বিভক্ত।

আউসধান ৬০ দিনে পাকে। ইহা তিন প্রকারে উৎপন্ন করা যায়। প্রথমতঃ বীজধান ছিঁটিয়া (ছড়াইয়া) বা কুঁচিয়া; ইহাকে "আছাড়া" ও কুঁচা ধান বলে, ইহার কাজ বৈশাখ মাসেই আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ বপন করিয়া; ইহার কাজ সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হইতেই আরম্ভ করা হয়। তৃতীয়তঃ ছোট ছোট ছড়া বাঁধিয়া জল জমাইয়া কোন কোন স্থানে আউস ধান উৎপন্ন করা হয়। ইহাকে "পানিয়া-আউস" বলে। ফাল্গুন, চৈত্র মাস হইতেই ইহার বপন কার্য্য আরম্ভ হয়।

আমন ও শালী ধানের চাষ আষাঢ় মাসে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাসের ১০/১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ইহার বপন কার্য্য চলিতে দেখা যায়। পৌষ মাসের মধ্যেই প্রায় জায়গায় ধান কাটা শেষ হয়।

চট্টগ্রামে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যথা (১) চিন্নাল (২) বৈলাম (৩) গীরিং (৪) আমনহাইল (৫) নুনাহাইল (৬) বেতী (৭) সাদা বেতী

(৮) বাদসা বেতী (৯) দুগ্ধ্যা বেতী (১০) টুরগ্যা বেতী (১১) বালাম (১২) খরইপেঁয়রা (১৩) চিকণকুশ্যারী (১৪) ছোটবিনি (১৫) বড়বিনি (১৬) লালবিনি (১৭) তিলক কচকচি (১৮) ঘণ্ঞ্জালী (১৯) পার্ব্বা (সাদা ও লাল) (২০) তুলসীমালা (২১) কাল্যাজিরা (২২) খগুল্যাবেতী (২৩) মধুমালতী (২৪) মতিহারি (২৫) দুধকমল (২৬) চিকণজিরা (২৭) কালবিনি (২৮) কামরাঙগা (২৯) গোপালভোগ (৩০) হলম্বুরু (৩১) গর্চ্ছী (৩২) ছোট চিন্নাল (৩৩) তম্বুরু (৩৪) ধলপাটা বা দলপাতা (৩৫) মইদল (৩৬) কলাইবাইল (৩৭) মইজাওরী (৩৮) গেলং (৩৯) রামবিঘা (৪০) আধ রেখা (৪১) হলাডুং (৪২) লাটরিয়া বেতী (৪৩) চাওক্কাল (৪৪) কাল গেলং কলাবাইল (৪৫) ছুড়ি (৪৬) দুলগ্ফু (৪৭) ধাইয়া (৪৮) কামিন ধান (৪৯) ঘিয়ক (৫০) নাগপেচী (৫১) চাবিচি (৫২) পাপাইব (৫৩) মরিয়া (৫৪) তুর্কী (৫৫) পচাউনি (৫৬) কগ্রমী (৫৭) যবধান (৫৮) পেলং (৫৯) জটা বেতী (৬০) নেনুয়া (৬১) ভুইচামরী (৬২) লেঙ্গাচিকণ (৬৩) পঞ্চাল (৬৪) ডাঁয়রবেতী (৬৫) কুরাবিনি (৬৬) গোবিন্দভোগ (৬৭) ভারগোবিন্দ (৬৮) মনসাইল (৬৯) চাপলাইশ (৭০) মতীচূড়া (৭১) বেগুনবিচি (৭২) গোদাচালাশ (৭৩) আজিম বাউ (৭৪) বেগুনী বিনি (৭৫) বর্ষাল (৭৬) পোটলিয়া বাজাল (৭৭) নাইজা (৭৮) ঝিয়ট (৭৯) কানচিকণ (৮) হলদিয়া (৮১) কৃষ্ণমণি (৮২) বালুকাক্কর (৮৩) রাহাইল চিকণ (৮৪) চাঁপা কলি (৮৫) পুহনী মগনী (৮৬) চৈননুরি (৮৭) ভার্নিকবিনী (৮৮) রূপসাইল (৮৯) কালিগরজ (৯০) ভারচাপালাইশ (৯১) নারিকেল চৌমর (৯২) চিকণ জামরী (৯৩) দুধসজাল (৯৪) বীজাসাইল (৯৫) আজিমবাদী (৯৬) কাঞ্চন আমান (৯৭) জাফরাইল (৯৮) ঘিনজ (৯৯) পদ্মসাইল (১০০) পাঞ্চরা (১০১) ভাদুরী (১০২) বাতিকোটা (১০৩) বাশীবাজ (১০৪) গুড়িসালি (১০৫) চামাল (১০৬) সাক্করকোড়া (১০৭) ধনীথোফা (১০৮) ময়ুরপাখা (১০৯) বোগ্দাবেতী (১১০) মহিদসান (১১১) বেড়াডুল (১১২) সাধনছড়ি (১১৩) চিকণসাইল (১১৪) পাঠানল (১১৫) পর্দ্দফাজল (১১৬) ডোরাচিকণ (১১৭) মিএগ্রাচিকণ (১১৮) মেনরাজ (১১৯) দুইধ্যা (১২০) বাৎসাভোগ (১২১) পিরাপাইচ (১১২) চন্দ্রকোটা (১২৩) জুগীআমান (১২৪) কুমড়াশির (১২৫) ভোজনকুর্পণ (১২৬) বড়জুনী (১২৭) পিরপালাইছ (১২৮) কালাকোড়ী (১২৯) দিগজ (১৩০) পহরা (১৩১) সাদামোটা (১৩২) গোপামুণি (১৩৩) চিনাবাদম (১৩৪) দাদথালী (১৩৫) বালামবেতী (১৩৬) লববেণী (১৩৭) লারদু (১৩৮) লালরেঙ্গি (১৩৯) পাগুনী (১৪০) বাদেইয়া (১৪১) নানর নকবিনী (১৪২) ইন্দ্রাসাইল (১৪৩) পরমান্ন (১৪৪) রাজভোগ (১৪৫) কটকতারা (১৪৬) ঘৃতকাঞ্চন (১৪৭) বড়বালাম (১৪৮) কেউরাবিনি (১৪৯) পাখীধান (১৫০) ভোলানাথ (১৫১) তিনবাজাল (১৫২) নাহিরজটা (১৫৩) আটীছাড়া (১৫৪) গুয়ামহরী ইত্যাদি।

* একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ধান। ইহা সাধারণতঃ পাহাড়ে জন্মে। অনেক সময়ে রোগীর পথ্যে ব্যবহার হয়। এই সমুদয় ধানের মধ্যে ১–৬৮ পর্য্যন্ত সচরাচর এই দেশে বিশেষ ভাবে জন্মে।

এমন একদিন ছিল যেইদিন চট্টগ্রামের ধান্য চট্টগ্রামের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এক সময়ে টাকায় ১৫।১৫ আড়ি করিয়া ধান্য বিক্রী হইতে দেখা গিয়াছে। বেশী দিনের কথা নহে, ১২৫৯ মঘির [১৮৯৭ ইংরেজীর] ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে পটীয়া থানা হইতে চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের অনেক গ্রাম ধ্বংসোম্মুখ হইলেও সেই বৎসর টাকায় গড়ে ১।।০ আড়ি করিয়া চাউল বিক্রী হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এমনি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে রেঙ্গুন, আকিয়াব হইতে চাউল না আসিলে চট্টগ্রাম বাসীর অনেকেরই অনাহারে থাকিবার উপক্রম হয়। বিংশ শতাব্দীর আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। ১৫ই আগষ্টের বৈকালবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯শে আগষ্ট উক্ত চাউলের ফি বস্তার মূল্য ২০ টাকাতে উঠে এবং খুচরা টাকায় /৪ সের /৪।। করিয়া চাউল বিক্রী হইতে আরম্ভ হয়, আর দেশময় হাহাকার[১]।

চট্টগ্রামে ধান্যকৃষি ভিন্ন আরও নানারকমের শস্য, ফলফুল, তরিতরকারী, ডাইল, মসল্লা, শাকসজী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডাইল–খেশারী, কলাই, মুঘ, [বিভিন্ন প্রকারের] মটর, অরহর, বুট, মসুর, ফেলন্ ও ছিমের দানা ডাইল।

আলু–নানারকমের আলু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা–

গোলআলু, খইআলু, পাটাআলু, ঠাণ্ডাআলু, পোড়াআলু, পাতিলাআলু, লাঠিআলু, খন্তাআলু, গাছুয়াআলু, ছামুয়াআলু, হাতিআলু, মইআলু [সাদা ও লাল] ইত্যাদি।

কচু–চট্টগ্রামে যত বিভিন্ন প্রকারের কচু উৎপন্ন হয়, অপর কোথাও সেইরূপ হয় না। চট্টগ্রামের "ওলকচু" ও "গুড়িকচু" সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; কোন ২ ওলকচু ওজনে ২/মণ পর্য্যন্ত হয়। এতদ্ভিন্ন মানকচু, শুখনাকচু, ছামুয়া বা হাতীঠেম্ কচু, পান্যাকচু [কালিমদ্দন, সাদামদ্দন প্রভৃতি বহু রকমের] পুতি, লম্বাপুতি, মিতিয়া, আচিনচা, রাইনজান, কালাকচু, বাঙ্গালাকচু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

কুমরা–কুমরা নানারকমের। যথা–মিঠাকুমরা, চালকুমরা, ডিগিকুমরা, চুণাকুমরা, ফেরেনচি, গোলকুমরা, সাদাকুমরা, কালকুমরা প্রভৃতি।

[মিষ্টিকুমরা আবার দেশী ও জুমিয়া ভেদে দুই প্রকার: তন্মধ্যে জুমিয়া কুমরা বড়ই মিঠা ও সুস্বাদু]।

লাউ–বিভিন্ন রকমের লাউ দৃষ্ট হয়। যথা–গাঁদিলাউ, জাহাজীলাউ, হাজারীলাউ, কৈঁদালাউ, সাদালাউ, কালালাউ, চুঁয়ালাউ ও তিতালাউ প্রভৃতি।

---

* ফিঃ বস্তায় ২/মণ করিয়া চাউল থাকে।

১ ১২১৮ মঘীর আষাঢ় মাসেই সর্ব্ব প্রথম ধান্য মহার্ঘ হয়। সেই সময় টাকয় ৭০ পোণে আট আড়ি করিয়া ধান্য বিক্রী হইতে আরম্ভ হয়। ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখের কথা। সেই বৎসরই চট্টগ্রামের বৃহৎ ধুমকেতু উদিত হয়।

বেগুন–সাধারণ ও বারমাসিয়া ভেদে বেগুন প্রধানতঃ দুই প্রকার। পাহাড়িয়া বেগুন, সিংহনাদ, ঝুম্‌কা, গোল, টুরি, হংসডিম্ব ও বিলাতী বা খর [চুকা] বেগুন প্রভৃতি নানানামের ও প্রকারের বেগুন পাওয়া যায়।

শাক–কফি, কুর্ম্মি, কপ্পি, পালং, রাইশাক, সরিষাশাক, রাঙ্গাশাক, বাথুয়াশাক, পুঁইশাক, কল্‌মী; হেলঞ্চ, মলঞ্চ, ঢেঁকিশাক [লাল, কালা ও ভুত।] মারিস, নারিচাশাক [তিতা, মিঠা, চুকা প্রভৃতি নানাপ্রকারের] হাঁইচাশাক, গীমা, কৈপাতা, মূলাশাক, চুয়াই, কচুশাক, মটরশাক, বুটেরশাক, আল্‌মুস্‌, আঁইলনি, লাউ কুমরার শাক, থেন্‌থেন্যা, পটল, গন্ধভাদালী, পুনর্ণবা, তেলাপুচী, আলুশাক ইত্যাদি।

কলা–জাতিকলা, বাঙ্গালাকলা, চাঁপা, সফরি, গেরাং, সিংহনাদ, কাবুলি, সূর্য্যমণি, বিনী, মত্তন, রামকলা আনাজি [দক্ষিণা] কলা, আট্ট্যা কলা (বীচিযুক্ত) মোহনভোগ, রামকলা, মইষরসি, আরাকানি প্রভৃতি আরো বিভিন্ন প্রকারের কলা পাওয়া যায়।

বাজেফল–আম [১], কাটাল, নারিকেল, নোনা, আতা, জাম (নানারকমের), পেঁপে, কমলা, নারাং, তাল, বর্ত্তা, খাজুর গয়াম, আমলকী, হরিতকী, বহরা, সুপারি, টাম, জামরুল, লিচু, কাউ, তরমুজ, ফুটী, খিরা, চিনার, রামসুপারি, মাহল্যাং, বাদাম, গাব, সাঁজফল, আমরূল প্রভৃতি।

লেবু–পাতিলেবু, কাগজি, জামির সর্ব্বতী, তেওল্লাজামির, এলাচিলেবু, কর্ণ্ণাল, মিঠালেবু, কমলা, নারাণ, পাতিলালেবু, দাউম্মালেবু প্রভৃতি।

চুকাফল–চালতা, আমড়া [বিভিন্ন প্রকারের], কুল, বর্ত্তা, কেরঙ্গা, বিলম্বু, লেইয়র, আনারস, জলপাই, কামরাঙ্গা, কাউ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন নানা প্রকারের তেঁতুল, যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাজে তরকারী–ঝিঁয়া, করলা [বড় ও উচ্ছা] মার্‌ফা, শাল্‌গম, কাক্‌রোল, বর্ষাফল, ঢেলস্‌, কৈঁদা, পটল, তারা, কাট্টইস্‌, মূলা [নানারকমের] বরুণা, ছিম [বহুপ্রকারের], মৃণাল শাফলার ডেগা ইত্যাদি।

মসল্লা–ধন্যা, আদা, রসুন, পিঁয়াজ, হলুদ, চিকণজিরা, মিঠাজিরা, গুয়াবহর, রাঁধনী, তেজপত্র, মূড়, ফালা, সেজনা, চঁই, কমলা, পিপৈঁ, করমফাল প্রভৃতি আরো নানাপ্রকারের মসল্লা উৎপন্ন হয়।

তিক্ত–নিম, সেফালিকা, কুর্ম্মি, বিরতী, লাডাগাছ, করলা, প্রভৃতি।

মরিচ–গোলমরিচ ও লঙকামরিচ এই দুই প্রকারের মরিচ প্রধান। লঙ্কা মরিচ চট্টগ্রামে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এতদ্ভিন্ন আরো নানাপ্রকারের বারমাসিয়া মরিচ পাওয়া যায়। যথা ঘৃতকুমারী, সূর্য্যমণি, ঘৃতকাঞ্চন, তিলকদানী, ধানমরিচ, [বড় ও ছোট] সাদামরিচ, গোল,

---

১ আমসর্ত্ত এবং ছোট ছোট আম কাটীয়া শুকাইয়া রাখে, তাহাকে আমসি বলে। উহা খুব মিষ্টচুকা [টক]।

ঝুমকা, পাতিয়া, কুমরামরিচ, ঘিলা, ভাতাসা মরিচ ও বোম্বাই মরিচ প্রভৃতি।

পান–মিঠাপান, বাঙগালাপান, গাছপান, সাচিপান, পহরছুরতী, ধলচ্যা ইত্যাদি নানা প্রকারের পান জন্মে।

তামাক–শিলঘাটা; ধোপাছড়ি, খাগরিয়া ও চাগাচর প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট তামাক জন্মে ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন আরো নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকারের বহুল পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয়।

তিল–সাদা ও কাল এই দুই রকমের তিল জন্মে।

তৈল–সরিষাতৈল, তিলতৈল, কেরণ, গর্জ্জন, রাই, ভেরণ, এরণ্ডা, পিত্রাজ ও চালমুহরী তৈল।

রস– ইক্ষুরস, খেজুরের রস, তারি, তালের রস, এইদেশে ভাল মধু ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

রস–ইক্ষুগুড় ও খেজুরেরগুড়ই প্রধান। রাঙ্গুনীয়া, সাতকানিয়া, রামু, চকরিয়া ও ফটিকছড়ি প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর বিস্তৃত চাষ হয় এবং তথায় প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুগড় প্রস্তুত হয়। চট্টগ্রামের অন্যান্য স্তান অপেক্ষা পটীয়া থানার গ্রাম সকলেই খেজুর বৃক্ষ বেশী এবং তথায় অধিক পরিমাণে খেজুরের গুড় তৈয়ার হয়।

ওল (বেঙের ছাতা) হাঁসওলা, বাঁশওলা, তুষওলা, বিষওলা, কুড়িয়াওল ও বাঘর দুধ।

ঔষধি–শালানি, পিঠানি, চিতা, কন্টিকারী, অনন্তমূল, শ্যামালতা প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বপ্রকার বনজ ঔষধিই চট্টগ্রামের পাহাড়ে জঙ্গলে যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়।

গাঁজা, ভাঙ্গ প্রভৃতিও এইখানে উৎপন্ন হয়। "পত্রাঙ্কুর" নামে এক প্রকার ঔষধিগুল্ম এদেশে পাওয়া যায়; তাহার পাতার রস কফে, দেবদনায়, পোড়ায় ও ক্ষতে মহৌষধি স্বরূপ[১] শীতবসন্ত ও পাতাপড়ি পাতা ইহার অন্য নাম।

সূতা–জোমের কার্পাস সূতাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের পাহাড়ে যথেষ্ট কার্পাসের

---

* পূর্ব্বকালে এদেশে এই "লঙ্কামরিচঃ খুব সস্তায় বিক্রী হইত। গত কয়েক বৎসর হইতে উহার মণ ৪ টাকা হতে ৮।১০ টাকায় পর্য্যন্ত উঠে। খুব মহার্ঘের সময়ও মণ ১০।১২ টাকার অধিক মূল্যে বিকাইত না। অনেক বৎসর হইল একবার মাত্র উহার সের ।।০ আনা পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু ১৯১৮ ইংর শেষভাগে এবং ১৯১৯ ইংর প্রথমভাগে মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে এই লঙ্কামরিচের সের ২।।০ টাকা হইতে ৩ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহা চট্টগ্রাম ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় বিষয়।

১ মূলা বীচি হইতেও একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইতে পারে।

২ চন্দন, কাঁইচ, ফেনা, ভাতরজড়া পদ্ম, সাঁপলা, কচড়ী, আরারুট, কাটইস্, দন্তি, ফল্‌গা, জোয়াল্, সোণাতোলা, রূপাতোলা, সরবজালা, ডাইনের হাত পা, আসামপাতা, ধুতুরা কাঁইদাফল, মইন, দোলন্, কাঁটামারিস, বাসক, আঁকরপাতা, ডুমুর, দাওনা, সিজ্ঞ,আদা, ঈশ্বরমূলি, বাল্যরি, হাড়ভাঙ্গা, গুরাচ, তালমুলি, কুট, ভুইকুমরা, লজ্জাবতী, কুরুচ, ঘট্যাফুল, চিতা, বাইনছাট, শতমুলী, বিতরাজ, জটামাংসী, খাইনীজিঁয়স, শক্তিছাড়া, মাথা, পিপই, তেলাপুচী, কালাদায়নী, পরেঙ্গা, বরুণা, হিজল, আদামানুনি, হারগেজী, করবী, আছাড় প্রভৃতি ঔষধি।

জোম হয় এবং তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। স্থানে স্থানে বিদেশীয় বণিকদের দেশীয় আড়তদার সকল নিযুক্ত আছে। তাহারা জুমুয়াগণ হইতে সামান্য মূল্যে কার্পাস খরিদ করিয়া সামান্য লাভে প্রতিবৎসর বহুল পরিমাণ কার্পাস বিদেশীয় বণিকদের হস্তে তুলিয়া দেয়। পরে উহা সমধিক উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়।

পূর্ব্বকালে যখন এদেশের ঘরে ঘরে চড়গা চড়গীর প্রচলন ছিল, তখন চট্টলের গৃহলক্ষ্মীগণ দ্বারা কার্পাস হইতে চিকণ, মোটা প্রভৃতি নানা প্রকার সূতা এদেশেই প্রস্তুত হইত এবং দেশীয় যুগী জোলারা ঐ সকল সুতা দ্বারা ফরমাইস মত নানা রকমের কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিত; তদ্বারাই এদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ এবং অপরাপর নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার সম্পন্ন হইত। তখনকার দিনে এদেশীয় রমণীগণ বিংশশতাব্দীর রমণীগণের ন্যায় বিলাসপ্রিয়া ছিলেন না এবং উপন্যাস পাঠে বা নানারূপ খোসগল্পে বা ঘুমে সময় না কাটাইয়া তাঁহারা অবসর সময়ে কয়েকজনে মিলিয়া চড়গা চড়গী লইয়া সূতা কাটিতে বা কার্পাসের বীচি ছাড়াইতে বসিতেন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের গল্প সকল আবৃত্তি করিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। এদেশেরই কার্পাস ও কাটাসূতা ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া তথায় নানা কারুকার্য্যপূর্ণ বস্ত্র সকল প্রস্তুত হইয়া ইউরোপ প্রভৃতি দূরদেশে রপ্তানি হইত।

জোমের কার্পাস ভিন্ন সেই সময়ে প্রায় গৃহস্থের বাটীতে ছোটসূতা বা নাগল্যা সূতা নামে এক রকমের কার্পাস গাছ জন্মাইত। ঐ সকল কার্পাস ঘাছ হইতে ও দেশে অনেক সূতা উৎপন্ন হইত [১] নাগল্যাসুতা গাছের পাতা, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত। এখন উহা লুপ্ত প্রায়। এতদ্ভিন্ন শিমুল তুলাতে বালিস প্রভৃতি প্রস্তুত হয় ও ইন্দ্রতুলা নামক একরকম লতা হইতে ফল জন্মিয়া তুলা হয়।

পাট–কোষ্টা ও শণ পাটই প্রধান। তন্মধ্যে শণপাটই সমধিক পরিমাণে জন্মে। তদ্বারা নানাপ্রকার সুতা ও কাঁছি, রশি প্রস্তুত হয়।

চট্টগ্রামের পাহাড়ে জঙ্গলে "উদাল" নামে এক প্রকার গাছ পাওয়া যায়; তাহার ছালের সূতায় রশি, কাঁছি [বড় রশি] প্রস্তুত হয়। এতন্নির্ম্মিত রশি, বড়ই শক্ত।

নারিকেলের ছোবরা হইতেও নানাপ্রকার রশি প্রস্তুত হয় এবং তদ্বারা নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আনারসের পাতা হইতেও একপ্রকার সূতা প্রস্তুত হয়। ইহা খুব শক্ত।

---

১. এই নাগল্যাসুতা হইতে ব্রাহ্মণগণের পৈতা বা যজ্ঞসূত্র প্রস্তুত হয়।

জোমকৃষি

চট্টগ্রামের জোমকৃষি বিশেষ প্রসিদ্ধ, জোমীয় ফসলের মধ্যে কার্পাস ও ধান প্রধান; ইহা ভিন্ন মার্‌ফা চিনার, নানাপ্রকার কচু (ওল, শুকনা প্রভৃতি) মক্কা, কামিনধান, মিঠাকুমড়া ইত্যাদি।

মেল–পাহাড়ের একরকম লতা বিশেষ। তাহা গুঁড়া করিয়া পুষ্করিণীর জলে দিলে যাবতীয় মৎস্য মরিয়া যায়।

নীল ও চা–চট্টগ্রামে নীলের চাষ নাই ; পটীয়ায় সামান্য নীল উৎপন্ন হইত, কিন্তু ইহা কোন কার্য্যকারী নহে। চা ক্ষেত চট্টগ্রামে কম নহে, অধিকাংশ ইউরোপীয়ানগণই চা ক্ষেতের মালিক। এইখানকার চা আসামের চা হইতে নিকৃষ্ট নহে। দেশীয় লোকের সাধারণ দুই একটী চা ক্ষেত আছে মাত্র। দাতমারা, উদালিয়া, বারমাসিয়া, নেপচুণ (ফেনুয়া) সুজানগর, ইদিলপুর, গোয়ালপুর, জ্যৈষ্ঠপুরা, চানপুরা (পুকরিয়া) খরনা, হোয়াগ্যা, কোদালা, ও চট্টগ্রাম সদরের চা বাগান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

তীর্থস্থান, মেলা ও পীঠস্থান প্রভৃতি

সীতাকুণ্ড হিন্দুগণের একটী প্রধান তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ,[১] শম্ভুনাথ, বিরুপাক্ষ, পাতালেশ্বরশিব, উনকোটীশিব, মহাকালভৈরব, ব্যাসকুণ্ড, জ্যোতির্ম্ময়, গয়াকুণ্ড, পাতালকালী, সীতাকুণ্ড,[২] অনতিউত্তরে সহস্রধারা, লবণাখ্যকুণ্ড, দক্ষিণে বাড়বানল (বাড়বকুণ্ড) দুধ্যাভৈরব, কুমারীকুণ্ড প্রভৃতি। "শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

গুড্‌ফ্রাইডে (Good-Friday) উপলক্ষে ফিরিঙ্গীবাজার পর্ত্তুগীজদিগের কাঁটামারুণীর মেলা বসে।

বিষু সংক্রান্তির পরদিন পল্টনের নিকট বাসি-বিষুর মেলা হইয়া থাকে। ঘোড়দৌড় উপলক্ষে পূর্ব্ব হালিসহর ও পাহাড়তলীতে মেলা হইত।

---

১. ১৬০০ খৃঃ অল্প পরে ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য চন্দ্রনাথ-মন্দির নির্ম্মাণ করেন; ভূমিকম্পে উহা ধ্বংস হইলে তখনকারদিনের মার্চ্চেন্ট রামমোহন সেন ইহার সংস্কার করেন। মহারাজা ধন্যমাণিক্য ১২৪৩ শালে চট্টলঞ্চ হইতে ত্রিপুরেশ্বরীকে লইয়া যান।

২. Shrines of Sitakunda" লেখক কতকগুলি ভীত্তিহীন কল্পনামূলক উপন্যাস লিখিয়া ইঁহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন There is for instance Ramu where it is said Ram commenced the Setubondh bridge ... ... Page 18. ইহাতেও রাম এই পথে লঙ্কা যাইবার কথা অনুভূত হয়। তিনি এই সমুদয় প্রাচীন জনশ্রুতি ও ঐতিহাসি সত্য, তাঁহার মনগড়া কল্পনাদ্বারা বিকৃত করিয়াছেন।

৩. ইহা দেশীয় বরুয়াগণের যত্নেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় কোচগণের অপর নাম "রাজবংশীঃ The Koches or Rajbunsis, Meches &c.—Bengal page 88) এবং "বরুয়াঃ শব্দ বা উপাধি আসামের সম্ভ্রান্ত লোকগণ এখনও ব্যবহার করেন; এই দুই শব্দ বা উপাধি দ্বারা বরুয়াগণ আসাম (কোচবেহারা) হইতে আগত হইয়াছেন অনুমান হয়। তখন অনেক হিন্দুও আসাম হইতে চট্টগ্রাম ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে আগত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সুতরাং এই ইতিহাসের ৪র্থ ভাগে মিঃ হান্টার, মিঃ ফাইফার, বিশ্বকোষ ও রাজামালা প্রভৃতির যে সকল মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ঐ সমুদয় ঠিক বলিয়া অনুমান হয় না।

চট্টগ্রাম সহরের এনাতবাজারে এক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে[১] ফটীকছড়ি, মাইজভাণ্ডার গ্রামে স্বনামধন্য মৌলবী আহামাদউল্লা ফকিরের সমাধি স্থানে প্রতি বৎসর মুসলমানদিগের একটী বৃহৎ মেলা বসে। মহরম পৰ্ব্ব উপলক্ষে চট্টগ্রাম সহরের পেড়ড় ময়দানে মুসলমানদের গোয়ারা-মঞ্জিলের মেলা হয়[২]।

মেলা–শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে সীতাকুণ্ডে প্রকাণ্ড মেলা বসে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্য সহস্র লোক সমাগত হইয়া থাকে। দোলপূর্ণমাসী, রাখীপূর্ণমাসী, রাসপূর্ণমাসী, মাঘিপূর্ণমাসী ও অন্যান্য পৰ্ব্বদিনে মেলা হইয়া থাকে।

বারুণী ও অশোকাষ্টমী তিথিতে, বঙ্গোপসাগরে কাট্টলী, পার্কি, মন্দাকিনী, শ্রীমতী ও কর্ণফুলীর ফরফরিতলায় যথেষ্ট মেলা বসে।

সূর্য্যব্রত মেলা–জ্যৈষ্ঠপুরা, চক্রমালা, শাকপুরা, ধলঘাট, ফতেয়াবাদ, সদর, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে মেলা বসিয়া থাকে।

ক্ষেত্রপাল–মহাবিষু সংক্রান্তি দিনে মহিরা গ্রামে ক্ষেত্রপালের মেলা বসে, ঐ দিন চড়কপূজা উপলক্ষে নানাস্থানে মেলা বসিয়া থাকে ও কুস্তিখেলা হইয়া থাকে; ভাটীখাইন গ্রামে দোলপূর্ণমাসীর দিন শ্রীবল্লভশ্রমে মেলা বসে।

বৌদ্ধগণের মেরা ও প্রসিদ্ধ স্থান

হিন্দু দিগেব ন্যায় বৌদ্ধগণেরও অনেক তীর্থস্থান আছে, ও অনেক মেলা বসিয়া থাকে। ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়, তখন সিংহলে বৌদ্ধধৰ্ম্ম প্রচারের কথা দূরে থাকুক, আদৌ লোকের বসতিও ছিল না কিন্তু ইহার অনেক পূৰ্ব্বে এই পূৰ্ব্বদেশে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তার হইয়াছিল।

হাইদগাঁও–ফোরাচেঙঘী। ফোরা (প্রভু, বুদ্ধ) চেঙঘী–(সঙঘ)=বুদ্ধ-সঙঘ চেঙঘী, সঙঘ শব্দের অপভ্রংশে অল্পপ্রাণ শব্দের উচ্চারণে চঙ্গ ও পরে চেঙ্গী হইয়াছে। এস্থানে প্রতি বৎসর বিষুসংক্রান্তি দিনে মেলা বসে ও বুদ্ধপদে বৌদ্ধগণ পিণ্ডদান করেন।

বগাহারায় বুড়াগোসাঁই; উনাইনপুরায় বুদ্ধপাদ, আহলায় সত্যসিংহ (শাক্যসিংহ)

১. নেজামপুরেস্ব–মনপবনের তাকিয়া (মস্তান নগর) ঘর তাকিয়া (হাজিশ্বরী), মাহাং গরিবল্লার তাকিয়া (আজিমপুর); চিংকিমস্তান, বদনমস্তান (জামালপুর); ছুপি নুরআহামদ দর্গা (মলিআইস); সাহামদিনের দরগা প্রভৃতি আরও অনেক দর্গা আছে।

২. ইহা ব্রহ্মদেশের অনুকরণে মাণিকছড়ি রাজার, পূৰ্ব্ববৰ্ত্তী কুঞ্জধামাই কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মেরা ইহার পূৰ্ব্ব হইতে রাঙ্গনীয়ায় বসিত; এই কুঞ্জধামারি সরকারে, বিনোদ নামক একব্যক্তি চাকরি করিত এবং রাজ সরকার হইতে অর্থ আনিয়া আপন নামে দিঘী ও খাল কাটিয়া ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। তাহা বিনোদের ফাড়ি ও ডিগ্রী নামে প্রসি॥ ধামাইরহাট, ধামাইরখিল, ধামাইপুকুর ইত্যাদি দ্বারা এখনও ধামইর কীর্ত্তি প্রকাশ আছে।

পাহাড়তলীতে মহামুনি[৩]। এই মহামুনির মেলা প্রায় ১৫ দিন ক্রমাগত বসিয়া থাকে; বিষুসংক্রান্তিতে মেলা আরম্ভ হয়। ঠেগরপুনীতে, মাঘীপূর্ণিমায়, উনাইনপুরায় ফাল্গুন পূর্ণমাসীতে, চূড়ামণিতে মাঘীপূর্ণমাসীতে মেলা বসে।

চট্টগ্রামে সহরের দক্ষিণে একটু বাঁকিয়ে পশ্চিমে বঙ্গসাগরে মহেশখালদ্বীপে মৈনাকপর্ব্বতে আদিনাথ শিব।

চট্টগ্রামের দক্ষিণে কাক্সবাজার এলেকাধিন রামকূট (রামগিরি) এইখানে রাম সীতার মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা রামু থানার অন্তর্গত।

মগরাজত্বের সময় রামুতে বহু সৈন্য সমাবেশে একটী সুরক্ষিত দুর্গ ছিল[১]। তৎকালে মগের নাম শুনিলে বাঙ্গালার মুসলমানগণের হৃদয়ে বিষময় আতঙ্কের সঞ্চার হইত। মুসলমানেরা মগকে যেরূপ ভয় করিত অন্য কোন জাতিকে তেমন ভয় করিত না। তখন মগেরা বাঙ্গালা দেশ হইতে সম্মানিত মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া কৃষি, দাস্য প্রভৃতি কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত করিত[২] মগগণের সঙ্খ্যাতীত কামান ও সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন অসংখ্য নৌ-বহর বা যুদ্ধ-জাহাজ ছিল[৩]। প্রত্যেক বৎসর আরাকানাধিপতি চট্টগ্রামে বিস্তর সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ পাঠাইয়া দিতেন। মুসলমানের আক্রমণ হইতে চট্টগ্রাম বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত ছিল। বাঙ্গালায় বহুসংখ্যক নৌ-বহরের মুসলমানসৈন্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তখন মগগণের অল্প কয়েকখান নৌ-বহর বহুদূরে আছে জানিয়া বা শুনিয়া কোন রকমে মগের হাত হইতে পলাইয়া বাঁচিতে পারিলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী

---

1. A large body of the enemy (Mugh) defended its (Ramu's) fort. Studies in Mughal India. P. 118.

One day a large force of the enemy with Seven elephants suddenly issued . . .. Mir. Murtaza hearing of it. rode with a force to the bank of the river and . . .. boldly plunged in with his comrades and crossed over in sefety.

Studies in Mughal India P. 151.

2. But the Mughs employed all their captives in agriculture and other kinds of service. Many high-born persons and sayyads, many pure and suyyad-born women were completed to undergo the disgrace of the slavery. service of concubinage (Farash-wa-suhabat) of these wieked men.

Studies in Mughal India P. 124.

3. Their cannon are byeond numbering. Their flotilla (Nawwara) exceeds the waves of the sea.

Studies in Mughal India. P. 119.

4. Whenever 100 warships of Bengle sighted four ships of the enemy (Mugh), if the distacne separating them was great the Bengle crew showed fight by flight, considered it a great victory... ... If the interval was small great victory... ... It the interval was small... ... the men of the Bengle ships—rowers and seopys ... ... therew themselves into the water. P. 125.

ও বিজয়ী বীর বলিয়া মনে করিত। মগেরা নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিলে মুসলমানেরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িত ও সাঁতারিয়া কুল ধরতে পারিলে আনন্দ অনুভব করিত [১]।

মুসলমান সৈন্যের কম বিক্রম ছিল না; কিন্তু থাকিলে কি হইবে? মগেরা "বাঘের উপর টাক" ছিল। এই চট্টগ্রাম যুদ্ধ প্রদেশে battle field) মুসলমানগণকে মগগণ যেরূপ ভাবে অত্যাচার ও লাঞ্জনা দিয়াছিল ইউরোপেও তত নহে[২]। মুসলমানেরা মগদিগকে বাঘের মত দেখিত। এখনও কথায় বলে "মগে ও বাঘে সমান।" বাঘের সম্মুখে মগ যেরূপ মগসৈন্যের নিকট বাঙ্গালার সৈন্যগণ সেইরূপ ছিল। মগগণ অন্য ধর্ম্ম আদৌ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিল[৩]। মুসলমানদের প্রতি মগগণের জাত ক্রোধ ছিল। চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করা ত দূরের কথা বাঙ্গালাদেশও মুসলমানরো সংরক্ষণ ও সুশাসনে রাখিতে পারিয়াছিল না। মুসলমানেরা নামে মাত্র বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিল। মগের অধীন ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালাদেশ লুঠিয়া খাইত। বাঙ্গালার মুসলমান নবাবগণের তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা ও সাহস ছিল না।

মগ নৌ-বহরের কাপ্তান মুর সাহেবকে[৪] সায়েস্তা খাঁ তাহার বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাপ্তান অকুতোভয়ে তাঁহার মুখের উপর জবাব দিয়াছিল[৫] "মগরাজা আমাদিগকে সমগ্র বাঙ্গালা জায়গীর দিয়াছেন। আমরা অনায়াসে আপনাদের প্রাপ্য বেতন উশুল করিয়া লই ইত্যাদি। মগ বা মগ কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালার নবাবকে পর্য্যন্ত তৃণবৎ উপেক্ষা করিত। এই সকল কারণে মগের প্রতি মুসলমানগণের যেমন ভয় ছিল তেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব ছিল। মুসলমানেরা মগ শাসনাধীন রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করা দূরে থাকুক, প্রবেশ করিতে পারিত না। Bodalion (বোডালিয়ন) লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত "সহিবউদ্দিন তালিশের" বিবরণীতে বিবরণী-লেখক মগ-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মগদিগকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় মাঝে মাঝে অনেক অমূলক ভিত্তি হীন কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন অনুমান হয়। এবং কোন কোন স্থলে দৈর্য্য সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া গালির ভাষা প্রয়োগ করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। [৩] এই বিবরণী লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না;

---

১. Muslims underwent such oppression in this region of war (dar-ul-harb) as they hal not tc supper in Europe. Page 124.

২. See P. 118. Studies in Mughal India.

৩ This tribe was called Harmad.

৪ The Nawwab (Shaista Khan) asked them (Feringis) "What did the zaminder of the Mughs fix as your salary?" The Feringis replied "Our salary was imperial dominion! We considered the whole of Bengle as our Jagir. All the twelve months of the year we made our collection without trouble &c."

Studies in Mughal India. P. 129.

৫ The people of the country are called Mughs which is abbriviation of Muhami-isag (despicable dog) &c. .....Studies in Mughal India P. 118.

Of their offspring that base-born son is considered the proper heir to the throne ... ... Studies in Mughal India. P. 119.

মিরজুম্লার মৌখিক কথার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সকল বিবরণ লিখিয়াছেন বলিয়া বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী দ্বারা বাঙ্গালা জয়, অন্ধকূপহত্যা ও সিরাজদ্দৌল্লার কলঙ্ক কাহিনীর ন্যায় উক্ত বিবরণীর এই সকল গল্প বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিজেতা ও বিজিত জাতির মধ্যে এইরূপে রেষারেষি প্রায়ই দৃষ্ট হয়[১]।

১ এই ইতিহাসের চতুর্থ ভাগ দেখুন।

HISTORY OF CHITTAGONG

Vol. I

PART IV

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

চতুর্থ ভাগ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী

চট্টগ্রামের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

চতুর্থ ভাগ

বিষয়। পত্রাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র সূচী

ভ্রমসংশোধন। ২০৯

পৃষ্ঠা–পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০–১৭	দ্রাঘিমাতেই	অক্ষরেখাতেই

চট্টগ্রামের ইতিহাস

চতুর্থ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় বিভাগ

চট্টগ্রামের পশ্চিমে বঙ্গসাগর, দক্ষিণে নাফ নদী ও পূর্ব্বদিকের আরাকান শৈলমালা নাফ নদীর তীর হইতে উত্তরে ফেণী নদীর তীর পর্য্যন্ত ক্রমে উত্তরাভিমুখে ফেণীর নদীর উত্তর তীরস্থ ত্রিপুরার শৈলরাজির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ফেণী নদীর তীরস্থ শৈলরাজির এক শাখা, নদীর তীর দিয়া একটু পশ্চিমে বাঁকিয়া রামগড়-সীতাকুণ্ড-শৈলমালা ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে চট্টগ্রাম সদর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তথা হইতে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পূর্ব্বতীরবর্ত্তী আনোয়ারার (দেয়াং) নাতিউচ্চ পাহাড়ে সংলগ্ন হইয়াছে। এই শৈলশ্রেণী ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে শঙ্খনদীর পরপারের চানপুরের (পুকুরিয়া-বাঁশখালী) পাহাড়ের সহিত যোগ হইয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে কাক্সবাজার রামু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভুখণ্ডের মধ্যভাগে কর্ণফুলী, শঙ্খ, মাতামুহরী, প্রভৃতি বড় নদী সমূহ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমান্ত আরাকান শৈলশ্রেণীর মধ্যদিয়া উল্লিখিত পশ্চিম সীমার পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান নেজামপুর পরগণা (সীতাকুণ্ড ও মীরেশ্বরী থানা) ও সদর এবং ডবলমুরিং থানার এলাকাধিন হালিসহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি বঙ্গসাগরের তীরবর্ত্তী স্থলভাগ ও রামগড় সীতাকুণ্ড শৈলরাজির পশ্চিমস্থ ভূখণ্ড অর্থাৎ ফেণী নদীর তীর হইতে পতেঙ্গা পর্য্যন্ত এই স্থলভাগটী বঙ্গসাগরের সৈকতভূমি।

অন্যদিকে বাঁশখালী, জলদী ও আনোয়ারা পাহাড়ের পশ্চিমাংশও সেইরূপ। বাঁশখালী প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কাঠী বাঁধিয়া সমুদ্রের লবণ সলিল হইতে দেশ ও কৃষি রক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এইরূপ অনেক কাঠী কাক্সবাজার সবডিভিসনের এলাকায়ও দৃষ্ট হয়।

চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমান্ত আরাকান শৈলশ্রেণী হইতে উল্লিখিত পশ্চিম সীমান্ত শৈলমালার দূরত্ব উত্তরাংশে ২০।২১ মাইল; এবং দক্ষিণাংশে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শৈলশ্রেণী টেকনাফে পরস্পর মিলিত হইয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমি চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক দুর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই সায়েস্থা খাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালার মুসলমান নবাবগণের চট্টগ্রাম অজেয় ও দুর্ভেদ্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল।

চট্টগ্রামকে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুর মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ প্রভৃতি, মুসলমান পীরগণের "দর্গা", বৌদ্ধগণের "ফো" বা মঠ, শিখগণের মন্দির ও পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানগণের গির্জ্জাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইহা বৈষ্ণব প্রবর মুকুন্দ দত্ত ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির জন্মস্থান। এমন সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ের স্থল ভারতবর্ষে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

উল্লিখিত পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূখণ্ড অতি মনোরম। বর্ত্তমানে উহা কয়েকটী থানায় বিভক্ত কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম ও উত্তর[১] তীরবর্ত্তী স্থলভাগ রাউজান, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, সদর ও রাঙ্গনীয়া থানার কতেক অংশ ভুক্ত[২]।

রাউজান থানা

১। বেতাগী, ২। দেওয়ানপুর, ৩। তিনচৌদিয়া, ৪। কোয়েপাড়া, ৫। পাহাড়তলী, ৬। ঊনসত্তরপাড়া, ৭। আঁধার মানিক, ৮। খৈয়াখালী, ৯। নয়াপাড়া, ১০। পাঁচখাইন, ১১। গুজড়া, ১২। সাকদা, ১৩। হরপাড়া, ১৪। কদলপুর, ১৫। কেউটীয়া, ১৬। বিনাজুরি, ১৭। লেলাংগ্রা, ১৮। ইদিলপুর, ১৯। রাউজান, ২০। সুলতানপুর, ২১। দলই নগর, ২২। পাতরিপাড়া, ২৩। মৈশকরম, ২৪। সত্তা, ২৫। নাদিমপুর ২৬। তেলপারই, ২৭। গহিরা, ২৮। সাপলঙ্গা, ২৯। কমলপট্টি, ৩০। ছত্রপাড়া, ৩১। আঁধারমানিক, ৩২। আবদুল্লাপুর, ৩৩। রাধা-মাধবপুর, ৩৪। ডাবুয়া, ৩৫। হিংলা, ৩৬। খিরাম, ৩৭। কোট্টালিঘোনা। ৩৮। বাগওয়ান প্রভৃতি আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌজা লইয়া রাউজান থানা।

ফটীকছড়ি থানা

১। রামগড়, ২। চাঁদপুর, ৩। পিলখানা, ৪। হাপানীয়া, ৫। সাইল কোপা, ৬। জালালপুর, ৭। সুন্দরপুর, ৮। ইদিলপুর, ৯। ভোজপুর, ১০। কোঠারিয়া, ১১। খইয়াফুখিয়া, ১২। হরিণা, ১৩। আঁধার মানিক, ১৪। আজিমপুর, ১৫। দলু, ১৬। আমতলি, ১৭। ভোজপুর, ১৮। ফটীকছড়ি, ১৯। পাইনদণ্ড, ২০। হারওয়ালছড়ি, ২১। হাইদচক্ষা, ২২। কাঞ্চন নগর, ২৩। ছিলনিয়া, ২৪। পাটীয়ালছড়ি, ২৫। বারমাসিয়া, ২৬। মাইচভাণ্ডার, ২৭। নলুয়া, ২৮। রাঙ্গামাটীয়া ২৯। রোসাংগ্রী, ৩০। একখুলিয়া, ৩১। ধুরুং, ৩২।

---

১. সময়ে সময়ে এই সকল থানার সীমা পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে।

২. সদর থানার মধ্যে পাঁচলাইস ও ডবল মুরিং আরও দুইখানা এখনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গোপালঘাটা, ৩৩। পাঁচপুকুরিয়া, ৩৪। লেলং, ৩৫। সুয়াবিল, ৩৬। দৌলতপুর, ৩৭। রায়পুর. ৩৮। দমদমা, ৩৯। রায়পুরা, ৪০। কৃষ্ণনগর, ৪১। গামরিতলা, ৪২। নানুপুর, ৪৩। ধর্ম্মপুর, ৪৪। বক্তপুর। ৪৫। প্রেমপুর, ৪৬। উদালিয়া, ৪৭। নেপচুন, ৪৮। ফতেনগর প্রভৃতি আরও অনেক মৌজা লইয়া ফটীকছড়ি খানা।

হাটহাজরী থানা

১। করদাবাদ, ২। ধলই, ৩। সোণাই, ৪। হাসিমনগর. ৫। গুমানমর্দন, ৬। এনাতপুর, ৭। মাইচপাড়া, ৮। মন্দাকিনী ৯। দলইনগর ১০। মির্জ্জাপুর, ১১। চারিয়া, ১২। ছিবাতলী, ১৩। চিকনদণ্ডি, ১৪। খন্দকিয়া, ১৫। মজফরপুর, ১৬। পাহাড়তলী, ১৭। রহিমপুর, ১৮। আলিপুর, ১৯। ফটীকা, ২০। হাটহাজারী, ২১। ফতেয়াবাদ, ২২। মেখল, ২৩। গরদুয়ারা ২৪। মিঠানালা, ২৪। মাদার্শা, ২৬। নেহালপুর, ২৭। পশ্চিমপট্টি, ১৮। জোয়ারা, ২৯। শিকারপুর, ৩০। বাতুয়া, ৩১। কুলগাঁও, ৩২। বুড়িচর, ৩৩। জালালাবাদ ৩৪। কুয়াইস ও আর কয়েকটি মৌজা লইয়া হাটহাজরী।

সদর থানা

সদর থানা বর্ত্তমান পাঁচলাইশ ডবলমুরং বিভাগ হইয়াছে এবং মিউনিসিপালিটীর বাহিরে চাঁনগাঁও, ষোলসহর, মহরা, পাঁচলাইস বাকলিয়া পাহাড়তলী, নাছিরাবাদ, রায়পুর, গোশালডেঙ্গা, হালিসহর, পতেঙ্গা, কাটটলী ও মিউনিসিপালটী লইয়া সদর পাঁচলাইস ও ডবলমুরিং থানা।

সীতাকুণ্ড থানা

১। জাফরাবাদ, ২। ছিলেমপুর, ৩। তুলাতলি, ৪। ভাটীয়ারী, ৫। সোনাছিড়ি, ৬। জাহানাবাদ, ৭। শিতলপুর, ৮। বড়কুমিরা, ৯। বোয়ালীয়া, ১০। বাঁশবাড়িয়া, ১১। নয়াখালী, ১২। কৃষ্ণপুর, ১৩। বাড়বকুণ্ড, ১৪। কাটগড়, ১৫। গুপ্তাখালী, ১৬। মুরাদপুর, ১৭। গোলবাড়ী, ১৮। ভাতরখিল, ১৯। গুল্‌দ্যাখালী, ২০। সৈদপুর, ২১। সীতাকুণ্ড, ২২। মহাদেবপুর, ২৩। আলাবুলিপুর, ২৪। জাফরনগর, ২৫। ধর্ম্মপুর, ২৬। বাকখালী, ২৭। বহরপুর, ২৮। কলাবাড়িয়া, ২৯। বগাচতর, ৩০। কুরুয়া, ৩১। বারইয়ারঢালা, ৩২। কুমিরা, ৩৩। ঘোড়ামাড়া, ৩৪। বাঁশবাড়িয়া ৩৫। বড় কমলদহ প্রভৃতি লইয়া সীতাকুণ্ড থানা।

মিরেশ্বরী থানা

১। মহানন্দা, ২। খাজুরিয়া, ৩। ওয়াদপুর, ৪। ছোট কমলদহ, ৫। ডোমখালী, ৬। সুয়ানলা, ৭। মাইচগাঁও, ৮। সাহের খালী, ৯। হাটকালি, ১০। মায়নী, ১১। দুয়ার, ১২। খৈয়াছড়া, ১৩। মঘাদিয়া, ১৪। মুরাদপুর, ১৫। তারাকাটীয়া, ১৬। কচুয়া, ১৭। মলিয়াইস,

১৮। মহালঙ্গা, ১৯। মিরেশ্বরী, ২০। সাহেরপুর, ২১। ঘিলি, ২২। মিঠানালা, ২৩। মিটাছড়া, ২৪। নিলাক্ষী, ২৫। রহমতাবাদ ২৬। বারিয়াখালী, ২৭। বামনসুন্দর, ২৮। মোটবাড়ী, ২৯। দুর্গাপুর, ৩০। ইচাখালী, ৩১। কাটাছড়া, ৩২। গোবনিয়া, ৩৩। আমবাড়িয়া, ৩৪। তালবাড়িয়া, ৩৫। রঘুনাথপুর, ৩৬। হরিহরপুর, ৩৭। রায়পুর ৩৮। গোপালপুর, ৩৯। মুরাদপুর, ৪০। ইদিলপুর, ৪১। কোম্পানী নগর, ৪৬। হাজিসরাই, ৪৭। সোনা পাহাড়, ৪৮। খিলমুরারী, ৪৯। ইমামপুর, ৫০। দেওয়ানগঞ্জ, ৫১। নাহেরপুর, ৫২। ফতেপুর, ৫৩। মোবারেক ঘোনা, ৫৪। তেতৈয়া, ৫৫। ধুম, ৫৬। হিঙ্গুলী, ৫৭। আজিম নগর, ৫৮। গেড়ানারা, ৫৯। ভালুকিয়া, ৬০। ছত্ররুয়া, ৬১। বুজুরুচ গোমেদ নগর, ৬২। জয়পুর পূর্ব্ব জোয়ারা, ৬৩। করইয়া নগর, ৬৪। আলি নগর ইত্যাদি লইয়া মিরেশ্বরী থানা।

রাঙ্গনীয়া থানা

আরকান শৈলরাজির মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চিমদিকে কর্ণফুলী নদীর পর্ব্বত সঙ্কুল ১। দুধপুকুরিয়া, ২। নাপিত পুনী, ৩। সুখবিলাস, ৪। ফলাহারিয়া, ৫। দড়িকোপ, ৬। ত্রিপুরা সুন্দরী, ৭। পদুয়া, ৮। নারিচা, ৯। কাউখালী, ১০। সরাবভাটা, ১১। শিলক, ১২। ধোপাঘাটা, ১৩। কোদালা, ১৪। কদমতলি, ১৫। চান্দর ঘোনা, ১৬। সৈধবাড়ী, ১৭। নয়াগাঁও, ১৮। ঘটচেক, ১৯। কোকনিয়া,২০। রাঙ্গনীয়া, ২১। শরত সিংহের বিল, ২২। ইছামতি, ২৩। দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর, ২৪। লালানগর, ২৫। নিচিন্তাপুর, ২৬। শিয়ালবকা, ২৭। ঘাঘরা কিচমত, ২৮। ঠাণ্ডাছড়ি, ২৯। মঘাছড়ি, ৩০। ভরনছড়ি, ৩১। বগাবিলি ৩২। রাজানগর প্রভৃতি লইয়া রাঙ্গনীয়া থানা।

পটীয়া ও বোয়ালখালী

কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর হইতে শঙ্খ নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত--১। জ্যৈষ্ঠপুরা, ২। বারইপারা, ৩। কধুরখিল[১], ৪। সৈদপুরা, ৫। খরনদ্বিপ, ৬। চরনদ্বিপ, ৭। শ্রীপুর, ৮। আকলিয়া, ৯। গোমদণ্ডি, ১০। আমুচিয়া, ১১। চরখিদিরপুর, ১২। আকুবদণ্ডি, ১৩। বিদগ্রাম, ১৪। পোপাদিয়া, ১৫। কুঞ্জুরী ১৬। সারোয়াতলী, ১৭। ধোরলা, ১৮। করলডেঙ্গা, ১৯। আল্লা, ২০। তালেকশ্বর, ২১। শাকপুরা, ২২। চরখিজিরপুর, ২৩। খিতাপচর, ২৪। ধোপাখিল, ২৫। উত্তরভুষি, ২৬। সত্তরকুট্যা, ২৭। মইতলা, ২৮। তেকোটা, ২৯। রতনপুর প্রভৃতি লইয়া বোয়ালখালী থানা।

১। বাঘদণ্ডি, ২। ধলঘাট, ৩। দক্ষিণসমুরা, ৪। ঈশ্বরখাইন, ৫। আলামপুর, ৬। কেলিসহর, ৭। হাবিলাষদ্বিপ, ৮। করনখাইন, ৯। গৈরলা, ১০। লাখেরা, ১২। কোলাগাঁও, ১২। চর পাথরঘাটা, ১৩। চরলক্ষা, ১৪। খোয়াজনগর, ১৫। জুলদা, ১৬। সাহামিরপুর, ১৭। চাপড়া, ১৮। মনসা, ১৯। পাঁচারিয়া, ২০। বানিগ্রাম, ২১। চরকানাই, ২২। হুলাইন,

১. মিউনিসিপালটীস্থিত মৌজার নাম দেওয়া হইল না। বিশেষ বিবরণ কোতোয়ালীতে লিখা হইয়াছে।

২৩। এয়াকুবদণ্ডি, ২৪। ডেঙ্গাপারা, ২৫। দক্ষিণভূসি, ২৬। ছিকলবাহা, ২৭। খিলমির্জ্জা, ২৮। চরফরিদ, ২৯। উত্তরদেয়াং, ৩০। কুসুমপুরা, ৩১। থানামহিরা, ৩২। বারইকাড়া, ৩৩। পেরলা ৩৪। কর্ত্তারা ৩৫। আল্লাই, ৩৬। উজিরপুর, ৩৭। সুচক্রদণ্ডী, ৩৮। হাইদগাঁও, ৩৯। গুয়াদণ্ডি, ৪০। গোবিন্দারখিল, ৪১। দক্ষিণভূর্ষি, ৪২। বাহুলী, ৪৩। পটীয়া, ৪৪। খানমোহনা, ৪৫। বেহারী, ৪৬। পাড়িগ্রাম, ৪৭। শ্রীমাই ৪৮। সাপমাড়া, ৪৯। আমতলি, ৫০। খরনা, ৫১। কচুয়াই, ৫২। কথা, ৫৩। কথা কুচয়াই, ৫৪। আজিমপুর, ৫৫। কালি আইস, ৫৬। ভুবন-গোয়ারা, ৫৭। ডায়রডেঙ্গা, ৫৮। মোটপাড়া, ৫৯। গুয়াতলি, ৬০। ভাটীখাইন, ৬১। মেলঘর, ৬২। জঙ্গলখাইন, ৬৩। বেলখাইন, ৬৪। ছনরা, ৬৫। আসিয়া, ৬৬। পিঙ্গলা, ৬৭। কাশী আইস, ৬৮। জিরি, ৬৯। মহিরা, ৭০। মহিরা হিখাইন, ৭১। চাটরা ৭২। দৌলতপুর, ৭৩। মালিয়ারা, ৭৪। কৈয়গ্রাম, ৭৫। বাতুয়া, ৭৬। বড়কল, ৭৭। কানাই মাদারি, ৭৮। পাঠানদণ্ডি, ৭৯। কুলালডেঙ্গা, ৮০। বাইনজুরী, ৮১। সাতবারিয়া, ৮২। চরম্বা, ৮৩। লক্ষ্মীপুরা ৮৪। বসরতনগর, ৮৫। হাচনদণ্ডি, ৮৬। জামাইজুরী, ৮৭। দোহাজারী, ৮৮। জোয়ারা ৮৯। হাসিমপুর, ৯০। গাছবারিয়া, ৯১। রায় জোয়ারা, ৯২। চন্দনাইস, ৯৩। মহম্মদনগর, ৯৪। কাঞ্চননগর, ৯৫। ধোপাছড়ি, ৯৬। ফতেনগর, ৯৭। হিলচিয়া, ৯৮। এলাহাবাদ ৯৯। রসিদাবাদ ১০০। মুজাফরাবাদ, ১০১। আরঙ্গাবাদ, ১০২। আসতা, ১০৩। বড়িয়া, ১০৪। মুরদাবাদ, ১০৫। সোভনদণ্ডি, ১০৬। বরইয়া, ১০৭। বর্গাখালী, ১০৮। করল, ১০৯। বগাহারা, ১১০। সুচিয়া; ১১১। বরমা, ১১২। বৈলতলী, ১১৩। হারলা প্রভৃতি আরও অনেক মৌজা লইয়া পটীয়া থানা।

আনওয়ারা

১। বাকখাইন, ২। কৈনপুরা, ৩। বাতুয়া, ৪। সৈধ কচুয়া, ৫। কেঁয়াগড়, ৬। সিংহরা, ৭। ভিঙরোল, ৮। গুয়াপঞ্চক, ৯। চাতরি, ১০। পরৈকোড়া, ১১। পূর্বকন্যারা (১২) নন্দওতলা (১৩) বন্দর (১৪) বৈরাগ (১৫) পশ্চিমচাল, ১৬। খিলপাড়া, ১৭। আনওয়ারা, ১৮। পাঠানীকোটা, ১৯। খাসখামা, ২০। গোবদিয়া, ২১। বারাশত, ২২। উত্তর পরুয়াপারা, ২৩। গুনদ্বিপ, ২৪। তুলাতলি, ২৫। দক্ষিণ পরুয়াপারা, ২৬। ঝিঁওরী, ২৭। সিললীয়া, ২৮। বোয়ালিয়া ২৯। সারেঙ্গা, ৩০। রায়পুর, ৩১। গহিরা ৩২। খোর্দ্দ গাহরা, ৩৩। জুইদণ্ডি, ৩৪। তৈলাদ্বীপ, ৩৫। বুরুমচরা, ৩৬। নলাদিয়া, ৩৭। বাওলী, ৩৮। হাজিগাঁও, ৩৯। বৈলছড়ি, ৪০। শোলকাটা, ৪১। গুজরা, ৪২। মালঘর, ৪৩। তেকোটা ৪৪। পাকি প্রভৃতি লইয়া আনওয়ারা থানা।

বাঁশখালী ও জলদী

১। ছোট ছনুয়া, ২। পুইছড়ি, ৩। নাপোড়া, ৪। চাম্বল, ৫। শিলকোপ, ৬। জলদী, ৭। পৈরাং, ৮। বাইলছড়ি, ৯। কালীপুর, ১০। বাঁশখালী, ১১। নাটমুঢ়া, ১২। কোকদণ্ডি,

১৩। সাধনপুর, ১৪। বাইলগাও, ১৫। চানপুর, ১৬। বানিগ্রাম, ১৭। রাইছটা, ১৮। চকপরমাসিয়া, ১৯। খানখানাবাদ, ২০। বাহারছরা, ২১। রত্নপুর, ২২। চালমারি, ২৩। বড়ইতলি, ২৪। সুচাল, ২৫। মিঞ্জরীতলা, ২৬। গণ্ডামারা, ২৭। আলেকদিয়া, ২৮। বড়ঘোনা প্রভৃতি সমুদ্র তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি লইয়া বাঁশখালী থানা।

সাতকানিয়া

১। তালগাও, ২। চড়তী, ৩। উত্তর বামনডেঙ্গা, ৪। তুলাতলি, ৫। আমিলাইস, ৬। নলুয়া, ৭। ঢেমসা, ৮। রসনাবাদ, ৯। পোয়াং, ১০। বাজারিয়া ১১। ধর্ম্মপুর, ১২। তেমুহানী, ১৩। মাহালিয়া, ১৪। নয়াপাড়া, ১৫। ইছামতি, ১৬। কাঞ্চনা, ১৭। খাগরিয়া, ১৮। চরখাগরিয়া, ১৮। চাগাচর, ২০। হিলমনি, ২১। মৈশামুরা, ২২। বাবুনগর, ২৩। রামপুর, ২৩। আবজ্জলনগর, ২৪। আজিমপুর, ২৫। সাতকানিয়া, ২৬। ছোট হাতিয়া, ২৭। বড়হাতিয়া, ২৮। গৌড়স্থান, ২৯। সোনাকাণিয়া, ৩০। বড়দোনা, ৩১। খলিবিলা, ৩২। পদুয়া, ৩৩। চরম্বা, ৩৪। আমিরাবাদ, ৩৫। হাজারীবিঘা, ৩৬। আমতলি, ৩৭। সুখছড়ি, ৩৮। মাইচবিল, ৩৯। আধুনগর, ৪০। কলাউজান, ৪১। পুটীবিলা ৪২। পহরচান্দা, ৪৩। চাঁদা, ৪৪। চুনুতী, ৪৫। নারিচা, ৪৬। পাব্রেশা, ৪৭। সরাইয়া, ৫৮। সানঙ্গা ৫৯। এঁচিয়া। ৬০। কেঁওচিয়া প্রভৃতি।

কাক্সবাজার সবডিবিসনের টেকনাফ

১। দ্বীপ সাহাপরি, ২। খোংপাড়া, ৩। চৌধুরীপাড়া, ৪। টেকনাফ, ৫। লেঙ্গুর বিল, ৬। রথাসুরিপাড়া, ৭। নয়াখালী পাড়া ৮। ফানুনী রোয়া, ৯। মণিরাম রোয়া, ১০। দক্ষিণ হীলা, ১১। উত্তর হীলা, ১২। তিত্তবো রোয়া, ১৩। রাম গিরজ্যা রোয়া, (পাহাড়) বা রামজ্যাগ্রীরোয়া, ১৪। লেঙ্গুরবিল, ১৫। দুধি নরওয়া, ১৬। রোয়াশ্চিচারোয়া, ১৭। রামকুট, ১৮। বনগ্রায়া, ১৯। নাথবিরোয়া, ২০। কেওজোডীরোয়া, ২১। হীলা, ২২। চেরিফ্ররোয়া, ২৩। ইনানী (আমকূট) পাহাড়, উকিয়া, ২৪। উকিয়া ঘাট, ২৫। উহালাপালং, ২৬। রাজাপালং, ২৭। রত্নপালং, ২৮। জালিয়াপালং, ২৯। রুমখাপালং, ৩০। গোয়ালাপালং, (রেজুনদী) ৩১। পাগলিরবিল, ৩২। পচারদ্বিপ, ৩৩। খোয়াপালং, ৩৪। নিয়াপালং, ৩৫। দিরিয়ারদিঘী ইত্যাদি।

কাক্সবাজার ও রামু

৩৫। রাজারকুল, ৩৬। উমখালি, ৩৭। খুরুলিয়া, ৩৮। ফতেখাঁরকুল, ৩৯। মণিয়াঝিল, ৪০। কামপানা, ৪১। উখিয়ার ঘোনা, ৪২। ত্রীকুল, ৪৩। কচ্ছপিয়া, ৪৪। গজ্জনীয়া, ৪৫। আমতলী, ৪৬। উত্তর রাম ছড়ি, ৪৭। নুনাছড়ি, ৪৮। কৈয়ারকুল, ৪৯। ঝিলংজ্জা, ৫০। রামু, ৫১। কাক্সবাজার, (বাঘখালী নদী) ৫২। খুরুসকুল, ৫৩।

তোতকখালী, ৫৪ । ভারুয়াখালী, ৫৫ । বালিছড়া, ৫৬ । উল্টাখালী, ৫৭ । নন্দাখালী ৫৮ । ধানীছড়া, ৫৯ । চোপলদণ্ডি, ৬০ । পোকখালী, ৬১ । ইদগাঁও, ৬২ । ইছাখালী, ৬৩ । গামিতলা, ৬৪ । তোমরিয়া ঘোনা, ৬৫ । কুরুচখালী ৬৬ । ইদগড়, ৬৭ । নাপিতখালী, ৬৮ । ফুলছড়ি, ৬৯ । খুস্তাখালী, ৭০ । (মেদানদী) ৭১ । পাগলির বিল, ৭২ । ডুলাহাজারা ৭৩ । মনাখাল, ৭৩ । বপাচাকার, ৭৪ । রিঙ্গভাঙ্গ, ৭৫ । চরণদ্বিপ, (মাতামহরী খাল) ।

চকরিয়া

৭৬ । পালাটাকা, ৭৭ । উচিতার বিল, ৭৮ । রামপুর, (বড় মাতামুড়ী) ৭৯ । রাজারবিল, ৮০ । চকরিয়া, ৮১ । সুরাজপুর, ৮২ । মাণিকপুর, ৮৩ । ফাইতাঙ্গ, ৮৪ । কাকহয়া, ৮৫ । সহর ঘোনা, ৮৬ । খোয়াজনগর ৮৭ । বড় ভেউলা, ৮৮ । ছোট বেউলা, ৮৯ । বেতুয়া, ৯০ । মাণিকছড়ি ৯১ । পহরচাঁদা, ৯২ । মেহের নাগা, ৯৩ । পেকুয়া দ্বীপ, ৯৪ । পেকুয়াখালি, ৯৫ । বড়ইতলি, ৯৬ । হারবাং, ৯৭ । শিলখালী, ৯৮ । রাজাখালী, ৯৯ । বড়কালিয়া, ১০০ । সোণাইছড়ি, ১০১ । বেওলী প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম লইয়া কাক্সবাজার সবডিভিসন ।

মহেশখালী

১ । মাতারবাড়ী, ২ । ঘটিভাঙ্গা, ৩ । বাটীভাঙ্গা, ৪ । ফকিরাঘোনা, ৫ । কুতবজোম, ৬ । পেকুয়া প্রভৃতি ।

কুতুবতিয়া

১ । আলি আকবরেরডেউল, ২ । বড়কোপ, ৩ । কৈয়ারবিল, ৪ । ধুরুং । চট্টগ্রামের পশ্চিম সীমাস্থ পাহাড়ের পশ্চিম দিকের ভুখণ্ড গুলিন সীতাকুণ্ড, মিবেশ্বরী, ডবলমুরিং আনোয়ারার কতেক অংশ ও বাঁশখালী, জলদী প্রভৃতি থানায় বিভক্ত । সমুদ্র হইতে পর্ব্বত পাদদেশে পর্য্যন্ত কোন স্থানে দুই মাইল আড়াই মাইল কোন স্থানে ৫ ।৬ মাইলের বেশী নহে । সমুদ্র ও নদী সমূহের অবস্থান হেতু চট্টগ্রামের জলপথ অতি সুগম । সেইজন্য নানাদেশীয় নানাজাতীয় বিদেশীয় লোক এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন ।

কুরুজখালী পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেন্ট প্রথম আসিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট করেন ।

সম্প্রদায় বিভাগ

চট্টগ্রামের হিন্দুগণের মধ্যে নানা শ্রেণীর সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র নিম্নে দেওয়া গেল ।

১। ব্রাহ্মণ[১]
২। দৈবজ্ঞ (গণক)
৩। ভট্ট[২]
৪। ছাতিয়াল[৩]
৫। কায়স্থ
৬। বঙ্গদেশী
৭। বর্ণিক (পোদ্দার)
৮। বারুই (বরজী)
৯। নাপিত
১০। তেলী
১১। কুম্ভকার
১২। কামার
১৩। ডোম
১৪। ধোপা
১৫। বাহাকুয়া বা সুন্দ্যাল
১৬। চাঁড়াল
১৭। কৈবর্ত্ত
১৮। বালামী
১৯। কৃষ্ণনগরী
২০। বৈদ্য
২১। সুন্দ্বিপী
২২। ছত্রি
২৩। শূদ্র
২৪। শাঁখটে
২৫। পুষ্পাঞ্জলি[৪]
২৬। ধাইয়াশুদ্র
২৭। গোলাম
২৮। ডিঙ্গর[৫]
২৯। বেহারা (সদ্দার)[৬]
৩০। গোপ[৭]
৩১। গোয়াল[৮]
৩২। মালি[৯]
৩৩। তাঁতী
৩৪। যোগী (যুগী)
৩৫। জোলা
৩৬। নট[১০]
৩৭। নটের ব্রাহ্মণ
৩৮। হাড়ি
৩৯। সাহা
৪০। হাল্যাদাস
৪১। চুরগুট্যাদাস[১১]
৪২। বারই (সুতার)
৪৩। গুড়ি
৪৪। রোসাঙ্গি
৪৫। খোট্টা[১২]
৪৬। ভুঁইমালি
৪৭। বৈষ্ণব প্রভৃতি

---

১. ব্রাহ্মণের মধ্যে নানা শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা সামবেদী, যজুর্ব্বেদী অগ্রদানী ও হিন্দুস্থানীর ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদীর মধ্যে কতগুলি পৃথক সম্প্রদায় দৃষ্ট হয় যথা পাচক, অবক্ষিত, পুরোহিত ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত্ত, বর্ণিক, বাহারুয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে।

২. কবিতা রচনা করা ও প্রত্যেক পুণ্যমাসে হিন্দুদিগের বাড়ীতে মধুসূদনের নাম কীর্ত্তন করা ইহাদের ব্যবসা ছিল, এখন অন্যান্য ব্যবসায় মনোযোগী হইয়াছে।

৩. ইহারা অতি প্রাচীন। পুরাকালে মগ রাজার বাড়ীতে ফুল চন্দন যোগাইত ও বাঁশের ছাতি জমুরের ব্যবসা ছিল।

৪. কায়স্থ ও বৈদ্য উভয় জাতির শাঁখটে ও পুষ্পাঞ্জলি দৃষ্ট হয়। অনূঢ়া দাসী কন্যা হাঁটুতে পুষ্পমালা দিয়া মুনিবকে পতিত্বে বরণ করিত, তাহাদের গর্ভজাত সন্তান পুষ্পাঞ্জলি ও বিধবা দাসী কন্যার সন্তান শাঁখটে। ইহারা আপন আপন গ্রামে শাঁখটে ও পুষ্পাঞ্জলি নামেই পরিচিত। বর্ত্তমানে কেহ কেহ নব্যশিক্ষিত হইয়া সময় ও সুবিধা মতে কায়স্থ ও বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইতেছে। কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলের শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের সন্তানগুলিও এইরূপ।

৫. সাধারণতঃ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের ডিঙ্গরই অধিক, ইহারা মুনিবের বাড়ীতে চাকর চাকরাণীর কাজ করে।

৬. ইহারা পশুচিকিৎসক (গোবৈদ্য) ও হিন্দুদিগের বৃষোৎসর্গ ক্রিয়ার গো অঙ্কিত করে ও গো দান পাইয়া থাকে ও গো পোষণ করে।

৭. ইহারা হিন্দুস্থানী; সহরের উপরই বাসস্থান ও গোপালক।

৮. মালিগণ হিন্দুর পর্ব্বাদিতে সোলার ফুল যোগাইয়া থাকে।

৯. পাল্কীবেহারা।

১০. ইহারা মরাকীর্ত্তন করিত অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধাদিন আসিয়া রামায়ণ গান করিত।

১১. ইহারা চিড়া প্রস্তুত করে।

১২. পারিবারিক ভাষা স্বতন্ত্র, বুঝা যায় না।

এদেশের মুসলমানদের মধ্যে নানা শ্রেণী বিভাগ ও সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। তাহাদের অধিকাংশই সুন্নি মতাবলম্বী; কেবল সামান্য কথেক 'সিয়া।" তাহারা আবার এদেশে নানারকমের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। মাঝে মাঝে ঐ ব্যবসাও একটী একটী শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটীর মাত্র উল্লেখ করা গেল। যথা–

১। খাঁ (পাঠান)

২। মোগল।

৩। ছৈয়দ।

৪। ছুপি।

৫। কাজি।

৬। হাফেজ।

৭। খোন্দকার।

৮। বেড়া (কাঁহাঁর)

৯। ধোপা।

১০। খোট্টা।

১১। রোসাঙ্গি।

১২। তেলী বা কুলু।

১৩। আনক্যা।

১৪। জালিয়া।

১৫। জোলা ও নগরুয়া।

১৬। শাঁখারি।

১৭। হাজাম।

১৮। ভাওইয়া।

১৯। কাগজী।

২০। কুম্ভকার (কুঁয়ার)

২১। মুনশিয়ারী।

২২। ঢালি।

২৩। মল্ল (২২ রকম মল্ল)

২৪। গোলাম[১]

ইহাদের মধ্যে পরস্পর যৌন সম্বন্ধ হয় না। কিন্তু আরব পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে এইরূপ শ্রেণী বিভাগ নাই। অনেক শ্রেণীর হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করায় এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে।

"চট্টগ্রাম মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচার হইতে থাকিলে অনেক আরববাসী বাণিজ্য উপলক্ষে এইখানে আসিত, তাহারাও মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের সহায়তা করিত[১]।"

"এককালে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যাহারা মুসলমান হইত তাহাদের ঘবের চালে একটী বদনা ঝুলান থাকিত। বদনা দেখিলে বুঝিতে পারিত, ইহা নবধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানের বাড়ী।"

আর কতকগুলি দেশী চামার আছে, তাহারা অতি প্রাচীন। তাহারা জুতা তৈয়ার করে, বলিতে কি পুরাকালে এই দেশীয় লোক ইহাদের জুতাই ব্যবহার করিত।

১. তখনকাব দিনে উচ্চ ও সম্মানিত হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির গোলাম ও নানকর চাকরাণ দৃষ্ট হয়।

২. গৌড়ীয় ইতিহাস ২৪৫ পৃষ্ঠা;–"আউলিয়াগণের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মপ্রচার করছিলেন।"

৩. এই মল্ল বংশ গুলির শাখা প্রশাখা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারা পরিচয় দিবার সময়ে উক্ত গ্রামের মল্লগণের নাম পরিচয় দিয়া থাকে।

মল্ল[২] উপাধিধারী মুসলমানগণের তালিকা

গ্রামের নাম।	বংশের নাম।
আসিয়া	১। আমানশাহা মল্ল।
চাতরি।	২। চিকন মল্ল।
কাথারয়া।	৩। চান্দমল্ল।
জিরি।	৪। ইদলমল্ল।
	৫। নওয়ামল্ল।
পেরলা।	৬। নানুমল্ল।
পটীয়া।	৭। হিল্লালমল্ল।
	৮। গৌরাহিতমল্ল।
পারিগ্রাম।	৯। হরিমল্ল।
হাইদগাও।	১০। অলিমল্ল।
	১১। মজাইদমল্ল।
শোভনদণ্ডি।	১২। তেরপাচমল্ল।

গ্রামের নাম।	**বংশের নাম।**
কাঞ্চন নগর।	১। আদম মল্ল।
ঈশ্বরখাইন।	১৪। গণিমল্ল।
সৈদপুর।	১৫। কাছিম মল্ল।
পোপাদিয়া।	১৬। জুগীমল্ল।
খিতাপচর।	১৭। খিতাপমল্ল।
ইমামল্লারচর।	১৮। ইমামমল্ল।
নাইনখাইন।	১৯। বোতাতমল্ল।
মাহাতা।	২০। ওয়াছিন মল্ল।
হুলাইন।	২১। হিমমল্ল।
গৈরলা।	২২। ছুয়ানমল্ল*

---

*. মল্ল উপাধি অনেক হিন্দুর মধ্যেও প্রচলিত আছে।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

চতুর্থ ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

মঘ (মগ) জাতি[1]

কাক্সবাজার, রামু, চকরিয়া, টেকনাফ্ প্রভৃতি স্থানে মঘজাতির বসতি দৃষ্ট হয়।

"মঘ" শব্দে আরকানবাসী জাতি বিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে ইন্দোচীন সংমিশ্রিত বলিয়া স্বীকার করেন[2] ইহাদিগের মধ্যে মারমগিরি, ভুঁইয়ামগ, বরুয়ামগ, (রাজ বংশীয় মগ) মার্ম্মা বা ম্যাম-মা-মগ, রোয়াঙ্গমগ ও থোঙ্গয়া বা জমুয়ামগ নামে কয়েকটী শ্রেণী বিভাগ আছে।

বর্ত্তমানে ঐ ৭টী শ্রেণী তিনটী স্বতন্ত্র থাকে পর্য্যবসিত হইয়াছে, জুমিয়া, মার্ম্মা (মাম্ম) রোয়াঙ্গ, রাখিয়াঙ্গ ও মারমগিরি বা রাজবংশী বরুয়া ও ভুঁইয়ামগ। মগজাতি স্থান বিশেষে বসবাস হেতু এই পার্থক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসীরূপে গণ্য ছিল। ক্রমে জুমিয়া ও রোয়াঙ্গগণ চট্টগ্রামের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কতেকাংশ উন্নত হইয়াছে।

ইহাদের প্রাকৃতিক গঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ, মুখাকৃতি দেখিলে ইহাদের চীন সংশ্রব, খর্ব্বাকৃতি, চওড়া ও চেপ্টা মুখ, উচ্চ ও বিস্তৃত গণ্ডাস্থি, নাসাফলক অস্থি বিহীন, খেঁদা নাক এবং বক্র পত্রযুক্ত, ক্ষুদ্রাকার চক্ষু দেখিয়া মোঙ্গলীয় সংশ্রব মনে সমুদিত হয়।

বাস্তবিকপক্ষে কোন্ জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি তাহা নিশ্চয়রূপে বলা সুকঠিন। সাধারণতঃ পর্ব্বতবাসীগণের যেরূপ আকৃতি দেখা যায়, তাহাদের আকৃতি হইতে ইহাদের

---

১. বিশ্বকোষ ৬৮০ পৃষ্ঠায় মগ শব্দ দ্রষ্টব্য।

২. অনেক অনুমান করেন, মঙ্গো শব্দ হইতে অপভ্রংশে "মগ" হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা, সংস্কৃত, কি পালি ভাষার মূল শব্দ নহে।

আকৃতি কোন অংশে ন্যূন নহে। বরং বর্ম্মার সান্নিধ্যহেতু জলবায়ুর প্রভাবে ইহাদের আকৃতি বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মারমগরি বা রাজবংশি মগদিগের উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্ববঙ্গ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী অথবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সহিত ব্রহ্মগণের বিবাহাদি হইত। এইরূপে একটী সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন মগধের কোন রাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার করে সেই সময়ে মগধীয়গণের এখানে প্রতিপত্তি হয়। তদবধি এখানকার অধিবাসীগণ "মগ" নামে খ্যাত হইয়াছে।

আরাকানের রাজবংশ নিঃ-সন্দেহে ঐ বিহার রাজবংশ সমুদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়[১]। যে হেতু কালে তথায় যে হিন্দু সংস্রব ঘটিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকল্পে এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গ ও বিহারবাসী নানা সম্প্রদায়িক লোক তথায় যাইয়া বসতি করেন। আসাম কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ একসময়ে পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বসবাস হইয়াছিল, তদ্রূপ এই আরাকান বিভাগে ও ইহার প্রসার বৃদ্ধি হয়।

এই সকল লোকের মধ্যে সামর্থহীন কেহ কেহ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি করিয়া এরূপ একটী স্বতন্ত্র থাকের জনয়িতা হইয়া থাকিবে।

মগদিগের পূর্ব্বোক্ত তিনটী থাকের মধ্যে ২৪টী স্বতন্ত্র বংশ বা গোত্র প্রচলিত আছে। ঐ বংশ বিভাগ নদ্যাদির নাম হইতে পরিকল্পিত। ইহারা স্ববংশ মধ্যে কখনও বিবাহাদি করেনা এবং যেখানে পিণ্ডে না বাধে এরূপ স্থানে পিতৃস্বসা কন্যা ও মাতুল কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে।

মারমগরিগণ বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু সামাজিকতায় অপর সাধারণ অপেক্ষা একটু উন্নত বলিয়া ইহারা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিবার জন্য একটু বিলম্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মার্ম্মা ও খোঙ্গচাগণ বর্ষীয়ানের বিবাহই পছন্দ করে। ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বেও সদ্ভাবস্থাপনের জন্য সহবাস বিধি ও প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহপ্রথা অন্যান্য জাতি হইতে একটু স্বতন্ত্র।

১৭ বা ১৮ বর্ষের বালকই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র। পিতা পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ করে, পাত্রী স্থির হইলে, পিতা স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য কন্যালয়ে গমন করে।

কিন্তু কন্যাকর্ত্তার গৃহে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তাকে ডাকিয়া হাত জোর করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক "ও গোৎসা" অর্থাৎ আপনার কূলে নৌকা লাগিয়াছে। আপনি তাহা বাধিবেন না ছাড়িয়া দিবেন। এই বাক্যে অভিবাদন করিবার পর অনুকূল উত্তর পাইলে গৃহে প্রবেশ করে, নতুবা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিয়াই "এই গৃহের

---

১. রাজোয়াং মগধের রাজার ইতিহাসে উল্লেখ নাই।

খোঁটা গুলি বেশ "পোক্ত ত?" এই প্রশ্ন করে। তদুত্তরে পোক্ত শব্দ কথিত হইলে বিবাহের আমূল প্রস্তাব বিবৃত করা হয়।

ইহার পর দৈবজ্ঞ ডাকিয়া ইহারা বিবাহের শুভদিন ও লগ্ন স্থির করিয়া লয় এবং পাত্রপাত্রী উভয়ের নক্ষত্রাবিষ্টি আছে কিনা তাহাও জানিয়া থাকে।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে বরকে কন্যাগৃহে লইয়া যায়। তখন কন্যাগৃহে মহাআনন্দ ধ্বনি ও বাদ্য বাজান হয়. তৎপর বর ও কন্যাকে বিবাহ স্থানে আনিয়া "ব" সুতায় ঘেরা হয়, তৎপর ফুঙ্গি (পুরোহিত) আসিয়া বিবাহের মন্ত্র পড়ে এবং বর ও কন্যার মুখে ৭ গ্রাস ভাত দেয়।

ইহারা বৌদ্ধফুঙ্গি বা রাওলিগণকে জাতীয় পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনাস্থা প্রদর্শন করে না। বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন নির্ণয় এবং হিন্দুদের, দেবদেবীর, পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করে। থোঙ্গচাদিগের মধ্যে একমাত্র বয়োবৃদ্ধা রমনীগণেই ব্রতক্রিয়াদি সমাপন করে। সেই কার্য্যে বৃদ্ধাগণ পুরোহিত বলিয়া গণ্য। সেই সকল বৃদ্ধা "লেদামা" নামে খ্যাত। মগেরা শবদাহ করে ... ... এবং বাঁশের মঠ প্রস্তুত করিয়া শবদেহ শশ্মানে লইয়া যায়। সাধারণতঃ এই নিয়ম, ধনী ব্যক্তি ও রাওলীগণকে চারি চাকার গাড়ী চড়াইয়া দাহস্থানে লইয়া যায়।

পুরোহিত কিংবা ধনী ব্যক্তি মরিলে তাহার মৃতদেহ তাহারা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। পরে তাহার অবস্থানুরূপ অন্ত্যেস্ত্রির আয়োজন হইলে সেই রক্ষিত শবদেহ দাহের ব্যবস্থা হয়। প্রায় ১ লা বৈশাখ তারিখে ঐরূপ রক্ষিত দেহ গুলির অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ শবদেহ রক্ষার জন্য তাহারা একটি বাঁশের পেগোদা বা মঠ নির্ম্মাণ করে এবং নানা বর্ণের কাগজ ও নিশান দিয়া উহা সাজায়। সময় সময় ঐ পেগোদা মধ্যে শবানয়নের পূর্ব্বে তাহারা বাঁশের কামান প্রস্তুত করিয়া ছুড়িয়া থাকে। ঐ সময় কখন কখন স্ত্রীপুরুষ, কখন কখন অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ, আবার বিবাহিত স্ত্রী পুরুষে আমোদজনক রজ্জু ক্রীড়া (Tug of war) করে।

---

1. a. The Rajbangshis and the Baruas of Chittagongs are also Burmess descent but their origin is not purely Burmese. They the offspring of Bengalee women by Burmise men and they have adopted Hindu customs and Bengalee language (Hunter's statistical account of Bengal (Chittagong) Page 143.

(b) "It (Maga is given to them (Arakanese) by the people of Bengal and also to a class of people now found mostly in the district of Chittagong and who called themselves "Rajbanshi." The latter claim to be of the same reace as one dynasty of the kings of Aranan and hence the name they have themselves assumed. They are Buddhists in religion their language now is Bengalee of the Chittagong dialect and they hvae a distinction Physiognomy) etc. (P. Phayre's History of Burma Page 47).

(ড) "মগগণ নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী সংযোগে একটী নূতন জাতির সৃষ্টি করিল, ইহরাই দেশী মগ বা রাজবংশী (রাজমালা ৩১৮ পৃঃ)

"বড়ুয়া বা রাজবংশী"

রাজবংশী বা বড়ুয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে বড়ুয়া মগ বলে। বড়ুয়া ও রাজবংশী দুইটী বাঙ্গালা শব্দ। ব্রহ্মা, পালি বা মগি ভাষায় নহে। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়।[১] যদিও আরাকানের ইতিহাস রাজেয়াং গ্রন্থে মগধ হইতে আসিয়া কোন রাজা আরাকান উপনিবেশ স্থাপন করা ও রাজত্ব করার উল্লেখ নাই, তথাপি তাহারা বলেন "বড়ুয়া শব্দে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মগধ হইতে আসিয়া আরাকানে রাজ্যস্থাপন করায় ইহরা 'রাজবংশী" নামে কথিত। বড়ুয়া সম্বন্ধে বিশ্বকোষ অভিধান হইতে কিয়দ্দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"শিক্ষিত বড়ুয়া মগগণ বলে যে তাহারাই প্রকৃত রাজবংশী যেহেতু তাহারা মগধের কোন হিন্দু রাজবংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মগধের রাজবংশ একসময়ে মুসলমানের আক্রমণে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলাইয়া আসিয়াছে, এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হইয়াছে। অপর একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, তাহারা চটটগ্রামের প্রতিভাবান বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর।

আরাকানবাসী বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে ক্ষেরামগরি নামে অভিহিত করে .... (১) পর্ব্বতবাসী বৌদ্ধ মগদিগরে নিকট ইহারা ভূমিয়া (ভূএগ্রা) মগনামে পরিচিত।

বড়ুয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী উপাধি দেখা যায়। সকলেই বড়ুয়া পদবী ধারণ করে। কেবল মাত্র কার্য্যদ্বারা যে যে বংশের পূর্ব্বপুরুষ চৌধুরী বা মুচ্ছুদ্দি আখ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই এখনই ঐ সকল উপাধি বর্ত্তমান আছে।

বড়ুয়াগণ সঙ্কর জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। যেহেতু তাহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী ও পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দু দিগের ক্রিয়া কলাপের অনুকরণ করিয়াছে।"

"এইক্ষণে শিক্ষালব্দ বড়ুয়াগণ পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জণ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা হরিসঙ্কীর্ত্তণের অনুকরণে খোল, করতাল, বাজাইয়া বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

"তাহাদের বৌদ্ধপুরোহিত রাউলিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা মস্তক মুণ্ডন ও হরিদ্রারঞ্জিত বাস পরিধান করে।

রাউলি পুরোহিতগণের মধ্যে চারিটী বিভিন্ন শ্রেণী আছে ১। মহাথেরো মহাস্থবির) ২। কামেথেরো (কামস্থবির) ৩। পঞ্চয়স্ (উপস্পদ্) (৪) মইসাঙ্গ।

"বড়ুয়াগণের কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে মাঘীপূর্ণিমা ও বিষুব সংক্রান্তি দিনে মেলা হয়।

"পাহাড়তলী তিনটী মন্দিরেই শাক্য বুদ্ধের বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। সাধারণের

বিশ্বাস চক্রশালা বুদ্ধি আসিয়াছিলেন, এজন্য অনেকে ফরাচিন (ফরাচেঙ্গি) তীর্থে বুদ্ধপদ দর্শনে গমন করিয়া থাকে।

ইহাদের প্রাচীন নামগুলি বাঙ্গালীর নাম হইতে বিভিন্ন দেখা যায়। যথাঃ– কেওয়েইফুরু, হোয়াসোংফুরু, মম্‌ফুরু, অঙ্গফুরু, ছাতাংফুরু, অম্বুরু, চরফুরু, ইত্যাদি। মধ্য সময়ে মাঝে মাঝে ভীমরাজ, দুর্য্যোধন, নকুল, সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ, বিকর্ণ, ও দ্রোণ প্রভৃতি মহাভারতোক্ত নাম সকল তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে নব্য বাঙ্গালীগণের অনুকরণে তাহারা ও সুন্দর সুন্দর নূতন বাঙ্গালী নামে তাহাদের নামকরণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে শবদাহ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে গুণামেজু প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা লোকও ছিলেন। বর্ত্তমানে ইংরাজি শিক্ষায় ইহারা বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বাল্যরোগের চিকিৎসায় ও ইউরোপীয় প্রণালীতে রন্ধনকার্য্যে বিশেষ দক্ষ।

পর্ত্তুগীজ

পর্ত্তুগজী ফিরিঙ্গিগণ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে চট্টগ্রামে আগমন করে, ক্রমে এদেশে অনেকে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা গ্রামে অতি অল্প। ইহারা চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সহরের উপর যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের সদাগরি ব্যবসা ও জমিদারী ছিল। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্য অনেক হ্রাস হইয়াছে। কয়েকঘর পর্ত্তুগীজ মাত্র সহরের উপর দেখা যায়। বর্ত্তমান ফিরিঙ্গি বাজার ইহাদের নামে প্রতিষ্ঠিত। মাদারবারি, সসুজাকাটংগর, (বাণ্ডেল) জামাল খাঁ, পাথরঘাটা আলকরণ প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের বসবাস দেখা যায়। মফস্বল মধ্যে দেয়াং সাহামিপুর,[১] সাকপুরা, বাকলিয়া, চাঁনগাঁও, গুজরা প্রভৃতি স্থানে তাদের বসবাস দৃষ্ট হয়।

(a) The greater part of Christain population of Chittagong consists of Firingis. The escendants of the Portuguese adventures and merceneries who played such an important part in the History of Chittagong, two centuries ago * * *

In the interior of the district a few of them follow agricultural persuits.

The process miscegenation which has been long going on has completely deprived the present descendants of the Pertugese of any resemblenee to their ancestors and except by their dress. They are bardly distinguishable in appearance from natives. Most of them have a large population of maga and Mahammadan blood in their vein The native style, the Portuguese descendants, (Matiya Firingi) (Hunter's statistical accounts of Bengal Chittagong Page 149).

যোগী

ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা খেলান্ত যোগী বা সন্ন্যাসী। ইহারা অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীগণের প্রথানুসারে শব দাহ না করিয়া অগ্নি সংযোগে শব সমাধিস্থ করে[২] সেই জন্যই বোধ হয় হিন্দুর ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরহিত্য কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহারা জলাচারণ হইতে বাহিলে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতগুলি লোক ইহাদের পৌরহিত্য কার্য্য করেন। প্রাচীনকাল হতে যোগীগণ বস্ত্রবরণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং তাহারা পুরাকালে এই দেশবাসীকে বস্ত্র যোগাইত। তন্তুবায় (তাঁতী) যোগীগণ আমাদের বহির্বাণিজ্যের প্রধান সহায় ছিল। বিদেশী শিল্পিগণ ইহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষায় ইহাদের বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে এই যোগীগণ দৃষ্ট হয়।

যোগী জাতি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, "যোগীসখা" নামক মাসিক পত্রিকা ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৪ (১৪ বর্ষ ১১শ, ১২শ সংখ্যার ১৮৭ পৃষ্ঠায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

এই যে হাজার বছরের পুঁথির কথা বলিলাম এই কি বাঙ্গালার সব চেয়ে পুরাণ পুঁথি, না এর চেয়ে ও পুরাণ পুঁথি কিছু ছিল? ছিল বই কি। ঐ সকল পুরাণ পুঁথিতে ও আবার তার চেয়ে পুরাণ পুঁথির কথা আছে ; ঐ গুলি বৌদ্ধদের, সেগুলি নাথদের শৈব যোগিদের দুই একটি বোল ও এই পুঁথিতে তোলা আছে। একটা নাথদের আদিগুরু মীনাথের লেখা। একজন রোষ পণ্ডিত বলিয়াছিল নাথেরা খ্রীঃ ৮০০ বৎসরের কাছাকাছি প্রবল হইয়া উঠে।

মীননাথের সে বোলটী-

"কহংতি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্ম কুরংগ সমাধি কপাট
কমল বিকশিত কহিছন যমরা
কমল মধু পিবি বি ধোঁকে ন ভমরা।"

(b) আরাকানপতি পর্ত্তুগীজদিগকে তথায় (চট্টগ্রামে) সংস্থাপণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন ... . তাহারা বলপয়োগ দ্বারা নিঃস্বপ্রজা ও ইতর লোকদিগকে খৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত কবিতে লাগিল। অনেকে দেশীয় বমণীসংযোগে এক নূতন জাতীয় জীবের সৃষ্টি করিল। সেই মন্ত্র দীক্ষিপ্ত ও মিশ্র পর্ত্তুগজী সন্তানগণেই "চটাগাঁয়ে ফিরিঙ্গি" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।
(রাজমালা ৩১৮ পৃষ্ঠা)

১. কুমিলা এবং অন্যান্য স্থানে এখন ফিরিঙ্গীর পুনী, ফিরিঙ্গির দিঘী ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে মাটিয়া ফিরিঙ্গি বা কালফিরিঙ্গি বলে।

২. ইহাদের অশৌচ দশাহ। ইহারা সামবেদীয় ক্রিয়া পদ্ধতি মতে ভাতের পিণ্ডি দিয়া থাকে। ইহাদের স্বগোত্রে বিবাহ প্রথা প্রচলন আছে।

এইটী সত্যই মীননাথের লেখা, খ্রীঃ ৮০০ বৎসরের লেখা, খাস বাঙ্গালা এখন বুঝিতে কোন কষ্ট হয়না। এই মীননাথের বাড়ী কোথায়? ইনি ময়নামতির লোক, ময়নামতী পাহাড়ে তাঁহার বাড়ী ছিল।

ভাষা

পালি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ব্রহ্মা, আরাকানী, ত্রিপুরা উর্দ্দু, পার্শি, আরবী, পর্ত্তুগীজ, প্রভৃতি ভাষার মিশ্রণে উচ্চারণ বৈষম্য দুষ্ট হয় কিছু প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষাই সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। পল্লি ভাষা দ্রুত ও সংক্ষেপে উচ্চারিত হয়। চট্টগ্রামে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সহিত পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন বাঙ্গালার সহিত অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

চতুর্থ ভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

দিঘী—পুষ্পরিণী—হাট

দেশের পরিমাণ হিসাবে দেখা যায় এই দেশে যেই রকম দিঘী পুষ্করিণী বাঙ্গালার আর কোন প্রদেশে এইরূপ অত্যধিক দিঘী পুষ্করিণী আছে কিনা সন্দেহ॥ পুষ্করিণীর সংখ্যা এত অধিক যে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন, দিঘী ও হাট যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা হইয়াছে বটে কিন্তু উহাও, নিদ্দিষ্ট রূপে পরিচয় দিয়া লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। দিঘী, পুষ্করিণী, হাট, ঘাট, পোল, মসজিদ, মঠ ও রাস্তা প্রভৃতি পুরাতন কীর্ত্তি দৃষ্টে দেশবাসীর ধর্ম্ম প্রবনতা ও পুরাতন বুনিয়াদি লোকের অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। দিঘী, ও হাট যতদূর সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল।

পটীয়া

পরইকোড়া সালঙ্কান বংশের দিঘী

১। রামসাগর, (কোলাগছাও) ২। রাজবল্লভ কানুর দিঘী (মাহাং নগর) ৩। বদুপুরার পশ্চিমের দিঘী, ৪। রামহোমনের দিঘী, (বুদপুরার দক্ষিণ) ৫। ভুগুরামের দিঘী, ৬। লালা তিলকচানের দিঘী, (বাতুয়া) ৭। ভাইয়া মণিরামের দিঘী, (আজিমপুর) ৮। মণিরামের মাতার দিঘী, (পূর্ব্বকন্যারা) ৯। ধরণীধরের দিঘী, ১০। বৃন্দাবনের মাতার দিঘী, পূর্ব্বকন্যারা) ১১। রামদুলাল কানুর দিঘী, (বাহুলী) ১২। কালিকাপ্রসাদের দিঘী, (পারিগ্রাম) ১৩। গৌরীচরণের মাতার দিঘী, ১৪। জনুলালার দিঘী, (কথাকছুয়াই) ১৫। গৌরীচরণের দিঘী, (ছনরা) ১৬। রামদুলালের দিঘী, (জোয়ারা) ১৭। নিধিরামের দিঘী, ১৮। অনন্তরামের দিঘী, ১৯। বুড়াঠাকুরাণীর দিঘী, ২০। রাজবল্লভের দিঘী।

পরইকোড়া ভরদ্বাজবংশের খোদিত দিঘী

১। কালিকাপ্রসাদের দিঘী, ২। শান্তিরাম কানুর দিঘী, ৩। তবানী নিকটবর্ত্তী ৫। দেওয়ান বৈদ্যনাথ দিঘী, (বুদপরা) ৬। রুদ্রনারায়ণ দিঘী, (পিঙ্গলা) ৭। জনুলার দিঘী, (আসিয়া) ৮। দিঘির বাড়ীর দিঘী, (পরইকোড়া) ৯। নন্দরাম কানুর দিঘী, ১০। ছত্রনারায়ণ দিঘী, ১১। চন্দ্রাবলীমাতার দিঘী, (খাসখামা)।

(সুচিয়া-ভূর্ষি-পরিগ্রাম) নিধিরাম চৌধুরী বংশের খোদিত দিঘী

১। কৃপারামের দিঘী, ২। চান রায়ের দিঘী, ৩। নিধিরামের দিঘী, ৪। ঠাকুর চান্দের দিঘী, ৫। সুচিয়ার দিঘী, ৬। নরসিংহের দিঘী, ৭। সাচিরামের দিঘী, ৮। কীর্ত্তিচান্দের দিঘী, (৯) রামপ্রসাদের দিঘী, (সেচিয়া হারলা (১০) মাধব রায়ের দিঘী, ১১। ঠাকুরাণীর দিঘী (দক্ষিণ ভূষি), ১২। রঙ্গলালের দিঘী (পাবিগ্রাম)।

রুদ্রবংশের দিঘী

১। জগন্নাথ রুদ্রের দিঘী। ২। রামচন্দ্র রুদ্রের দিঘী। ৩। কৃষ্ণ রুদ্রের দিঘী, প্রাঃ কাউলীর দিঘী (ভাটীখাইন)। ৪। রামদুলাল রুদ্রের দিঘী। ৫। হরি, চরণের মার দিঘী (অলিরহাটের নিকট)। ৬। ভরত রুদ্রের দিঘী, প্রঃ পরির দিঘী (পটীয়া)। ৭। রামরায় রুদ্রের দিঘী, (করল)।

কেদার চৌধুরীর বংশের দিঘী

১। রাজারামের দিঘী (ভারটীখাইন)। ২। মায়ারামের দিঘী (কচুয়াই) ৩। চান কান্তগিরির দিঘী (কচুয়াই)। ৪। মধুর চৌধুরীর দিঘী। ৫। সুভদ্রা ঠাকুরাণীর দিঘী (কচুয়াই)। ৬। জীবক সরকারের দিঘী (গুয়াতলী) ৭। জীবক সরকারের স্ত্রীর দিঘী। ৮। কন্দর্প রায়ের দিঘী। ৯। কেদার দিঘী। ১০। রতন দিঘী (কেলীসহর)।

ছনরা দত্তবংশের খোদিত দিঘী

১। ভায়া সীতারাম দত্তের দিঘী, ২। খামার বাড়ীর দিঘী, (ছনরা)। ৩। বিজয়রাম দত্তের দিঘী, (সাইদাইর। ৪। ছত্রনারায়ণ দিঘী, (সৈদকচুইয়া)। ৫। রামপ্রসাদের দিঘী, (আমিলাইস)।

চন্দ্রনেত্র কলাশাখে বিষ্ণবে নির্ম্মিতো মঠঃ।
ঘনশ্যামসুতঃ শ্রীমান্ কৃপাররামো দয়াময়ঃ।

(পূর্ণপ্রভাদ্রষ্টব্য)।

ইহাব পূর্ব্ববর্ত্তী কীর্ত্তিবাস, কল্পবৃক্ষ হইয়া অনেক দান করিয়াছিলেন।
ইহার নিকটেই পাক্কা ঘাট আছে।

ধলঘাট রাঘবকানুর বংশের দিঘী

১। রাঘব কানুর দিঘী, ২। কানুর দিঘী, ৩। লালার দিঘী, ৪। বিশ্বিংগ্রীদিঘী, ৫। মনোহর দিঘী, ৬। চৌধুরী দিঘী, ৭। বিশ্বেরদিঘী।

পটীয়া ও বোয়ালখালী

১। নয়ন বিশ্বাসের দিঘী, ২। সেনের দিঘী, ৩। আর্ব্বাচ সিকদ্দার দিঘী (ছনরা)। । পাছার দিঘী, ৫। মহারাজের দিঘী, ৬। ভট্টাচার্য্যের দিঘী, (শ্রীমাই)। ৭। ফলাহারী দিঘী, (গুয়াতলী)। ৮। তেলীর দঘী, (ভাটীখাইন)। ৯। আদামচাইর দিঘী, (কথা)। ১০। শঙ্কর ভট্টাচার্য্য দিঘী, (পারিগ্রাম)। ১১। রঘুনন্দনর দিঘী, (কচুয়াই)। ১২। জয়গোপাল দত্তের দিঘী, (করলডেঙ্গা)। ১৩। রাজারামের দিঘী, (আল্লা)। ১৪। শির্ষ দিঘী, (ধলঘাট)। (১৫) উৎসবের দিঘী (ধলঘাট)। (১৫) মুক্তরামের দিঘী। (১৬) চুনীর মার দিঘী। (১৭) রাজবল্লভের দিঘী (গোমদণ্ডী)। (১৮) শ্রীমন্তরাম কাণুর দিঘী। (১৯) নাজির দিঘী। (২০) পার্ব্বতী চরণ দিঘী (কধুরখীল)। (২১) লালার দিঘী। (২২) চানদিঘী। (২৩) বিদ্যালঙ্কার দিঘী। (২৪) ঘোষের দিঘী (শাকপুরা)। (২৫) দেবের (দেওর দিঘী)। (২৬) দত্তর দিঘী (দৌলতপুর) (২৭) জুগীরামের দিঘী (জিরি)। (২৮)শান্তিরামের দিঘী (কুসুমপুরা)। (২৯) আমান সাহার দিঘী (পেরলা)। (৩০) নানুবাজার দিঘী, (বড়ালিয়া)। (৩১) দাসের দিঘী, (আল্লা) (৩২) শঙ্কর চৌধুরীর দিঘী, (আল্লা) (৩৩) সুতৃষ্ণা দিঘী, আলামপুর)। ৩৪। ভুগুরামের দিঘী। ৩৫। চৌধুরীর দিঘী। ৩৬। উৎসবের দিঘী, (দক্ষিণ সমুরা)। ৩৭। শম্ভুরাম ওয়াদ্দদারের দিঘী, (করল)। ৩৮। রাজারাম নন্দীর দিঘী, (নন্দেরখিল)। ৩৯। ফকিরণীর দিঘী, (শাকপুরা)। ৪০। হাদু চৌধুরীর দিঘী, (গোবিন্দের খিল)। ৪১। ইছফলের দিঘী, (চাতরী)। ৪২। শুক্লাম্বরের দিঘী, (সুঁচিয়া)। ৪৩। পাচরিয়া দিঘী, (পাচরিয়া)। ৪৪। ঝালা মগের দিঘী, (বরইয়া)। ৪৫। লাউয়ার দিঘী, (লাউয়ার খিল)। ৪৬। মজমদুারের দিঘী, (গুয়াদণ্ডী)।

নেজামপুর

সীতাকুণ্ড ও মিরেশ্বরী থানা–মৌজা ওয়ারী

১। বাবুখাঁর দিঘী, ২। ছোটখার দিঘী, ৩। মাছুখাঁর দিঘী, (সোনাপাহাড়)। ৪। হৈদেলের দিঘী, (ধুম)। ৫। পরাগলের দিঘী, (পরাগলপুর)। ৬। ছদারমার দিঘী, (পরাগলপুর)। ৭। রাক্ষসিয়া দিঘী, (হরিপুর)। ৮। বামনার দিঘী। ৯। হরলির দিঘী। ১০। তিলকা বৈষ্ণবের দিঘী। ১১। রামজয়ের দিঘী। ১২। রূপরামের দিঘী। ১৩। ছত্রনারায়ণের দিঘী। ১৪। রাঢ়ীর দিঘী, (দুর্গাপুর)। ১৫। দৌলত বিবির দিঘী, (বাঁশখালী)। ১৬। রামকান্ত চৌধুরীর দিঘী, (ধুম)। ১৭। রায়আলের দিঘী, (মোবারেক ঘোনা)। ১৮। ছোট কমলদহ। ১৯। বড়কমলদহ। ২০। মণ্ডলের দিঘী, (নাজিরপারা)। ২১। ঠাকুর দিঘী, (রঘুনাপুর)। ২২। কুরুয়াদিঘী, (কুরুয়া)। ২৩। ভুতইয়ার

দিঘী। ২৪। লালমাহাং দিঘী। ২৫। মণ্ডলের দিঘী, (মলিয়াইস)। ২৬। ওয়ারিস মাহাং চৌধুরী, (ঘিনাল)। ২৭। মণ্ডলের দিঘী, (গোবণীয়া)। (২৮) ভূইয়ার দিঘী। (২৯) মণ্ডলের কৌয়াছড়া। ৩০। সেকের দিঘী, (মঘাদিয়া)। ৩১। ওয়াসিল দিঘী। ৩২। গজারিয়া দিঘী (মঘাদিয়া)। ৩৩। কছুয়াদিঘী, (কছুয়া)। ৩৪। সাগরদিঘী, (এয়াছিন নগর)। ৩৫। রাক্ষরিয়া দিঘী। ৩৬। মহন্তের দিঘী, (সীতাকুণ্ড) ৩৭। গৌরীশঙ্কর দিঘী। ৩৮। বৈদ্যনাথের দিঘী। ৩৯। বৃন্দাবনের দিঘী। ৪০। বৃন্দাবনের মাতার দিঘী। ৪১। দেওয়ান মহাসিংহের দিঘী, (সীতাকুণ্ড)। ৪২। দোনার দিঘী, (ভাটীয়ারী)। ৪৩। নিধিরামের দিঘী, (মিঠাছাড়া)। ৪৪। সাহাজির দিঘী, (তালবাড়িয়া। ৪৫। করের দিঘী, (ছত্ররুয়া)। ৪৬। করমালীর দিঘী। ৪৭। লাল খাঁর দিঘী। ৪৮। হাজারীর দিঘী। ৪৯। হার্ম্মাদের দিঘী, (কুমিরা)।

রাঙ্গনীয়া থানার দিঘী

১। রাণীর দিঘী, (পদুয়া)। ২। হাজারীর দিঘী, (সাহেবদ্দিনগর)। ৩। রাণীর দিঘী, (রাজানগর)। ৪। মোগলের দিঘী (মগলের খিল)। ৫। কাজির দিঘী (গুমাই)। ৬। কানুনগেরার দিঘী, (সরবভাটা)। ৭। সিকদ্দারের দিঘী (শিলক)। ৮। হাজারীর দিঘী, (ঘাটচেক)।

ফটিকছড়ি থানা

১। পেলাগজায় দিঘী, (হাইদচক্ষ্যা)। ২। ধণিয়ার দিঘী, (বারমাসিয়া)। ৩। দেওর (দেবর) দিঘী (ছিলনিয়া)। ৪। চৌধুরীর দিঘী, (ফটিকছড়ি)। ৫। নছরত সাহা দিঘী, (দলইনগর), ৬। ইছপার দিঘী, (নয়োজিসপুর)। ৭। নাদিমের দিঘী, (নাদিমপুর), ৮। দলইয়ার দিঘী, ৯। মাইনদ্দিনের দিঘী, (দলইনগর), ১০। মাহাংজমার দিঘী, (মাইচপারা), ১১। কানুনগোর দিঘী, (আবদুল্লাপুর), ১২। হীরাগাজীর দিঘী, (বক্তপুর), ১৩। বারক আলির দিঘী, ১৪। ফকিরণীর দিঘী, (ধর্ম্মপুর), ১৫। নন্দার দিঘী, (জাঁহাজপুর), ১৬। কালিসুন্দরীর দিঘী, (ধর্ম্মপুর), ১৭। ঝারগ্যা দিঘী, (বক্তপুর), ১৮। ঢালকাটা দিঘী, (গামরিতলা), ১৯। দেবী প্রসাদের দিঘী (ইছাপুর)।

হাটহাজারী থানা

১। নছরত বাদসাহার দিঘী, দৈঘ্যে আধ মাইলের উপর, ২। কবি আলওলের দিঘী, ৩। মসলিস বিবির দিঘী, ৪। ছৈদারানের দিঘী, ৫। চাঁনন্দীর দিঘী, ৬। দাতারাম চৌধুরীর দিঘী, ৭। চুয়র দিঘী, ৮। লালাপরাণের দিঘী, ৯। মশ্যাবিবির দিঘী, ১০। জয়গোপাল দত্তের দিঘী, ১১। সরকারের দিঘী, ১২। হাতিনাদিয়া দিঘী, ১৩। ছয়গুমদিয়া দিঘী, ১৪। ঝারগ্যা

এই দিঘী কুমিরায়, ইহার পারে এক মসজিদ আছে। ইহা পুর্ত্তগীজ ও স্পেনগণের আমলের, উক্ত মসজিদ ও পূর্ব্বে কুঠী ছিল। পরে ওম্বুজ দিয়া মসিজদ করা ইহয়াছে। পুর্ত্তগীজগণকে এই দেশের লোকে হার্ম্মাদ বলিত, বোধ হয় স্পেনীয়গণের আর্ম্মাডা হইতে হার্ম্মদা বা হার্ম্মাদ হইয়াছে।

দিঘী, ১৫। কালাচানের দিঘী, ১৬। প্রতাপের দিঘী, ১৭। ধোপঘাট্টা দিঘী, ১৮। রামপ্রসাদের দিঘী, ১৯। হামজার দিঘী, ২০। সিকদারের দিঘী।

সাতকানিয়া থানার দিঘী

১। কেরামত আলীর দিঘী, ২। রামেশ্বর মহাজনের দিঘী, (উত্তর বামনডেঙ্গা), ৩। আবদুল গফুর মুন্সেফের দিঘী, (তুলাতলি), ৪। চন্দ্রকান্ত পালের দিঘী, (চড়তী), ৫। তপস্বীরামের দিঘী, ৬। বসন্ত নরোত্তমের দিঘী, (খাগরিয়া), ৭। নন্দলালের দিঘী, ৮। রামদাসের দিঘী, গাটীয়াডেঙ্গা) ৯। সরকার বিশ্বিংগ্রীর দিঘী, ১০। নন্দলালের দিঘী,, (কাঞ্চনা), ১১। গোলাম চৌধুরীর দিঘী, (আলিনগর), ১২। বড়ুয়ার দিঘী, ১৩। কৃপারামের দিঘী, ১৪। আলমগির দিঘী, ঢেমসা), ১৫। বরকন্যার দিঘী, (১৬) ইন্দ্যার দিঘী, (মরফলা), (১৭) ওহাচার দিঘী, (মৈশামুরা), (১৮) আলি মহাম্মদ চৌধুরীর দিঘী, (১৯) নিম উজিরের দিঘী, (২০) সরকারের দিঘী, ২১। মফজলেল দিঘী, ২২। মির্জ্জা মহুরীর দিঘী, (ধর্ম্মপুর), ২৩। দেওর (দেবর) দিঘী, (মনেয়াবাদ), ২৪। কমলার দিঘী, (ভোমাং), ২৫। চুহুর মুন্সীর দিঘী, ২৬। ব্রাহ্মণের দিঘী, ২৭। বিশ্বিংগ্রী দিঘী, ২৮। নজর মহাম্মদের দিঘী, (ছদাহা), ২৯। ঠাকুরের দিঘী, ৩০। আকবর সিকদারের দিঘী, (করাইয়ানগর), ৩১। মহিদুল্লার দিঘী, (আজিমপুর) ৩২। রহমত আলী বহাদ্বারের দিঘী, ৩৩। উজিরালি দিঘী, (রূপকানিয়া), (৩৪) বছির মহাম্মদের দিঘী, (কদোলা) (৩৫) রামমোহনের দিঘী, ৩৬। বছির মহাম্মদের দিঘী, (পদুয়া), ৩৭। কোতয়ালের দিঘী, ৩৮। ঘাওন যাইট্যা দিঘী, ৩৯। আবদুল বারির দিঘী, ৪০। মুল্লুক সাহার দিঘী, (চরম্বা), ৪৩। মাধবের দিঘী, (শুকছরি), ৪৪। কেরাণীর দিঘী, (মালিক চোয়াঙ্গ), ৪৫। লোহাগাড়া দিঘী, ৪৬। হাজারীর দিঘী, ৪৭। লম্বাদিঘী, (লোহাগারা), ৪৮। খাঁ দিঘী, (আধুনগর), ৪৯। খাঁ দিঘী, (চুনতী), ৫০। খাঁ দিঘী, (গৌবস্থান, ৫১। মোছন চৌধুরীর দিঘী, ৫২। কুম রিয়া দিঘী, (বড় হাতিয়া), ৫৩। মগর দিঘী, ৫৪। মনহরের দিঘী, পদুয়া, ৫৫। চুহাত্তর মল্লের দিঘা, (রসুলাবাদ), ৫৬। মামগোবিন্দ দেবীপ্রসাদের দিঘী (ছদাহা), ৫৭। মানিক্যার দিঘী, (আধুনগর), ৮। নাজির খাঁ দিঘী, (কলাউজান), ৫৯। গোলাম চৌধুরীর দিঘী, (এঁওচিয়া), ৬০। বরকন্যার দিঘী, (এঁওচিয়া), ৬১। ইন্দার দিঘী, (কেঁওচিয়া)।

সদর থানা

১। দেওয়ান গৌরীশঙ্করের দিঘী, ২। হরগোবিন্দ কানুনগৌর দিঘী, ৩। কৈলাসীর দিঘী, ৪। নুরখাঁর দিঘী, ৫। কুকুরিয়া দিঘী, ৬। খাঁর দিঘী, ৭। আস্কর খার দিঘী, ৮। বলুপোদ্দারের দিঘী, ৯। শিবলালের দিঘী, ১০। লাল দিঘী, ১১। হামজার দিঘী, ১২। ঠেকচানের দিঘী, ১৩। আমির খাঁর দিঘী, ১৪। শিরখাঁর দিঘী, ১৫। এতিম সাহার দিঘী, ১৬। হাজারীর দিঘী, ১৭। খাঞ্জার দিঘী, ১৮। মাজ্যাবির দিঘী, ১৯। ১৯। রাণীর দিঘী। ২০। কমলদহ।

এই দিঘীর পারে দুই খামের উপর ছয় গুম্বজ যুক্ত এক সুন্দর মুসজিদ আছে।

বাঁশখালী থানা

১। ছমদিয়ারা দিঘী, (কোকদিণ্ড) ২। ব্রাহ্মণের দিঘী, (সাধনপুর), ৩। হরিনারায়ণ চৌধুরীর দিঘী, (গুণিগ্রাম) ৪। মোছন চৌধুরীর দিঘী, (জনদী) ৫। এছনআরীর দিঘী, (কালীপুর) ৬। ছোলেমানের দিঘী, (বরুমছড়া) ৭। ত্রাহিরাম দত্তের দিঘী, ৮। যমুনার দিঘী, ৯। ছমদমার দিঘী, ১০। আতুরিয়ার দিঘী, ১১। চেছুরিয়ার দিঘী।

থানা রাউজান

নয়াপাড়া শ্রীযুত রায় চৌধুরীবংশের দিঘী।

১। কর্ত্তার দিঘী, ২। ঠাকুরাণীর দিঘী, ৩। বড়দিঘী, ৪। রাজারাম চৌধুরীর দিঘী, ৫। রঞ্জিত রামের দিঘী, ৬। নূতন দিঘী, ৭। ভূপতির দিঘী, ৯। গুরুদাসের দিঘী, ১০। চাঁনরায়ের দিঘী, ১১। যুগলকিশোর দিঘী, ১২। বৈলতলার দিঘী, ১৩। মহেশ চন্দ্রের দিঘী, ১৪। পুরাণ দিঘী, ১৫। নুনার দিঘী, ১৬। দক্ষিণের দিঘী, ১৭। চাল্লিসার দিঘী, ১৮। প্রাণকৃষ্ণের দিঘী, ১৯। কালীবাড়ীর দিঘী, ২০। দয়াময়ীর দিঘী, ২১। পশ্চিমের দিঘী, ২২। ভাজার দিঘী, (নয়াপাড়া ও গুজরা)।

মৌজা ওয়ারী

১। আবজ্জলেল দিঘী, (বেতাগী) ২। সরকারের দিঘী, (পাহাড়তলী) ৩। বিশ্বীৎগ্রীর দিঘী, (পাহাড়তলী) ৪। ঝাড়ুয়া দিঘী, (দেওয়ানপুর) ৫। লস্কর উজিরের দিঘী, (কদলপুর) ৬। মুকুট রায় নন্দীর দিঘী, (রাউজান) ৭। পেস্কারের দিঘী, (কোয়েপাড়া) ৮। খাদাঞ্চির দিঘী, ৯। নন্দরাম চৌধুরীর দিঘী, (কোতয়ালী ঘোনা) ১০। মুদনের দিঘী, (ফতেনগর) ১১। গোলকচন্দ্র চৌধুরীর দিঘী, (সর্ত্তা) ১২। ভৈরব সদাগরের দিঘী, (সর্ত্তা) ১৩। কোতয়ালের দিঘী, (কোতায়ালী ঘোনা) ১৪। আস্কর দিঘী, (গহিরা) ১৫। কমলা দিঘী, (মগর দিঘী (আঁধার-মাণিক) ১৬। মহাজনের দিঘী, (আঁধারমাণিক)।

আনোয়ারা থাকা

১। রাজারামের দিঘী, ২। সেনের দিঘী, ৩। আমীর খাঁর দিঘী, ৪। সেরমস্তা খাঁর দিঘী, ৫। মুরারির দিঘী, ৬। আলিমদ্দিন দিঘী, ৭। ওয়াদআলীর দিঘী, ৮। কালাবিবির দিঘী, ৯। হাজারীর দিঘী, ১০। লস্কর উজিরের দিঘী, ১১। ময়নামতীর দিঘী, ১২। চাক্‌মার দিঘী, ১৩। ইন্দ্রনারায়ণের দিঘী।

পটীয়া থানায় হাট ও বাজার

১। দেওয়ান মহাসিংহের হাট, ২। বাগীচা হাট, ৩। খাঁর হাট, ৪। বদল ফকিরের হাট, ৫। অলীর হাট, ৬। কমলামুন্সীর হাট, ৭। গিরিশ চৌধুরীর হাট, ৮। ত্রিপুরার দিঘীর হাট,

৯। ভট্টাচার্য্যের হাট, ১০। রমেশবাবুর হাট, ১১। দেওয়ানের হাট, ১২। বারোইয়ার হাট, ১৩। অন্নপূর্ণার হাট, ১৪। কালাইয়ার হাট, ১৫। মুরাদ মুন্সীর হাট, (১৬) চৈতন্য কেরাণীর বাজার, ১৭। নুরউল্লা মুন্সীর হাট, ১৯। সেনের হাট, ২০। পূর্ণ চৌধুরীর হাট, ২১। গোপীবাবুর হাট, ২২। মৌলবীর হাট। ২৩। শফরালী মুন্সীর হাট, ২৪। কামদর ফকিরের হাট. ২৫। খরত আলীর হাট, ২৬। দারগার হাট, ২৭। ধামাইর হাট, ২৮। শ্মশানকালীর হাট, ২৯। গোলক দত্তের হাট, ৩০। শরত মহাজনের হাট, ৩১। বুদপুরা হাট, ৩২। ষষ্ঠি বৈদ্যের হাট, ৩৩। রামসুন্দর মিস্ত্রীর হাট (থানার হাট), ৩৪। মুন্সেফের হাঠ, ৩৫। লালার হাট, ৩৬। চৌধুরীর হাট, ৩৭। সেনের হাট, ৩৮। গোলক মুন্সীর হাট. ৩৯। ফল্‌গাতলীর হাট. ৪০। কাজির হাট, ৪১। বুদপুরা হাট।

ফটিকছড়ি থানা

১। নারানের হাট, ২। কাজির হাট, ৩। বৃন্দাবন চৌধুরীর হাট, ৫। ব্রাহ্মণের হাট, ৬। কাঞ্চন নগর হাট। ৭। বিবির হাট ৮। মহাতকির হাট, ৯। কালু মুন্সীর হাট, ১০। চারাল্যা হাট, ১১। নাজিরা হাট, ১২। সাহেবের হাট।

রাঙ্গুনীয়া থানা

১। রাজার হাট, ২। বাঙ্গালহাল্যার হাট, ৩। কানুর হাট, ৪। সিকদার হাট, ৫। ব্যূহচক্র হাট, ৬। রোয়াজার হাট, ৭। তারির হাট, ৮। মোগলেল হাট, ৯। বারইয়ার হাট, ১০। রাজার হাট, ১১। রাণীর হাট, ১২। ধাইমার হাট।

সাতকানিয়া থানা

১। ডেপুটীর হাট, (২) মনুফকিরের হাট, (৩) আবদুল হামিদের হাট, (৪) দেওয়ানের হাট, (৫) তেওয়ারীর হাট, (৬) পোয়াংয়ের হাট, (৭) সেনের হাট, (৮) খাঁর হাট, (৯) নাছির উদ্দিন ডেপুটীর হাট, (১০) দরবেশের হট, (১১) মহাল্যার হাট, (১২) বুড়াবিবির হাট, (১৩) গোরীশঙ্কর হাট, (১৪) ঈশ্বরবাবুর হাট, (১৫) ফকিরা হাট, (১৬) চৌধুরীর হাট, (১৭) কালীর হাট. (১৮) কেরাণীর হাট, (১৯) বিবির হাট, (২০) মনিরজমার হাট, (২১) বিশ্বাম্বর পোদ্দারের হাট (২২) সোনাগাজীর হাট, (২৩) শ্যামমুহুরীর হাট (২৪) সম্ভু চৌধুরীর হাট, (২৫) উমাচরণের হাট, (২৬) রামকানুর হাট, (২৭) ফকিরণীর হাট, (২৮) বিশ্বাম্বর মাষ্টারের হাট, (২৯) দিগাম্বর চক্রবর্ত্তীর হাট, (৩০) কৈলাসের হাট, (৩১) ধনঞ্জয়

এই হাট আরাকান রাডের উপর হুলাইন গ্রামে ১৯১৫ ইংরেজীতে মৎকর্ত্তৃক স্থাপিত।

হাট, (৩২) আকবর সিকদারের হাট, (৩৩) দেওয়ান হাট, (৩৪) রামবল্লভের হাট, (৩৫) ডিপুটীর হাট, (৩৬) মাইরগ্যাচরের হাট, (৩৭) মনিরজ্জমার হাট, (৩৮) কানুরাম চৌধুরীর হাট।

বাঁশখালী ও জলদী থানা

(১) রামদাসের হাট, (২) সাহেবের হাট, (৩) ঈশ্বর বাবুর হাট, (৪) মোসরফ মিঞার হাট, (৫) সদর আমিনের হাট, (৬) রোউল্লার হাট, (৭) গজের হাট, (৮) কালীর হাট, (৯) জাল্যাখালী হাট, (১০) রাহাত আলী দারগার হাট, (১১) হাজি দৌলতের হাট, (১২) ষষ্ঠি বৈদ্যের হাট, (১৩) সদাগরের হাট, (১৪) জাল্যা হাট, (১৫ চুনতীর হাট।

রাউজান থানা

(১) ফকিরা হাট, (২) রমজান আলির হাট, (৩) ভট্টের হাট, (৪) লাম্বুর হাট, (৫) চৌধুরীর হাট, (৬) রামগতির হাট, (৭) আলামিঞার হাট, (৮) মাহাদম্বার হাট, (৯) জানালী চৌধুরীর হাট, (১০) ব্রাহ্মণের হাট, (১১) ওয়াদালীর হাট, (১২) জগন্নাথ হাট, (১৩) ফলগাতলি হাট, (১৪) কালাচান্দের হাট, (১৫) জুগ্যার হাট, (১৬) ফটীকছড়ি হাট, (১৭) গৌরীশঙ্করের হাট, (১৮) নুর আলী মুন্সীর হাট, (১৯) আসর আলির হাট, (২০) গোচরা হাট, (২১) মালির হাট (২২) রঘুনন্দন চৌধুরীর হাট, (২৩) কাকতীয়ার হাট, (২৪) জয়লাল মুন্সীর হাট, (২৫) গোলাম বেপারীর হাট, (২৫) গৌরাঙ্গ রুদ্রের বাজার।

হাটহাজারী থানা

(১) হাহারী হাট, (২) মদানর হাট, (৩) রক্ষিত হাট, (৪) নন্দীর হাট, (৫) বিবির হাট, (৬) চুয়র হাট, (৭) কোটর পারার হাট, (৮) দাতারাম চৌধুরীর হাট, (৯) রাজা হাট, (১০) কমলা হাট, (১১) কাটাখালী হাট, (১২) জুল্যার হাট, (১৩) বৈদ্যের হাট, (১৪) লালা হাট, (১৫) সদকিয়া হাট, (১৬) চৌধুরীর হাট, (১৭) রামদাস হাট (২৮) মুদনের হাট।

আনোয়ারা

(১) জয়কালী হাট, (২) লালানগর, হাট, (৩) লাল্যাভিটার হাট, (৪) ফাজিল খাঁর হাট, (৫) কান্তির হাট, (৬) গোলোক পেস্কারের হাট, (৭) রুস্তমের হাট, (৮) নয়াহটা, (৯) আছদ আলী খাঁর হাট, (১০) বিবির হাট, (১১) ফকির হাট, (১২) এসাদ আলী সরকারের হাট, (১৩) কানু মাঝির হাট, (১৪) আন্নর আলা সিকদারের হাট, (১৫) পাকির হাট, (১৬) মহাম্মদ খাঁর বাজার, (১৭) ওয়াদালী চৌধুরীর হাট।

সীতাকুণ্ড ও মিরেশ্বরী

(১) মহাজনের হাট, (২) করের হাট, (৩) আবুর হাট, (৪) মিঠাছড়া হাট, (৫) দারগা হাট, (৬) বসির উল্লা মাতব্বরের হাট, (৭) মহব্বত আলী চৌধুরীর হাট, (৮) উজির আলী চৌধুরীর হাট, (৯) বশরত আলী চৌধুরীর হাট, (১০) আবদুল করিমের হাট, (১১) হাদিচ ফকিরের হাট (১২) আবুতরফ হাট, (১৩) কমরআলীর হাট, (১৪) বড়দারগার হাট, (১৫) কাঠগড়, (১৬) সীতাকুণ্ড বাজার, (১৭) মিরেরহাট, (১৮) মদনাহাট, (১৯) কুমিরা বাজার, (২০) ফৌজদার হাট, (২১) ফকিরা হাট, (২২) ভরদ্বাজ চৌধুরীর হাট, (২৩) বারোইয়ার হাট, (২৪) সেখের হাট, (২৫) কানুনগোর হাট, (২৬) জোলা পারা হাট, (২৭) ভাটীয়ারী বাজার, (২৮) মাদাম বিবির হাট, (২৯) মধুরামের হাট, (৩০) কালীর হাট, (৩১) কর্ণালের হাট, (৩২) কুণ্ডের হাট, (৩৩) ফৌজদারের হাট।

সহর সদর ও ডবলমুরিং থানা

শঙ্কর দেওয়ানহাট, (১) বিবিরহাট, (২) দেওয়ানের হাট, (৩) রত্ন মিস্ত্রীর হাট, (৪) ফকিরাহাট, (৫) কুণ্ডেরবাজার (৬) *

---

* এই সকল হাট বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর বাহিরে।

চট্টগ্রামের ইতিহাস

চতুর্থভাগ (চতুর্থ অধ্যায়)

সাহিত্য

বিশাল অম্বুধি নীল দক্ষিণে পশ্চিমে বয়।
উত্তরেতে ফেণী নদী ফেনিল তরঙ্গময়।।
নভস্পর্শী শৈলমালা গরবে তুলিয়া শির।
পূরবে প্রাচীর সম দাঁড়ায়ে র'য়েছে স্থির।।
শঙ্খ কর্ণফুলী আদি ঢালিয়া রজত ধার।
তরঙ্গে ধাইছে রঙ্গে যথা বঙ্গ পারাবার।।
প্রচণ্ড বাড়বানল জ্বলিতেছে দিবানিশি।
আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, তীর্থরাশি।।
শ্যামল শীতল কুঞ্জে গায় সদা পিকদল। [১]
এই সে চট্টভূমি প্রকৃতির লীলাস্থল।। [২]

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যায়, চট্টগ্রামই সমুদয় বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম[৩]। পুরাকালেও বাঙ্গালা সাহিত্যে চট্টগ্রাম বঙ্গের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম ছিল না, বরং শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। মগরাজত্বের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুল সম্প্রসার দৃষ্ট হয়; ইহাতে দেখা যায় মগরাজাগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

১। রাঘবদাসের "মোহমুদগর," অদ্ভূতাচার্য্যের "সুন্দরাকাণ্ড," রাধাকান্ত দেবের "কণ্বমুণির পারণভঙ্গ" জগদীশ সিংহের "ভূমিকম্প" মুক্তারাম দাসের "উদ্ধব সংবাদ" প্রভৃতি ১৪০০ শতকের মধ্যে লিখিত। ইহার পর কবি আলওয়েল, দোলত কাজি প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও মগরাজত্বের সময়ে "পদ্মাবতী" "সতীময়না" "ছয়ফল" প্রভৃতি নানাবিধ

---

১. কবিসমূহ।
২. মৎপ্রণীত কায়স্থ তত্ত্বতরঙ্গিণী। (৮২ পৃষ্ঠা)।
৩. ইউনিভার্সিটি কমিশনার রিপোর্ট। Vol. I, P 161

বাঙ্গালাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতেও মগরাজগণের বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়।

পরাগলী মহাভারত প্রণেতা গঙগাদাস সেন (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। ইনি সঞ্জয় ও জৈমিনির মতাবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় দুইখানি ১৮ পর্ব্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া লিখিয়া যান। ইঁহার লিখিত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পুঁথি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল পুঁথি ও পরাগলী মহাভারতাদি পাঠে দেখা যায়, ১৫১২ হইতে ২২ খৃঃ অঃ মধ্যে হোসেনসাহ চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। এবং পরাগলখাঁন তাঁহারই সেনাপতি ছিলেন ও উক্ত পরাগল খাঁনের আদেশে বা সময়ে পরাগলী মহাভারত রচিত হয়; সুতরাং চট্টগ্রামবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বর (গঙ্গাদাস সেন) যেই সময়ে মহাভারত রচনা করেন, তখন বাঙ্গালা মহাভারত প্রণেতা বর্দ্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী কবি কাশীরাম লেখনী ধারণ করা দূরে থাকুক, আদৌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। কাশীরাম দাস মাত্র চারি কি পাঁচ পর্ব্ব ভারত রচনা করেন; বাকী অংশ অন্য অজ্ঞাতনামা কবির লেখা।[১]

কৃত্তিবাস–চট্টগ্রামবাসী (নর সিংহ) নৃসিংহ ওঝার বংশধর। ইতিহাসে[২] দেখা যায় ফকরুদ্দিনের পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের পর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাইয়া নৃসিংহ ওঝা গঙ্গাতীরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করেন। ঐদিকে ইবেন বুততোর ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায় সেই সময়ে চট্টগ্রামে ফকরুদ্দিনই শাসনকর্ত্তা ছিলেন।[৩] ইহাতে প্রতীয়মান হয়, নরসিংহ ওঝা এই চট্টগ্রাম হইতে ফুলিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। এখনও চট্টগ্রামের ওঝারা ঝারাফুকার মন্ত্রে নরসিংহের দোহাই দিয়া থাকেন ও নরসিংহের দোঁহা, ডাল ইত্যাদি গাহিয়া থাকেন।

কৃত্তিবাস ১৫০০ খৃঃ অঃ শেষভাগে বা ষোড়শ খৃঃ অঃ প্রথম ভাগে রামায়ণ রচনা করেন; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে অদ্ভুতাচার্য্য সুন্দরাকাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস, পদাবলী লেখক বই নয়।[৪] সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই বাঙ্গালা মহাভারতের আদি মহাকবি।

ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, কাশীরাম দাস ১৫২৬ শকে (১৬০৪ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন[৫] এবং গঙ্গাদাস সেন ১৫০২-২২ খৃঃ অঃ মধ্যে পরাগল খাঁনের সময়ে মহাভারত রচনা করেন। ইহাতে দেখা যায়, কাশীরাম দাস চট্টগ্রামবাসী গঙ্গাদাস সেনের প্রায় একশত বৎসর

---

১. "আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীরাম গেলা স্বর্গপুর।।"

২. গৌড়ীয় ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত ২১২ পৃষ্ঠা ও সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান দ্রষ্টব্য।

৩. এই ইতিহাসের প্রথম ভাগ ২য় পৃষ্ঠা।

৪. চণ্ডীদাসের কবিতায় খাটি চাটগেঁয়ে শব্দ দেখা যায়–বাহুক, বিচারিয়া, চিৎ হইয়া, আগুলিয়া, টেটন, জুড়িল, কৈল্ব, আইজ, কাইল (কালি) প্রভৃতি অনেক শব্দ দৃষ্টি হয়। ইহাতে আমরা তাঁহাকে চাঁটগেয়া কবি বলিতে পার কি? যদি এইসকল পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বপুরুষের ভাষা হয় তবে কোন আপত্তি নাই। সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) পঞ্চবিংশ ভাগ, ১৩২৫ ১০৫ হইতে ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫. গৌড়ীয় ইতিহাস ও সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান দেখ।
সতীময়না ৪–১১ পৃষ্ঠা।

পরের কবি, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত বটতলাছাপার প্রসাদে বঙ্গদেশে সর্ব্বজন পরিচিত, আর সুদূর চট্টলবাসী কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারত কাঠের বাক্সে মাচার নীচে কীটদষ্ট অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

গঙ্গাদাস সেন (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) রাজেন্দ্র দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রভৃতিও মনসার বাইস, ও যট্ কবিগণ, সমসাময়িক বা সামান্য আগে পরে হইতেও পারে। মসনা পুঁথিতে রাজেন্দ্র দাস ও গঙ্গাদাস সেন প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্র–মহাকবি ভারতচন্দ্র ১৬০ খৃষ্টাব্দের মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। ইনিও কাশীরাম দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কি সমসাময়িক হইতে পারেন, কিন্তু গঙ্গাদাস সেনের অনেক পারে।

আলওয়েল সম্বন্ধেও নানাজনের নানা মত। ইনি যে ভিন্নদেশী (পরদেশী) লোক ছিলেন তাঁহার লেখায় প্রতীয়মান হয়, "হই পরদেশী আমি আলওল হীন। রোসাংএ হইনু বন্দী আপনা কুদিন।" কিন্তু এইদেশে আসিয়া পরে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে রোসাং বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তারিখে হামিদী গ্রন্থে ৫৪ পৃঃ আলাওল ১৬১২ খৃঃ অঃ মিন খ্যাং (খ্যং মেও) সময়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কবির আপন লেখায় ইহাকে রাজা চন্দ্রসু (সন্দসু) ধর্ম্মের সময়ের বলিয়া দেখা যায়। সন্দসুধর্ম্ম ১৬৫২ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৮৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন।

"এবে পুস্তকের কথা কর অবগতি। সেখ মহাম্মদকৃত পুথি পদ্মাবলী।।

এই পদ্মাবতী রসে রস রস কথা হিন্দুস্থানী ভাষে সেখে রচিয়াছে পোথা।।

রোসাঙ্গির আন লোক না বুঝে এ ভাষ।" ইত্যাদি।

পদ্মাবতী লেখা দৃষ্টে দেখা যায় তিনি বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি ভারতচন্দ্রের পরের কবি। কাবণ, তাঁহার পুঁথিতে মাঝে মাঝে ভারতচন্দ্রের লেখার ছায়া দৃষ্ট হয়, "সুরঙ্গের পথে যেন আইল সুন্দর" ইত্যাদি।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, পরাগল খাঁ, পুণ্ডরীক বিদ্রানিধি, মুকুন্দ দত্ত, শ্রীকর নন্দী, আলাওল, মাগন ঠাকুর প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। প্রকৃত সত্য কেহ অনুসন্ধান কবেন নাই। নানা গল্পে ও প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর কারিয়া ইতিহাস পৃষ্ঠা পূরণ করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমার এই লেখায় সাহিত্য ও ঐতিহাসিক জগতে যে এক বিষম বিপ্লব (Revolution) উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হাটহাজারীর মেখলগ্রাম নিবাসী বহিঃতন্ত্রী জাতির ব্রাহ্মণ ছিলেন।

২। মুকুন্দ দত্ত–ইনি ছনরা নিবাসী কায়স্থ, দত্তবংশীয় বাসুদেব দত্তের ভাই। তাঁহার নামের পুষ্পরিণী ও তাঁহার স্থাপিত লক্ষ্মী-গোবিন্দ মুর্ত্তি এখনও তাঁহাদের বাড়ীর নিকট ও

তাঁহাদের বাড়ীতে আছে। মেখলগ্রামে তাঁহার নামে একটি ভজনালয় আছে। মুকুন্দ দত্ত প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-গোবিন্দ ও শালগ্রাম-চক্রের প্রতিকৃতি অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

৩। শ্রীকর নন্দী–ইনি পরাগল খাঁর সম-সাময়িকই হইবেন। তিনি মাত্র অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। ইহার বাড়ী আনোয়ারা (দেয়াং)।

ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম ও লক্ষ্মী-গোবিন্দ মূর্ত্তি প্রাচীন দত্তবংশীর জমিদার শ্রীযুত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয়রে বাড়ীতে অবস্থিত। উক্ত বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য দেবোত্তর বিত্ত ও আছে।

৪। কবীন্দ্র পরমেশ্বর (গঙ্গাদাস সেন)

চট্টগ্রামের সাহিত্য-পরিষদের লাইব্রেরীতে একখানা হাতের লেখা মহাভারত আছে, উহা অষ্টাদশ পর্ব্বে ৬০৮ পাতায় সমাপ্ত। এই পুঁথিখানার তিনজন লেখক দৃষ্ট হয়, গঙ্গাদাস সেন (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) রাজেন্দ্র দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ; এবং উক্ত পুঁথিখানা পাঠে, গঙ্গাদাস সেনের "কবীন্দ্র" উপাধি পাওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু উহা সঞ্জয়ের মতে লিখিত, ইহাতে মাঝে মাঝে সঞ্জয় ও মাঝে মাঝে জৈমিনির ও ব্যাসদেবের মত ও দৃষ্ট হয়। ইহা পরাগলী মহাভারতের কিছুকাল পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। আবার পরাগলী মহাভারতেও এই গঙ্গাদাস সেন ও রাজেন্দ্র দাসের নাম ভনিতায় দৃষ্ট হয়। পরাগলী মহাভারত একা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের (গঙ্গাদাস সেনের) লেখা নহে। গঙ্গাদাস সেনের নাম সেইকালের অনেক পুরাণা পুঁথিতে দৃষ্ট হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্র দাসের নামও ভনিতায় দেখা যায়। ইহাতে দেখা যায় রাজেন্দ্র দাস একজন বড় কবি।

উক্ত পুঁথির ৩৮৩/৩৯৯ পৃঃ

"যষ্ঠিবর সেন সুত নাম গঙ্গাদাস।
কবীন্দ্র পদবী পাইয়া পুরাইলা আশ।।
"পূর্ব্বে ছিল নাম গঙ্গাদাস"
পুরাণ শুনিয়া যবে ভারত রচিল তবে
পুরাণেতে মন অভিলাষ।।

(৪১১ পৃঃ) "যষ্ঠিবর সেন সুত কবিবর অদ্ভুত
কীর্ত্তি রহিল জগত সংসার।।

৪১২ পৃঃ "গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
ব্যাস বাক্য ভারত যে অষ্টাদশ পর্ব্ব।।"

৪২০ পৃঃ "জৈমুনী কহন্ত কথা গ্রহন্ত করিয়া।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে কহন্ত রচিয়া।।"

ইনি পটীয়া এলেকার জোয়ারার বাসুকী সেন বংশীয় দেয়াং (আনায়োরা) বারাশত গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ ছিলেন। এখন প্রায় সেই শাখা নির্ব্বংশ প্রায়, মাত্র এক কি দুইটি ঘর তথায় হীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

৫৩ পৃঃ	ভারতের পুণ্য কথা শ্রদ্ধা দূর নহে।
	পয়ার প্রবন্ধে রাজেন্দ্র দাসে কহে।।"
৬০ পৃঃ	নিত্যানন্দ ঘোষে বলে শুন সর্ব্বজন।
	আদ্যে এই অষ্টাদশ পর্ব্ব বিবরণ ।।
	ইত্যাদি।

পরাগলী মহাভারত হইতে উদ্ধৃত কবিতা সমূহের দ্বারা পরাগলী মহাভারত, কবীন্দ্রপরমেশ্বর ও পরাগল খানের পরিচয় ঃ–

আদি পর্ব্ব ৬১ পৃঃ	"যষ্ঠিবর সেন সুত কহে গঙ্গাদাসে।
	রামানন্দ আচার্য্যের গুরু উপদেশে।"
৪৮ পৃঃ	শ্লোক বন্দেতে ছিল নাহিক প্রকাশ।
	পদ বন্ধি করি কহে রাজেন্দ্র যে দাস।।
৭১ পৃঃ	মহাভাতের কথা অমৃতের ধার।
	কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিত পয়ার।।"

কবি হোসেন শাহ ও তাঁহার সেনাপতি
পরাগল খাঁন এ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ–

শ্রী শ্রী হোসেনসাহা পঞ্চ গৌড় নাথ।
ত্রিপুরা দ্বারিকা[১] সমর্পিলা যাহাত ।।
সোণার পালঙ্কী দিলা একশত ঘোড়া।
সানাই তোপর দিলা লক্ষ কোটী কাড়া।।
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।

এই পুথিখানা ১৯০৮ ইং চট্টগ্রামের সাহিত্য-পরিষদ অধিবেশনে অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া উহা ২০০ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলেন। পুঁথিখানার অধিকাংশেই কবীন্দ্রের লেখা দেখা যায়।

এই গঙ্গাদাস সেন পুঁথি আরম্ভে আদিপর্ব্বে ৬১ পৃষ্ঠায় তাঁহারা নামের পরিচয় দিয়া, শেষ পর্ব্ব পর্য্যন্ত আপন উপাধি "কবীন্দ্র পরমেশ্বর" ব্যবহার করিয়াছেন। অন্য কবি রাজেন্দ্র দাস, মাঝে মাঝে তাঁহার লেখার ভনিতায় মাত্র রাজেন্দ্র দাস ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে দেখা যায় গঙ্গাদাস পদলালিত্যের জন্য আপন উপাধি কবীন্দ্র পরমেশ্বব ব্যবহার করিয়াছেন। কবীন্দ্র পরশ্বের কাহারও নাম নহে, ইহা গঙ্গাদাস সেনের উপাধি–ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন। আজ কাল যেই কবীন্দ্র উপাধি পশ্চিম বাঙ্গালায় ব্যবহার হইতেছে, চট্টগ্রামে ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে উহা ব্যবহার হইয়াছে।

এই রাজেন্দ্র দাসকে জামাইজুরির মজুমদারগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বলেন ; এবং নিত্যানন্দ ঘোষ সম্বন্ধে দুই মত শুনা যায়। কেহ বলেন জামাইজুরির ঘোষগণের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেহ বলেন পাটনীকোটা ঘোষগণের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ইহার মীমাংসা করা কঠিন। কিন্তু উভয় ঘোষবংশই এক। কবি, হোসেনসাহা ও তাঁহার সেনাতি পরাগল খাঁন।

১ এই স্থান বর্ত্তমান পরাগলপুরকে বুঝাইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরা যাইতে পরাগলপুর হইয়া যাইতে হয়। সেই জন্য এই স্থানকে "ত্রিপুরা-দ্বারা" ও পদলালিত্যের জন্য "ত্রিপুর-দ্বারিকা" শব্দব্যবহার করিয়াছেন।

দরিদ্রু তরাণ করে অনাথের গতি।।
কুতুহলে, ভারতের পুছন্ত কাহিনী।
কোনমতে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী।।
বনবাসে কোন মতে দ্বাদশ বৎসর।
কোন কার্য্য কৈল রাজা বনের ভিতর।।
ইত্যাদি। সভাপর্ব্ব ৭২ পৃঃ।

ভীষ্মপর্ব্ব, ৭ পৃঃ
নমস্কার পরাগল নায়ক সুন্দর।
পুণ্য কথা ভারতের শুনে নরবর।

১৮।
লস্কর পরাগল গুণের নিধান।
ভারত পাঁচালী শুনে হইয়া একমন।।
ব্যাসমুনির বাক্য সব অষ্টাদশ পর্ব্ব।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিলেক সর্ব্ব।।
বিজয়পাণ্ডব[১] কথা অমৃত সমান।
সর্ব্ব রস বুঝে যান পরাগল খান।।

কর্ণপর্ব্ব ১২৬ পৃঃ
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত সমান।
সর্ব্ব রস বুঝে জান পরাগল খান।।

৫। পরাগল খানকে দীনেশ বাবু প্রভৃতি মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পিতার নাম রস্তিখাঁ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রমাণ্য ভিত্তি দেখান নাই। পরাগলী মহাভারত হতে পরাগল খাঁর পরিচয় উদ্ধৃত করা হইল।

বনপর্ব্ব ১০০ পৃঃ—দাতাকর্ণগুণান্বিত কৃতিমতি সঙ্গীতি বিদ্যাপতি।[২]
নানাবাক্য বিলসতি সিদ্ধান্তবাচস্পতি।।
নিতাং ধর্ম্মে সুমতি জিতেন্দ্রিয় তথিকর্ম্ম শুভগতি।।
খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয়সেনাপতি।।

দ্রোণপর্ব্ব ৯০ পৃঃ—রুদ্রবংশ রত্নাকর[৩] তাতে জন্ম সুধাকর

---

১ বিজয়পাণ্ডব শব্দ এই পুঁথির অনেক স্থানে ব্যবহার দেখা যায়। বর্ত্তমান কোন কোন পণ্ডিত, বিজয়পাণ্ডব শব্দকে বিজয়পণ্ডিত বলিয়া বলিতে চাহেন। বাস্তবিক দেখা যায়, মহাভারত (পাণ্ডববিজয়) কেবল পদলালিত্যের জন্য কবি বিজয়পাণ্ডব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২ শ্লোকটীতে ছন্দ ও ব্যাকরণ রক্ষিত হয় নাই, এই দোষ পরবর্ত্তী লিপিকারগণ দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে।

৩ ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইনি রুদ্রবংশীয় হিন্দু-সন্তান ছিলেন। আরও দেখা যায়, পরাগল খাঁ মহাভারত শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান ধর্ম্মে মহাভারত শ্রবণ ইত্যাদি মহাগুণ বা পাপ।

হোসেন শাহার পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) নামক উজিরের নাম ও গৌর মল্লিখ নামক হিন্দু সেনাপতিব নাম দৃষ্ট হয়।

তারিখে হামিদীর ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি একত্র হইয়া মগদেশ (চট্টগ্রাম) আক্রমণ করেন, এবং উক্ত গ্রন্থে ও পরাগল খান মুসলমান বলিয়া উল্লেখ নাই। তিনি চট্টগ্রামের সমুদয় প্রসিদ্ধ মুসলমান বংশের উল্লেখ করিয়াছেন।
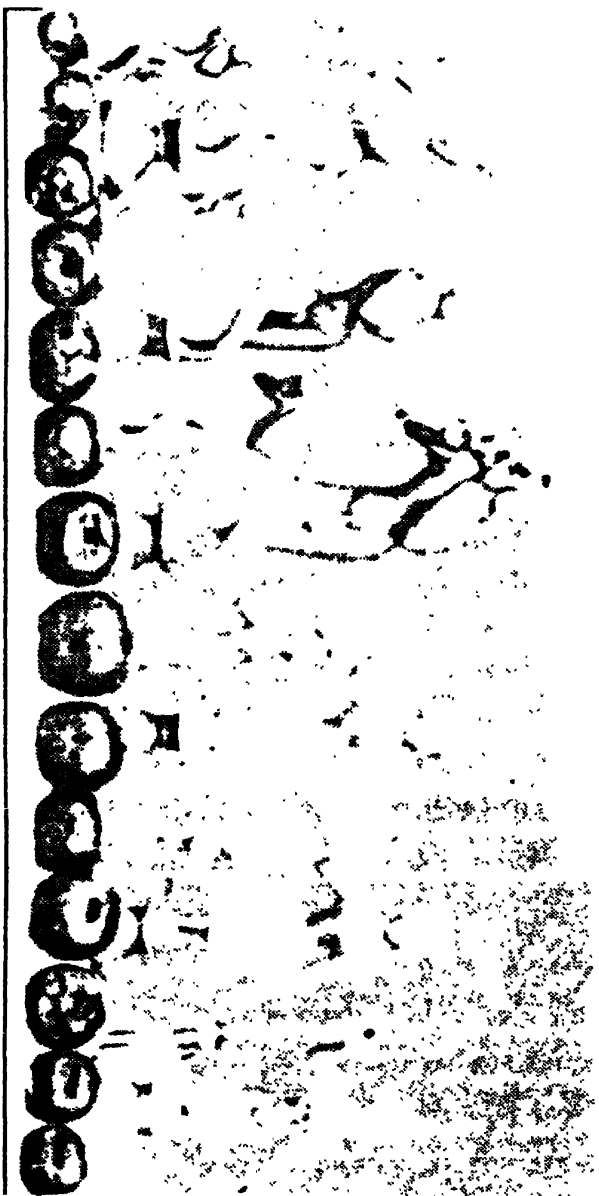
চট্টগ্রাম-চক্রশালার অন্তর্গত ছনহরা গ্রামের দত্ত বংশীয়গণের বাটীতে শ্রী শ্রী চৈতন্যদেবের পার্যদ মহাত্মা বাসুদেব ও মুকুন্দ দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীগোবিন্দমূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলাচক্রের প্রতিকৃতি।

চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান-উল্লিখিত বুদ্ধদেবের উপবেশন স্থানে হাইদ গাঁও (হস্তিগ্রাম) মৌজাস্থিত দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন "ফো" বা মঠ—ইহা ফোয়াচেঙ্গি বা বুদ্ধসঙ্ঘ নামে প্রসিদ্ধ।

লস্কর পরাগল খান।

পয়ার প্রবন্ধ স্বরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরে

বিরচিল ভারত বাখান।।

কলিকাতার সাহিত্য পারিষৎ হইতে প্রকাশিত মহাভারত ও আমাদের এই মহাভারতগুলিন সমালোচনা করিলে দেখা যায়, ঐসমুদয় প্রায়ই আমাদের এই দেশীয় মহাভারতের নকল মাত্র,[১] মাঝে মাঝে নামান্তর, ভাষান্তর ও সংক্ষেপ করা হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত তখন এদেশ হইতে পশ্চিম বঙ্গে নীত হইয়াছিল। এবং তথায়ও তাহার প্রচলনও ছিল। বোধ হয় পরবর্ত্তী নকলকারকগণ ইচ্ছামত নকল করিয়া ও পাঠ-উদ্ধার করিতে না পারিয়া এই অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন।[২] চট্টগ্রামে ব্যাস, সঞ্জয় ও জৈমিনী এই তিন মতাবলম্বী বাঙ্গালা পদ্য মহাভারত রচিত হয় এবং এই দেশে এই পৃথক পৃথক নামও প্রচলিত আছে। সুতরাং সঞ্জয়, ব্যাস ও জৈমিনী নামক কোন ব্যক্তি বাঙ্গালা পদ্য মহাভারত লেখেন নাই, তাঁহাদের মতাবলম্বনে অন্য অন্য কবিগণ মহাভারত পদ্যে রচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশে কোন কোন পুথি একজনে ও কোনে কোন পুথি একাধিক পণ্ডিত বা কবি একত্র হইয়া লিখিতেন দেখা যায়। মনসার পুথিতেও প্রথমতঃ ছয়জন ও পরে বাইশজন করিব লেখা দৃষ্ট হয়। পুথির এক পাতায়ও দুই তিনজন ভনিতার নাম পাওয়া যায়। সেইরূপ সঞ্জয় ও জৈমিনীর মতাবলম্বনে লিখিত পদ্য মহভারতেও দুই তিনজন ভনিতা দৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরীর যে পুথিখানা উল্লেখ করিয়াছি উহা সঞ্জয় মতাবলম্বনে গঙ্গাদাস সেন (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) নিত্যানন্দ ঘোষ ও রাজেন্দ্র দাস লিখিয়াছেন। পুথির ৫৩

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, রাজা ভরতরুদ্র মগদিহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইলে মগ-নৃপতি তাঁহাকে শূলে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ কর্ণফুলীর উত্তর তীরে লায়ন করে। এক শাখা বর্ত্তমান কুইপাড়া (কোওয়েপাড়া) জন্য শাখা (পরাগল খাঁ প্রভৃতি) চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উত্তর পূর্ব্ব দিকস্থ চোবচাল পাহাড়ে (চোচাল্যা পাহাড়-বত্তর্মানে দোচ্যাল্যা পাহাড়ে শ্রীকর নন্দীব অশ্বমেধ পর্ব্ব দ্রষ্টব্য) যাইয়া বসবাস স্থাপন করেন, এবং পূর্ব্ববৈরিতার প্রতিশোধ লইবার জন্য মুসলমান বাদশাহগণের সহিত যোগ দেন। আরও দেখা যায়, নছরত শাহা উত্তর দিক (বর্ত্তমান ফটিকছড়ি) দিয়া ফতেয়াবাদ আসেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে মগ বাজার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ও হিন্দুসমাজ হইতে কোনরূপ সহানুভূতি না পাইয়া কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। (শ্রীবাৎস্যচরিতম্ ১০৩ পৃঃ)

২ এইখান হইতে লেখকগণ কোন প্রতিবাদ পাঠাইলে পশ্চিম বঙ্গে পত্রিকাদিতে প্রায় প্রকাশিত হয় না।

সম্পাদক কিংবা সমালোচকেরা

লেখকের হলে ভাই।

মাতুল শ্বশুর, শালা শালীপতি

সম্বন্ধীর কথা নাই!

ডালি ভেটি কিংবা কিছু দক্ষিণান্ত

করিতে যে জন পারে :

সাহিত্য-আসবে, তাহার নাম আহা

উঠে জয় জয় কারে।

মৎপ্রণীত মন্দিরা ৪৭ পৃষ্ঠা ও উহার সমালোচনা ও গৃহস্থ পত্রিকা ৪র্থ খণ্ড ও ৫ম সংখ্যা।

পৃষ্ঠায় রাজেন্দ্র দাস ও ৬০ পৃষ্ঠা নিত্যানন্দ ঘোষ ভনিতা দৃষ্ট হয়। ৩৮৩/৩১৯ পৃষ্ঠায় ও পুথির অন্য স্থানে গঙ্গাদাস সেনের নাম ভনিতা ও তাঁহার কবীন্দ্র উপাধি পাওয়া দৃষ্ট হয়। পরে পরমেশ্বর শব্দটা পদলালিত্যের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই। এবং ৮০ পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য স্থানে "ধৃতরাষ্ট্র স্থানে সঞ্জয় যবে কয়" ইত্যাদি লিখিত আছে ইহাতে সঞ্জয় মতাবলম্বনেও পুথি লেখা হইয়াছে প্রমাণিত হয়। সতরাং বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকায় উল্লিখিত, দীনেশ বাবুর কল্পিত সঞ্চয় নামক কোন ব্যক্তি মহাভারত বাঙ্গলা ভাষায় লেখেন নাই বা রচনা করেন নাই। তর্কস্থলে স্বীকার করিলেও দেখা যায় প্রাচীনকালে কবীন্দ্রপরমেশ্বরের পুথি এইখান হইতে পশ্চিম বঙ্গে পাঠান হইত ও পশ্চিম দেশে প্রচলন ছিল (বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) তথায় বিজয় নামক কোন ব্যক্তি নকল করিয়া আপন নাম দিতে পারেন। পরাগলি মহাভারত দুইজনে লিখিয়াছেন গঙ্গাদাস সেন (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) ও রাজেন্দ্র দাস। উক্ত মহাভারতে আদি গর্ব্ব ৪৮ পৃষ্ঠায় রাজেন্দ্র দাস ও ৬১ পৃষ্ঠা গঙ্গাদাস সেনের নাম ভনিতা দৃষ্ট হয় তারপরই পুথির স্থানে স্থানে গঙ্গাদাস সেন আপন উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন এই সমুদয় কবিগণের মধ্যে গঙ্গাদাশ সেন (কবীন্দ্র পরমেশ্বর) বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ ও অগ্রণী ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার নাম বিশেষভাবে প্রচলিত ও প্রকাশিত। সুতরাং দেখা যায় গঙ্গাদাস সেন ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও যষ্টিবর সেন সুত তিনজই এক ব্যক্তি। কিন্তু কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ হইতে বিজয় পণ্ডিত নামক কল্পিত ব্যক্তির মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় এই তিনজনকে পৃথক পৃথক কবি ও মহাভারতের পৃথক পৃথক অংশ রচনাকারী দেখাইয়া বিশেষ ভুল করিয়াছেন।

সেইরূপ গঙ্গাদাস সেন, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, রাজেন্দ্র দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, যষ্টিবর-সেন-সুত প্রভৃতি মহাভারতের পৃথক পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন দেখাইয়া মূল পুথির (মহাভারতের) সামঞ্জস্যের গোলযোগ করিয়াছেন। তারপর "বিজয় পণ্ডিতের" নামে মহাভারত প্রকাশ করিয়া আরও গোল বাঁধাইয়াছেন। প্রকাশক নিজেও স্বীকার করেন পরাগলি মহাভারতের সহিত ইহার প্রায় মিল দেখা যায়। পরাগলি মহাভারতের পরবর্ত্তী নকলকারকগণের অসাবধানতা হেতু বা পাঠ উদ্ধারে গোলমালে এই গোলযোগ হওয়ারই সম্ভব। নতুবা এতবড় পুথির মাত্র দুই স্থানে "বিজয় পণ্ডিত" শব্দ দেখা যায় কেন? বিশেষতঃ পুথির অনেক স্থানে "বিজয়পাণ্ডব" শব্দ উল্লেখ আছে, মহাভারত পুথিই 'পাণ্ডব বিজয়" বা বিজয়পাণ্ডব। সুতরাং বিজয়পাণ্ডব স্থলে বিজয় পণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিষেক পর্ব্বের শেষে "বিজয় পণ্ডিতের কথা অমৃত সমান" মুদ্রিত; কিন্তু ঐস্থলে বিজয় পাণ্ডব শব্দই হইবে। কারণ পুথির অন্য অন্য অংশে ঐরূপ ভাষা ও শব্দ দৃষ্ট হয় সুতরাং এই পণ্ডিত শব্দটী পাঠ উদ্ধারের ভুলে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ যোগ করিয়া দিয়াছেন। আবার সভাপর্ব্বেও সেইরূপ মাত্র একটী শব্দ। সেই শব্দটীও শেষে প্রয়োগ হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত মহাভারত পড়িতেই উহা অনুমান করা যায়। সুতরাং বিজয় পণ্ডিত নামক কোন ব্যক্তি মহাভারত লেখেন নাই। যদি উল্লিখিত দুই শব্দ পণ্ডিত ধরা যায় তাহাতে অনুমান হয় গরাগলি মহাভারত নকলকারক মাঝে মাঝে

ভাষা বিকৃত ও সংক্ষেপ করিয়া আপন নাম প্রকাশ জন্য পণ্ডিত শব্দ লিখিয়া দিয়াছেন।

৬। মাগনঠাকুর–৭। কবি আলওয়েল।

১। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ২। মুকুন্দ দত্ত, ৩। শ্রীকর নন্দী ৪। পরাগল খান, ৫। কবীন্দ্র পরমেশ্বর[১] সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তৃ বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাগনঠাকুর সম্বন্ধে দেখা যায় মগরাজত্ব সময়ে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী জনপদকে রোসাঙ্গ বলিত এবং আনোয়ারা (দেয়াং) ও চক্রশালা প্রভৃতি জনপদে মগরাজার হেড কোয়াটার (রাজধানী) থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মাগন শর্ম্মা (মাগনঠাকুরের) বাড়ী আনোয়ারা বা দেয়াং। এখনও তাঁহার বংশধরগণ জীবিত আছেন, প্রবাদ ১২০০ মঘীর জরিপের সময়ে তাঁহার বংশধর একজন মৃত্যুমুখে পতিত হন। উক্ত মাগনঠাকুর আরাকানে শ্রীধর্ম্ম রাজার রাজত্ব সময়ে উক্ত রাজা কর্ত্তৃক শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেন এবং রাজার কন্যার সমবয়স্ক বলিয়া রাজা নিতান্ত স্নেহ করিতেন। ১৬৫২ খৃঃ অঃ উক্ত রাজার মৃত্যু হইলে চন্দ্র সুধর্ম্ম (সন্দসুধম্মা) অল্প বয়সে রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। সেই সময়ে মাগনঠাকুরের রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার আমলে আলওয়েল হাম্মাদ (পুর্ত্তগীজ জলদস্যু) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দী ভাবে রোসাংয়ে প্রেরিত হন[২] এবং তথায় পৌছিয়া তিনি মাগন পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাগন শর্ম্মা তাঁহাকে ভরণ পোষণ দিয়া শিক্ষা দীক্ষা দেন এবং তাঁহাব আদেশে তিনি নানাবিধ ছন্দে নানা পুথি রচনা করেন। তবে আলওয়েল বিদেশী হইলেও এইদেশে যে স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।[৩] তাঁহার লেখায় অনেক হিন্দু দেবদেবীর উপমা দেখা যায় এবং মগরাজার স্বভাব ও রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ উপলব্ধি করা যায়। নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল।

সুজন সকল পদে মোর পুষ্পাঞ্জলী।
কহিমু প্রসঙ্গ কিছু রচিয়া পাঁচালী।।
কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি[৪]।।
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বৃদ্ধি সার।
নামেতে সুধর্ম্ম রাজা ধর্ম্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রতাপে ভানু বিখ্যাত ভুবন
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।
দেবগুরু পূজয়ে ধর্ম্মেতে তার মন।
সে পদ দর্শনে হয় পাপের মোচন।।

---

১. কবীন্দ্র পরমেশ্বর (গঙ্গাদাস সেন) শ্রীকরন্দী ও মাগনঠাকুর তিনি জনের বাড়ীই দেয়াং ছিল।

২. ছয়ফল ও সতীময়না।

৩. আরওয়েরে মজিদ ও দিঘী ফতেয়াবাদ গ্রামে বর্ত্তমান আছে।

৪. এই কবিতা দ্বারা কর্ণফুলীর পূর্ব্বকূল পটীয়া (চক্রশালা) ও দেয়াং প্রভৃতি স্থানের উন্নতির উপলব্ধি করা যায়, এবং ইহাকে বোসাঙ্গ বলিত, বোধ হয় এখানে রাজা বা রাক্ত কর্ম্মচারীর বাসস্থান ছিল।

বিধবা নির্ব্বলী যদি বেচে রত্নভার।
ভীম সম বলিয়ে না করে বলাকার।।
সীতা সম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্র লোচনে।।
মৃগ ব্যাঘ্র বনে যদি এক স্থানে চরে।
ধর্ম্মবলে কেহ কার অন্যায় না করে।।
মহারাজা প্রসাদে সকলে আনন্দিত।
সংসারের লোক কেহ নাহিক দুঃখিত।।[১]

তেকারণে নাগগণ শিরে ছত্রবত।
বহিল সুধর্ম্ম কীর্ত্তি পৃথিবী যাবত।।

ধবল অরুণ কালা নানাবর্ণ গজ।
আকাশ ছুইয়া চলে নানাবর্ণ ধ্বজ।।
"হই পরদেশী আমি আলয়েল হীন[২]
রোসঙ্গে হইনু বন্দি আপনা কুদিন।
দৈব গতি কার্য্য হেতু যাতে নৌকা পথে
দরশন তৈল হারমাদের সহিতে।
নিজ দুঃক্ষু কতেক কহিমু বিরচিয়া
রাজ পাশে আর হলুম এতায় আসিয়া।
তালিম আলিম বলি আমি যে ফকিরে
অন্ন বস্ত্র দিয়া আমায় পোষেন্ত আদরে
আজ্ঞা পাইয়া রচিলুম্ পুস্তক পদ্মাবতী
যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি।
ক্ষিতি তলে অনুপাম রোসাঙ্গ সহর নাম
সমুদ্র সমুচ্চিত পণ্ডিত
বিবর্জ্জিত দুঃখ সুখ বৈশে গুণবন্ত লোক
সাধু বুদ্ধি উদার চরিত।
প্রজাগণ ভাগে পালে দুঃখিতের কর্ম্ম ফলে
সুধন্য হইত বসুমতী,
পাপ কর্ম্ম করি দূর সঙ্গীত পুষ্পপুর

১. ইহাতে রাজার শাসন বিষয় ও রাজ্যের অবস্থা অনুমিত হয়।
২. এই লেখা দ্বারা আলওয়েল ভিন্নদেশীবাসী সহজে অনুমান হয়।

শ্রীমন্ত সুধর্ম্ম নরপতি। (১)

মণি মুক্তা লক্ষে লক্ষে পাথরে পড়িয়া থাকে

নৃপ ত্রাসে না হরে তস্করে।

অযুত অযুত সৈন্য নাহি অশ্বসীমা (২)

কেনবা বুঝিতে পারে নৌকার মহিমা।

দশদিন পন্থ নৌকা একদিন যায়

সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায়।

রজতের বৈটা (৩) সব সোভন নৌকার

জল সিঞ্চে স্বর্ণ পাখী পঙ্কজ নৌকার।

দেব সিংহাসনে যেন সিন্ধু শোভা করে

দীপ্তি মন্ত নৌকা যেন বিজুলী সঞ্চারে।

বিশ্ব কর্ম্মা গঠ প্রায় নৌকার গঠন (৪)

পবন গমনে নৌকা সমুদ্র বাহন।

তারা আদি মৃদঙ্গ সুরঙ্গ তবলা

সে সব মাধুরী নাদ শ্রবণ বিভোলা [৫]

নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্রে নানা রস ছয়[৬]

পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়।

নগরেতে বাজার পশার হুলস্থল [৭]

পুষ্পের কলিতে যেন গুঞ্জে অলিকূল (সতীময়না ৪-১১ পৃঃ)

না দেশী বস্ত্রকুল[৮] নানা দ্রব্য বহুমূল

লইয়া ভেটে নৃপতি চরণ।

দেখি পরদেশী নর[৯] মান্য করে বহুতর

নানাবিধ সুপ্রসাদ দিয়া।

তাঁহার মহিমা শুনি ডিঙ্গা সব পুণী পুণী[১০]

---

১. রোসাঙ্গ রাজ্যের বিশেষ বর্ণনা ও বাজার চরিত্র ও শাসনপ্রণালী অনুভব করা যায়।

২. রাজ্যের সৈন্য, অশ্ব প্রভৃতি ও নৌবলের বর্ণনা ও রাজাব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. বাজ্যের সৈন্য, অশ্ব প্রভৃতি ও নৌবলের বর্ণনা ও রাজার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪. নৌকার উপর বসিবার স্থান।

৫. নৌকা তৈয়ার গঠন প্রণালী।

৬. সঙ্গীতবিদ্যানুরাগ অনুমিত হয়।

৭. লেখা পড়ার ও উচ্চ শিক্ষার সমাদর দেখা যায়।

৮. বাণিজ্যের বিবরণ উপলব্ধি হয়।

৯. ৫।৬ বহির্ব্বাণিজ্যের ও পরদেশবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও বাণিজ্যের উন্নতির অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

১০. রাজার সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা অনুমান হয়। ইহাতে রাজা চরিত্রবান ও ন্যায় পরায়ণ ছিলেন প্রমাণিত হয়।

নিত্য নিত্য আসে আর যায়।
হিন্দু বলে যুধিষ্টির বিক্রমাদিত্য বীর
আগমের ঘোসই জ্ঞান।
মোছলমান সবে বলে। পুণী আইল ক্ষিতি তলে
নৃপতির যেনো আবরণ।[১]
নৃপকুলে করে পূজা, সিংহ অবতার রাজা[২]
গজারোহণে অনুক্ষণ।
অসংখ্য কটক সাজি পরিপূর্ণ করিরাজি
নৌকা সব ভুবনমোহন।
পশ্চিমে মুল্লুক তার চিন না পায় তার
ভুবনে নাহিক সমবীর।
দক্ষিণে সাগর সীমা উত্তরে পর্ব্বত হিমা
মধ্যে যত পর্ব্বত কানন[৩]
চলয় নৌকার টাট[৪] সমুদ্রে না পায় বাট
সর্ব্ব ভঙ্গ দেয় পর বলে।
শব্দ পাতালেতে যায় গিরি সব মহাকায়
তল করে এই মহিমণ্ডলে।ছয়ফল মুল্লুক ৭ হইতে ১০ পৃঃ
নানা দেশের নানালোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ[৫]

---

১. আরাকানে সিংহ বংশীয়গণ রাজা ছিলেন।

২. রাজ্যের সীমা ও পূর্ণ অকার বর্ণনা আছে।

৩. নৌবহর ও নৌবল বর্ণিত হইয়াছে।

৪. বিদেশী লোক আরাকান রাজ্যে বসবাস করিবার কারণ উপলব্ধি করা যায়। রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ও সীমা, বর্হিবাণিজ্য ও নানা শাস্ত্রানুরাগ দ্বারা যায়। রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ও সীমা, বর্হিবাণিজ্য ও নানা শাস্ত্রানুরাগ দ্বারা সভ্যতার বিষয় অনুভব করা যায। তৎকালে কোন আইনের ভয় ছিলনা, কবিগণ প্রকৃত সত্যই বর্ণনা করিয়াছিল।

৫. যমুনা তীরবাসী মাধবাচার্য্য পশ্চিম দেশের কবি হইলেও তিনি যে চটটগ্রাম আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন তাহার কোন ভূল নাই। ঐই দেশীয় প্রায় হিন্দুগণের কুলজীতে দেখা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ অনেকেই সেই সময় পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুঁথিতে পশ্চিম বঙ্গ হইতে চট্টগ্রাম আসিতে যে সব জনপদ পাওয়া যাইত মাঝে মাঝে ঐ সকল নদী ও স্থানে নাম দৃষ্ট হয়। এবং তাঁহার পুঁথি এই দেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। তাঁহার বংশধরগণ চক্রশালা একণ ভট্টাচার্য্য উপাধি ব্যবহার করেন ও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মাধবাচার্য্য, ১১।১২ পুরুষই দেখা যায়। মাধবানন্দ ১৫০১ শকে জাগরণ পুঁথি লিখিয়াছিলেন। তখন যাহাদের বাড়ীতে এদেশে জাগরণ পুঁথি পাঠ হইত মশানপালার দিন তাঁহাদের বাড়ী হইতে দুর্ব্বা প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য নেওয়া হইত। এই উপলক্ষে তাঁহারা কিছু কিছু দক্ষিণাও পাইতেন।

আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।

আরবী মিশরী শ্যামি   তুরুকি হাবেদী রুমি

খোরাছানি উজেগ সকল।

লহুরী মুলতানি ছিন্দি   কাশ্মীরী দক্ষিণে হিন্দি

কামরোপি আর বঙ্গদেশী।

অহু-পিহ খুতাঞ্জরি   কনাই ময়লাবারি

আছন্দর কর্ণাট করাসি।

বহু সেক সৈয়দ জাদা   মোগল পাঠান যুদ্ধা

রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।

অভাসি বরমা শ্যাম   ত্রিপুরা কুকির নাম

কতেক কহিব আর ভাতি।

আরমাণি ওলনদ্বাজ   দিনেমার ইংরাজ

কান্তিমান আর ফ্রানসিচ।

কামরিত ফাসমানি   চোলদার নছরাণী

নানা জাতি আর প্রতংগেচ।

মগধের যত সৈন্য   সর্ব্ব বলে অগ্রগণ্য

সংখ্য নাই কটক অপার। ইত্যাদি পদ্মাবতী ১০ পৃঃ

১। জাগরণ (১) ভবানী দাসের।

২। লক্ষণ দিগ্বিজয়-ভবানী প্রসাদ।

মনসার বাইশ ও ষট্ কবিগণ ঃ-

১। রঘুনাথ ২। যদুনাথ ৩। বলরাম দাস ৪। নারায়ণ দেব ৫। বৈদ্যজগন্নাথ ৩। বংশীবদন ৭। বল্লঘোষ ৮। হৃদয় ৯। গোপীচন্দ্র ১০। গোবিন্দ (১১) জানকী নাথ (১২) রমাকান্ত (১৩) বিজয়গুপ্ত (১৪) কেতকাদাস ১৫। অনুপচন্দ্র ১৬। রাধাকৃষ্ণ ১৭। হরিদাস ১৮। কমলনয়ন ১৯। সীতাপতি ২০। রামনিধি ২১। রাজেন্দ্রদাস ২২। যষ্টিবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন। ষট্কবি মসনার কবিগণের নাম বাইশকরিব মনসা পৃথিতে দৃষ্ট হয়।

মুসলমানকবি

১। দৌলতকাজি   সতীময়না ইত্যাদি।

২। সৈয়দ সুলতান   হজরত   মহম্মদ চরিত।

৩। বদরুদ্দিন	ছুরতনামা।
৪। আকবর	শমোরোক ইত্যাদি
৫। নুরমাহাং	মধুমালা
৬। জীবন আলী	রাগ রাগিনী
৭। চাম্পাগাজী	সৃষ্টি পত্তন।
৮। হাসমত আলী	লায়লামুজনা
৯। ছিদ্দিক	ভাবলাভ।
১০। ছাদেক আলী	রামের বারমাস
১১। সরবিদ খাঁ	ঐতিহাসিক কবিতা
১২। সেক ফয়জউল্লা	গোরক্ষবিজয়
১৩। সেররাজ	কাসিমের লড়াই

ইঁহারা ভিন্ন পীর মাহা, মির্জ্জাকাঙ্গালী, নাছির উদ্দিন, আলীরাজা প্রভৃতি আরও অনেক কবি ও বৈষ্ণব পদাবলি লেখকগণের নাম পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ সহ প্রকাশিত হইবে।

পুরাকালীন অন্যান্য কবি লেখকগণের নাম (যতদূর সংগ্রহ করা হইয়াছে।)

পুথির নাম।	কবির নাম।
১। কালিকামঙ্গল	ভবানীদাস।
২। রাধিকামঙ্গল	কৃষ্ণরাম দত্ত।
৩। শীতবসন্ত	বাণীরাম ধর।
৪। তুলসী মাহাত্ম্য	ভগীরথ
৫। গীতাসার মহাযোগ	রতিরাম দাস
৬। ধ্রুবচরিত	লক্ষ্মীনারায়ণ।
৭। রাগতালের উৎপত্তি	দ্বিজ রামতনু।
৮। সারদা মঙ্গল	মুক্তারাম।
৯। বত্রিশ পুত্তলিকা	রঙ্গাই।
১০। রামের স্বর্গারোহণ	ভবানীদাস।

১১। ভূমিকম্প	জগদীশ সিংহ।
১২। উদ্ধব সংবাদ	মুক্তারাম দাস।
১৩। কৌশল্যার চৌত্রিশা	রামজীবন রুদ্র।
১৪। বৌদ্ধ রঞ্জিকা	নীলকমল দাস।
১৫। মৃগলুব্ধ	রতিদেব ভট্টাচার্য্য।
১৬। মঙ্গলচণ্ডী	রঘুনাথ ও মদন।
১৭। শনির পাঁচালী	যদুনাথ।
১৮। লক্ষ্মীব্রত	অভিরাম।
১৯। সূর্য্যব্রত	দ্বিজ রামজীবন।

ইহার ভিন্ন সারদাচরণ, নারায়ণ, দুর্গাদাস প্রভৃতি বারমাস, চোত্রিশা, সারিগান প্রভৃতি রচয়িতা অনেক কবির নাম পাওয়া যায়। আরও অনেক পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে এখনও অনেক গুলির পাঠ উদ্ধার হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দির পরলোকগত কবি ও লেখক।

১। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন পুস্তকের পরিচয় অনাবশ্যক।

২। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই[১] তিব্বতের ইতিহাস।

৩। গোবিন্দদাস চৌধুরী	দক্ষিণভূর্ষি	জয়দ্রথ বধ।
৪। জগচ্চন্দ্র দাস	পরৈকোড়া	অভিমন্যুধ।
৫। উমাচরণ মুখার্জী	কেলীসহর	চন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য।
৬। গৌরচন্দ্র কুণ্ড	খৈয়াছড়া	মাতৃ-ভক্তিতরঙ্গিনী।
৭। নবরাজ বড়ুয়া	বৈদ্যপারা	বুদ্ধপরিচয়।
৮। সর্ব্বানন্দ বুড়য়া মোক্তার	নয়াপাড়া	বুদ্ধচরিত।
৯। শরচ্চন্দ্র দাস	ধলঘাট	শুকাষ্টক।
১০। হরগোবিন্দ মুচ্ছদ্দি	.. ...	প্রীতিমোক্ষ।
১১। ব্রজ কুমার সেন	ধলঘাট	চির-বিদায়।
১২। দ্বারিকানাথ সেন	কুমিরা "	কল্পনা-প্রসূন।
১৩। প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার	,,	শোকোচ্ছ্বাস।

১. ইনি বিখ্যাত ভ্রমণকারী এবং তিব্বতীয় ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে জাপান ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি আপন কার্য্য গুণে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন।

১৪। কালীকুমার শর্ম্মা	ধলঘাট	পদাবলি।
১৫। ধর্ম্মরাজ বড়ুয়া	,,	পূরাবৃত্ত।
১৬। কালীনাথ সেন	,,	পদাবলি।
১৭। বিজয়রাম	,,	বৈষ্ণব-পদাবলি।
১৮। গোস্বামী জগচ্চন্দ্র (১)	কোয়েপাড়া	ভরতবংশ ও গীতামৃত
১৯। ষষ্টিচরণ মজুমদার (২)	সুচক্রদণ্ডি	নাড়ী পরীক্ষা
২০। অন্নদাচরণ খাস্তগির (৩)	,,	আয়ুবর্দ্ধন
২১। নবীনচন্দ্র দাস (৪)	আলামপুর	রঘুবংশ প্রভৃতি অনুবাদক
২২। হরিদাস		নীতি উপদেশ
২৩। জগদ্বন্ধু চৌধুরী	ধনঘাট	সুনীতি ও সাধেরসাজি
২৪। রামকিনু দত্ত (৫)	দেয়াং	ইংরেজী কবিতা
২৫। জগদ্বন্ধু দত্ত	ধলঘাট	ইংরেজী কবিতা
২৬। নলিনীরঞ্জন সেন	কোয়েপাড়া	আলো পত্রিকা
২৭। চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী	ভাটীখাইন	পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি, ছাত্রশিক্ষক
২৮। নীলমণি দস্তিদার	পরৈকোড়া	শব্দার্থনীলমণি (অপ্রকাশিত)
২৯। যাত্রামোহন দাস	ভাটীখাইন	গীতার ব্যাখ্যা ও পঞ্চমকার

স্ত্রী-কবি

১। হেমন্তবালা দত্ত	ছনরা	শিশির ও মাধবী
২। শৈলজা সুন্দরী		

---

(১) ইনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক, আরাকান দেশে ইহার একখানি আখেড়া আছে। (২) ইনি কাশ্মীর প্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন।

(৩) ডাক্তার খাস্তগিরি নামে পরিচিত। ইহার নামে চট্টগ্রাম বালিকা বিদ্যালয় (হাই ইংলিশ স্কুল) স্থাপিত হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহার কন্যা কুমুদিনী খাস্তগিরী চট্টগ্রাম-মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা।

(৪) কবিগুণাকর।

(৫) ডাক্তার রামকিনু দত্ত নামে পরিচিত।

এই সমুদয় কবি ও লেখকগণের রচিত অনেক পুস্তক আছে বাহুল্য বোধে দুই একটা মাত্র উল্লেখ করিলাম।

সঙ্গীত রচয়িতা

১। শ্যামাচরণ খাস্তগির
২। ত্রিপুরা চরণ রায়
৩। ভোলানাথ মুন্সী
৪। জগদ্বন্ধু চৌধুরী
৫। উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য
৬। জগচ্চন্দ্র শর্ম্মা
৭। দুর্গাচরণ পাঠক
৮। স্বরূপচন্দ্র দত্ত
৯। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
১০। গোবিন্দদাস চৌধুরী
১১। লক্ষ্মীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১২। হরগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য
১৩। জগচ্চন্দ্র দাস

সাময়িক ও মাসিক পত্রিকা

১। বিভাকর (কলিকাতায় মুদ্রিত)
২। পূর্ব্বপ্রতিধ্বনি
৩। চন্দ্রশেখর
৪। প্রান্তবাসী
৫। বৌদ্ধযুগ
৬। পূর্ব্ব-দর্পণ
৭। ভারতবাসী
৮। চট্টলগেজেট
৯। অঞ্জলী
১০। আলো।
১১। বৌদ্ধপত্রিকা
১২। পাঞ্চজন্য
১৩। হিতবার্ত্তা
১৪। প্রভাত
১৫। জগজ্জ্যোতিঃ
১৬। তপোবন (কলিকাতায় মুদ্রিত)
১৭। বৌদ্ধযুগ
১৮। ইবেনী
১৯। ঋষি তত্ত্ব ইত্যাদি।

মহাকবি কালিদাস পূর্ব্ব দেশবাসী

অনেকের মতে কবি কালিদাস পূর্ব্বদেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (কামরূপ) বাসী ছিলেন। এক সময়ে কামরুপ রাজ্য পশ্চিমে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর হইতে দক্ষিণে রাক্ষেয়াং (আরাকান) রাজ্যের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালিদাস এই বিস্তৃত ভুখণ্ডের কোনও প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াং পাঠে অবগত হওয়া যায় ১৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরাকানে হিন্দুগণের বিশেষ আধিপত্য ছিল; এবং ব্রহ্মার

চর্ম্মন্বতী, দেবগিরিইবা কোথায়? এবং কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম অধ্যায়ের "মৈনাক" পর্বতই বা কোথায়? এবং তাহার স্থিতি কোন মহাসাগরে? উক্ত কাব্যের ৫ম সর্গে "চন্দ্রশেখরের" উল্লেখ কেন? এবং রঘুবংশের উল্লিখিত "সুক্ষ" দেশই বা কোথায়? মেঘদূত কাব্যে তিনি যদি ভারতের দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকের বর্ণনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে মলয়াদি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত ও গোদাবরী ইত্যাদি নদীর বর্ণনা বাদ দিলেন কেন? এখন তাঁহার কাব্যাদির উল্লিখিত সুক্ষ দেশ, মৈনাক পর্ব্বত, রামগিরি, দেবগিরি ও চর্ম্মন্বতী প্রভৃতি অবস্থান কোথায় দেখা যাক্।

সীতাকুণ্ড (১) চট্টগ্রামের একটী প্রাচীন তীর্থস্থান, এবং রামসীতার নাম এই দেশের অস্থি মর্জ্জায় জড়িত। এই সকল নাম আজ কালেল নহে, "বৌদ্ধ যুগের" অনেক পূর্ব্ব হইতে রামসীতার নাম এইদেশের স্থলে, জলে, খালে, কুলে, বাঁশে, গাছে ও পর্ব্বতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এইরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সীতাকুণ্ড, সীতাগঙ্গা, সীতাঘাট, সীতাপাহাড়, রামকূট, রামগড়, রামগিরি, রামপাহাড় (২) রামজ্যাগ্রী প্রভৃতি পর্ব্বত ও নদনদীর নামের সহিত রামসীতার নামের নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার রামকলা, রামপান, রামময়না, রামবাঁশ, বামলতা, রামকুকুর, রামদারিয়া ইত্যাদি ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতির নামের সহিত ও সেইরূপ সম্পর্ক দেখা যায়। এই দেশে যেন রাম নামের ছড়াছড়ি; রাম নামের ধারা যেন চট্টগ্রাম হইতে পূর্ব্বে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত একই স্রোতে বহিয়া গিয়াছে। যথা, চট্টগ্রামে, রামগড়, রামগিরি, রামকূট ইত্যাদি; আরাকানে ও সেইরূপ রামাবতি, রামজ্যাগ্রী প্রভৃতি, ব্রহ্মদেশে রামগিরি, রামলঙ্কা, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত একই স্রোতে বহিয়া গিয়াছে। যথা, চট্টগ্রামে, রামগড়, রামগিরি, রামকুট ইত্যাদি; আরাকানে ও সেইরূপ রামাবতি, রামজ্যাগ্রী প্রভৃতি, ব্রহ্মদেশে রামগিরি, রামলঙ্কা, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সৌমিত্রি (সুমিত্রা) শ্রীরাম (উণরটব) দ্বীপ প্রভৃতি। ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, রামসীতার নামে এই সমুদয় দেশ এক সময়ে ডুবিয়া রহিয়াছিল

এবং রামসীতা এই দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ সমূদয় নাম আজ কালের নহে, বৌদ্ধ যুগের অনেক পূর্ব্বের। কত ধর্ম্ম-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, কত শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে. তথাপি এই সমুদয় দেশ হইতে রাম নাম লুপ্ত হয় নাই।

(১) তন্ত্রে উল্লেখ আছে, জনকনন্দিনী সীতাদেবী এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন।
(২) শ্রীশীচন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

বাল্মীকির রামায়ণ–পূর্ব্বদেশে

বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বঙ্গদেশে প্রথম চট্টগ্রাম, কামরূপ প্রভৃতি এই পূর্ব্বদেশের কোন প্রদেশে সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং এই পূর্ব্বদেশ হইতেই সমূদয় বঙ্গদেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রামায়ণ মুখামুখি পাঠ হইত।

"শাকে শূন্য-শশাঙ্ক-শঙ্করতনূক্ষ্ম্যেণী প্রমাণে সৃত-

স্যাদ্যক্ষেত্রগতং নিরীক্ষ্য তরণিং সন্তাপভূম্নি ক্ষিতেঃ।।

তৎসৌখ্যায় তথা তমঃ শময়িতুং বঙ্গোদয়াদ্রেরসৌ

রাকায়ামমৃতৈক ভূমিরুদগাদ্রামায়ণাখ্যা বিধুঃ।"

ভট্টপল্লীর তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত রামায়ণ বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত। ১১১০ শকের মাঘী পূর্ণিমায় বঙ্গদেশের উদয়াচলে (পূর্ব্বদেশে) সন্তাপিত পৃথিবীর সুখের জন্যও অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য অমৃতময় রামায়ণরূপ চন্দ্র উদিত হইয়াছিল।

৭০০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ এই পূর্ব্বদেশেই সংগৃহীত হইয়া পুথির আকারে লিপিবদ্ধ হয়। ১২৪৩ খৃঃ অঃ দ্রমোদর দেব নামক হিন্দু নরপতি চট্টগ্রাম শাসন করিতেন। সুতরাং এই রামায়ণ সংগ্রহের কাল তাঁহার সমসাময়িক। এবং ইতিহাসে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতাও উপলব্ধি করা যায়। ও এই দেশীয় অদ্ভুতাচার্য্য রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ড প্রথম বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন এবং ভবানী দাস রামের স্বর্গারোহণ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। বিশেষতঃ এই দেশীয় নৃসিংহ ওজার বংশধর কৃত্তিবাস ফুলিয়া গ্রামে যাইয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। ইহাতে প্রমশন হয় এই সংস্কৃত রামায়ণও প্রথমতঃ এই পূর্ব্বদেশ হইতে বর্ত্তমানে সমুদয় বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইয়াছে! ইতিপূর্ব্বে রামায়ণ বাঙ্গালা দেশে প্রচলন ছিল না।

তর্করত্ন মহাশয় সপ্তসাগর পার হইয়া (এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অনুবাদ করিয়া) গোস্পদে ঠেকিলেন কেন? তিনি উক্ত শ্লোকের বাঙ্গালা করিলেন না কেন? বোধ হয় পূর্ব্বদেশের প্রাচীনকীর্ত্তি প্রকাশ পাইবে বলিয়া) গোস্পদে ঠেকিলেন কেন? তিনি উক্ত শ্লোকের বাঙ্গালা করিলেন না কেন? বোধ হয় পূর্ব্বদেশের প্রাচীনকীর্ত্তি প্রকাশ পাইবে বলিয়া উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অনেকে অনুমান করেন লেখকের নাম ও পরিচয় ইহাতে ছিল। ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। তবে পরাগলি মহাভারতের নকলকারগকগণের মত কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া মূল শ্লোকটী রাখিয়াছেন, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

রাবণের লঙ্কা ও রামায়ণী যুগে চট্টগ্রাম (মৈনাক)

বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়াই লঙ্কা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুরাণে ও ভারতে সিংহল ও লঙ্কা পৃথক পৃথক দেশ বলিয়া বর্ণিত আছে। এবং উভয় দেশই অতি

বলা বাহুল্য চট্টগ্রাম মেধসাশ্রম হইতে মার্কেণ্ডের পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য (চণ্ডী) ও প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাচীন। সিংহলে আদিম অধিবাসী নাই এবং ভারত হইতে মাত্র ৬০ মাইল দূরে; এবং সিংহলের দেশাদির নাম অধিকাংশ দাক্ষিণাত্যের অনুকরণে। বুদ্ধঘোষই সিংহলে যাইয়া প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।[১]

বিশ্বকোষে যাবাদ্বীপ প্রভৃতিকে লঙ্কা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভারত হইতে শত যোজন ৮০০ শত মাইল। তখনকার ভারতে আর এখনকার ভারতে কি পার্থক্য ইহা নির্ণয় করা দুষ্কর; এবং সিংহলে কি তাহার নিকটবতর্ত্তী কোথাও রামসীতার নাম দৃষ্ট হয় না, যে রামেশ্বর শিব, যে, সেতুবন্ধ বর্ত্তমানে দেখা যায় উহা রামের পূর্ব্ববর্ত্তী বা রামের সময়ে স্থাপিত বলিয়া রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। রাম যেস্থানে শিবের তপস্যা ও প্রথম সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন রামায়ণে তাহা সেতুবন্ধ বলিয়া উল্লিখিত আছে। সুতরাং প্রকৃত সেতুবন্ধ কোথায় তাহা নির্ণয করা কঠিন। কিন্তু রামেশ্বর শিব রামের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সিংহলে কোন আদিম অধিবাসী নাই এবং স্বর্ণখনিও নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার মাটী ধৌত করিলে এখনও স্বর্ণ পাওয়া যায়।

পালিগ্রন্থে বাঙ্গালার সিংহবংশীয় রাজাকর্ত্তৃক লঙ্কা আক্রমণ ও তাঁহার নামে ঐদেশ সিংহল নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু সিংহল নামটী অতি পুরাতন। ললিতবিস্তর নাম গ্রন্থ দেখা যায় ৫৫ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তন্মধ্যে প্রথম বুদ্ধের নাম দীপঙ্কর তাহার পর কোন্দন্ন আবির্ভূত হন। তাঁহার বাসস্থান রামাবতী। পিতা ক্ষত্রিয় বংশীয়, মাতা সুজাতা। এই রামাবতী বর্ত্তমান আরাকাণের এলেকায়; আবার আরাকাণের ইতিহাসে বুদ্ধদেব আরাকানে পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। উপরিউক্ত ৫৫ জন বুদ্ধদেবের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ৮০ হাত লম্বা, নব্বই হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন! এবং শেষোক্ত ২০ হাত লম্বা ২০ হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন! ইত্যাদি উক্তি বর্ণিত আছে।

"লঙ্কায়ামুগ্রাকালী চ সিংহলে দেবমোহিনী।" (তন্ত্র)
"লঙ্কাকালাজিনাচৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা।।
ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ।"
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৮ অঃ।
সিংহলান্ বর্ব্বারাণ্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।
মহাভারত, বনপর্ব্ব ৫১ অঃ ২২ শ্লোকঃ।
সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, লঙ্কা প্রভৃতি
(মহাভারত বনপর্ব্ব বর্দ্ধমান সংস্করণ।)

(১) অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন কাকে (কাহারও মতে যাইবার কালে) সমুদ্রতীরে এক বৌদ্ধ-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহাই বর্ত্তমান রামেশ্বরেব মন্দির বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

এখনও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ ধনুর্বিদ্যায় এত নিপূর্ণ যে তাহারা তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্যভেদ করিয়া উক্ত তীর পুনরায় তাহাদের হাতে ফিরিয়া আসে।[১] অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে পশ্চিমদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জে এসিয়া মহাদেশের প্রাণী ও উদ্ভিদাদি দৃষ্ট হয়[২] আব লেম্বোক[৩] প্রভৃতি পূর্ব্বদিকস্থ দ্বীপপুঞ্জে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদাদি পরিলক্ষিত হয়। এই বালি ও লেম্বোকের মধ্যবর্ত্তী যে সুগভীর খাড়ি (সমুদ্র) আছে তাহাই সেতুবন্ধের স্থান হইতে পারে; ঐ স্থানকে (খাড়ীকে) এখনও মাঝে মাঝে দ্বীপবাসিগণ লঙ্কাদরিয়া বলিয়া থাকে, অধিকাংশ দ্বীপবাসী এখন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। অনেকে অনুমান করেন, কবি বাল্মীকি এই দ্বীপপুঞ্জ সকলকে সেতুবন্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। (মানচিত্র দেখুন)। সময়ের পরিবর্ত্তনে নানা পরিবর্ত্তন হইলেও সেতুর আকৃতি একবারে লুপ্ত হয় নাই। ইহাতে দেখা যায় লঙ্কা, (অষ্ট্রেলিয়া) হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এক সংলগ্ন দেশ ছিল, রাবণ প্রভৃতি লঙ্কা হইতে এদিকে আসা যাওয়া করিত; সেই জন্যই কবি রাবণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্থ ঐরাবতবাহন ইন্দ্র প্রভৃতি[৪] রাজার সহিত সংগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্র স্থলপথে লঙ্কা (অষ্ট্রেলিয়া) যাওয়াব কালে সুহ্ম (চট্টগ্রাম) প্রসুহ্ম (আরাকান ব্রহ্ম) হইয়া মলয় উপবন অর্থাৎ মালায় উপদ্বীপের উপর দিয়া পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পার হইয়া লঙ্কা গিয়াছেন।[৫]

মালয় উপদ্বীপস্থ মলয় পর্ব্বত চির প্রসিদ্ধ চন্দন তরু বিশিষ্ট, ইহাই পুরাতন ইতিহাসোল্লিখিত মলয় গিরি। এখনও তথায় অনেক চন্দন পাওয়া যায়। এবং "চন্দন" Sandel নামীয় নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপও পরিলক্ষিত হয়। বলিতে কি এখনও স্থল পথে চট্টগ্রাম হইতে পর্ব্বত মধ্য দিয়া আকিয়াব, রেঙ্গুন যাইয়া থাকে। ষ্টীমার হইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রামের প্রায় লোকই ঐ সব দেশে স্থলপথে হাটিয়া যাইত। বর্ত্তমানেও পাহাড়ী লোকগণ

---

১ They have never shown any desire to become civilised and are reapidly diminishing in numbers. Their chief skill is in the chase, and thier remarkable weapon, the boomerang, is exceedingly ingenious, being "so, formed as to return to the thrwer after haveing been discharged at some animal or bird.

Gold, obtained from the soil by washshing.

Longmans Geography P. 454.

২ The separation between the two continents would then be a deep channal passing between the island of these channal the animals vegetation resemble those of Asia, while to the east they are simliar to those of Austsalia. Longmans Geography. 207.

৩. রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ড উল্লিখিত "লম্বকে" ইংরাজিতে "লেম্বক" Lambok) করা হইয়াছে। উহা লম্বকের অপভ্রংশ মাত্র।

৪. পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজগণকে হস্তিবাহন ব্যাখ্যা করা হইযাছে।

৫. সেই সময়ে প্রাচীন দেশের পরিচয় পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব-উপদ্বীপ মিথিলা, গঙ্গার উত্তরে দিক গর্গরা নদী মুখ হইতে কুশ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং নিকটবর্ত্তী দেশসহ ভুটান, সিকিম, ব্রহ্মপুত্র ও কুশী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। মগধ, মিথিলার পর গঙ্গার দক্ষিণ বিন্ধ্যাগির পর্য্যন্ত। গৌড়, অঙ্গদেশের দক্ষিণ হইতে

যাইয়া থাকে, উক্ত পর্ব্বত রাজির অঙ্কে অঙ্কে এখনও অনেক ভগ্ন ইষ্টক স্তপাদি পড়িয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। স্থলপথে যাইতে হইলে ঐ সমুদয় স্থান দিয়া যাইতে হয়। ইহাতে অনুমান হয় তখন ঐ সমুদয় স্থানেও সভ্য লোকের বসবাস ছিল, সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তন্ত্রে উল্লিখিত আছে রাবণ রাজা কৈলাস হইতে মহাদেবকে আপন দেশে নিবার সময় মৈনাক পর্ব্বতে (মহেশখালীতে রাখিয়া যান। এবং উহা আদিনাথ শিবরূপে এখনও পূজিত হইয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী মহলে মৈনাকে পর্ব্বতস্থ আদিনাথ শিবের বিশেষ সমাদর দেখা যায়।[১]

মৈনাকে নামেতে গিরি সমুদ্র ভিতর।
শোভিছে তাহার শৃঙ্গ অতি মনোহর।।
এথায় শিবের বাস ইচ্ছা হ'ল মনে।
চাপিল রাবণে বাম অঙ্গুলি চালান।।
তদবধি আদিনাথ রহিল তথায়।
ভারত প্রসিদ্ধ দেব নিজ মহিমায়।। ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ।

জনশ্রুতি আছে এই দেশের উপর দিয়া হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া গিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান দেয়াং পাহাড় গন্ধমাদনের কিয়ংদশ, হনুমান গন্ধ মাদন নিবার সময় খসিয়া পড়িয়াছিল। ইহা যদিও অসম্ভব, তথাপি ইহার গূঢ় রহস্য আছে। দেয়াং পর্ব্বতটী মধ্যস্থানে[২]; কোন পর্ব্বত শ্রেণীর সহিত সংলগ্ন দেখা যায় না; কারণ শঙ্খ ও কর্ণফুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান। এবং মগরাজত্বের অনেক পূর্ব্ব হইতে এই স্থানে নানা বনজা ঔষধ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। মগগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুর দেবদেবীর উপর তাহাদের বিশেষ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। সুতরাং সেই জন্য পূর্ব্ব জনশ্রুতি এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় ভারত হইতে লঙ্কা (অষ্ট্রেলিয়া) যাইতে হইলে এই স্থলপথ ভিন্ন দ্বিতীয় স্থলপথ আর কোথাও নাই। এবং রামচন্দ্র বনবাসে ভারতের নানাদেশে পারভ্রমণ করতঃ এই সুক্ষ দেশ (চট্টগ্রাম)

সমুদ্র পর্য্যন্ত। বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার পূর্ব্বদিকস্থ ভুখণ্ড, ময়মনসিংহ প্রভৃতি লইয়া গোয়ালাপারা ও কামরূপ (ব্রহ্মপুত্রেব দক্ষিণ কূল) মনসিংময় গোহাটী, পলাস বাড়ী প্রভৃতি। বাগড়ি, বঙ্গের অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী দেশ। গৌড়ের বাকি অংশই রাঢ়। ওণণ ঈণভথটফ ে. ৩৭.

১. বাগচীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায়ও উল্লিখিত আছে "আদিনাথ শিব মৈনাক পর্ব্বতে মহেশখালী" চট্টগ্রাম।

২. ইহা সমদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে সমুদ্র ভরট হয়িা যাওয়ায় কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিতি দেখা যায়। ইহার নিকটই বন্দর গ্রামস্থ চান্দ সদাগরের ডিগি ও তৎসংলগ্ন চান্দ সওদাগনের কিল্লার পাহাড় তদুপরি বর্ত্তমানে পোটের তফটগ্ণ্রটতত (বাওটা)। চিত্র এই পুস্তকের পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। ইহার অদূরে প্মপুরাণোক্ত মনসার ভাষান নামক গ্রন্থের বর্ণিত–কালু কামাড়ের ভিটী, সনকার ডিগি ও গুঞ্জরী, চম্পক. লখাইরচর গোদারবাক, বোয়ালীয়া, কালীদহ প্রভৃতি স্থান, নামে কিছু রূপান্তর হইয়া অবস্থিত আছে। পাহাড়ের তক্ষক নানারকম সাপ দৃষ্ট হয় এবং শ্রারণ মাসে নাগ (সর্প) পূজা এদেশে এখন বহুল পরিমাণে প্রচলিত দেখা যায়। তখন এই নাগ পূজা সমুদয় ব্রহ্ম দেশে প্রচলিত ছিল। লঙ্কা বা অষ্ট্রেলীয়া যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাএত হয় বলিয়া গন্ধমাদন পতনের প্রবাদ সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

দিয়া স্থলপথে লঙ্কায় গিয়াছিলেন।

সুগ্রীবের বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১ সর্গ, ৮ শ্লোক[১]

"সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাযুতম্।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগনিষেবিতাম।।
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেকলানুৎকালংশ্চেব[২] দদর্শনগরান্যপি।।
আরবন্তীমন্তীঞ্চ সর্ব্বমেবানুপশ্যত।
বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্মাহিষকানপি।
তথা মৎস্য কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ।। ইত্যাদি।
দ্বীপস্তস্যাপরেপারে শতযোজনসিস্তৃতঃ।
অগম্যো মানুষৈর্দীপ্তস্তং মার্গধ্বং সমন্ততঃ।।
তত্র সর্ব্বাত্মনা সীতামাগিতব্যা বিশেষথঃ।
স হি দেশস্ত বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রাক্ষসাধপতের্বাসঃ সহস্রক্ষসমদ্যুতেঃ।।

বর্ত্তমান ভাররতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ সুক্ষদেশ (চট্টগ্রাম) প্রসুক্ষ (আরাকান ও ব্রহ্ম), মালয় উপদ্বীপ (মলয় পব্বর্ত), সৌমিত্রি (সুমাত্রা) (রামের ভাই লক্ষণের নামে এই দ্বীপের নামকরণ হইযাছিল)। যাবা (যব), চন্দন, শ্রীরাম, বালীদ্বীপ) বালীরাজার সঙ্গে মহাবল রাবণ এই স্থানেই পরাজিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন ইহাই বালীরাজাব রাজধানী ছিল।) মালয় দ্বীপের মলয় পর্ব্বতের অনুকরণে ভারতে সেই রকম মলয় পর্ব্বত (দাক্ষিণাত্যে) নামকরণ হইয়াছে। বালীরাজ্যও সেইরূপে দাক্ষিণাতা কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রীরাম দ্বীপ (Ceram) এখনও মহাসমুদ্রে রাম নাম ঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীতে কত পরিবর্ত্তন, কত ধর্ম্ম বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও ক্ষীণস্বরে রাম নাম এই সমুদয় দেশ, পর্ব্বত ও সমুদ্র কীর্ত্তন করিতেছে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল দ্বীপুঞ্জে অনেক হিন্দুর দেবদেবীর মুর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এবং তথাকার পর্বতগাত্রে হিন্দুর দেবদেবী (রামসীতা) প্রভৃতি মুর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। অনেক দ্বীপের লোক ভিন্নধর্ম্মগ্রহণ করিলেও তথাপি রামরাবণের কাষ্ঠমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া খেলা ও কৃত্রিম যুদ্ধাদি দেখাইয়া আমোদ করিয়া থাকে; এবং ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জে ও ব্রহ্মদেশে নিজ নিজ ভাষায়[১] রামায়ণ পঠিত ও অভিনীত হইয়া থাকে। অনেকে ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ

১. কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া লঙ্কা সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত রামায়ণ সম্পূর্ণ পৃথক।

২. এই উৎকল বর্ত্তমান উড়িষ্যা, এতৎস্থিত মহেন্দ্র পব্বর্ত হইতে হনুমান প্রথম সমুদ্র পার হইয়াছিলেন।

করিলেও পূর্ব্ব সংস্কার এড়াইতে পারে নাই। এবং রামায়ণোল্লিখিত রক্ষ (রাক্ষস) নামক এক জাতি ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। তাহারা নরমাংস খাদক ইহাদিগকে ঐ সমুদয় দ্বীপের মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধবাসীগণ এখনও সভ্যতাগ্রহণে অনিচ্ছুক।

আরণ্যকাণ্ডে লঙ্কার বর্ণনাঃ–

"তোনাহং তাড়িতঃ ক্ষিপ্তঃ সমূদ্রে শতযোজনে।
নেচ্ছতা তাত মাং হন্তুং তদা বীরেণ রক্ষিতঃ।
রামস্য শরবেগেন নিরস্তো ভ্রান্তচেতনঃ।।
পাতিতোহহং তদা তেন গম্বীরে সাগরাম্ভসি।
প্রাপ্য সংজ্ঞাং চিরাত্তাত লঙ্কাং প্রতিগতঃ পুরীম্।।"
অরণ্যকাণ্ড, ৩৮ সর্গ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রাবণের বাসস্থান প্রভৃতি বর্ণনা ঃ–
"অধিগচ্ছ দিশং পূর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্।
তত্র সীতাঞ্চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ ।।" ৪০ সর্গ, ১৯ শ্লোক।

সুগ্রীবের দেশাদির বর্ণনায় যবদ্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ–
"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিত্ম।
সুবর্ণরূপকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্।।" ৪০ সর্গ, ৩০ শ্লোক।
যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্ব্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানবসেবিতঃ।। ৪০ সর্গ, ৩১ শ্লোক।
....
গত্বাপারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতম্।। ৪০ সর্গ, ৩৩ শ্লোক

রামায়ণে জটায়ুর বর্ণনা ও সমূদ্র শতযোজন উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ–
"পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাৎ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।
অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কাং রাবণো নাম রাক্ষসঃ।।
ইতোদ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শতযোজনে।
তস্নিমন লঙ্কাপুরী রম্যা নিম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫৮ সর্গ, ১৯ শ্লোক।

রামায়ণোক্ত রাচন্দ্রের সেতু পরিমাণঃ–
"দশযোজনবিস্তীর্ণাং শহযোজনমায়তাম্
দদৃশু দেবগন্ধবর্ব্বা নলসেতুং সুদুষ্করাম্।। লঙ্কাকাণ্ড।

১. অর্থাৎ ৮০০ মাইল লম্বা ৮০ মাইল প্রস্থ। ইহাতে অনুমান হয় কবি পূর্ব্ব ভাতরীয় দ্বীপপুঞ্জ, যাহা মানচিত্রে সমুদ্রেব সেতু মত দৃষ্ট হয় সেই স্থানকেই সেতুবন্ধ কল্পানা করিয়াছেন।
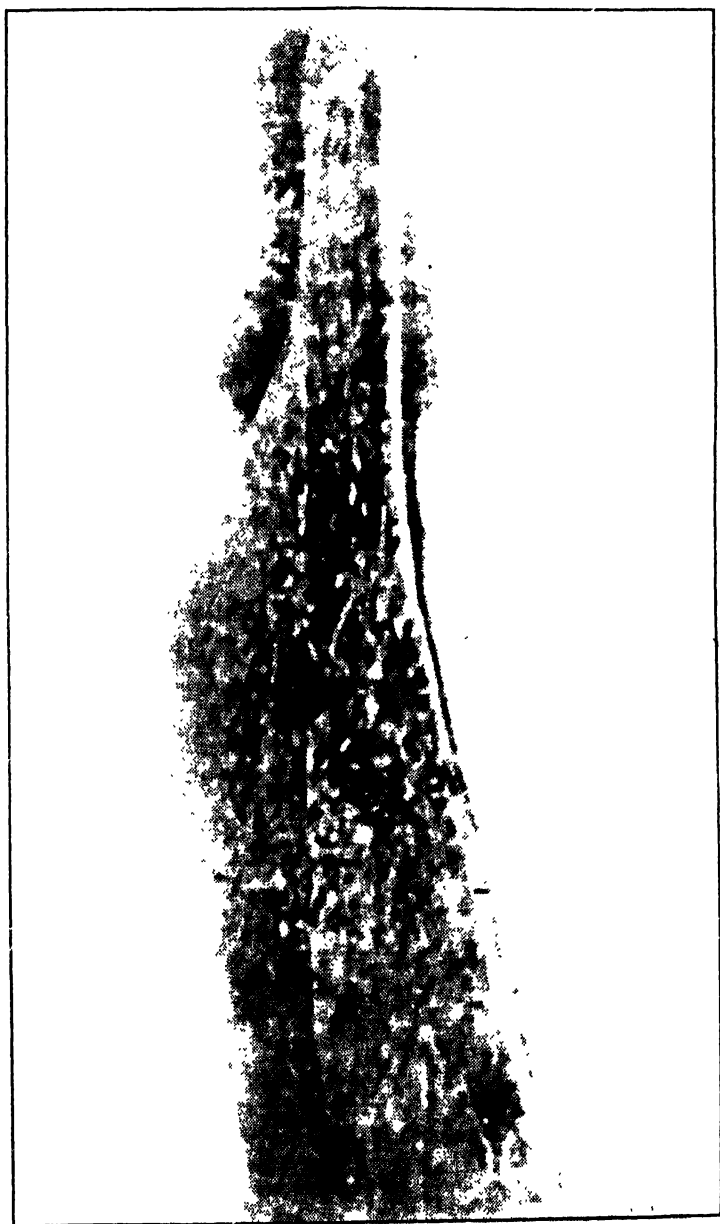
চাঁদ সদাগরের দিঘী. দেয়াং শৈলমালা ও ফ্লেগ্ ষ্টাফ্
(বাওটা লাকিড়ি)।

রামায়ণের দেখা যায়, হনুমানই ভারত হইতে প্রথম লঙ্কা গমন করে[1]। কবি তদ্বিষয়ে নানারূপ কল্পনা করিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া থাকিলেও ঐতিহাসিক সত্য চাপা পড়ে নাই। অষ্ট্রেলিয়া (লঙ্কা) ভারত হইতে ঠিক পূর্ব্বে না হইলেও একটু বাঁকিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে; (মানচিত্র দেখুন)। এখন হনুমান ভারতের কোন্ স্থলভাগ হতে প্রথম রওন্না হইয়া কোন্ কোন্ স্থল ও জলপথ দিয়া লঙ্কা গেল, তাহা দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে আর কোন গোলযোগ থাকিবেনা। অবশ্য হাজার হাজার বৎসর গত হইয়াছে তথাপি কি অনুভব করা যায়? রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, হনুমান মৈনাকে পর্ব্বত হইতে নাগ-উপাসকগণের রাজ্যের (আরাকান-বহ্মা) মালয়-উপদ্বীপের উপর দিয়া সিঙ্গাপুর উপস্থিত হয়। রামায়ণে এই তিনটী স্থানই প্রসিদ্ধ; মৈনাক, মালয়-উপদ্বীপ, এবং লম্বো। এই তিনটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে সহজে লঙ্কা যাইবার পথ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

পুরাকালে দেখা যায়, প্রাগজ্যোতিষ্পুর (আসাম) ত্রিপুরা , চট্টগ্রাম, আরাকান, ব্রহ্মা, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত এক সমসূত্রে গাঁথা। (মানচিত্র দেখুন)। বর্ত্তমান নিম্ন-রঙ্গ সাগরের কুক্ষিগত ছিল। এবং আর্য্যগণ ইহাকে "পূর্ব্বসাগর" বলিতেন (অর্থাৎ মগধের পরে......সমদ্র)। এমন কি বিন্ধ্যাপর্ব্বতও দক্ষিণসমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখন এই প্রসিদ্ধ মৈনাক পর্ব্বতটী (হিমালয়ের অংশ,) কোন্ লবণসমুদ্রে তাহা রঘুবংশ ও রামায়ণের ভাষ্যকারগণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এবং বর্ত্তমান "বিশ্বকোষ" ও "পৃথিবীর ইতিহাস" মৈনাকের স্থিতি সম্বন্ধে নীরব। ইহারই বা কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে; উহা যে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মহেশখালী দ্বীপে![2] সকলেই জানেন, হিমালয়ের এক শাখা বর্ত্তমান আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম হইয়া ক্রমে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত হইয়াছে। এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমদিকস্থ মহেশখী দ্বীপে তাহার এক শাখা উঠিয়াছে; উহাই লবণ সমুদ্রস্থিত মৈনক পর্ব্বত। এমন সুন্দর স্থান ভারতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। সেই বিশাল লবণসমুদ্রে যিনি মৈনাকের স্থিতি স্বয়ং অবলোকন করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অন্যের সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। এই মৈনাক পর্ব্বতেই আদিনাথ শিব চিরপ্রসিদ্ধ॥ "শীর্ষে নিত্যং নিদায় ত্রিপুরহর মহো আদিনাথং মহেশং। মৈনকো যত্র শৈলো বসতি হিমগিরে রঙ্গজঃ সিন্ধুতীরে।" স্তুতিকদম্বম। ইহা একটী হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রসিদ্ধ

---

১. এতেষামাশ্রমাঃ সর্ব্বে বিচেয়াঃ কাননৌকসঃ।

গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ।। কিষ্কিন্ধ। ৪০ সর্গ ২৯ শ্লোক; ইহাতে দেখাযায, দ্রুতগামী হনুমান কোনস্থানে লম্ফ প্রদান, এবং কোন স্থান ভেলা (অবর্ণবপোত) দ্বারা পার হইয়াছিলেন। রেল বা ষ্টীমার হইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে লোক স্থলপথে এলাহাবাদ। (প্রয়াগ), হরিদ্বার যাইতেন; আর হনুমান লঙ্কা যাওয়া তখনকার দিনেঅতি সামান্য কথা।

২. এই মৈনাক হিমালয়ের শাখা। আবার দেখা যায়, মিহালযের উত্তর উহার স্থিতিছিল। ইন্দ্র বজ্র দ্বাবা পাখা নষ্ট করিব র জন্য চেষ্টা করায় মৈনাক তথা হইতে সমুদ্রের আশ্রয় লইয়াছিল। বাগচীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে তীর্থস্থান দ্রষ্টব্য "আদিনাথশিব চট্টগ্রাম মৈনাক পর্ব্বত মহেশখালী দ্বীপে।"

তীর্থস্থান মধ্যে এই মৈনাকে বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন ভারতে হিমালয়ের অঙ্গজ মৈনাক আর দ্বিতীয় নাই। সেই জন্য মল্লিনাথ, রামানুজ প্রভৃতি টীকাকারগণ মৈনাকের স্থিতি সম্বন্ধে নীরব। অনেকে ইহাও অনুমান করেন, বর্ত্তমান নিম্নবঙ্গ যখন বঙ্গসাগরের কুক্ষিগত ছিল তখন এই পূর্ব্ব সাগরস্থ মৈনাক (মহেশখালীর আয়তন ভাঙ্গিয়া গিয়া মাত্র মৈনাক (পর্ব্বত-অংশ) ক্ষুদ্র অবস্থায় রহিয়াছে। অনুমান হয় পশ্চিমদেশবাসীগণের (ভারতে দাক্ষিনাত্য ইত্যাদি।) হইতে ও পূর্ব্বদেশে প্রাগৃজ্যোতিষ্পুর, সুক্ষ. মালয়উপদ্বীপ, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে যাতায়াত ছিল। তাহারা অনেকেই এই মৈনাক পার হইয়া অর্থাৎ মহেশখালীর উপর দিয়া পূর্ব্বসাগর তীরস্থ উপরোক্ত পূর্ব্বদেশাদিতে যাতায়াত করিত। হনুমান ও সেইরূপ, পশ্চিম দেশ হইতে প্রথমতঃ এই মৈনাকে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই জন্য রামায়ণের কবি লিখিয়াছেনঃ–

> "তস্মিন্ প্লবগশার্দ্দুলে প্লাবমানে হনূমতি।
> ইক্ষাকুকুলমানার্থী চিন্তয়ামাস সাগরঃ।।" সুন্দরাকাণ্ড–১ম সর্গ
> ৮৭ শ্লোক।
>
> "হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাম্ভসঃ।
> উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ।" ৯৬ শ্লোক।

ইহাতে স্পষ্টই, চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্রবেষ্টিতে মহেশখালী দ্বীপের মৈনাকের বর্ণনা বেশ উপলব্ধি করা যায়। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ভাষ্যকার দাক্ষিণ্যত্য ও পশ্চিম দেশবাসী। সেই জন্য মৈনাকের প্রকৃতস্থিতির উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করেন নাই। তখনকার দিনে পশ্চিম দেশ হইতে পূর্ব্বদেশে আসিতে এই মৈনাক দ্বীপ হইয়া তারপর পূর্ব্বদেশে আসিত, সেই জন্য তখনকার কবিগণ মৈনাকের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা পূর্ব্বদেশে আসিতে হইলে দ্বারভঙ্গের নিকট দিয়া পূর্ব্ব মহাসাগরের পশ্চিমোত্তর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে অনেক সময় লাগিত। বর্ত্তমান দেশের স্থিতি ও তখনকার স্থিতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লঙ্কা (অষ্ট্রেলিয়া) ভারতের ঠিক্ পূর্ব্বে না হইলেও একটু দক্ষিণ পূর্ব্বেই অবস্থিত (মানচিত্র দেখুন)। এখন হনুমান এই চট্টগ্রামস্থ মৈনাক হত প্রথম যাত্রা করিয়া কোন্ কোন্ দেশের উপর দিয়া লঙ্কা (অষ্ট্রেলিয়া) গিয়াছিল? চট্টগ্রামের পরই প্রসুক্ষ (আরাকান ও ব্রক্ষ্ম)।

---

১. অনেকের বিশ্বাস ব্রক্ষাগণ ক্ষত্রিয় নহে; পুর্তুগীজগণ ইউরোপ হইতে আসার পর বর্ত্তমানে তাহাদের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণের ও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। সেই জন্য কেহ কেহ মঙ্গোলীয়ান্ বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু ইহা ভুল। তখন ব্রক্ষ্মদেশকে ব্রক্ষ্মপুর বা স্ত্রীরাজ্য ও বলিত। এই ইতিহাসের প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য। এখন ও চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যবর্ত্তী নদীকে নাগ দরিয়া বলে। কিন্তু ইংরেজীতে উহাকে নাফ নদী লেখা ইহয়া থাকে, যেমন বারাণসী, বেনারস লেখা হইয়া থাকে। বাস্তবিক সাধারণ লোকে উহাকে নাগ নদী বা নাগদরিয়া বলে।

অতি পুরাকালে এই উভয়দেশে নাগ (সর্প) উপাসক অধিক ছিল। ইহা (রামায়ণের অনেক পরে) ও ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়।[১] হনুমানের, লঙ্কা (অষ্ট্রেলিযা) যাইতে হইলে ব্রহ্ম দেশের উপর দিয়াই যাইতে হয়। সেই ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক "সুরসা"–"নাগমাতা"র-সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং সুরসার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকের যে রূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়।

"অব্রুবন্ সূর্য্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরম্"। সুন্দরাকাণ্ড প্রথম সর্গ ১৩৯ শ্লোক।

এখনও ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকের শরীরে বর্ণ সূর্য্যের ন্যায়, সেইজন্য সুরসার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তারপর হনুমান ব্রহ্ম ও মালয়উপদ্বীপের নিকট সিঙ্গাপুরে (সিংহপুরে) প্রসিদ্ধ সিংহিকারাক্ষসীকে বধ করিয়াছিল।[১]

"প্লবমানন্ত তং দৃষ্টা হিংহিকা না রাক্ষসী।" ইত্যাদি।

সুন্দরাকাণ্ড প্রথম সর্গ ১৪৬ শ্লোক।

এবং সেই স্থান হইতে হনুমান চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিল। মালয় উপদ্বীপের পর্ব্বতরাজী ও বনরাজী (পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) দেখিতে পাইল, সেই জন্য কবি প্রথমতঃ মালয় উপদ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন।

"প্রাপাতভূয়িষ্ঠপারস্ত সর্ব্বতঃ পরিলোকয়ন্।
যোজনানাং শতস্যান্তে বনরাজীর্দদর্শ সঃ।।"

প্রথমসর্গ সুন্দরাকাণ্ড–১৯৫ শ্লোক।

"দদর্শ চ পতন্নেব বিভিধদ্রুমভূষিতম্
দ্বীপং শাখামৃগশ্রেষ্ঠো মলয়োপবনানি চ।।

প্রথম সর্গ ১৯৬ শ্লোক।

এখনও এই মলয় পর্ব্বত বা মালয় উপদ্বীপ বর্ত্তমান আছে। সেইজন্য ভাষ্যকার লিখিয়াছেন।

---

১. বাঙ্গালা রামায়ণে বর্ণিত আছে। সিংহিকা, রাবণের কুপরামর্শে হনুমানকে পথে বাধা দিতে গিয়াছিল; সেই খানে তাহার মৃত্যু হয়। সেই জন্যতাহার নামানুসারে সিংহিকাপুর (সিঙ্গাপুর) হইয়াছে, এবং সিংহলে তাহার আদি বাসস্থান বলিয়া উপকথা প্রচার আছে। সেই সিংহিকার বাসভূমি বলিয়া তাহার নামানুসারেই সিংহল হইয়াছে। কেহ কেহ আরাকানের সিংহ বংশীয় রাজাগণের নামানুসারে সিঙ্গা (সিংহা) পুর ও সিংহল হইয়াছে বলেন।

"পতন্নের গচ্ছন্নের মলয়োপবনানি অনেনোত্তরতীরইব"

দক্ষিণতীরেহপি মলয়াখ্যঃ পর্ব্বতোহস্তীতি গম্যতে।

তিনি সাগরের দক্ষিণ এবং ভারতের মলয়পর্ব্বতকে সাগরের উপর তীরবর্ত্তী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরস্থ হইলেই বোধ হয় ব্যাখ্যাটী সুন্দর হইত।

তারপর হনুমান ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জ এবং সাগরের পর সাগর দেখিতে পাইল।

"সাগরং সাগরানূপান্ সাগরানূপজান্ দ্রুমান্।

সাগরস্য চ পত্নীনাং মুখান্যপি বিলোকয়ৎ।

১ম সর্গ সুন্দরাখান্ড ১৯৭ শ্লোক।

তারপর ত্রিকুট (ত্রিকুট (ত্রিমুর) তীরে লম্ব Lambok) পর্ব্বতের উপর লঙ্কা দেখিতে লাগিল।

"নতস্য লম্বস্য গিরেঃ সমৃদ্ধে, প্রথম সর্গ সুন্দরাকাণ্ড।

বিচিত্র কূটে নিপপাত কুটে। ২০৩ শ্লোক।

"ততস্তু সংপ্রাপ্য সমুদ্রতীরং

সমীক্য লঙ্কাং গিরিবর্ষ্যমুদ্ধি। ২০৪ শ্লোক।

হইার পর হনুমান ত্রিকূট (ত্রিমুর) সমুদ্র তীরবর্ত্তী ত্রিকুট (ত্রিমুর) পর্ব্বতে যাইয়া লঙ্কা দেখিতে লাগিল।

"স সাগর মনাধৃষ্যমতিক্রম্য মহাবলঃ।

ত্রিকুটস্য তটে লঙ্কাং স্থিতঃ স্বস্থো দদর্শ হ।।

সুন্দরাকাণ্ড ২য় সর্গ ১ম শ্লোক।

তারপর হনুমান দিনের বেলা লম্ব পর্ব্বতে রহিল। এই "লম্ব" বর্ত্তমান ইংরেজীতে (Lambok)। ইহা অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী। (মানচিত্র দেখুন)

"স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসন্নিভে।

সত্ত্বমাস্থায় মেধাবী হনুমান্নরুতাত্মজঃ॥ ১

"নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিশেষ কপিকুঞ্জরঃ। ,

রম্যকাননতোয়াঢ্যাং পূরীং রাবণপালিতাম।। ২

সুন্দরাকাণ্ড ৩য় সর্গ ১ম শ্লোক।

হনুমান চট্টগ্রামস্থ মৈনাক পব্বর্ত হইতে আরাকাণ, ব্রহ্মা, মালয়-উপদ্বীপ, সিঙ্গাপুর ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইয়া বর্ত্তমান ত্রিমুর (Timor) এবং লম্ব বর্ত্তমান lambok প্রভৃতি

স্থান হইয়া লঙ্কা বা অষ্ট্রেলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা সহজে যাইবার নহে।

রামায়ণে দেখা যায়, সুগ্রীব বিন্ধ্য পব্বতের দক্ষিণ, পূর্ব্বদেশসহ দক্ষিণদিক বর্ণনা করিয়াছেন। সেই হিসাবে এই চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ ও দক্ষিণদিক বর্ণনা করিয়াছেন। সেই হিসাবে এই চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ ও দক্ষিণ দিকে ধরা যায়। সুগ্রীবের দেশবর্ণনায় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সর্গ ৮ শ্লোকে উৎকল (উড়িয্যা) দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, রামায়ণে বর্ণিত আছে হনুমানাদি বানরগণ দক্ষিণের অনেক পর্ব্বত ইত্যাদি ভ্রমণান্তর উড়িষ্যা স্থিত "মহেন্দ্রপর্ব্বতে" আরোহণ করিলেন এবং তথা হইতে তাঁহার পিতা দেবতাগণকে বন্দনা করিয়া সমুদ্র পার হইবার জন্য জলপথে গমন করিলেন।

"ততস্তু মারুতপ্রখ্যঃ স হরিমারুতাত্মজঃ
আরুরোহ নগশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রমরিমর্দ্দন।

৬৭ সর্গ কিষ্কিন্ধ্যা ৩৯ শ্লোক।

স সূর্য্য মহেন্দ্রায় পবনায় স্বয়ম্ভবে।
ভুতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম।। সুন্দরাকাণ্ড ৮ শ্লোক।

মহেন্দ্র পব্বর্ত, উৎকল (উড়িষা) হইতে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হনুমান এই উৎকল হইতে সমুদ্র পার হইবার জন্য জলপথে গমন করিলেন (লম্ফ প্রদান করিলেন)। বর্ত্তমান উড়িষ্যাস্থিত পুরী ও চট্টগ্রামের কাক্সবাজার সবডিভিশন একই সমসূত্রে, এক দ্রাঘিমাতেই স্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিম ধরা যাউক বা উত্তর দক্ষিণ ধরা যাউক দুইটী স্থান সমুদ্রের পরবর্ত্তী তীরেই অবস্থিত। পুরী হইতে একটা সরল রেখা টানা হইলে উহা ঠিক মৈনাকের দক্ষিণস্থ কুতবজোব নামক স্থানের উপর আসিয়া পড়িবে। আর মৈনাকক (মহেশখালী দ্বীপ) তখন একটী বৃহৎ স্থলভাগ ছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। এবং পশ্চিম বা উত্তর দেশ হইতে দক্ষিণ বা পূর্ব্ব দেশে আসিতে মৈনাকেই বিশ্রামস্থল বা (ঘাটী) ছিল; সেই জন্য কবিগণ তাহার অনেক ব্যখ্যা করিয়াছেন; এবং হনুমান ও সেইরূপ উৎকলস্থিত মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে সমুদ্র পার হইয়া চট্টগ্রামস্থিত মৈনাক পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন বা মহেশখালির পাশ দিয়া নাগ-(সর্গ) উপাসকগণের রাজ্যের উপর দিয়া লঙ্কা গিয়াছিলেন। এখনও চট্টগ্রাম ও আরাকাণ মধ্যবর্ত্তী নদীকে সাধারণ লোকে নাগ দরিয়া বলে; ইংরেজীতে নাফ করা হইয়াছে।

মহাভারতীয় যুগে সুক্ষ্মদেশ ঃ-

সুক্ষ্মদেশ-এই সুক্ষ্মদেশ অতি প্রাচীন।[১] এই দেশই পুরাণোক্ত মহারাজ সুরথ, মেধস

---

১. আর্য্যগণের পূর্ব্বে কোলা নামক একজাতি ছিল, ইহা ৮ম মন্বন্তরে দৃষ্ট হয়। পরে অনেক ক্ষত্রিয় রাজগণ মিলিয়া এই কোলাগণকে ধ্বংস করে। এবং সুরথ রাজা মেধস মুনিব আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মগণ এই সুক্ষ্মদেশকে ক্লিং, কোরেন্ (পশ্চিম দেশ) বলিতেন। এখনও ব্রহ্ম আরাকানবাসীরা চট্টগ্রামবাসীকে কোলামানুষ বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু ভাষ্যকারগন কোলা শবউকর ব্যখ্যা করিয়াছেন। অনুমান হয়, কোলাগণ শূকরভোজী ছিল।

মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন[২] ভাগবতে দেখা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌পুরের রাজা মুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেক নারী দ্বারকাতে লইয়া যান। এবং ইতিহাসে দেখা যায়, এই মুর বা মৌরীয় বংশগণ খৃঃ পূঃ ২৬৬৬ বৎসর হইতে প্রসুক্ষ্ম রাজ্যে প্রভৃতিতে রাজত্ব করেন। পুরাণেও এই সুক্ষ্মদেশের বর্ণনা আছে। এবং মহাভারতেও ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আদিপর্ব্বে সুক্ষ্মদেশ (চট্টগ্রাম) উল্লেখ আছে। এবং এই পূর্ব্বদেশস্থ সাতজন রাজা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া উদ্যোগ পর্ব্বে বর্ণনা দেখা যায়; ও সভাপর্ব্বে ভীমসেনের দিগ্বিজয়ে পূর্ব্বদিকস্থ সুক্ষ্মদেশের ও তাম্রলিপ্ত ককটাধিপতি ও সুক্ষ্মাধিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে পরাজয় করিলেন" ইত্যাদি মহাভারত সভা পর্ব্বে (বর্দ্ধমান সংস্করণ উনত্রিশং ও ত্রিংশ অধ্যায়। এবং রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে প্রথমেই পূর্ব্বদিকস্থ সুক্ষ্মদেশের (চট্টগ্রামের) উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"স সেনামহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম"
"প্রাপ্য তালীবন্যশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ"।
"আত্মা সংরক্ষিতঃ সুক্ষৈর্ব্বত্তিমাশ্রিতা বৈতসীম্" রঘুবংশ।

সুক্ষ্মদেশের নরপতি রঘুর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন দৃষ্ট হয়। এই সুক্ষ্ম-দেশের ক্ষত্রিয় রাজগণ এক সময়ে প্রাগ্‌জ্যেতিষ্‌পুরের উত্তর পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তথায় একটী ক্ষুদ্র জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুক্ষ্মদেশ (চট্টগ্রাম)। সর্ব্বদা বঙ্গদেশের বাহিরে এবং আপন কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত। চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের অন্তর্গত হইয়াছে ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে মাত্র ২০০ কি ২৫০ বৎসর। সেই জন্যই বোধ হয় টীকাকার নীলকণ্ঠ কি বলিতে কি বলিয়া গিয়াছেন; যাহা অপ্রসাঙ্গিজ, "সুক্ষ্মঃ রাঢ়ঃ।" ইহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না যে রাঢ়[২] রাঢ নামেই পরিচিত এবং সুক্ষ্ম ও রাঢ় পৃথক

---

১. এই মেধসাশ্রমের কতদূরপূর্ব্বেই রামগিরি এবং মেধসাশ্রমের পূর্ব্ব দক্ষিণের শরভঙ্গ মুনির আশ্রয় ছিল বর্ত্তমান শরফ্‌ভাটার দক্ষিণস্থ পূর্ব্বতে শর ভঙ্গ অপভ্রংশে শরফ্‌ভাটা হইয়াছে। ইহার অনতিপূর্ব্বদক্ষিণে পাহাড়ের ভিতর সুতীক্ষ্ণ মুনিব আশ্রয় ছিল বলিযা প্রবাদ আছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন ও নামবিকৃতি বর্ত্তমানেও দেখা যায়। যেন কনুজুরী = সারোয়াতলি, আমুচিয়া = কানুনগোপাড়া, মুজাবীপারা= ধোরলা, গুজবা=নয়াপারা, কালিদাস = কালিআইস ইত্যাদি। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইলেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার স্থিতি এখনও দৃষ্ট হয়।

২. রাঢ় শবটী কুল পঞ্জীতে সমধিক দৃষ্টি হয়, ইহাও আধুনিক। ইতিপূর্ব্বে তখনকার দিনের গৌড়, বাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতি পুরাতন দেশের স্থিতি দেখান হইয়াছে।

Rarh formed the remaining protion of Gour and extended from the Bhagigutty to the borders of Magadha, Bengal P. 48.

তখন টীকাকার মল্লিনাথ ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যে সমস্ত ভুল সমাবেশ করিয়াছেন বা কল্পনা মূলে সংযোগ করিয়া লিখিয়া আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন সকলেই ঐ সমুদয় মানিয়া নিয়াছিলেন। কেহই বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেন নাই। কারণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের সেইকালের লোকের চক্ষের উপর ধাঁধাঁ লাগিয়াছিল, এবং ঐ ধাঁধাঁরা উপর এখনও লোক চলিতেছে। বিশেষ কি সেই দিনের স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের যাহা তাহা তাহা মত, স্মৃতির পণ্ডিতগণের কল্যাণে বাঙ্গালা দেশে নিম্নস্তরে হিন্দু সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেই ব ভিত্তিশূন্য মত একণ উড়িয়া যাইতেছে। সেইরূপ মল্লিনাথ, নলীকণ্ঠ প্রভৃতি যে সমুদয় সত্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই তাহা সময়ে আরও প্রকাশ হইবে। পৃথিবীতে সত্য গোপন থাকিতে পারে না।

দেশ। শুধু মল্লিনাথ ভুল করিয়াছেন এমন নহে, নীলকণ্ঠ ও সেইরূপ। তারপর বিশ্বকোষ প্রণেতা অবশ্য লঙ্কাকে যাবাদ্বীপ প্রভৃতি স্থান বলিয়াছেন, কারণ তিনি ভারত হইতে ৮০০ মাইল, শত যোজন স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তখনকার ভারত ও এখনকার ভারত যে কত তফাৎ ছিল তাহা কে বলিবে? বিশ্বকোষ, সুহ্মদেশ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সেই নীলকণ্ঠের উপর দিয়া পাশ কাটিয়া সংক্ষেপে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ইউরোপীয়ান পণ্ডিত উইলসন সাহেব বিস্তর গবেষণা করিয়া লিখিয়াছেন The country of the Suhmas would seem to correspond to the Modern Tepura (বর্ত্তমান কুমিল্লা) and Arakan (বর্ত্তমান চট্টগ্রাম)। তখন চট্টগ্রাম আরাকান রাজার অধীন ছিল, এবং চট্টগ্রামকে রোসাঙ্গ বলিত।[১] ইহা অতি প্রাচীনতম আর্য্য হিন্দুগণের উপনিবেশ ভূমি ছিল, অনেক হিন্দুর গ্রন্থাবলিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি বর্ত্তমান লাহিড়ির "পৃথিবীর ইতিহাস" সুক্ষদেশ সম্বন্ধে নানা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অতি ক্ষীণকণ্ঠে চট্টগ্রাম সুহ্মদেশ বলিয়া indircetly স্বীকার করিয়া উইলসনের মতের পোষকতা করিয়াছে। কিন্তু এহেন সেইকালের স্বাধীনদেশে, নৌযুদ্ধের আদি কেন্দ্রস্থল চট্টগ্রামটী Indian shipping and Maritime Activity- তে বিশেষরূপ স্থান দিতে লেখক কুণ্ঠিত হইলেন, না ভুল করিলেন কিছু বুঝা যায় না। ইহা ঐতিহাসিকগণের অন্ততঃ জানা আবশ্যক যে চট্টগ্রাম হিমালয় সৃষ্টির সঙ্গে ই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা নূতন দেশ নহে। সুতরাং ইহার আদি ইতিহাস না থাকিয়া পারে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখা যায়, রঘু ও ভীমসেন প্রভৃতি আসিয়া এই সুহ্মদেশে (চট্টগ্রামে) যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্ত্তমান চট্টগ্রাম, আবহমান কাল হইতেই বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং আপন ঐতিহাসিক সম্পদে চিরগৌরবান্বিত। সেই জন্য পশ্চিম-বঙ্গবাসীগণ চট্টগ্রামের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। চট্টগ্রাম মাত্র ১৬৬৪ খৃঃ অঃ বঙ্গদেশ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; ২৫০ বৎসরের অধিক নহে; সেই দিনের কথা। সুতরাং বঙ্গদেশবাসীগণ চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক তথ্য কিছু জানেন না। যার যেমন ইচ্ছা সেই সেই রকম কল্পনা জল্পনা করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা পুরাইয়া দিয়াছেন। এবং অনেক প্রকৃত তত্ত্ব বিকৃত করিয়াছেন[২] আমার এই ইতিহাসে সাহিত্য ও ঐতিহাসিক সত্য অনেক প্রকাশ পাইবে। এবং অনেক বাঙ্গালীর ভ্রম বিদূরিত হইবে। বর্ত্তমানে আমরা চট্টগ্রামের রাঢ়াগত লোকগণ যেমন বাঙ্গালীর গৌরবে আপন গৌরব মনে করি, তখন সুহ্মবাসীগণ তাহারা নিজদেশের গৌরবে আপন গৌরব মনে করিত। কারণ

১. কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে একপুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি।। সতীময়না।

২. বাঙ্গলার লোকের কি দোষ? বর্ত্তমান চট্টগ্রামবাসীগণ, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস পড়িতে ব্যস্ত! চট্টগ্রামের ইতিহাস অনেকেই অবগত নহেন। আবশ্যক বা প্রশ্ন হইলে মনে যার যাহা আসে, হঠৎ কিছু-না-কিছু বলিয়া বসেন। এই সব অর্ব্বাচীনতা মাত্র। আশ্চর্য্য এই যে, কোথা জুগদিয়া? আর কোথায় বা জুগশলা বা জুলদা? (বিবরণী দ্রষ্টব্য) "আমার জীবনে" কতগুলি কল্পনা মূলুক ভীত্তিহীন গল্প সংযুক্ত করিয়া কবি, গরিমার রিচয় দিয়াছেন। ঐ সমুদয় ইতিহাস পদবাচ্য নহে, কবি মাত্রই আত্মাভিমানী।

পূর্ব্বসাগর তীরস্থ প্রাগ্জ্যোতিষ্পুর, সুহ্ম, প্রসুহ্ম প্রভৃতি দেশে, দেশীয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয় রাজা আপন ২ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন।

দ্বারভঙ্গা ও দাঁড়ভাঙ্গা এবং ভঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ

তখন দাঁড়ভঙ্গ কি দ্বারভাঙ্গা দিয়া আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে স্থলপথে প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে আসা যাওয়া করিত। বর্ত্তমানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে মহাসমুদ্র ছিল। পুরাণ ও মহাভারতাদি কোন পুরাতন পুথিতে উভয় নদীর সংযোগ কথা উল্লিখিত হয় নাই। তথায় প্রাচীন তীর্থও পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনা প্রাগজ্যোতিষ্পুরের পরই পূর্ব্বসমুদ্রে এবং গঙ্গার মোহনা বর্ত্তমান বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিম অংশেই ছিল। মগধের পরই সমুদ্র বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] নদীয়া ময়মনসিংহের কতেক অংশ, ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, বরিশাল, বৰ্দ্ধমান ও রাজসাহি ডিভিসনের কতেক অংশ এবং ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি লইয়া দ্বারভাঙ্গা পর্য্যন্ত এক প্রাগ্জৌতিষপুর ও সুহ্মশে পূর্ব্বসাগর তীরবর্ত্তী রাজ্য বলিয়া ভারতে ও রঘুবং ইত্যাদিতে বর্ণিত দেখা যায়। কাহারো মতে দ্বারভঙ্গ, কতিপয় স্থলভাগ সমুদ্র কর্ত্তৃক ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ঐ স্থান দ্বারভাঙ্গা নামে অভিহিত হয়। কালচক্রে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর কৃপায় যখন উল্লিখিত পূর্ব্বসাগর ভরাট হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশের উপরোক্ত স্থলভাগ দেখা দিয়া দ্বাবভঙ্গ সহিত যোগ হইয়া এক স্থলভাগে পরিণত হইল, তখন প্রাগ্জৌতিষপুর এবং "পৌণ্ড, সুহ্ম প্রভৃতি চতুর্দ্দিক হইতে লোকজন আসিয়া বসবাস করিল; তখনই দ্বারভঙ্গ, দ্বারবঙ্গে পরিণত হইল। বাঙ্গলার পৌরাণিকত্ব প্রমাণের জন্য ভঙ্গস্থলে বঙ্গ নামই ধারণ করিল। এবং এইরূপে ভারতের ইতিহাসে বঙ্গদেশ স্থান পাইতে লাগিল। আবার কেহ বলেন, উক্ত দ্বারভঙ্গ দিয়া সমুদ্রপথে প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইতে লোক আর্য্যাবর্ত্তে আসা যাওয়া করিত এবং সমুদ্রের তরঙ্গের প্রাবল্যহেতু অনেক নৌকার দাঁড় ভাঙ্গিয়া যাইত বলিয়া সাধারণে উহাকে দাঁভাঙ্গা বলিত। ক্রমে উহা স্থলভাগে পরিণত হইয়াছে। তখন ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব্ব দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান গোয়ালপারা, ময়মনসিংহের কতেক ও পলাশবাড়ী প্রভৃতি

১। মেগাস্থিনিসও পাটলীপুত্রের কিঞ্চিৎ নিম্নে পঙ্গাসাগরসঙ্গম বলিয়া উল্লেক করিয়াছেন।

২। Bengal has no historica eeords of the olden time, amy moe than any other parts of India. Bengal P. 38.

(a) Of the Burdwan Division, which is outside of the delta, the prevailing soil is alluvial deposit except to the west ward in Banacoorah.

(b) The soil of Presidency Divison is entirely alluvial.

(c) In the Rajshahye Division which forms one of great rice-prodncing plains of Bengal, the ground is alluvial. Begal P. 13.

(d) In the Dacca Division ae many ruins, principally testifying to the power of the Mahomedans ... ... It is ducubtfil even if the Sonargoung of Adisoor exists. Bengal. P. 81.

(e) In the Dacca Division, the soil general alluvial sand deposited by the steams. Bengal. P. 13.

স্থানকে আর্য্যগণ বঙ্গদেশ বলিতেন। ইহা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেই বঙ্গদেশের নামানুসারে এই নূতন দেশের নাম বঙ্গদেশ হইয়াছে।[১] রঘুবংশ ও মহাভারতে সেই আদিম বঙ্গদেশকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই নূতন বঙ্গদেশ প্রেসিডেন্সি, রাজসাহি, বৰ্দ্ধমান ও ঢাকা, (ডিভিসন) নহে।

আবার কেহ কেহ বলিতে চাহেন রঘুবংশ ও মহাভারতে বঙ্গ শব্দটী প্রক্ষিপ্ত না হয় ঐ সমুদয় গ্রন্থ নিতান্ত আধুনিক। শকুন্তলা ও মেঘদূত রচয়িতা ও রঘুবংশ রচয়িতা এক কবি নহেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এবং তাঁহারা আরও বলেন, মহাভারতের কয়েক সহস্র শ্লোক ভিন্ন আর সমুদয় প্রক্ষিপ্ত; তাঁহারা আরও বলিতে চাহেন, হিউয়াংসংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতের রাজন্যবর্গের এক ভীষণ যুদ্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মতে মহাভারত এই যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া অনেক পরে লিখিত হইয়াছে। হিউয়ানসাং পৌণ্ড্র, কর্ণসুবর্ণ, কামরুপ, সমতট, শ্রীচট্টল উল্লেখ করিলেন, আর কর্ণসুবর্ণ হইতে কামরুপ আসিতে যে বঙ্গদেশটী পথে পড়ে তাহার উল্লেখ করিলেন না। অথচ প্রাতা জ্যোতিষপুর ও সমতট সমুদ্র তীরে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন বৰ্ত্তমান বঙ্গভাষার বয়স কত? ইহাতে বঙ্গদেশের পৌরাণিকত্বের অনেকটী অনুমান করা যাইতে পারে এবং বাঙ্গালীগণ কোথা হতে আসিল। যখন পূর্ব মহাসমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন দেশ হইল, তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর সুহ্ম কর্ণসুবর্ণ, পৌণ্ড্র বঙ্গ, (বর্ত্তমান আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি) পুরাতন দেশ ভঙ্গ হইয়া বা ভাঙ্গিয়া নিম্নবঙ্গ এই নূতন দেশে বসতি স্থাপন করিল, সেই দেশভঙ্গ ও ভঙ্গ (বঙ্গ) হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কালে ঐ সমুদয় পুরাতন দেশ জনহীন হইয়াছে এবং নতূন দেশ জনপূর্ণ হইয়া নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে, ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস। আর্য্যবাসস্থান প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, সুহ্ম, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি ঔ সমূদয় দেশের ইতিহাস বাহির হইলে বাঙ্গালীর পুরাবৃত্ত বাহির হইবে, ইহাই ঐতিহাসিকগণের ধারণা করা উচিত।

লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাসে মেঘদূতম্ ও শকুন্তলার কবি কালিদাস ৫০০-৫৫০ খৃঃ অব্দের লোক বলিয়া তালিকা দিয়া নবদ্বীপবাসী প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। বাস্তবিক ঐ সকল গ্রন্থরচয়িতা ঐ সময়েরও অনেক প্রাচীন, ইহা পূর্ব্ব পুর্ব্ব ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তবে রঘুবংশের কবি আধুনিক হইলেও হইতে পারে।

(f) Of Banga, the historical and traditional reminiscences are few, ... Dacca Division of the present day —There are no accounts distinct from those of Gour .... The upper portion comprised the districts of Gowalpurah and Kamoroop. Bengal. P. 49.

Bengal publishand in London in 1884 by Gilbert and Rivington Limited.

১. See Bengal Page 37.

"পাণ্ডব বৰ্জ্জিত" দেশ বলিতে প্রকৃত পক্ষে এই সমুদয় দেশকে বুঝায়। কারণ সে সময়ে এসব দেশের অস্তিত্ব ছিল না।

পৃথিবীর ইতিহাসে হিউয়াংসাংএর বর্ণিত সিহলি-চটলে বা শ্রীচটলো (চট্টগ্রাম) শ্রীক্ষেত্র ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন (এই ইতিহাসের প্রথমভাগ দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন)।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে অর্থাৎ আর্যগণের আগমনের পর হইতে চট্টগ্রাম (সুহ্মদেশ) আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। এবং চট্টগ্রাম, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, আরাকান ও ব্রহ্মায় অনেক পুরাতন আর্য্যকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ভাগবত পাঠে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা মুরের সহিত যুদ্ধ হয়, এবং কৃষ্ণ উক্ত রাজ্য হতে অনেক রমণী দ্বারকা লইয়া যান। এই মুর বা মৌর্য্যবংশীয়গণ অনেক বৎসর আরাকাণ ও সুহ্মদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এবং সুহ্ম, প্রসুহ্ম ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক আর্য্যঋষির আশ্রম ছিল। এখনও আরাকাণে ঋষিধাম (হ্রচিধঙ্) নামক একটী জনপদ আছে।[১]

এইরূপ নূতন চরভরটী দেশে পুরাতন দেশের সমাজের নিম্নস্তরের লোকগণ আসিয়া প্রথমতঃ বসবাস স্থাপন করে। সেই জন্যই নিম্নবঙ্গে নমঃশূদ্র প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। পরে পরেও জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি কামরূপের অন্তর্গত শ্রীহট্ট হইতে ন দ্বীপ আসিয়াছেন দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ যে আর কত সহস্র সহস্র লোক আসিয়াছিল তাহার কোন সংখ্যাই নাই, নচেৎ বঙ্গদেশে ৫। ৭। সাত কোটী লোক কোথা হইতে আসিল? আদিশূরের সময়ে মাত্র কান্যকুব্জের কয়েকঘর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসিয়াছিল মাত্র কিন্তু তাহারা আসিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশেব লোকের বাসস্থান ছিল। যাহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছেন তাঁহাদের মাত্র ২২ হইতে ৩০ পুরুষের অধিক হইতে পারে না এবং এই বঙ্গদেশ পূর্ব্বে কামরুপের অন্তর্গত প্রদেশের নাম ছিল; ঐস্থান হইতে অধিকাংশ লোক এই নুতন দেশে আসায় তদনুকরণে বঙ্গদেশ নামাকরণ করা হইয়াছে।[২]

কালিদাসের সময় সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন দ্বারভঙ্গ হইতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের স্থলভাগ (পূর্ব্বসাগর) পূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইতে যথ বৎসর লাগিয়াছে (অনেকে অনুমান করেন প্রায় দুই হাজার বৎসর)। কালিদাস তাহার পূর্ব্বের কবি ও মহাভারত তাহারও পূর্ব্বেই লিখিত। এখন বিক্রমাদিত্য ১৯৭৭। ১৯৭৮ সং বৎ চলিতেছে।

১. কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস তাহাদের গ্রন্থে অনেক দেশের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু নিজদেশ বাঙ্গালার উল্লেখ করে নাই। প্রভাদ আছে করতোয়া নদীর তীরস্থ ভূখণ্ড (বর্ত্তমান উত্তর বঙ্গ) হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরবাসী বঙ্গ (ধাতু) সংগ্রহ করিত, সেই জন্যও বঙ্গদেশ নাম হইতে পারে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অধিকাংশ বাঙ্গালী সুহ্ম ও মগধ ও প্রাগ্‌জ্যৌতিষপুর বাসর বংশধর। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পর্ব্বতময় সুরম্য দেশ। ইহা অতি পরাতন (আর্য্যগণের আদি উপনিবেশ) হিউয়াংষাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে একশতের উপর হিন্দুর দেবদেবীর মন্দির ও সহস্র সহস্র লোকরে বাসস্থান উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সহস্র সহস্র লোক কোথায় গে? নূতন বঙ্গদেশ যখন বাসোপযেগী হইল তখন তাহাদেব অধিকাংশই বাঙ্গালা দেশে পুরতান দেশ ভাঙ্গিয়া আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। পর্ব্বত হএত সমতলে নামিয়া আসা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

২. On the east of the Brahmapootra and Pudma, was the Country called Bengal from which: Bengal derives its name, Bengal P. 37.

রামগিরি ও চিত্রকূট

আরাকাণে রামগিরি (পর্ব্বত), রামাবতি, ঋষিধাম, অপভ্রংশ হচিধঙ প্রভৃতি। চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে রামকুট (রামগিরি) চট্টগ্রামের উত্তরে রামগর (রামগিরি) শৈলমালা এবং চট্টগ্রামের পূর্ব্বে কাঁইচা নদীর ডানতীরে রামগিরি (রামপাহাড়)[1] বামতীরে সীতাপাহাড় ও তৎসংলগ্ন সীতাগঙ্গায় (কর্ণফুলীর কতেক অংশ সীতাঘাট[2] ইত্যাদি। ইহার কয়েক মাইল পশ্চিমে প্রসিদ্ধ মেধসাশ্রম এবং তন্নিকটবর্ত্তী বেতসনদী ও মার্কণ্ডের মুনির পদচিহ্ন এবং সুরথ রাজার বনবাস স্থান। ৮ম মন্বন্তরে সুরথ রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি কোলাধ্বংশকারী রাজগণ কর্ত্তৃক নিজরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া এই মেধসাশ্রমে আসিয়াছিলেন এবং সমাধি নামক জনৈক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এখন সরথকুণ্ড ও সমাধিনামক আর একটী কুণ্ড ঐস্থানে বর্ত্তমান আছে।[3] এই মেধ-সাশ্রমের উন্নতির জন্য কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীযুক্তচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রায় ২০,০০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদান করিয়াছেন এবং তিনি গত ১০ এপ্রিল ১৯২০ ইংরেজীতে উক্ত মেধসাশ্রমে গিয়া উল্লিখিত স্থানাদি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। এই মেধসাশ্রমের কয়েক মাইল পূর্ব্বে বালখিল্ল মুনির আশ্রম, বর্ত্তমান খুরুসিয়ার অনতিপূর্ব্ব এই রকম আরও একটি আশ্রম আছে। এই সুরমা সুক্ষ্মদেশে আর ও কত মুনির আশ্রম লুপ্ত অবস্থায় আছে কে বলতে পারে? এইদেশে পর্ব্বত-কন্দরে অনেক জনপদ ছিল এখনও মাঝে মাঝে তাহাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইলে আরও অনেক পুরাতত্ত্ব বাহির হইবে।

"অসুত সা নাগবধুপভোগ্যং মৈনাকমেম্ভোনিধিবদ্ধসংখ্য।"

২০ শ্লোক, কুমার সম্ভব।

এখন রামায়ণ ও কুমারসম্ভব কাব্যের উল্লিখিত মৈনাক পর্ব্বত।

এই হিমালয়ের অঙ্গজ (শাখা) মেনকাপুত্র মৈনাক শৈলটী, কোন্ জলধিতে মস্তক

১. চট্টগ্রামের শৈলমালার নামই রামগিরি, ইহার উত্তর পশ্চিমাংশ ইংরেজীতে রামগর সীতাকুণ্ড নাম দেওয়া হইয়াছে, মধ্যভাগ চট্টগ্রামে পূর্ব্বদিকেও এক অংশ রামগিরি (রামপাহাড়) এবং সর্ব্বদক্ষিণেও রামকুট (বামগিরি) নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অবশ্য অবস্থান্তর হইয়া বর্ত্তমান অনেক রূপান্তর হইয়া বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

২. এই ঘাটে সীতাদেবী স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এবং তজ্জন্য ঐ নদীকে সীতাগঙ্গা বলে। এই স্থানে এখনও হিন্দুগণ রামসীতার নামে পুজা দিযা থাকে। এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণও বাতি জ্বালাইয়া দিয়া থাকে। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। ইহার অনতিপূর্ব্বদিক দিয়া পাহাড়ের ভিতরের রাস্তা য়িা এখনও আকানাদি দেশে যাওয়া যায়। আরাকাণে ও অনেক হিন্দুর তীর্থ ও মুনির আশ্রয় আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবাল্যহেতু একবারে বিপুপ্ত হইয়া অনেক নামান্তর হইয়াছে।

৩. "সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
বভুবুঃ শত্রবো ভুাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা।।"
"স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীৎ দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।"
"তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ।।" মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।
মেধসাশ্রমের দক্ষিণে গৌতম বা বৌদ্ধাশ্রম ফরাতারা (বুদ্ধসংঘ)

উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, বঙ্গবাসী—শুধু বঙ্গবাসী কেন ভারতবাসী ও কেহ বোধ হয় সেই তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। বিশ্বকোষ মাত্র কয়েকটী প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিয়া পাশ কাটিয়া নীরব। সকলেই জানেন, চট্টগ্রাম পর্ব্বতশ্রেণী হিমালয়ের এক বিশিষ্ট শাখা।[১] হিমালয়ের এক শাখা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বর্ত্তমান আসামের। নাগা প্রভৃতি পর্ব্বত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত একই লাইনে বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে চটটগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমস্থ মহেশখালীস্থ মৈনাক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এবং ঐ শৈলেই আদিনাথ শিব স্থাপিত আছে। সন্ন্যাসিমহলে এই মৈনাক ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। (ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা তীর্থস্থান দেখুন।) এই মৈনাক পর্ব্বতই চিরদিন হিমালয়ের অঙ্গজ বলিয়া অভিহিত। এবং পুরাতন হিন্দুর অনেক শাস্ত্রাদিতে ও তন্ত্রে বর্ণিত আছে। এই মৈনাকের স্থিতি আজকালের নহে। মিহালয় ও পৃথিবীর সঙ্গেই ইহার অবস্থিতি। কুমারসম্ভবম্ কাব্যে "চন্দ্রশেখর" শিবের বর্ণনাও উপলব্ধি করা যায়। ভাষ্যকারগণ না জানিয়া রামগিরিকে বুন্দেলখণ্ডের চিত্রকূট ব্যাখ্যা করিয়া সমুদয় অভিধান পর্য্যন্ত ভুল করিয়া দিয়াছেন। আজ এই ভুলের উপরই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। অভিধানে পর্য্যন্ত মৈনাকের মাত্রঃ দুই একটী প্রতিশব্দ ভিন্ন আর কিছু বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার স্থিতি কোন্ সমুদ্রে কেহ বলেন নাই, উহা চট্টগ্রামেই।[২] রঘুবংশের কবি ৪র্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয়রে প্রথমেই সুক্ষ (চট্টগ্রাম) উল্লেখ করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূতকাব্যের যক্ষের বনবাসের স্থান (পূর্ব্বমেঘম্ অধ্যায় প্রথম শ্লোকোক্ত) রামগিরি চট্টগ্রামের পূব্বদিকস্থ অত্যুচ্চ শৈলমালার অংশ। এবং উহা বর্ত্তমান বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী পর্ব্বত। যখন দক্ষিণায়ন অর্থাৎ Monsoon পরিবর্ত্তন হয়[৩] তখন কল্পিত বিষুব-রেখার নিকট হইতে বায়ু সমুদ্রের এক স্রোত বা গতি (এপ্রিল, জুনমাস অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ) আরম্ভ হইয়া মালয় উপদ্বীপাদির উপর দিয়া আসিয়া আরাকাণ শৈলমালায় প্রতিহত হয়। এবং সমুদ্র হইতে মেঘ উঠিয়াই উক্ত শৈলমালায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও বঙ্গদেশবাসীর কেন? সমুদয় ভারতবাসীর পূর্ব্ব দক্ষিণ সাগরস্থ মেঘ তখন এই স্থানে প্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এবং উক্ত মেঘ চট্টগ্রামের উপর দিয়া দক্ষিণ হইতে (আষাঢ়, শ্রাবন মাস) বর্ষাকালে উত্তরাভিমুখে এখনও চালিত হয়। কিন্তু কবি উজ্জয়িনীর বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে কৌশলে উক্ত মেঘকে "ব্রজ লঘুগতি"তে পশ্চিম দিকের সমুদ্র পার করিয়া বিপরিত দিকে (বক্রপথে) ঘুরাইয়া মালভূমি (অনেক বলেন বর্ত্তমান ছোটনাগপুর)[৪] এবং তাহার পরে আম্রকূটশৈল ও তৎপর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চিত্রকূট এবং বিন্ধ্যা প্রভৃতি পর্ব্বতে লইয়া

---

১. Hooker's Himalayan and Journalas.
এই পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতা ৫০০ ফিট হইতে ৪৮০০ ফিট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

২ বর্ত্তমানে এই সকল অকটাটা প্রমাণ দেওয়া স্বত্বে ও অনেকর কাণে তালি লাগিবে। কারণ এতদিনের ভ্রম সহজে ঘুচিবে না।

৩. Longman's Geograhpy. Page 91.

৪. The highlands of theChota Nagopre division are rocky generaly and barren. Bengal P. 12.

গিয়াছেন। এবং ঐ সমুদয় মেঘের ক্রমে ক্রমে পৃথক দেশে স্থিতি দেখাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মহাকবি কালিদাসের সুহ্মদেশস্থিত পূর্ব্বসাগর-তীরবর্ত্তী রামগিরি ও বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গতঃ চিত্রকূঠ পর্ব্বতের বিশেষ জ্ঞান ছিল। কিন্তু ভাষ্যকারগণ মহাকবির এই সহজ লেখাটী বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কবি যক্ষের বাসভবন হিমালয়ের উত্তরে কুবেরাগার কল্পনা করিয়াছেন। এবং সেই বাসস্থান হতে রামগিরিতে বনবাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চট্টগ্রামস্থ রামগিরি (তখন সমুদয় চট্টগ্রামে শৈলমালা রামগিরি নামে অভিহিত হইত)। চট্টগ্রামের সর্ব্বউত্তর রামগিরি পর্ব্বত (রামগর) মধ্যভাগে রামগিরি (রামপাহাড়) ও দক্ষিণভাগের রামগিরি (রামকুট) এখনও বর্তমান আছে। সময়ে অন্যান্য অংশে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী হিমালয়ের বহু দূরবর্ত্তী শাখা (অংশ) পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে মেঘ চট্টগ্রামের উপর দিয়া উত্তর দিকে হিমালয়াভিমুখে বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়[১]। তদ্দরুন আসাম চেরাপুঞ্জী প্রভৃতি স্থানে প্রচুর বারি বর্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং যক্ষ বনবাসস্থান পূর্ব্বসাগর (বঙ্গসাগর) তীরবর্ত্তী চট্টগ্রামস্থ (সুহ্মদেশের) রামগিরি কবি বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যে "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ।" প্রথমতঃ মেঘ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে প্রতীয়মান হয় রামগিরি সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পর্ব্বত, সাধারণতঃ মেঘ উঠিয়াই পর্ব্বতাশ্রয় করে, তথা হইতে বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়; কবি তারপর মেঘকে উজ্জয়িনী নেওয়ার মানসে পূর্ব্বসাগরের পরাপরস্থ মালভূমির ছোটনাগপুর বা তন্নিকটস্থ সেই সময়েই উন্নত ভুভাগের) উপর দিয়াই ছোটনাগপুরের আম্রকূট শৈলের উপর দিয়া বন্দেলখণ্ড স্থিত প্রসিদ্ধ চিত্রকূট পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছেন এবং পরে বিন্ধ্য, রেবা ও উজ্জয়িনীর বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ হায়দরাবাদস্থ রামগিরি ও ছোটনাগপুরস্থ রামটেক রামগিরি বলিতে চাহেন। বাস্তবিক উহা ভুল। কারণ উভয় স্থান হইতে সমুদ্র অতি দূরে; বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের মলয়, সহ্য প্রভৃতি বর্ণনা না করিয়া রামগিরি বর্ণনা করিলে কল্পনার সামঞ্জস্যও থাকে না। এবং বুন্দেলখণ্ডের চিত্রকুট বর্ণনা পুর্ব্বে করা হইয়াছে। আর দেখা যায়, ঐসমুদয় পর্ব্বতের সহিত হিমালয়ের (যক্ষবাস স্থানের) কোন সংসৃষ্টতা নাই। সুতরাং উল্লিখিত হায়দরাবাদ ও ছোটনাগপুরস্থ পর্ব্বত যক্ষ-বনবাস-স্থান রামগিরি নহে।

কবি রামগিরিতে যক্ষের বনবাস নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং উক্ত নির্ব্বাসিত যক্ষ দ্বারা মেঘের গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ রামগিরি হইতে মেঘকে বাহির করিয়া একটা পশ্চাৎ ঘুরাইয়া মালভূমির উপর দিয়া আম্রকূট শৈলে নিয়া তাহার পর পথভ্রান্ত ক্লান্ত মেঘকে চিত্রকূট পর্ব্বতে লইয়া গেলেন। তথা হইতে বিন্ধ্য, রেবা, উজ্জয়িনী, দেবগিরি, চর্ম্মন্বতী প্রভৃতি

---

১. চট্টগ্রাম দেশটী বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশ, উত্তর দক্ষিণ লম্বা। রামকূট শৈলে রামমুর্ত্তি স্থাপিত আছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, গদ্যে পদ্যে মেঘদূত কাব্যের অনেক গবেষণা হইয়াছে। কিন্তু কেহ এই দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের পথ নির্দ্দেশ করিলেন। সুতরাং রামগিরি ও চিত্রকূট এক নহে[১]। বহু দূরবর্ত্তী বিভিন্ন দেশের পর্ব্বত বিশেষ। কিন্তু দাক্ষিণাত্যনিবাসী মহাপণ্ডিত মল্লিনাথ প্রথমেই ভুল কলিয়া রাখিয়াছেন। তিনি রঘুবংশ কালিদাসের লেখনী প্রসূত হইতে পারে কিনা তাহাও চিন্তা করেন নাই; অন্যের কথা কি বলিব? মহাকবি কালিদাস মেঘদূতম্ কাব্যে চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ (পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের) অতি উচ্চ দেবগিরি ও কামরূপের ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য) নদের উপনদী চর্ম্মন্বতীরও বর্ণনা করিয়াছেন[২]। ঐতিহাসিকগণের মতে মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি রচয়িতা কালিদাস খৃঃ পূঃ ৫৬ বৎসর, বিক্রমাদিত্যের সম-সাময়িক, আবার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিতে চাহেন[৩]। কালিদাসের সময়ে বর্ত্তমান নূতন বঙ্গদেশ, ২৪ পরগণা, নবদ্বীপ, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি বঙ্গসাগরের কুক্ষিগত ছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার কেহ কেহ কালিদাসকে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর কবি বলিতে চাহেন। কারণ রঘুবংশে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক শ্লোক এবং তাঁহার নামের উপর কত বাজে উদ্ভট শ্লোক দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐতিহাসিকগণ ঐ সমুদয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মেঘদূত ও শকুন্তলা প্রভৃতির কবিকে রঘুবংশ-রচয়িতা নহে বলিয়া বলেন। অনেকে রঘুবংশকে কাব্য বলিয়াও স্বীকার করিতে চাহেন না[৪]। তাঁহারা বলেন "পুষ্পবাণবিলাস" "বিক্রমোর্ব্বশী" "মালবিকাগ্নিমিত্র" "শ্রুতিবোধ" "নলোদয়" "শৃঙ্গারতিলক" প্রভৃতি অজ্ঞাতনামা কবিগণের গ্রন্থ সকল আজ অনেক দিন যাবত কালিদাসের নামের উপর পরিচিত ও প্রচলন হইয়া আসিতেছে। রঘুবংশ ও সেইরূপ। তাঁহারা আরও বলেন "কর্ণাটবিজয়" "বেতালের গল্প" "নবরত্ন পণ্ডিতের গল্প" প্রভৃতি সমুদয় উদ্ভট। এইসব কালিদাসের নামের উপর দিয়া পার হইয়া যাইতেছে। তখনকার দিনের লোকগণ তত নামের প্রয়াসী বা কাঙ্গাল ছিল না, গ্রন্থের বহুপ্রচলনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সেইরূপ মহর্ষি বেদব্যাসের নামের উপরও অনেক অজ্ঞাতনামা কবি ও লেখকের গ্রন্থ প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতও বিরাট পর্ব্বের পর অন্যান্য পর্ব্বগুলি সেইরূপ অজ্ঞাতনামা কবির লেখা।

১. "যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।" পূর্ব্বমেঘম।
"ক্ষেত্রমারুহস্যমালম্" ১৭৬ শ্লোক।
"সানুমানাম্রকূটঃ" ১৭ শ্লোক।
"অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখতগতং সানুমাংশ্চিত্রকূট" ১৯ শ্লোক।

২. ৪৩ ও ৪৬ শ্লোক–পূর্ব্বমেঘম্।

৩. বর্ত্তমানে বিক্রমাদিত্য সংবৎ ১৯৭৭–৭৮। ইহাই রাজা বিক্রমাদিত্যের ও মহাকবি কালিদাসের প্রকৃত সময় বলিয়া আহহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে ঐতিহাসিকগণ নানারমক যুক্তি দেখাইতে চাহিতেছেন বটে, ঐ সমুদয় কষ্টকল্পনা ও অপ্রাসঙ্গিক।

৪. রঘুরপকিাব্যং তদপিচ পাঠ্যম্?

অনেকে বলেন যে, হয় রঘুবংশ-লেখক আপনার নাম লিখিয়া যান নাই; নতুবা প্রকৃতপাঠ উদ্ধার হয় নাই। অথবা পরবর্ত্তী লিপিকারগণ গ্রন্থে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও একজন উচ্চদরের কবির লেখা দেখিয়া গ্রন্থের বহুপ্রচলন যুক্তিযুক্ত মনে করিযা প্রকৃত লেখকের নাম গোপন করতঃ কালিদাসের নামের উপরই চালাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে চাহেন "বিক্রমাদিত্য" কাহারো নাম নহে, উপাধি মাত্র। সেইরূপ "কালিদাসও" কাহারো নাম নহে, উপাধি মাত্র। গবেষণায় ইহার প্রকৃত সত্য এখনও স্থির মীমাংসা হয় নাই। তখন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী কয়েক প্রদেশকে আর্য্যগণ বঙ্গদেশ বলিতেন, কেহ কেহ বলেন কালিদাস রঘুবংশে সেই বঙ্গদেশেরই বর্ণনা করিয়াছেন. তাহা হইলে মেঘদূত-রচয়িতা ও রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস একই ব্যক্তি হইতে পারেন।

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় যে নবরত্ন পণ্ডিতের নানাগল্প শুনিয়া আসিতেছি, ইহার কোন সত্যতা উপলব্ধি করা যায় না। কালিদাসের কোন গ্রন্থে অমরসিংহ, বরাহ, মিহির, শঙ্কু, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, বররুচি, বেতালভট্ট প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যাহাদের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও কালিদাসের নাম নাই। অধিক কি, ইহারা অনেকেই আবার কালিদাসের সমসাময়িকও নহেন। সুতরাং " অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গশ্চসৌরাষ্ট্র মগধেষুচ প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক যেমন নূতন সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গলাদেশের সমাজে যেরূপভাবে স্থান পাইয়াছে, সেইরূপ উপরোক্ত উপন্যাস ইত্যাদি কালিদাসের নামের সহিত স্থান পাইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী লিপিকারকগণের অসাবধানতা বা অন্য কোন কারণে পূর্ব্বদেশীয় উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর কবিগণের নাম চিরদিন তরে বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐ সমুদয় গ্রন্থাবলী পূর্ব্ব-দেশবাসী কবির লেখা না হইলে পূর্ব্বদেশবাসী কালিদাসের নামের উপর প্রচলন হইত না; এবং এক সঙ্গে স্থান পাইত না। পরবর্ত্তী লিপিকারগণ সেইজন্য ঐসমুদয়গ্রন্থ পূর্ব্বদেশবাসী মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে সমাবিষ্ট রাখিয়াছিলেন।

কালিদাস নামটী চট্টগ্রামে সমধিক প্রচলিত দেখা যায়। বৌদ্ধ রাজার শাসন সময়ে যে সমুদয় দৈবজ্ঞ ও ছাতিয়াল ব্রাহ্মণ ছিল তাহাদের মধ্যেও ঐ নামটীর বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ কালিদাস বা কালিদাইস বর্ত্তমানে অপভ্রংশে কালিআইশ নামক দুইটি মৌজাও দৃষ্ট হয়। একটী সাতকানিয়া থানার বর্ত্তমান শঙ্খনদীর পারে কালেক্টরীর ১৪৪ নং মৌজা ও অন্যটী পটীয়া থানাব এলেকাধীন ২৪৪ নং মৌজা। মগ ওব্রহ্মাগণ আঃ ও আ শব্দ সমধিক ব্যবহার করে। "অ" শব্দ উচ্চারণ আদৌ দেখা যায় না; সুতরাং মগ-রাজার শাসন সময়ে "কালিদাস" "কালিআইস" বিকৃত হওয়াই খুব সম্ভব। কত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও কালিদাসের স্মৃতি এদেশ হইতে যায় নাই। তবে কোন্ গ্রামে জন্ম হইয়াছিল ইহা বলা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। কিন্তু তিনি যে পূর্ব্বদেশ (সুক্ষ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) বাসী ছিলেন তাহার অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। এবং তাঁহার

মেঘদূতম্ কাব্যে এই দেশস্থ 'রামগিরি' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'মৈনাক' এবং রঘুবংশ (যদি তাঁহার লেখা হয়) তৎগ্রন্থে "সুহ্মদেশ" বিশেষভাবে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মেঘদূতকাব্যে প্রথম শ্লোকেই রামগিরি, কুমারসম্ভব কাব্যে প্রথম সর্গে গ্রন্থারম্ভে ' মৈনাকে' এবং রঘুর দিগ্বিজয়ে প্রথমেই 'সুহ্মদেশ' উল্লেখ, ইহাই বিশেষত্ব। তিনি সুহ্মদেশবাসী না হইলে ঐ সমুদয় খাঁটি বর্ণনা করিতে পারিতেন না। কারণ বর্ত্তমানেও বাঙ্গালীগণ উল্লিখিত দেশ ও পর্ব্বতাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

কালিদাস কি বাঙ্গালী?

কালিদাসের নামের সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালীর নামের সামঞ্জস্য দেখা যায় কেন? পুরাকালে পূর্ব্বদেশে "বঙ্গ" নামক দেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানের অকিাংশ বঙ্গদেশবাসী সেই পুরাতন বঙ্গ, সুহ্ম, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাগত লোকগণের বংশধর। এবং সেই বঙ্গদেশের নামানুসারে এই বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নামাকরণ করা হইয়াছে।[১] প্রথমোক্ত দেশগুলিই প্রাচীন আর্য্য-উপনিবেশ ভূমি; সেইজন্য অধিকাংশ বঙ্গবাসীগণ কামরপকে (mother land) মা সম্বোধনে পূজিয়া আসিতেছে ও কামরূপ আদিবাসস্থান অর্থাৎ যোনিপীঠ বা মহাপীঠ (উৎপত্তি স্থান) বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং মাতৃভূমি দর্শনে অগাধপুণ্য সঞ্চার হয়, বাঙ্গালীগণের মধ্যে ঐ ধারণা বংশ-পরম্পরা এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ঐ কামরূপ কালে ভারতে হিন্দুজাতির এক পূণ্যময় তীর্থরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হিউয়াংসাং ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কামরূপে সহস্র সহস্র লোকের বাস উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সমুদয় দেশের অধিকাংশ লোক বর্ত্তমানে এই বঙ্গদেশে চলিয়া আসায় কামরূপ প্রভৃতি দেশের লোক সংখ্যা কমিয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তখনকার দিনের ভারতের অন্যান্য দেশের কবির নামে বৈচিত্রতা দৃষ্ট হয। যেমন বাঘ, ভাস, বারবি, ভবভূতি, বররুচি ইত্যাদি আর পূর্ব্বদেশবাসী মহাকবি কালিদাসের নাম পূর্ব্বদেশবাসীরই অনুরূপ।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দিতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যার অনুপাতে, বাঙ্গালা শিক্ষায় চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশে প্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং ইংরাজী শিক্ষায় ইহার স্থান তৃতীয়। ১৯১৭-১৯ ইংরেজী ইউনিভার্সিটী কমিশনার রিপোর্ট নিম্নে প্রদত্ত হইল। শিক্ষিতের সংখ্যা এক হাজারেঃ-

১. Beyond these four Divisions, on the east of the Brahmaputra and the Pudma, was the country caled Banga from which Bengal derives its name. Bengal P. 37.

They are mostly Hindus in religion, and speak a dialect closely allied to the Bengali. Bengal P. 87.

বাঙ্গালা ভাষায়

ডিভিসন	হিন্দু		মুসলমান	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১। চট্টগ্রাম।	২৬২.৭	২০.১	৮০.৩	২.২
২। প্রেসিডেন্সি।	২৪৯.৮	৩৫.৫	৯৬.১	৩.২
৩। ঢাকা।	২৩৮.৮	২৫.৫	৬০.১	১.৫
৪। বর্দ্ধমান।	২০৮.৪	১১.৬	১৫০.৪	৭০.০
৫। রাজসাহী।	১৩০.৫	৯.৪	৭৬.৭	১.৭

ইংরেজী শিক্ষিত সংখ্যা এক হাজারে

ডিভিসন	হিন্দু		মুসলমান	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১। প্রেসিডেন্সি।	৬২.৫	১.৮	৭.৯	০.১
২। ঢাকা।	৩৬.৯	০.৬	৩.৭	০.৩
৩। চট্টগ্রাম।	৩০.৩	০.৫	৪.৬	০.৪
৪। বর্দ্ধমান।	২৬.৫	০.৬	১২.৪	০.৪
৫। রাজসাহি।	১৫.৪	০.২	৩.৪	০.২

* University Commission's Report. 1917-19. Vol. 1. Page 161.

আরবী, উর্দ্দু ও পার্শী শিক্ষায় এই দেশের মুসলমানগণ বাঙ্গালার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক উন্নত। পুরাকালে এই দেশ আরবীভাষা শিক্ষা ও আলোচনার কেন্দ্র স্থল ছিল। পালি ভাষায়ও এদেশের বৌদ্ধগণ বিশেষ অভিজ্ঞ।

—